ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ ই ফাল্গুন শুক্রবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন দীনবন্ধু পরমেশ্বর! সুখের জন্য, আরামের জন্য এবং পরিত্রাণের জন্য আমি আর অন্য কাহার উপর নির্ভর করিতে পারি। পৃথিবীতে যেখানে সুখের আশা সংস্থাপন করি সেই স্থান হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসি। বিশ্বাসের অটল ভূমির উপর প্রকৃত মানব জীবন সংগঠন করিবার জন্যই যে তুমি অমৃতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছ, আত্মাকে বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল করিবার জন্যই যে তুমি তাহাকে বারম্বার পরীক্ষার অনলে দগ্ধ কর তাহা নিজের এবং পরের জীবন দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু হে দয়াময়, মনে এই বড় আশঙ্কা হয় যে পাছে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া অল্প বিশ্বাসী হই, এবং নিরাশ অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে হারাইয়া ফেলি। যদি পরীক্ষায় আনিতে চাও পিতা, তবে বল দাও। তোমার অখণ্ড বিধান যাহা তাহা আমি অতি আহ্লাদের সহিত মস্তকে বহন করিব। এক্ষণে তোমার চরণে এই বিনীত প্রার্থনা যে, সাধুরা চিরকাল যে প্রস্রবণ হইতে প্রেমামৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করেন, আমিও যেন অনন্যসাপেক্ষ হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার শ্রীচরণ নিঃসৃত প্রেম প্রস্রবণ হইতে অমৃত রস পান করত আত্মাকে সবল করিতে পারি। তোমার পিতৃ স্নেহের যে সকল বিশেষ প্রমাণ সময়ে সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাদিগকে যেন অতি যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করি। কিন্তু নাথ, যেমন তুমি আশার উপর উচ্চতর আশা প্রেরণ করিতেছ তেমনি সে সমুদয় যাহাতে চরিতার্থ হয় তাহারও উপায় করিয়া দাও। অভয় দান কর হে অভয়দাতা পরমেশ্বর! কিছু দিন নিশ্চিন্ত হইয়া মনের সাধে তোমাকে সম্ভোগ করি। এখন আর যে তোমার অভাব কিছুতেই সহ্য হয় না। এক দিন ভাল উপাসনা না হইলে যে মনে বড় অশান্তি হয়, তোমার সহিত ঘনিষ্টতা একটু মাত্র কমিয়া গেলে আর যে কিছুই ভাল লাগে না! তাই হে জীবনের জীবন! তোমার নিকট কাতর হৃদয়ে এই ভিক্ষা করিতেছি, ক্ষণকালের জন্যও আর যেন আমি তোমার চরণ ছাড়া না হই। তুমি কাছে আছ, ইহা ভাবিলেই আমার চিত্ত নির্ভয় হয়; এবং আমি সকল প্রকার ভয় ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাই।

নির্লিপ্ত প্রেম।

মনুষ্যের সহিত প্রকৃত রূপে প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হইতে হইলে প্রথমে মানব প্রকৃতি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে সেই মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ইহার মধ্যে দুইটী শক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। এই দুই শক্তি মনুষ্যের দেবভাব এবং মানবীয় ভাব বলিয়া সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা কখন পরস্পর পরস্পরকে পোষণ করে, কখন বা উভয় উভয়ের শত্রু হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করে, কখন কোন কোন কার্য্যে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল একত্রেই সংসাধিত হয়। যেখানে মানবীয় ভাবের প্রাধান্য এবং কোন স্থায়ী উদ্দেশ্য নাই, সেখানে স্বর্গীয় প্রেম কদাপি স্থাপিত হইতে পারে না। এক প্রকার প্রেম সাধারণতঃ আমরা সেখানে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা বিশেষ বিশেষ অবস্থার ফল। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সে প্রেমের লক্ষ্য অতি হীন; সুতরাং তাহা অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তসহ। কিন্তু যেখানে দেবভাবের প্রাধান্য, জীবন কোন একটী বিশেষ সত্যের অনুগত সেই খানেই স্থায়ী এবং স্বর্গীয় প্রেম স্থাপিত হইতে পারে।

ঈশ্বর ও মনুষ্যের সহিত সমস্ত বিবাদ বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত উভয়কে প্রেম করা, এবং সমস্ত ইচ্ছার সহিত উভয়ের পদ সেবা করা ইহাই পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। সুতরাং আমরা যে প্রেমের কথা বলিতেছি তাহা এই দুই সত্যের উপর সংস্থাপিত। যাঁহারা এই মূল সত্যে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের নিকট এ প্রকার প্রেমের কথা প্রস্তাব করা কেবল বাক্যব্যয় মাত্র। যাঁহাদের জীবন অবস্থার রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হয় তাঁহাদের নিকট এ প্রকার চিন্তাই স্থান পায় না। কারণ উন্নত লক্ষ্যবিহীন মনুষ্য সমাজে মুক্তিপ্রদ প্রেমের কোন সাধারণ ভূমি নাই। যেখানে কেহ কাহাকে চিনিতে পারে না, কাহারও বর্ত্তমান জীবনের সহায়তা লইয়া ভাবী জীবন বিচার করা যায় না, অবস্থার অনন্ত পরিবর্ত্তনের অকূল সমুদ্রে মানবাত্মা অস্থির ভাবে বিচরণ করে, সেই অরাজক নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশে এ রূপ প্রেমের সংবাদ এখনও প্রচারও হয় নাই।

যে প্রেমের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম, পরিত্রাণের অর্দ্ধাংশ যে প্রেমের উপর নির্ভর করিতেছে, অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে তাহার এক প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা নির্লিপ্ত। দুর্ব্বল মানবের এমনি স্বধর্ম্ম, এবং প্রেমের এমনি আকর্ষণ যে, একটু প্রীতিরস যেখানে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; এত দূর বিমুগ্ধ হয় যে, যে আশা চরিতার্থ হইতে পারে না, অথবা যাহা বহু বিলম্বে পূর্ণ হইবে, সেই দুরাশাকে মনে স্থান দিয়া শেষে মহা বিপদে পতিত হয়। এক জনের ক্ষমতায় যাহা নাই তাহা প্রত্যাশা করিলে স্বভাবতই নিরাশ হইতে হইবে। ইহাতে এই ফল হয় যে, যে পরিমাণে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহাও চলিয়া যায়। এ প্রকার অন্ধ প্রেমে আরও একটী বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন আমরা কাহারও প্রেমে মোহিত হই তখন তাহার দুর্ব্বলতার দিকটী এককালে বিস্মৃত হইয়া তাহার সমস্ত জীবনকেই প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস করি। এই কারণে তাহার মন্দভাব গুলিন অজ্ঞাতসারে আমাদের মনকে অধিকার করে, এবং তদ্দ্বারা উভয়ের জীবনই কলঙ্কিত হয়। বিশুদ্ধ প্রেম স্থাপনের ব্যবস্থা অন্য রূপ। নির্লিপ্ত ভাবে অন্যের সহিত প্রেম করিয়া কেবল তাহার সাধুভাব গুলিন গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার দেব প্রকৃতির সহিত মিলন রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের প্রেম

মুক্তিপথের সম্বল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার বন্ধু মন্দপথে গমন করিলে আমি কখন তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিব না। যদি তাঁহা হইতে কখন ঘটনাক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতেও হয়, তথাপি তিনি আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা আর তিনি পুনরায় ফিরাইয়া লইতে পারিবেন না; এবং আমার নিজের যাহা ছিল তাহাও তিনি বিকৃত করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু তাঁহার জীবনে যাহা কিছু সার পদার্থ আছে আমি তাহা এককালে নিষ্পেষণ করিয়া লইব। এ স্থলে দেবভাব যদি পরস্পরের চিরজীবনের নেতা না হয়, তাহা হইলে প্রেম কখন চিরপ্রেম হইতে পারে না। প্রণয়ীদিগের মধ্যে কাল সহকারে কি জানি কেহ যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন, এই জন্যই নির্লিপ্ত প্রেমের আবশ্যকতা বর্ণিত হইল। কিন্তু নির্লিপ্ত প্রেম বলিয়া যে ইহার গুরুত্ব এবং মধুরতা কিছু ন্যূন হইবে কিম্বা সেই উন্নত প্রেম দ্বারা অনুগত মনুষ্যকে গাঢ়রূপে ভালবাসা যাইবে না তাহা নহে; কারণ প্রেমের আদর্শ এখানে স্বতন্ত্র ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা মনুষ্য সম্বন্ধে নিরাপদে থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই রূপ নির্লিপ্ত প্রেমে প্রেমিক হইবেন।

(প্রাপ্ত)

(প্রেমপরিবার)

আদর্শ পরিবার সঙ্গঠন করিবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন এ পৃথিবীতে তাহা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস ও অবিনয় প্রভৃতির দুর্গন্ধময় বায়ুতে পরিপূর্ণ দেখিয়া নয়ন দুরাশার বারি নিঃসরণ করে। বিষয়াবক্তদিগের তো কথাই নাই, উপাসনার সময় যে সকল ধর্ম্মসাধকদিগের মুখশ্রী দেখিয়া হৃদয়ে কত আশা উৎসাহের উদয় হয়, তাঁহাদিগের জীবনের দিকে চাহিলে পরক্ষণেই আবার নিরাশার ঘন মেঘ আসিয়া চক্ষুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। প্রত্যেককে তখন স্বার্থ ও মানহানির আশঙ্কায় অগ্নিময় উৎসাহের সহিত প্রতি জনের সঙ্গে নিঃশব্দ সংগ্রামে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় স্বর্গীয় প্রেম গিরিনিঃসৃত জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সকলের হৃদয়ের পাষাণকে বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তারিত হইবে, এবং উচ্চ নীচ সকলকে সমতলস্থ করিবে, না স্বার্থ ও অভিমানের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সঙ্গোপনে পরস্পরের হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতেছে। দিবসের পর দিবস চলিয়া যাইতেছে, গৃহনির্ম্মাতা প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বিস্তর আয়াসের সহিত বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, আমরা সেই দেবদুর্লভ সামগ্রী সকলের যথেচ্ছাচার করিতেছি। সকলেই সেই স্বর্গীয় গৃহে অধিবাস করিবার জন্য লালায়িত হইয়া নিত্য নিত্য কত প্রকার যুক্তি সিদ্ধান্ত করিতেছেন, কত প্রকার অভিনব উপায় সকল অবলম্বন করিতেছেন, সময়ে সময়ে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে কার্য্যেতেও নিয়োগ করিতেছেন, অথচ নিষ্ফলযত্ন হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন। সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইলেও জল অভাবে স্থপতিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না; স্বার্থ অভিমান পরিত্যাগ করিলেও প্রেমের অভাবে কোন প্রকারেই এই আদর্শ পরিবার সঙ্গঠিত হইতে পারে না। যে পরিবারে চিরবসন্ত বিরাজ করিবে, যাহার সকল কার্য্যে পবিত্রতা ও শান্তি প্রকাশ পাইবে, প্রেমের শোণিত তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত না হইলে কি প্রকারে তাহার অস্থি মাংস একত্র সম্বদ্ধ হইয়া থাকিবে? গর্ব্বিত বিনয় ও কপট ভাবুকতা দ্বারা কি কখন আমরা এই দেবদুর্লভ স্বর্গীয় অবস্থা লাভ করিতে পারি? প্রেমের সহিত অবনত মস্তকে দীনাবস্থ ব্যক্তির পদসেবা এবং অপরের সুখের জন্য আপন সুখ বিসর্জন করিতে না পারিলে কেবল উপাসনাকালীন বিনম্রভাব ও ধর্ম্মালোচনার সময়ের প্রেমপূর্ণ বাক্যে কি অপরের হৃদয়কে অধিকার করা যায়? পুরুষপরম্পরাগত জাতি ও পারিবারিক মর্য্যাদা এবং পদগৌরবের অভিমানে যে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে,

সহজে কি সে বিনয়কে মধ্যে স্থান দান করিতে চাহে? তর্কে আমাদিগকে কেহ পরাস্ত করিতে পারুক আর না পারুক, হস্ত যখন হীনাবস্থ লোকের চরণস্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হয় তখন আপনার অন্তরে আপনার জীবনগত দৌর্ব্বল্য কখনই অননুভূত থাকে না। আমরা কি ধর্ম্মের গৌরব, পদের গৌরব করিয়া হীনের সহবাস ও সেবায় সঙ্কুচিত হইতে পারি? দেবতারা যে চিরদিন পাপীর সেবা, হীনের পদধৌত করিয়া আসিয়াছেন, এই ঘোর কলির প্রভাবের মধ্যেও যে ভক্তেরা অদ্যাপি হীনাবস্থদিগের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন? বিষয়াসক্তের আদর্শ স্বরূপ রাজাধিরাজও দীনদুঃখীর সেবার জন্য তাহার পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। নিঃস্বার্থ প্রেমের অনুরোধে পরস্পর নিজ নিজ সামর্থ্যের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন জন্য কৃতসঙ্কল্প না হইলে কি এই অবস্থা কখন জীবনগত করা সম্ভব? চিরদিন যে রাজ্যে প্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আমরা কি সভ্যতার মধ্যে পড়িয়া আজ সেই সঙ্কীর্ণ পথে বহু অশ্ব সংযোজিত উচ্চরথ পরিচালন করিতে পারি? রথ রথী পরিত্যাগ করিয়া অনাবৃত পদে দীনভাবে প্রেমের শরণাপন্ন হইয়া গমন করিতে না পারিলে কখনই আমরা সেই স্বর্গীয় পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না।

চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

১২ই মাঘ শনিবার প্রাতে নানা স্থানের ব্রাহ্মগণ মিলিত হইয়া ব্রাহ্মনিকেতনে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে টাউনহলে "স্বর্গরাজ্য" বিষয়ে ইংরাজিতে কেশব বাবুর এক বক্তৃতা হয়। সভার শোভা অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। সেই প্রশস্ত গৃহের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অন্যান্য বার অপেক্ষা এবার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা অধিক। বক্তৃতার প্রারম্ভে হারমনিয়মের সহিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী হয়।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

পিতঃ এই কি সে সেই শান্তি নিকেতন। যার তরে, আশা করে, আমরা করি এত আয়োজন।

দেখে যার পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস, বাক্যেতে না হয় প্রকাশ বিচিত্র শোভন; নরনারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম অশ্রু জলে, ডাকে তোমায় পিতঃ বলে আনন্দেন্দরে মগন।

তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে, প্রেম পরিবারের সুখ করেন আস্বাদন; সেই তো স্বর্গের শোভা, ভক্তজন-মনোলোভা, ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দেখে নাই কেহ কখন।

বক্তৃতার মর্ম্ম ব্রহ্মমন্দিরের বক্তৃতায় সময়ে সময়ে বিবৃত হইয়াছিল। কিন্তু টাউনহলে আরও বিশেষ উজ্জ্বলতার সহিত তাহা প্রকটিত হয়। বক্তা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান উৎসাহের সহিত স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষয়টী অতি সুমিষ্ট অথবা ইহাই ধর্ম্মরাজ্যের সার; সুতরাং লোকের শ্রবণস্পৃহা সম্যকরূপে চরিতার্থ হয় নাই। আরও কিঞ্চিৎকাল হয়, এ প্রকার ভাব অনেকেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে এপ্রকার বক্তৃতা অধিকাংশ লোকেই ধারণ এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। ঈশ্বরেতে সকল মনুষ্যের একতা, এবং মনুষ্য সম্বন্ধে মনুষ্যের বিভিন্ন ব্যবহার ও স্বাধীন গতি, এই স্থানটী আরও একটু বিস্তৃত এবং পরিষ্কাররূপে বুঝিবার অনেকের আবশ্যকতা ছিল। যাহা হউক, এসকল বিষয়ে যে লোকের অনুরাগ প্রকাশিত হয় ইহাই এক্ষণকার অবস্থায় অতি শুভচিহ্ন বলিতে হইবে।

১৩ই মাঘ রবিবার প্রাতে ব্রাহ্মিকাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে ভারতাশ্রমের এক প্রশস্ত গৃহে উৎসব হইয়াছিল। অনুমান এক শত ভদ্রমহিলা তৎকালে একত্রিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আচার্য্য মহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহা এইস্থলে প্রকাশ করা গেল।

ভগ্নীগণ! তোমরা সুখ চাও, দুঃখ চাও না। এই পৃথিবীতে দুঃখ কে চায়? সকলেই সুখের প্রয়াসী, কিসে দুঃখ দূর হয় এবং সুখ বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানব প্রকৃতির এই চেষ্টা। সমুদয় উদ্যোগ, চেষ্টা, এবং সাধন ভজনের লক্ষ্য এই সুখ। আমরা পুরুষ হইয়া যেমন সুখ অন্বেষণ করিতেছি, তোমরা নারী হইয়াও সেইরূপ সুখ অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি মনে সুখ পাইয়াছ? সরল অন্তরে বল, যথার্থই কি তোমরা সুখী হইয়াছ? তোমাদের মনের মধ্যে কি যথার্থই কুশল শান্তি বিস্তার হইয়াছে? সত্য সত্যই কি তোমরা তোমাদের বন্ধুমণ্ডলী এবং পরিবার মধ্যে সেই স্বর্গের পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতেছ? তোমাদের ঘরে, তোমাদের দেশে কি শান্তি আসিয়াছে? এ সকল সহজ প্রশ্ন, এবং এ সমুদয় প্রশ্নের এক উত্তর, তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া অনায়াসেই ইহার উত্তর দিতে পার। তোমরা কি সাহস করিয়া ইহা বলিতে পার না যে, এখন তোমরা যাহার আশ্রয় লইয়াছ তাঁহার মধ্যে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই? যদিও অনেক কণ্টকে শরীর মন বিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কর তখন কি সহস্র গোলাপ ফুল সম্মুখে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাও না? পশ্চাতে দুঃখের রাজ্য; কিন্তু সমক্ষে যতই পিতার প্রেমরাজ্য নিকটতর দেখিতে পাও, ততই কি পবিত্র সুখের আশা বৃদ্ধি হয় না? কোথায় ছিলে, দয়াময় পিতা তোমাদিগকে কোথায় আনিয়াছেন, যে স্থানে আসিয়া বসিয়াছ, ইচ্ছা হয় কি আবার ইহা ছাড়িয়া যাও? তোমরা কি অনেক বার বল নাই, দেহ হইতে যদি প্রাণ যায়, তবে ঈশ্বরের পবিত্র সাধক মণ্ডলীর মধ্যেই মরিব? যেখানে ভাই ভগ্নীদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা আর উচ্চতর, পবিত্রতর স্থান কোথায় পাইবে? ভাই ভগ্নীদের মুখে পিতার পবিত্র প্রেমের শোভা দেখিলে যে সুখ হয়, সে সুখ কি আর কেহ দিতে পারে? এই স্বর্গের সুখ দিবার জন্যই পিতা তোমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহারই জন্য তিনি এত আয়োজন করিতেছেন। ভগ্নীগণ! তোমরাও আমাদের দয়াময় পিতার উপাসনা কর ইহা দেখিলে যে আমাদের অন্তরে কেমন সুখ এবং শান্তি হয় কোথায়ও তাহার তুলনা নাই। যখন পিতা আসিয়া কন্যাদিগের অন্তরে দেখা দেন, তখন আর দুঃখিনীরা আপনাদিগকে দুঃখিনী বলিয়া মানে না। যে উদ্যানে দয়াময়ের আবির্ভাব, সেখানে যদি ৫টী ভাই কিম্বা ৫টী ভগ্নীও একত্র হন, সে আর এক রাজ্য। সেখানকার কাহাকেও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না। সেখানে সর্ব্বদাই প্রেম এবং পুণ্য চন্দ্রোদয়। যাঁহাদের অন্তর হইতে পিতা আপনি ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই স্বর্গের পুষ্পগন্ধে আমোদিত, সেখানে দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? এক বার যদি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইতে পার, এই পৃথিবীর বাড়ী ঘর, আত্মীয় কুটুম্ব, ধন, মান, সুখ সম্পত্তি, পদ, ঐশ্বর্য্য সকলই ভুলিয়া যাইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে স্থানে যাইতে ডাকিতেছেন, ইহা সামান্য স্থান নহে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই একটী মাত্র স্থান। এই ভূমি সমস্ত জগতের ভূমি, এই স্থানের বায়ু সমস্ত পৃথিবীর বায়ু, এই স্থানের আলোক সমস্ত পৃথিবীর আলোক। এই আলোক পাইয়া এক দিন সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে, এই বায়ু সেবন করিয়া পৃথিবীর সমুদয় নর নারী বাঁচিবে। যখন সমুদায় জগদ্বাসী এই ভূমিতে আরোহণ করিবে তখনই তাবৎ জগতের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন ইহা ভিন্ন যেন আমাদের অন্য কোথায়ও বসিতে না হয়। এই ভূমিতে কি দেখিতেছ? কেবলই ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা, কেবলই দয়াময় পিতার চরণ সেবা। সকলেরই মুখে দয়াময় নাম, ঈশ্বরের পুত্র কন্যারা পিতার চরণে ভক্তি উপহার দিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছেন; সকলেই পিতার সুখে সুখী, সকলেরই অন্তরে প্রেম ভক্তি পুষ্পের সৌরভ। পিতার পরিবারে দুঃখ নাই, ভ্রাতার মুখের দিকে তাকাও দেখিবে তাঁহার মুখে পিতার পবিত্র অগ্নি জ্বলিতেছে, ভগ্নীর মুখের প্রতি দৃষ্টি কর দেখিবে, তাহার মধ্যেও ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়াছে, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাব। কোথায়ও পাপ নাই, দুঃখ নাই। সকলেরই অন্তর বাহির পবিত্র, এখানে কাহারও মনে পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে না। দয়াময় স্বয়ং পাপকে এখানে আসিতে বারণ করেন। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে আর পাপীর ভয় থাকে না। পিতার ঘর নিরাপদ। তাঁহার ঘরে শত্রুর প্রবেশ নিষেধ। কে সেখানে চৌকি দিতেছেন? ঈশ্বর স্বয়ং। তিনিই নিজে তাঁহার ঘরের প্রহরী। পাছে ভক্তদিগের উপাসনার পবিত্রতার মধ্যে কেহ কলঙ্ক আনে এই জন্য তিনি আপনি দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অন্ততঃ যতক্ষণ তাঁহার ঘরে থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নিজে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, ততক্ষণ পাপ দুঃখের ক্ষমতা নাই যে তোমাদিগকে স্পর্শ করে। যখন পিতার উৎসবের প্রেমানন্দে মগ্ন থাকি সেই সময় কি আমাদিগকে পাপের বিষাদ আক্রমণ করিতে পারে? পিতার এই চরণ ভূমিই সন্তানদিগের সুখধাম, ইহাই জীবের স্বর্গ এবং শান্তি নিকেতন। ভগিনীগণ! পিতাকে তোমরা ডাকিতে শিখিয়াছ, এই অমূল্য অধিকার কত উচ্চ, কত পবিত্র, কত মধুর, যতই তাঁহাকে ডাকিবে ততই তাহা

বুঝিতে পারিবে। পিতা দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার চরণতলে যে ঘর দিয়াছেন এ ঘরে কি দুঃখ আছে? এখানে কি কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়? না, দুঃখিনী এ ঘরের মধ্যে কেহই নাই। সংসারে যখন ছিলে তখন দুঃখিনী ছিলে, আবার যদি এ ঘর ছাড় আবার দুঃখিনী হইবে। যে ঘরের ভিতরে পিতা বর্ত্তমান, সেখানে কি বিরোধ বিবাদ থাকিতে পারে? যাহাদের উপর পিতার প্রেম চক্ষু পড়িয়াছে তাহারা কি পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে? পিতার ঘরে তোমরা কি এমন কোন একটী বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পার যাহা লইয়া তোমাদের মধ্যে বিবাদ হইতে পারে? না বিবাদের কারণ তাঁহার ঘরে আনিতে পার না। এই দেখ তাঁহার ঘরে প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছে, ঐ দেখ সকলের অন্তরে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এ সকল লইয়া কি বিবাদ হইতে পারে? এই দেখ সকলের হৃদয়ে পিতার চরণ পদ্ম প্রস্ফুটিত এই দেখ, সকল ভাই ভগিনী পিতার চরণ লইয়া আসিতেছে। পিতার ভাণ্ডারে কি সামান্য ঐশ্বর্য্য যে তোমরা আপন আপন লক্ষ রত্ন লইয়া কলহ করিবে? সেই রসনা যাহা কলহ করিয়া বিষ উদ্গীরণ করে তাহা এখানে আসিতে পারে না। হিংসা প্রবৃত্তি যে মনে উত্তেজিত হয়, বিবাদ করিতে ভালবাসে যে রসনা এই ঘরে তাহাদের স্থান নাই। এঘরে প্রবেশ করিলে আর কাহারও পাপের কুমন্ত্রণা পালন করিবার ক্ষমতা থাকে না। এখানে কেহ অসুখী হইতে পারে না, কেননা যে এই ঘরে প্রবেশ করে প্রেমসিন্ধু তাহার পাপ ও দুঃখ করিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লন। যাহারা এই ঘরের আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের সমুদয় দুঃখের কূপ এবং যন্ত্রণার নদী শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহাদের আর কাঁদিবার বিষয় কিছুই নাই। এমন সুখের ঘরে দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ঈশ্বরের ঘরে দুঃখিনী হওয়া যায় না ইহা দেখাইবার জন্য তিনি তোমাদিগকে তাঁহার শান্তি ঘরে আনিলেন। যদি ইহার শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া থাক তবে তোমাদের দ্বারা জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই ঘরে তোমরা যে ধর্ম্ম লাভ করিবে, সমস্ত পৃথিবী সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এখানে তোমরা যে নীতি শিক্ষা করিবে, সমস্ত জগতের তাহা আদর্শ হইবে। এই ঘরে তোমরা যাঁহাকে দেখিয়া এবং যাঁহার কথা শুনিয়া পরিত্রাণ পাইবে, পৃথিবীর সকল ঘরে যে দিন তাঁহাকে দেখিবে, এবং তাঁহার আদেশ শুনিবে, সেদিন পৃথিবীর পরিত্রাণ। এই বায়ু, এই আলোক, এই প্রেম, এই পবিত্রতা, এই শান্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাইবে। এই ঘর ছাড়িলেই মৃত্যু। কেননা ইহার চারিদিকে সংসারের পাপ প্রবৃত্তি সকল, প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে; তোমাদিগকে ইহার বাহিরে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবে। ভগ্নীগণ! আবার শত্রুর মুখ দেখিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? পিতার কাছে সুখ পাওয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে আর কেন দুঃখ পাইবে। স্বামী ভার্য্যাকে বল এই ঘর ছাড়িয়া আর পৃথিবীতে গিয়া তোমাদের মুখ দেখিব না, স্ত্রী স্বামীকে বল যদি সশরীরে স্বর্গে যাইবে তবে এখানে এস তোমার সদ্ব্যবহার করিব। পৃথিবীতে গিয়া কাহাকেও স্পর্শ করিব না, কেননা সেখানকার বায়ুতে অন্তর কলঙ্কিত হয়। স্বামী, স্ত্রী, সকলে এই ঘরে এস, এখানে পরস্পরের প্রতি পবিত্র ব্যবহার করিয়া সকলে পরিত্রাণ লাভ করি। আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, তোমরা সকলে এখানে এস। পিতার ঘরের প্রাচীর অনেক উচ্চ হইয়া উঠিল, আর আমরা অন্যদিকে যাইতে পারি না। আর পলায়নের পথ রহিল না। এই স্বর্গের উচ্চভূমি এখান হইতে আর পৃথিবীর নিম্নভূমি দেখা যায় না। মায়া, মমতা কোথায় পড়িয়া রহিল আর দেখা যায় না। পিতা ক্রমাগত উপরে উঠাইতেছেন, আর ভয় নাই। আত্মীয় বন্ধুগণ! তোমাদের চরণ ধরিয়া বলি তোমরা সকলে পিতার ঘরে এস। এস ঈশ্বরকে লইয়া সকলে ধর্ম্মের সংসার করি। ভগ্নীগণ! বারম্বার অনুরোধ করিতেছি যদি অর্দ্ধঘণ্টার জন্যও এখানে সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক তবে যেখানেই থাক না কেন এই ঘরে থাকিবে ইহা ভিন্ন আর তোমাদের মিত্রালয় নাই, এই তোমাদের মিত্রালয়, এই তোমাদের পিত্রালয়। একদিকে ভ্রাতা, অন্যদিকে ভগ্নী, একদিকে স্বামী অন্যদিকে স্ত্রী, একদিকে পুত্র, অন্যদিকে কন্যা। ঈশ্বরের পরিবারে নর নারী উভয়েরই আবশ্যক। স্বার্থপর হইয়া পুরুষ স্ত্রীকে ছাড়িয়া স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে ছিল; কিন্তু একাকী কেহই পিতার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। দুজনেই স্বর্গের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল। স্বামীকে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী কোথায়? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়, তোমরা কি জান না একাকী আসিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়? চন্দ্র সূর্য্যের পরস্পর মিল না হইলে প্রকৃতির শোভা হয় না। সূর্য্য প্রকৃতি পুরুষ চির কালই তেজ বিস্তার করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে, চন্দ্র প্রকৃতি কোমল স্ত্রী জাতি, আবার পুরুষ প্রকৃতির তেজ বিহনে নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, অতএব পরস্পরের উভয়েরই সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। যখনই দুই প্রকৃতির মিলন হইবে, তখনই মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ। সেই স্বর্গ হইতে প্রেরিত রথে চড়িয়া স্বামী স্ত্রী যখন

নূতন বিবাহ মন্ত্রে, নূতন প্রণয় সূত্রে নূতন জীবন আরম্ভ করিবেন তখন আর তাঁহারা সেই পুরাতন স্বামী এবং পুরাতন স্ত্রী, থাকিবেন না, তখন দুজনেরই মৃত্যু হইবে ; কিন্তু সেই মৃত্যু হইতে নূতন জীবন উঠিবে। তখন স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি তিনি ? স্ত্রী স্বামীকে বলিবেন তুমি কি তিনি ? আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন ! ! স্বামী স্ত্রীর নূতন সম্পর্ক হইল। যে দিন স্বামীর উপাসনা ভাল না হয়, সে দিন স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যান, যে দিন স্ত্রী একাকিনী ঈশ্বর দর্শনে অক্ষম, সে দিন স্বামীর সাহায্যে তিনি সেই স্বর্গের প্রাণনাথকে দেখিলেন। যখন এই রূপে স্বামী স্ত্রী, অথবা একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীর সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক হইবে, তাঁহাদের পরস্পরের জীবনে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। যখন দুজনের মধ্যে পৃথিবীর লোক এই সুন্দর যোগ দেখিবে, তখন ক্রমে ক্রমে শত সহস্র লোক এবং অবশেষে সমস্ত জগৎ ইহার অনুসরণ করিবে। উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যাহা দেখিয়াছ তাহা কি ভুলিয়া গেলে ? তোমাদের ইচ্ছা হইলেই তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। এখনই বল, এখনই স্বর্গরাজ্য আসিবে। ঈশ্বর নিজের হস্তে তাঁহার রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছেন, এমন সুখের সময় চলিয়া গেলে আর পাইবে না। আর বলিব কি, এই মন্ত্র যদি বিশ্বাস কর সকলই হইবে। আমি নিশ্চয় জানি আবার তোমাদের মুখ পুড়িয়া পুরাতন এবং ম্লান হইয়া যাইবে। সংসার আপনার মনোহর মূর্ত্তি দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবে, এই জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে, আমি জানি আজই হয়ত যখন এই উৎসব ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া যাইবে পাপ রাক্ষস আসিয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিবে, এই জন্য মিনতি করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতার কথা বিশ্বাস কর, যদি বাঁচিতে চাও, এই ঘর ছাড়িও না। এখানে থাকিতে থাকিতে পরকালের জন্য কিছু সম্বল করিয়া লও যদি এ ঘরে পিতাকে ভালরূপে ধারণ করিতে শিক্ষা না কর তবে সংসার নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জয় করিবে। দুঃখের আগুণ, নরকের আগুণ এই বাড়ীর চারিদিকে জ্বলিতেছে, ঐ সংসার সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই মৃত্যু। ভবসাগরের ঢেউ দেখিয়া কেন ভীত হইয়া বলিতেছ না, সংসারে বার বার রিপুদলের হস্তে মরিয়াছি, পিতার ঘর ছাড়িয়া আর সেখানে যাইব না। তোমাদের স্বামীদিগকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, তোমাদিগকেও বলিতেছি, যদি এ ঘর ছাড়িয়া যাও, তোমাদেরই অপরাধ, তোমাদেরই মৃত্যু। তোমাদিগকে চিরকাল পিতার ঘরে দেখিব, তোমাদের কাহাকেও ছাড়িতে পারি না ; তোমাদিগকে লইয়া পিতার চরণতলে বাস করিব, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া পিতার সুখে সুখী হইব, এই প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছি যদি তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এখানে থাক তবেই এই দীনের আশা পূর্ণ হয়। তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া দেখিব, যদি ভিতরে স্বর্গরাজ্য আসিয়া থাকে ছাপিয়া রাখিতে পারিবে না। স্বর্গের বায়ু আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই বায়ু প্রবেশ করিয়াছে কি না, ভিতরে তোমরা সুখ পাইয়াছ কি না তোমাদের মুখের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিব। ভিতরে যদি স্বর্গরাজ্য আসিয়া থাকে সেই অগ্নি কি তোমরা ঢাকিয়া রাখিতে পার ? যদি দেখিতে পাই তোমাদের মুখে পরস্পরের দাসীর অঙ্গীকার পত্র লিখিত হইয়াছে তবে জানিব যে তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। যদি ইহা না হইয়া থাকে দুঃখিনী হইয়া নিশ্চয়ই তোমরা সংসারে মরিবে। কবে কাহার কি হইবে কে বলিতে পারে ? ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া এই ভিক্ষা করি তিনি তোমাদের দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ করুন। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ঘরে রাখিয়া ভাল করিয়া দিন ! ভগ্নীগণ ! এই কি তোমাদের সংকল্প হইল যে ইচ্ছা করিয়া আবার দুঃখের বিষ পান করিবে ? জয় দয়াময় বলিয়া এক প্রাণ এক হৃদয় হও দেখি। পারি না কে বলে ? যে নাস্তিক, যে অহঙ্কারী ; কিন্তু যে বিশ্বাসী, বিনয়ী সে বলে পারি। পিতার নাম লইয়া পরস্পরের মুখের পানে তাকাও, স্বর্গের আলোক আসিয়া বিবর্ণকে সুন্দর, এবং শুষ্ককে সরস করিবে। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর মৃত্যু নিবারণ করুন। দুঃখিনীদের অনেক দুঃখ হইয়াছে আর যেন দুঃখ সহ্য করিতে না হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্নে সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে কেহ আসিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিয়ম রক্ষার জন্য কতকগুলি লোককে সম্বোধন করিয়া আচার্য্য মহাশয় নিম্ন লিখিত উপদেশটী প্রদান করেন।

ধনী দুঃখী ভাইগণ ! তোমরা সকলে স্থির হইয়া শ্রবণ কর। তোমরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞা জান ? তাঁহার এই আদেশ, যে সকল জাতীয় লোকেরাই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে। সকল জীবে তাঁহার সমান দয়া। তাঁহার নিকট সকলে এক। তিনি জাতি বিচার করেন না ; কিন্তু যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে তাহাকেই

তিনি গ্রহণ করেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক তিনি দেখা দিবেন। এই মাঠের মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, এখানে ধনীরও মান নাই, দরিদ্রের দুঃখীরও নীচতা নাই। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যও ঠিক এই প্রকার। বৈকুণ্ঠ বল, বেহেস্ত বল, স্বর্গ বল, সেখানে সকলেই সমান, ঈশ্বরের নিকট ধনী গরিবের প্রভেদ নাই। যাহার কোন ঐশ্বর্য্য কিম্বা সম্ভ্রম নাই, কিন্তু মনে ভক্তি আছে সেই লোকই সেখানে বড়। কেবল প্রেম থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের রাজ্য প্রেমের রাজ্য। ভালবাসা থাকিলেই স্বর্গ, আর যেখানে ভালবাসা নাই, কিন্তু ঘৃণা আছে সেখানেই নরক। অহংকারী হও, স্বার্থপর হও, পরকে ঘৃণা কর, মনুষ্যকে হিংসা কর নিজের মনের মধ্যেই নরক দেখিবে। আর, অহঙ্কার, স্বার্থ ছাড়, বিনয়ী হও, ভক্তি কর, মনুষ্যকে ভাল বাস আপনার মনের মধ্যেই স্বর্গ দেখিবে। এইরূপে পাঁচটী লোক একত্র হইয়া যদি ঈশ্বরকে এবং পরস্পরকে ভাল বাসে তাহাদেরই মধ্যে স্বর্গ স্থাপিত হইবে এবং ক্রমে তাহা পাঁচ সহস্র লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইবে এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যাঁহারা স্বর্গের সুখ পাইয়াছেন তাঁহাদের সাধ্য নাই যে সেই সুখ লুকাইয়া রাখেন। কিরূপে নগরে নগরে, এবং দেশে দেশে ঈশ্বরের দুঃখী সন্তানদিগকে সেই ধর্ম্মের অমৃত ঢালিয়া দিবেন, ইহারই জন্য তাঁহারা ব্যস্ত। এইরূপে প্রেমরাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হয়। ঈশ্বরের আলোক কে ঢাকিতে পারে? দুঃখী গরিব ভাইগণ! তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ না? বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ এই আকাশে ঈশ্বর আছেন; যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই বলে ঈশ্বর নাই, চারিদিকে তাহারা কেবলই শূন্য ও আকাশ দেখে। যাঁহার ভক্তি আছে তিনি বলেন, "এই এখানেই ঈশ্বর বর্ত্তমান"। বাহিরের চক্ষে ঈশ্বরকে দেখা যায় না তাহাতে ক্ষতি কি, বিশ্বাসীর অন্তর জানিতেছে, এই শূন্যের মধ্যে এক জন বসিয়া আছেন। তাঁহার রূপ নাই, অথচ তিনি ভক্তের মন হরণ করেন, সন্তানের হৃদয় আকর্ষণ করেন, দুঃখী পাপীর প্রাণ টানেন। প্রেমময় পিতা বলিয়া ডাক তিনি দেখা দিবেন। মনে যদি বিশ্বাস না থাকে মক্কাতেই যাও আর বৃন্দাবনেই যাও কোথাও যথার্থ তীর্থ নাই। যাঁহার বিশ্বাস আছে তাঁহাকে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে হয় না, তিনি সকল স্থানে জগতের নাথ ঈশ্বরকে দেখিতে পান। তিনি জানেন জগতের সকলেই তাঁহার ভাই ভগিনী, কেননা ঈশ্বর সকলেরই পিতা। যিনি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন, মনুষ্যকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। বিদেশী ব্যক্তিও তাঁহার ভাই, যে অজ্ঞান পাপী সেও তাঁহার ভাই। পূর্ব্বকালের ঋষিরা মনের ভিতর তীর্থ বিশ্বাস করিতেন যদি মনের ভিতর তীর্থ না দেখিতে পাও, তবে পাহাড়েই যাও, কিম্বা অন্য তীর্থেই যাও কোথাও দেব দর্শন পাইবে না। অতএব ভিতরের প্রেম ভক্তি বলে সেই প্রাণেশ্বরের সঙ্গে যোগ অভ্যাস কর। এইরূপে ভিতরে যোগী না হইলে সুখ নাই, শান্তি নাই, পরিত্রাণ নাই। কেবল বাহিরে ভস্ম মাখিলে কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলে কেহই যোগী হয় না। অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে অনুসন্ধান কর এবং তাঁহাকে ভালবাস, সকল দুঃখ দূর হইবে। বাহিরের আড়ম্বরে শান্তি নাই। দেশ বিদেশে তীর্থ পর্য্যটন করিলেই কি লোক ভাল হয়? বৃন্দাবন কিম্বা কাশীধামে গিয়া কি লোকে পাপ করে না? অতএব ভাইগণ! ভিতরে তীর্থ অন্বেষণ কর। ভিতরে সাধন আরম্ভ কর, বিলম্ব করিও না। কোন্ দিন মৃত্যু আসিয়া কাহাকে আক্রমণ করিবে স্থিরতা নাই। এই পৃথিবী রিপুময় স্থান ইহা সুখের স্থান নহে, কেবলই বিপদ, ভয়, নিরাশা, এবং মায়ার ব্যাপার। কোন্ দিন কাহার কি বিপদ ঘটে কিছুরই স্থিরতা নাই ইহার সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিয়া মানুষ ভুলিয়া যায়; কিন্তু ইহার বস্তুই ঘোর দুঃখ এবং বিষাদের কারণ হইয়া উঠে। মনুষ্যের মন যতই ইহাতে আসক্ত হয়, ততই তাহার প্রাণ তাপ এবং বিষে জর্জ্জরিত হয়। এই জন্য ভাইগণ! তোমাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বার বার বলিতেছি, অন্তরে অন্তরে সেই চির দিনের স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, অন্তরের মধ্যে সেই প্রেমপরিবার স্থাপন কর, চিরদিনের জন্য সুখী হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কিরূপে এত বড় ব্যাপার সাধন করিবে, উপায় কি? ঈশ্বর একমাত্র সহায়, তিনিই জীবের পরম গুরু। কলিকালে তাঁহারই নাম এক মাত্র মন্ত্র। এই নামে আমাদের স্বর্গ এই নামে আমাদের পরিত্রাণ। এই নাম মনের ভিতর রাখ মন পবিত্র হইবে; রসনায় রাখ, রসনা শীতল হইবে। এই নামে বিশ্বাস চাই, একবার ভক্তির সহিত এই নাম সাধন কর দেখিবে ইহার কত বল। কত লোক কঠোর সাধন, তীর্থ পর্য্যটন, যাগ যজ্ঞ করিল, কিন্তু কিছুই হইল না, তাহাদের মন পূর্ব্বের মত তেমনই ইন্দ্রিয়পরায়ণ রহিল? কিন্তু বিশ্বাসী একবার ভক্তি ভরে দয়াল পিতা বলিয়া ডাকিলেন অমনই তাঁহার মন ঈশ্বরকে লাভ করিল এবং তাঁহার জীবনের গূঢ় মলিনতা চলিয়া গেল। এই নাম সামান্য নহে। নাম যার সহায় তাহার ভয় কি? এই নাম গ্রহণ কর, সাগরে পাষাণ ভাসিবে; ভবসমুদ্রের ঢেউ কিছুই করিতে পারিবে না। এই নাম ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের আর উপায় নাই।

তদনন্তর ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনান্তে এই বক্তৃতাটী হইয়াছিল।

কোন কোন দেশের লোক কেবল কূপের জলের উপর নির্ভর করে। তৃষ্ণা হইলে তাহারা সেই কূপ হইতে জল উঠাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। নিকটে নদী নাই, এই জন্য তাহারা ভূমি খনন করিয়া কূপ নির্ম্মাণ করে, এবং সেই কূপের জলে তাহাদের দৈনিক অভাব সকল মোচন করে। কিন্তু সৌভাগ্যশালী সেই দেশ বাসীরা যে দেশের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইতেছে। দুই প্রকার দেশই আমাদের দেশে আছে। কেহ নদীর তীরে বাস করিয়া অতি সহজেই আপনার অভাব সকল মোচন করে, কেহ অতি কষ্টে কূপ হইতে জল উঠাইয়া আপনার পিপাসা দূর করে। কাহারও সৌভাগ্য, কাহারও দুর্ভাগ্য। কাহারও পক্ষে জল কষ্ট দূর করা আয়াসসাধ্য, কাহারও পক্ষে অনায়াস সাধ্য। আমাদের দেশে দুই প্রকার প্রণালীই দেখিতে পাই। ধর্ম্মরাজ্যেও এরূপ কোন কোন হৃদয় কূপের উপর নির্ভর করে, কোন কোন হৃদয় নদীর উপর নির্ভর করে। শান্তিবারির প্রয়োজন নাই এমন লোক নাই। নদী নিকটে পাইলে ভাল হয়; কিন্তু যে দেশে নদী নাই সেখানে কূপ ভিন্ন আর উপায় নাই; কিন্তু যে কূপের দেশে বাস করে সে কখনই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। হৃদয়রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই যাহারা সামান্য একটু জল অনেক পরিশ্রমের পর লাভ করে, ক্রমে ক্রমে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং যখন তাহাদের নিজের হৃদয়ের কূপ শুষ্ক হইতে থাকে, তখন তাহারা উপদেশ প্রণালীর মধ্য দিয়া পরের জল অন্বেষণ করে। সর্ব্বদাই তাহারা পুস্তক বিশেষ, শাস্ত্র বিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে। তাহারা কতগুলি গ্রন্থ, কত গুলি গুরু এবং আচার্য্য নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছে। যখন একটী কূপ শুষ্ক হয়, তখন আর একটীর নিকট গমন করে। কিন্তু কূপের জলে আত্মার সমুদয় মলিনতা দূর হয় না, যাহারা কূপের উপর নির্ভর করে তাহারা কবে কূপ শুষ্ক হইবে এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কূপের জলে সামান্য মলিনতা ধৌত হয়; কিন্তু তাহাতে অন্তরের গভীর পাপ ধৌত হয় না। কিন্তু নদীর জলে যে কেবল সামান্য তৃষ্ণা দূর হয় তাহা নহে, তৃষ্ণা অপেক্ষা নদীর জল লক্ষ গুণ, অনন্ত গুণ অধিক। সেই রূপ হৃদয়ের মধ্যে যাহার নদী প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার কখনও অভাব নাই। যাহারা ঈশ্বরের নদীর নিকট বাস করে, তাহাদের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য সেই নদী বিশেষ সহায়তা করে। নদীর প্রবল বেগে এক ঘন্টার মধ্যে সমুদায় জঞ্জাল, মলিনতা এবং পাপ, কুসংস্কার দূরে চলিয়া যায়। তোমরা কি দেখ নাই আমাদের নিকটস্থ গঙ্গা নদী যেমন জল কষ্ট নিবারণ করে, তেমনই আবার নগরের তাবৎ জঞ্জাল দূর করে। সেই রূপ যে দেশে ভক্তি নদী প্রবাহিত হয়, সেই দেশের শত সহস্র বৎসরের পাপ ধৌত হইয়া যায়। সেই স্বর্গের স্রোতের নিকট কি পাপ তিষ্ঠিতে পারে? নদীর বেগ যেখানে আছে সেখানে ভয় নাই। সেখানকার বায়ু সর্ব্বদাই পরিষ্কার। স্বর্গ হইতে উৎসব রূপ মহানদী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি এত জল না আনিত, আমরা যদি নিজে কূপ খনন করিতাম, তবে কি আমরা এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতাম? অপরের গৃহ হইতে জল আনিয়া কত দিন আর সাধন করিব? দুঃখী তাঁহারা যাঁহারা পরের উপর নির্ভর করেন। এই জন্য ঈশ্বর স্বর্গ হইতে নদী প্রেরণ করেন, সেই নদীর জল বেগে মনুষ্য হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে কেবল যে তাহাতে জল কষ্ট দূর হয় তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে অনেক দিনের পাপ ধৌত হয়। সমুদায় দুঃখ পাপ, শোক তাপ, জঞ্জাল বিপদ সেই স্রোতে নিক্ষেপ কর, নিমেষের মধ্যে সমুদয় চলিয়া যাইবে। ঊর্দ্ধে, নিম্নে সেই জল, যখন সেই জলে ডুবিয়া থাকি তখন কোন দিন যে জীবনে মলিনতা ছিল তাহাও মনে থাকে না। যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই স্বর্গের জল। অতলস্পর্শ অগাধ শান্তি বারি মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অন্য বিষয় কিরূপে দেখিব। চারি দিকেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে প্রেম জল, ভক্তি জল, সুখ জল, শান্তি জল বহিতেছে; কিন্তু সে সকল হৃদয়ে কত দুঃখ, যাহারা সেই নদীতে থাকে না। ঈশ্বর দয়া করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেমনদী আনিয়া দেন; কিন্তু মনুষ্যের অবিশ্বাস দ্বারা সেই নদী আবার চলিয়া যায়। বিশ্বাস কর সেই নদী কখনই শুষ্ক হইবে না। অল্প বিশ্বাসে সেই নদী শুষ্ক হইয়া যায়, এবং আবার সেই পাপরাশি দেখা দেয়। যতক্ষণ নদীর জল চলিতে ছিল, ততক্ষণ নিম্নে কিছুই দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু যাই নদী শুষ্ক হইল, তখনই সেই পুরাতন, দুর্গন্ধময় মৃত দেহ সকল, রোগ পূর্ণ অস্থি সকল দেখা যাইতে লাগিল। সেই রূপ যখন পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম নদী প্রবাহিত হয়, তখন তাহার কোন পাপই দেখা যায় না; কিন্তু যখনই তাহা পাপীর অল্প বিশ্বাসে শুষ্ক হয়, তখনই আবার সেই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি দেখা দিয়া সেই ভীত দুর্ব্বল সন্তানকে আরও ভীত করে। বাস্তবিক সমুদয় পাপ চলিয়া যাইত যদি নদী প্রবাহ থাকিত। কিন্তু পাপী অবিশ্বাসী হইয়া আবার সে সকল পাপ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনদী উদ্ধত হইল, তাই ঘন মেঘ আসিয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। যে ব্যক্তি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতেছিল, অবিশ্বাস পাপে সেই ব্যক্তি এখন নরকে বাস করিতে লাগিল। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এরূপ যেন আমাদের কাহারও না হয়। উৎসব রজনীতে আর কিছু বলিবার নাই, যে নদী ঈশ্বর প্রেরণ করিলেন, ইহা যেন আর শুষ্ক না হয়। এমন নদীর ভিতর অবগাহন করিয়া এই পাপ চক্ষে এমন স্বর্গ দেখিয়া আবার যে নরকের দুর্গন্ধে ডুবিব ইহা সহ্য হইবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন যোগ স্থাপন করিতে হইবে, যে আর এই নদী শুষ্ক না হয়। তাঁহার সঙ্গে যোগ হইলে পুস্তক এবং বাহিরের গুরুর মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি স্বর্গ হইতে জল আনিয়া তোমাদের তৃষ্ণা দূর করিবেন, এবং স্বর্গের জলে তোমাদের পাপ রাশি চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সেই নিত্যযোগে সংযুক্ত হও। যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগী হইবে, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গেও চিরকালের জন্য যোগী হইবে। ঈশ্বরের প্রেম জলের মধ্য দিয়া সেই প্রেমের ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিবে

যখনই পরস্পরকে দেখিবে, তখনই প্রেমজল বৃদ্ধি হইবে। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিবে তখন পরস্পরের দর্শন নিশ্চয়ই সরস হইবে, তখন চক্ষে জল, হৃদয়ে জল অবশ্যই থাকিবে। এ বৎসরের পরীক্ষা কঠিন। কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবার জানা যাইবে। যদি দেখিতে পাও আমাদের মধ্যে সেই প্রেম প্রবাহ আসে নাই তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব ব্রাহ্ম সমাজ কপটতার আলয়। উৎসবের কয় দিন স্বর্গবাস, তাহার পর আবার পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত, এরূপ পরিবর্ত্তন আর সহ্য করিতে পারি না। প্রিয় উৎসব পরস্পরকে প্রিয় করিতে পারিল না। পিতা যেমন সন্তানকে ভাল বাসেন আমরা কি পরস্পরকে তেমন ভাল বাসিতে পারিব না? যাহারা কূপের উপর নির্ভর করে তাহাদের কি পাপ প্রক্ষালিত হয়? এই জন্য বলিতেছি ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে অপানাদিগকে নিক্ষেপ কর আর ভয় থাকিবে না। এই বিশেষ সময়ে পিতার প্রেমে নিমগ্ন না হইলে, ইহার পর আর হইবে না। এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যখন সহস্র লোক ঈশ্বরের প্রেম জলের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে তখন রসবিহীন ধর্ম্ম কি জানিব না। দিবা রাত্রি প্রেম নদীতেই মানুষের বাস করিতে হয় তখন ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝিব। বিচ্ছেদ কি, অপ্রেম কি জানিব না। এই প্রকারে যদি পিতার প্রেম সাধন কর উৎসবের ফল হইবে। এসময় যাহা কর্ত্তব্য করিয়া লও, যদি এখন ভালরূপে পিতার আজ্ঞা না শুন, স্বর্গের পর নরক আসিবে না কে বলিতে পারে? যদি পিতার কৃপাস্রোতে বাধা দেও, তবে হয়ত এমন হইতে পারে যেখানে স্বর্গের নদী চলিতেছিল, সেখানেই দেখিবে পাপ, মরুভূমি। এবার উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যে শোভা দেখিয়াছ তাহা প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখ। এবার যে ঘর দেখিয়াছি, তাহার শোভা আর ভুলিতে পারি না। "যেন ধরাতলে স্বর্গধাম"। যে নদী সেদিন চলিয়াছিল, তাহা যেন চিরকাল চলে, যে ফুল সেদিন ফুটিয়াছিল, চিরকাল সেই ফুল প্রস্ফুটিত হউক! এমন নরাধম কে আছে যে সেই শোভা দেখিয়া অবিশ্বাসী হইতে পারে? বিশ্বাসী বিনয়ী হইয়া পরস্পরের দাস দাসী হইব। চিরদিন দাসত্বে নিযুক্ত থাকিলে, আমাদের হৃদয়ে স্বর্গের জল দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের চরণ রূপ হিমালয়ে সেই প্রেমের উৎস। সেখান হইতে যে নদী আসিতেছে কাহার সাধ্য সেই নদীর বেগ সম্বরণ করে? সেই স্রোত পাপীদিগকে টানিয়া লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিবে। সেই নদী আসিয়াছে, আসে নাই, কেহই বলিও না। পিতার প্রেমনদী ধরাতলে আসিয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলেই আমরা বাঁচিব। যাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছি, এই নদীতে তাঁহাদের সঙ্গে সন্তরণ করিব। তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিব না। ঐ নদীর জলে পিতার চরণ প্রক্ষালন কর, ঐ চরণ আমাদের পরিত্রাণ নৌকা, উহাতে আরোহণ কর, সকল সঞ্চিত পাপ ভাসাইয়া দাও। নদীর বেগ কি দেখিতে শুনিতে পাইতেছ না? পিতার কাছে যাহা শুনিয়াছ এখন তাহা কার্য্যেতে পরিণত কর। এবারকার প্রেম পবিত্রতা, এবং ঈশ্বর দর্শন যেন চির কাল নয়নের শোভা এবং হৃদয়ের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে।

পর দিবস সোমবার প্রাতে অনুমান এক শত ব্রাহ্ম বেলঘরিয়ার উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। ষ্টেসন হইতে নামিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্যানে উপস্থিত হন। সেখানে সমস্ত দিন আলোচনা উপাসনাদি হইয়াছিল। এই দিন উৎসবের শেষ দিন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে।

আজ এই মহোৎসবে,
একবার বল সবে
ব্রহ্মনামে জগতের হবে পরিত্রাণ;
আজ কর সেই নাম গান।

সামান্য কি ব্রহ্মনাম,
এ জগতে স্বর্গধাম
ক্ষরে সুধা হরে ক্ষুধা; তৃপ্ত করে প্রাণ!
আজ কর সেই নাম গান।

হতভাগ্য ভারতের
দুর্দ্দশা হয়েছে ঢের
আর কেন জাগো যত ভারত সন্তান
উঠে কর ব্রহ্মনাম গান।

উঠেছে ব্রহ্মের ধ্বনি
গভীর গর্জ্জন শুনি
দুলিছে ভারত যেন ভয়ে কম্পমান,
কর আজ ব্রহ্ম নাম গান।

ভাইরে অন্ধের প্রায়
থাকা নাহি শোভা পায়
চেয়ে দেখ ভারতের সুদিন আসিল,
পুণ্য সূর্য্য গগণে উঠিল।

পুন বহুদিন পরে
ব্রহ্ম নাম ঘরে ঘরে
করিল ভারতবাসী, কর্ণ জুড়াইল,
দেখে মরি নয়ন মোহিল।

তুচ্ছ ধন মান লয়ে
সংসারের কীট হয়ে
গেলত অনেক দিন, আজ একবার
বল সবে ব্রহ্মনাম সার।

সেই পিতা বিনা ভাই
ভবের সম্বল নাই
তাঁরে ছেড়ে পাপী তাপী কোথা যাবে আর
আর কেবা করিবে উদ্ধার

আর অন্য পথ নাই
পায়ে ধরে ডাকি তাই
এস ভাই আমা সম পাপী আছি যত
বিপথেতে যাবে আর কত?

শুন শুভ সমাচার
ঘুচাতে দুঃখের ভার
দীনবন্ধু খুলেছেন তাঁর সদাব্রত
আয় আয় পাপী তাপী যত।

রূপ গুণ নাহি তাঁর
কে বলেরে নিরাকার
হয় না হবে না তাঁর ভজন সাধন।
মহামূর্খ অজ্ঞান সে জন
তাঁর রূপ অগোচর
কে বর্ণিবে কি সুন্দর
ভাবিলে সৌন্দর্য্য প্রাণ আনন্দে মগন
সুখ সিন্ধু উথলে কেমন

শোন্‌রে জগতবাসী
অতুল রূপের রাশি
সৌন্দর্য্যের পূর্ণশশী সেই প্রাণেশ্বর
দরশনে জুড়ায় অন্তর।
দেখিব কি ভাবি যদি
সঙ্গে তিনি নিরবধি
অমনি অমৃতবৃষ্টি হয় নিরন্তর,
প্রাণে দেখি আনন্দ সাগর।

বল দেখি বন্ধুগণ
হয় না কি আকিঞ্চন
বারেক সে রূপ শোভা হেরিতে নয়নে?
আঁখি শুদ্ধ যাঁর দরশনে।
অবাক্‌ হইয়া প্রাণ,
করে সেই সুধা পান
দর দর প্রেমধারা বহে দু নয়নে
ভাসে বিশ্ব প্রেমের প্লাবনে।

চিন্তা।

আপনার ভাব অন্যকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে সমভাবী করা অতি কঠিন কার্য্য। কিন্তু সুখ দুঃখে মনুষ্যের সহানুভূতি না পাইলে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহার তুল্য দুঃখ পৃথিবীতে অল্পই আছে।

ঈশ্বরের সহবাসজনিত প্রেমানন্দে অন্যকে অংশ ভাগী করিবার জন্য যে ইচ্ছা তাহাই ভাল বাসার পরাকাষ্ঠা।

সেবার দ্বারা অপরের যে সুখ ও উপকার লাভ হয়, এবং সেই সুখ ও উপকারের জন্য যে প্রাণগত ঐকান্তিক চেষ্টা যায় তাহার অনুভূতিই সেবার পুরস্কার।

ক্ষমাপ্রার্থনা ধন্যবাদ এবং বাক্য ও ব্যবহারের বিস্তৃত টিকার উপর যে প্রেম সংস্থাপিত তাহা অতি অসার।

সত্য স্বয়ংই পুরস্কারের বস্তু। এবং সত্য পালনের জন্য যে আন্তরিক ইচ্ছা এবং আত্ম-সন্তোষকর সাধ্যমত চেষ্টা তাহাই সাধুজীবনের উপজীব্য।

রুচি, মত ও কার্য্যে স্বাধীনতা না দিলে, এবং সম্পূর্ণরূপে অভয় দান না করিলে কাহারও সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুতা হইতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ১৭৯৪ শকের মাঘ হইতে ১৭৯৫ শকের ১৭ পৌষ অথবা ইং ১৮৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয় ও ব্যয়ের বিবরণ।

আয়

বিবরণ		টাকা
মাসিক দান সংগ্রহ	...	৩৬৬।৵০
এক কালীন দান	...	১০৮৭। /১৫
বার্ষিক দান	...	৩২
শুভকর্ম্মের দান	...	৭৮
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	১০৩৮।৶৫
ভারতসংস্কার সভার পত্রিকা হইতে	...	৩৬০
ঐ স্ত্রী বিদ্যালয় হইতে	...	৪৬২।/০
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আফিসের	...	১০
*শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু পিড়ার জন্য বিশেষ ভিক্ষা		১২১।০
ক্ষুদ্র আয়	...	১০৸৶১০
ব্রহ্মমন্দির হইতে মাঘ হইতে আশ্বিন অবধি		১৭৬৷৶১৫
পুস্তক বিক্রয় হিসাবে { অপরের ৬১৩/১০ ; প্রচারের ৫০৭৷৷/১০ }	...	১১৬১।৶০
উৎসব উপলক্ষে	...	১১৷৷০
		৪৯৪১৶৫
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ঋণ করা যায়	...	৬৮৯৸৷১
		৫৬৩১৸৶১০

*উঁহার ভিত্তি আরও অনেক টাকা শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্র সেন ও গোপীমোহন ঘোষ মহাশয়গণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া চিকিৎসার জন্য ব্যয়িত হয়। উক্ত বন্ধুগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যয়

বিবরণ		টাকা
ধর্ম্মতত্ত্ব { মুদ্রাঙ্কন ৪৩২ ; কাগজ ১০৫।/৫ ; ডাক মাশুল ২৮৪৷৷৶১০ }		৭৮১৸৶১৫
উপজীবিকা*	...	২২২৮।১০
পাথেয় হিসাবে	...	৯১৯৶৫
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভাদিগের		৩৫৶০
শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর চিকিৎসা ও ঔষধ জন্য		৮৩৶১০
কর্ম্মচারির বেতন	...	৬৬
উৎসবের ব্যয়	...	১৬৷৷০
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	৮৭।৶০
পুস্তক বাঁধান দপ্তরী	...	১৬৬৸/০
ঐ কাগজ খরিদ	...	১৪৭।০
ঐ মুদ্রাঙ্কণ	...	২৭৯৶৫
অপরের পুস্তকের মূল্য শোধ	...	৪৬৯।৶১০
		৫৬৩১৸৶১০

* এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের ঠিক হিসাব না পাওয়ায় দেওয়া হইল না। এলাহাবাদে প্রচারের জন্য অনেক ব্যয় হইয়াছে।

মাসিকদান।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন	...	৬০
" " সারদাপ্রসাদ সিংহ	...	১৮
" " যদুনাথ দে	...	১০
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	...	১০
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১০
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১০
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১০
,, ,, নীলমণি ধর	...	১০
,, ,, হরগোবিন্দ চৌধুরী	...	৯
,, ,, মধুসূদন সেন	...	৮
,, ,, গোপীকৃষ্ণ সেন	...	৭৶
,, ,, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬
,, ,, কালীমোহন ঘোষ	...	৬
,, ,, কালীনাথ দেব	...	৬
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন	...	৬
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ পাল	...	৬
,, ,, হরিদাস শ্রীমাণী	...	৫
,, ,, প্রসাদ দাস মল্লিক	...	৫
,, ,, চন্দ্রনাথ মল্লিক	...	৫
,, ,, নেপালচন্দ্র মল্লিক	...	৫
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর	...	৪
,, ,, যাদবচন্দ্র রায়	...	৪
,, ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৪
,, ,, কালীমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৪
,, ,, তারকনাথ দত্ত	...	৩॥
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	...	৩
,, ,, রামচন্দ্র গুপ্ত	...	৩
,, ,, গোপালচন্দ্র সরকার	...	৩
,, ,, দীননাথ মজুমদার	...	২॥
,, ,, শ্রীনাথ পাল	...	২
,, ,, চন্দ্রনাথ চৌধুরী	...	২
,, ,, রাধাগোবিন্দ চৌধুরী	...	১।
এক জন বন্ধু	...	১০
,, ,, বেণীমাধব মিত্র	...	১॥
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৫
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	...	৩০
চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজ	...	২০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	৫
ক্ষুদ্র মাসিক দান সংগ্রহ	...	২৶
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত দাস	...	৫
,, ,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
,, ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ	...	২
,, ,, রামচন্দ্র ঘোষ	...	২
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	...	২
,, ,, হেমচন্দ্র মজুমদার	...	২
,, ,, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	...	১৶
,, ,, নীলমণি কুমার	...	১
,, ,, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী সেন	...	১
,, ,, ক্ষেমদা মিত্র	...	১০
শ্রীবাটীর কয়েকটী বালক	...	৭৵
এক জন বন্ধু (ভবাণীপুর)	...	৫
দুইটী বন্ধু	...	৩
একটী বন্ধু	...	২
একটী বন্ধু (লাহোর)	...	২
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	...	২৯৪
কুমিল্লা শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ প্রভৃতি	৮০	
কটক ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি	১১০	
জব্বলপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	৬০
বেরিলী ব্রাহ্মসমাজ	...	৫০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	৫০
ডাব্রুন ব্রাহ্মসমাজ	...	৪০
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ	...	২৪
বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	২৩
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	...	২০
ঢাকা সঙ্গত সভা	...	২০
ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	১০
ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	১০
বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ	...	১১
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	...	৪
রাণীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ	...	৩/
বাগআচড়া ব্রাহ্মসমাজ		২
কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ	...	২
শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ	...	১
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের দানাধার		।৵১৫
		১০৮৫॥/১৫

(বাম স্তম্ভের যোগ: ৩৬৬॥)

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ছকড়ী ঘোষ	...	৫০
ঢাকার ব্রাহ্মগণ	...	৪৫
মেঃ নেভাল রায় (করাচি সিন্দী)	...	৩৫
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত (খাটুরা)	...	২২
,, ,, কালীনাথ ঘোষ	...	১০
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস	...	১০
,, ,, [illegible]নসিং বয়দ	...	১০
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	৫
,, ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৫
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার	...	৫
,, ,, গোপালচন্দ্র বসু	...	৫
,, ,, প্রাণনাথ মল্লিক	...	৫

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ	...	
(মৃত ব্রাহ্মিকা পত্নীর স্মরণার্থ)	...	৫০
" " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	১০
" " গোপালচন্দ্র ঘোষ	...	৭
" " হরচন্দ্র মজুমদার	...	৫
" " রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ	...	৪
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
" " হেমচন্দ্র মজুমদার	...	১
		৭৮

বার্ষিক দান।

কুমারী মার্টিনো (লণ্ডন)	...	২২
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত	..	১০
		৩২

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই ফাল্গুন মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা চৈত্র শুক্রবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।॰ মফস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ! তুমি প্রতি দিন প্রচুর স্নেহের সহিত আমাদিগকে নানা সুখ বিধান করিতেছ। তোমার কৃপাবলে হে নাথ! আমরা কেবল তোমারই অপার কৃপা-বলে জীবিত রহিয়াছি। তুমি দয়ালু হইয়া অন্তরে যে সকল প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছ, তদ্দারা আমরা সংসারের মোহ অন্ধকার মধ্যে থাকিয়াও সত্যের আলোক, পবিত্রতার পথ দেখিতে পাইয়াছি। তুমি যেমন দেখাইলে এবং শুনাইলে তেমন করিয়া আর আমাদিগকে কে দেখাইবে এবং শুনাইবে! তোমার দয়া এবং প্রেমের যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি তা-হাই যেন আমাদের চির জীবনের অবলম্বন হইয়া থাকে। দয়াময়, তোমার কাছে যেন আর পর হইয়া না থাকি। দুঃখের সময় দরশন দিয়া, সন্দেহ নিরাশার সময় উপদেশ দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিও। হে প্রেমময় পিতা! তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হইলে যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়। তুমি যাই সময়ে সময়ে মুক্তির বিধান সকল প্রকাশ করি-য়াছিলে তাই বাঁচিয়া আছি। এক্ষণে সেই সকল বিধানকে যেন অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি; এবং ভবিষ্যতে যে সকল বিধান তুমি প্রেরণ করিবে তাহার জন্যও যেন সর্ব্বদা আশা-পূর্ণ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। তোমার বিধান, তোমার উপদেশ এবং তোমার দর্শন আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের উপজীবিকা। ইহা ভিন্ন আমরা আর বাঁচিতে পারি না। সেই জন্য বার বার তোমাকে ডাকিতেছি হে দয়া-ময়, যাহাতে আমরা বিশ্বাসীদিগের অধিকার পাই তাহা কর।

প্রার্থনা এবং আত্মচেষ্টা।

প্রার্থনা সম্বন্ধে অনেকের মনে একটী সাংঘাতিক ভ্রম বহুদিন হইতে চলিয়া আসি-তেছে। জীবনের যাহা কিছু অভাব তাহা ঈশ্বরের নিকট অবগত করাই প্রার্থনার একমাত্র সাধন বলিয়া তাঁহারা স্থির করেন, সুতরাং অল্প কালের মধ্যে বাঞ্ছিত ফল লাভে নিরাশ হইয়া তাঁহাদিগকে ঘোর অবিশ্বাসে পতিত হইতে হয়। কিন্তু আত্মচেষ্টা বিরহিত প্রার্থনার পরি-ণাম যে এইরূপ হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাঁহারা মানব জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করেন, সাধুতা উপার্জ্জনের গুরুত্ব কিছুমাত্র অবগত নহেন, তাঁহাদের

আবার এইরূপ সংস্কার যে, প্রার্থনীয় বিষয় লাভের জন্য যদি আত্মচেষ্টার আবশ্যকতা হইল তবে আর ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন কি? এই দুই বিপরীত সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রার্থনার প্রকৃত তত্ত্ব অবস্থান করিতেছে। মানবীয় চেষ্টা এবং ঈশ্বর কৃপা সামঞ্জস্যরূপে কার্য্য করিয়া সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ করে। কিন্তু আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য প্রদেশে ঐ দুই শক্তি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকে। গণিত শাস্ত্র দ্বারা আমরা তাহাদের সীমা নিরূপণ করিতে পারি না, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, প্রার্থনা পূরণের জন্য আত্মার মধ্যে তিনি যে বল বিধান করিয়াছেন, অগ্রে তাহা সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষিত হইবে। এইরূপে অতি দুরবগাহ কৌশলে প্রার্থনার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যখন কোন বাঞ্ছনীয় বিষয় আমাদের ক্ষমতা ও চেষ্টার অতীত হয় তখনই প্রার্থনার প্রয়োজন। যে পুণ্য আমি উপার্জ্জন করিতে অভিলাষ করি, কিম্বা যে পাপ পরিত্যাগের জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা যতদূর আমার স্বীয় ক্ষমতায় সংসিদ্ধ হইতে পারে তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত শক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। নিজের সঞ্চিত বল লুক্কায়িত রাখিয়া বা বিস্মৃত হইয়া অন্যের নিকট প্রার্থনা করা ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল দীন ব্যক্তিরাই অপরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। যদি কেহ বলেন তবে আমি নিজের চেষ্টাতেই পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা হইলে আমাদের এই কথা যে তিনি তাহা পারিবেন না। নিশ্চয় কখন তিনি তাহা পারিবেন না। আত্মচেষ্টাশূন্য উপাসক যদি বলেন কেবল আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমার সকল অভাব মোচন করিব, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এই বলিব যে সে প্রার্থনা কদাপি স্বাধীন চেষ্টা শূন্য হইতে পারিবে না। সক্ষয়ী ব্যক্তি ভিক্ষা করিলে যেমন তাহাকে কেহ দয়া করে না, তেমনি আত্মবল-বিস্মৃত উপাসকের প্রার্থনা কোন কালে ঈশ্বর পূর্ণ করেন না। কারণ তিনি জানেন যে অলস ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা কেবল অসার বাক্যেতে পরিপূর্ণ। অতএব ঈশ্বরকৃপা এবং আত্মচেষ্টা উভয়েই এক সঙ্গে কার্য্য করিবে। পরমেশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিজের সহায্যে এবং প্রকারান্তরে মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া পাপীকে পরিত্রাণ দেন। তবে ইহা অবশ্য সম্ভব যে, কত দূর পর্য্যন্ত তাহার নিজের ক্ষমতা আছে মনুষ্য সহসা তাহা না জানিতে পারে, কিন্তু কোন সঙ্কটাপন্ন বিপদে আক্রান্ত হইলে সে যেমন দ্বিগুণ বল প্রকাশ করে, তেমনি পাপ বিকারে আত্মাকে মুমূর্ষু প্রায় জানিয়া যদি সে ভীত হয় তাহা হইলে তাহার নিজের দুর্ব্বল জীবন হইতেই আশাতীত বল উৎপন্ন হইতে পারে। ভয়ে নিরাশায় অনেক সময় বল ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু যদি এইটী বুঝিতে পারা যায় যে উপস্থিত ঘটনাতে আমার এককালে সর্ব্বনাশ হইবে, তখন সমস্ত সঞ্চিত বল নিয়োগ না করিয়া কেহ ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। ঈদৃশ সাধু ইচ্ছার নিম্নে যে মানবীয় শক্তি আছে তাহার সঙ্গে অনন্তশক্তি ঈশ্বরের জীবন্ত যোগ অবস্থান করে, সুতরাং প্রাণগত-চেষ্টাশীল প্রার্থীদিগের আর সে অবস্থায় কখন নিঃসম্বল হইতে হয় না। আত্মজিজ্ঞাসা দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমার যদি বাস্তবিকই কোন পাপ পরিত্যাগ করিতে এবং ঈশ্বরের পবিত্র সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি কখন বলের অভাব হয়? কোন ভাবী বিপদ অগ্রে কল্পনাপটে চিত্র না করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা ক-

রিলে এ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য সকলে বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ণ সাধন।

যদি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরকে আত্মস্থ করাই জীবনের একমাত্র স্থির সঙ্কল্প হয়, পরিত্রাণ ভিন্ন সাধন ভজনের যদি আর অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য না থাকে, তবে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা কখনই উচিত নহে; পূর্ণমাত্রায় প্রাণপণ যত্নে ঈশ্বরের আদেশ পালনপূর্ব্বক যাহাতে সেই যোগীজন বাঞ্ছিত ব্রহ্মপদ প্রান্তে কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই করিতে হইবে। আমি দুর্ব্বল অভাজন, আমার চিত্তে ঈশ্বরানুরাগ নাই, প্রলোভনের দুর্জ্জয় আকর্ষণ আমি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারি না, সাংসারিক অবস্থা আমার বিষম প্রতিকূল, আমার অমুক বিষয়ে একটু স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে ইত্যাদি সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া কিছুদিন আমরা মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু চির দিন তাহাতে চলে না। বিবেকের চক্ষু যাহাদের প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যাহারা লক্ষ্যশূন্য হইয়া কোন কার্য্য করে না, তাহারা আজীবন মরণ পর্য্যন্ত এই সকল প্রতিবন্ধকের কথা বলিয়া আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করিতে পারে না। এক দিকে প্রেমময় অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ের পরমপ্রিয় সুখদ সামগ্রী সকল লইয়া আত্মার অব্যবহিত সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছেন, অপর দিকে ঐ কয়েকটী পুরাতন অভিযোগ। পাপ অবিশ্বাসের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা সম্মুখে মোহ জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, স্বর্গের শোভা চক্ষে ভাল করিয়া একবার দেখিতেও দেয় না, জীবনের মূলগত গূঢ় নিরাশা সমস্ত সাধু চেষ্টাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, সহস্র সহস্র বার উপাসনা করিয়াও পরিত্রাণের আশা বলবতী হয় না, স্বীকার করিলাম এ সমস্ত ঘটনা অসত্য নহে; কিন্তু ইহাই কি শেষ মীমাংসা? তবে কি মনুষ্য সংসারের অতলস্পর্শ নরকে চিরকালের জন্য নিমগ্ন থাকিতে সংকল্প করিবে? না, তাহা কখন হইতে পারে না। অবিশ্রান্ত সাধন করিতে হইবে, পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে হইবে।

সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না হইলে পরিত্রাণের পথ কখন পরিষ্কার হয় না। প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষীর প্রতিবন্ধকও চিরদিন থাকে না। কারণ ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের ইচ্ছা যদি একই হইল তবে আর বাধা কোথায়? যদি বল বহুদিন কুঅভ্যাসের দাস হইয়া রহিয়াছি, সংসারের সকল অবস্থাই পরিত্রাণের প্রতিকূল, তাহার উত্তর এই যে পরীক্ষা করিয়া দেখ, ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা কর, পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও, আশা হইবে, পাপাসক্তি হীন হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম সাধনের মধ্যে যদি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্ত না থাকিত, তাঁহার ইচ্ছা পালনের জন্য জীবন সমর্পণ করিলে যদি প্রতারিত হইতে হইত, তাহা হইলে এ জগতে ধার্ম্মিকদিগের আশা কখন পূর্ণ হইত না। অন্তর্যামী ন্যায়বান্ ঈশ্বর যখন দেখেন তাঁহার কোন সন্তান সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে তখন আর তিনি তাহা দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারেন না। আমাদের দুর্ব্বলতা অপূর্ণতা অনেক আছে, আমরা যে ধূলি মাত্র তাহাও তাঁহার স্মরণে আছে, কারণ তিনি আমাদের প্রকৃতি জানেন; কিন্তু তিনি আবার ইহাও জানেন যে এই সকল অভাব সত্ত্বেও আমরা পরিত্রাণের অধিকারী; এবং সেই পরিত্রাণ কোন দেশ বা কাল অথবা কোন সাংসারিক অবস্থা সাপেক্ষ নহে। সকল প্রকার দুর্গতি ও পতনের মধ্যে যদি মুক্তির ইচ্ছা অবিচলিত থাকে তবে তাহা সফল হইবেই হইবে। কেবল ঈশ্বরের করুণায় যেন আমরা কখন নিরাশ না হই। তিনি

আমাদের নিকট সাধ্যাতীত কোন বস্তু চাহেন না। সেই অমূল্য নিধি পরম ধনকে কেইবা ধন দিয়া ক্রয় করিতে পারে? কেবল আমরা যদি একবার মাত্র স্বীকার করি, এবং সরল হৃদয়ে ইচ্ছা করি যে আর পাপের সুখ ভোগ করিব না, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমাদের সমস্ত জীবন পুণ্যের পথে ধাবিত হইতে থাকিবে। তখন পাপ দুর্ব্বলতা সংশয় যাহা কিছু আছে তাহার জন্য আর ভাবিতে হইবে না। ঈশ্বর স্বয়ং যখন জীবনের ভার লইলেন, এবং আমিও যখন তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন আর আর যাহা কিছু করিতে হয় তাহা তিনি আপনিই করিয়া লইবেন। আমারা যেন তাঁহাকে হৃদয় দান করিতে কুণ্ঠিত না হই। এত দিন যে আমাদের আশা পূর্ণ হয় নাই তাহার আর অন্য কোন কারণ দেখা যায় না; কেবল আমরা তাঁহাকে জীবন দান করি নাই। অতএব যদি কেহ মুক্তি লাভে অভিলাষী হন, তবে তিনি অচিরে সেই অভয়দাতার চরণে সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করত পূর্ণমাত্রায় সাধন করুন।

মনুষ্যের প্রকৃতিই ধর্ম্ম।

বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, কি জড় কি প্রাণী প্রত্যেক পদার্থকে ঈশ্বর বিশেষ প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া জীবন ধারণ ও নিজ নিজ উদ্দেশ্য পালন করিতেছে। চৈতন্য বিহীন জড় এবং অজ্ঞান নিকৃষ্ট প্রাণী জগৎ যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনাপন জীবনের লক্ষ্য সাধন করিতেছে, চেতনবিশিষ্ট বহুজ্ঞান সম্পন্ন জগতের শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সত্ত্বেও তেমনি প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। সে বহিরিন্দ্রিয় বা আন্তরিক বৃত্তি সকলকে ইচ্ছামত পরিচালিত ও নিয়মিত করিতে পারে বটে কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া এককালে বিনাশ করিতে পারে না। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর কাণ্ড শাখা পল্লব ফুল ফল প্রসূত হয়; পশু যেমন তাহার প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করত পশুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে; মনুষ্যও সেই প্রকার আপন প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীবনের কার্য্য সাধন করিলে তাহাকে মানবধর্ম্ম পালন করা কহে। ঈশ্বর মনুষ্যের অন্তরে প্রীতি বিনয় ক্ষমা প্রভৃতি যে বৃত্তি দিয়া তাহাকে গঠন করিয়াছেন, সেই সেই বৃত্তির বশীভূত হইয়া জীবনকে পরিচালিত করিলেই সহজে তিনি ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন। মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরদত্ত যে সকল সৎবৃত্তি নিহিত আছে, সযত্নে তাহার উৎকর্ষ সাধন করিলে মনুষ্য ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতে পারেন। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়দিগকে ধর্ম্মনিয়মে পরিচালিত না করিয়া তাহাদিগকে একবারে নিগ্রহ করিলে যেমন শরীর নিস্তেজ হইয়া যায়, আন্তরিক বৃত্তি সম্বন্ধেও ঠিক সেই রূপ। যতই তাহাদিগকে পরিচালিত করা যাইবে ততই তাহারা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া নিয়মিত রূপে কার্য্য করিতে পারিবে; এবং যতই তাহারা নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে থাকিবে ততই মনুষ্যের ধর্ম্ম পালন করা হইবে। এইরূপে আপন প্রকৃতি নিহিত বৃত্তি সকলের যথোচিত সেবা দ্বারা মনুষ্য সহজে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে।

যদি প্রকৃতির সেবা করিলেই মনুষ্যের ধর্ম্ম সাধন সহজ হইল তবে এরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম কি নিমিত্ত দুঃসাধ্য বলিয়া অনুভূত হয়? মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে আন্তরিক বৃত্তি সকলের মধ্যে ঈশ্বরকৃপা করিয়া যে সকল সাধুভাব প্রেরণ করিয়া থাকেন সমগ্র রূপে তাহা সেই সেই বৃত্তিকে অধিকার করিতে পারে না, আগমন মাত্রেই বিলীন হইয়া যায়। শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় হইলে যেমন তাহার মধ্যে জীবনী শক্তি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ বিকৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরের ভাব প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে। সেই ভাবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে তাহা হইলে ঐ ভাব নিমেষ মধ্যে ইচ্ছার আকারে পরিণত হয়; এবং সেই ইচ্ছা যদি শীঘ্র নিস্তেজ না হয়

তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। ভাবকে হৃদয় মধ্যে কিছু কালের জন্য ধারণ করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহা হইতে ইচ্ছা ও কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। অবরুদ্ধ গৃহ মধ্যে স্নিগ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হইলে যদি অধিক ক্ষণের জন্য তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবাহিত হইতে দেওয়া না যায় তাহা হইলে উহা দ্বারা গৃহ শীতল হইতে পারে না। সেইরূপ স্বর্গীয় ভাব অধিক ক্ষণের জন্য অধিকৃত না হইলে তাহা হইতে ইচ্ছা ও কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব যদি উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতিস্থ রাখা না যায় তবে কোন কালেই মনুষ্যের জীবনে ধর্ম্ম সাধন করা সম্ভবপর নহে। পক্ষী মাতার পক্ষের উষ্ণতার প্রভাবে অণ্ড হইতে যেমন শাবক উৎপন্ন হয়, তেমনি মনোবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বরের ভাবকে যত্নের সহিত ধরিয়া রাখিতে পারিলে তাহা হইতে অচিরে প্রবল শক্তিসম্পন্ন সাধু ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যায়।

প্রেমের জয়।

মুশা বলিয়াছেন "ভালবাসাই মনুষ্যের জীবন, এবং পবিত্রতাই তাহার পথ। পবিত্রতার পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে ভ্রমণ করা এবং হৃদয়কে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা না জানা ইহা কি পরিতাপের বিষয়! যদি কোন মনুষ্যের কুক্কুট কিম্বা কুকুর হারান যায় তবে সে জানে কি রূপে তাহাদিগকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে; কিন্তু তাহার আত্মা বিপথগামী হইলে তাহাকে কি রূপে পুনঃসংশোধন করিতে হয় তাহা সে জানে না। অপহৃত আত্মাকে পুনরুদ্ধার করাই প্রকৃত শিক্ষার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"

জাপানবাসী কিটো নামক জনৈক মহাত্মা এই বচনের উপর অপরাজিত প্রেমের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত দেশের অন্তর্গত কোন এক স্থানে এক জন কৃষিজীবী মনুষ্যের এক সন্তান ছিল। বাল্যাবস্থায় ঐ সন্তান পিতা মাতার অন্যায় প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর, ধূর্ত্ত এবং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠে। এই রূপ অমিতাচারে সন্তান ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। যৌবনকালে সে আরও ভয়ানক দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিল। সামান্য বিষয়ের জন্য সে লোকের সঙ্গে বিবাদ করিত, এবং ব্যভিচারে কলঙ্কিত হইয়া নানাবিধ অন্যায়াচরণ করিত। এই সকল দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার পিতা মাতা কখন প্রতিবাদ করিলে সে অত্যন্ত অহঙ্কারের সহিত এই বলিয়া উত্তর দিত যে "আমাকে এ পৃথিবীতে তোমাদিগকে কে আনিতে বলিয়াছিল?" অবশেষে সেই সন্তান এত দূর দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠিল যে প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুগণ সকলে মিলিয়া তাহার পিতা মাতাকে এই রূপ অনুরোধ করিতে বাধ্য হইলেন যে তোমরা সন্তানকে ত্যাজ্য পুত্র কর। পিতা মাতা কিছু দিন সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট তাড়না করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতিবাসীগণ আর তাহার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া এই বলিল যে, যদি তোমরা এই দুরন্ত সন্তানকে এককালে পরিত্যাগ না কর তবে আমরা তোমাদের সঙ্গে আর কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিব না। আত্মীয় কুটুম্বগণের ভর্ৎসনায় এবং সম্ভ্রম বিনাশাশঙ্কায় পিতা মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। রীতিপূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এক সভা হইল। এ দিকে পাষণ্ড পুত্র মদ্য পান করিয়া মন্দ লোকদিগের সংসর্গে দ্যূতক্রীড়া করিতেছে। এমন সময় এক জন লোক তাহাকে এই সংবাদ অবগত করাতে সে বলিল যে "আমি কি ও সকল গ্রাহ্য করি? আমি আপনাকে আপনি চালাইতে সক্ষম হইয়াছি; কিম্বা যদি আমি ভারতবর্ষ কি চিনরাজ্যে চলিয়া যাই, কে আমাকে ধরিয়া রাখে? আচ্ছা আমি সাহসপূর্ব্বক সেখানে যাইব, এবং সকলকে এই রূপ বলিব যে সত্বর আউন্স রূপা আমাকে দাও দিয়া পরিত্যাগ কর।

তদনন্তর ঐ দুর্দ্ধর্ষ সন্তান এক শাণিত অস্ত্র লইয়া সভার অভিমুখে গমন করিল, এবং অদূরে এক বারাণ্ডায় লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার বিরুদ্ধে কে কি বলিতেছে তাহা শুনিতে লাগিল। তথা হইতে এক গবাক্ষের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইল যে সভাস্থ লোক সমূহ একে একে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহাকে পরিত্যাগের জন্য একখানি আবেদন পত্র তাহার পিতার হস্তে অর্পণ করিতেছে, এবং পিতাও সেই পত্রের উপর সীল মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। "সভার মধ্যস্থলে ঝম্প প্রদান করার এই সময়" এই রূপ কল্পনা করিয়া কৃষক তনয় কিঞ্চিৎ কাল স্থির ভাব ধারণ করিল; ইত্যবসরে তাহার জননী বৃদ্ধ কৃষকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিল "মিনতি করি একটু অপেক্ষা কর। পঞ্চাশৎ বর্ষ তোমার সঙ্গে আমি একত্রে বাস করিলাম, অতএব এই অনুগ্রহটী তোমাকে করিতে হইবে। যদি পুত্রের জন্য আমাকে পথের কাঙ্গালিনী হইতে হয় তথাপি আমি তাহার উপর ক্রোধ করিতে পারি না।" এই বলিয়া কৃষকপত্নী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধ সভাস্থ লোকদিগের

সম্মুখে আবেদন পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "যদিও আমি তোমাদিগের প্রসন্নতা হারাই, এবং তোমাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হই, তথাপি আমি সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার যে আয় আছে তাহাতেই সে প্রতিপালিত হইবে. আমি সেজন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা করিব না। আমরা আমাদের এক মাত্র প্রিয় সন্তানের মুখ দেখিয়া পথপার্শ্বে মরিয়া থাকিব।"

দুরন্ত সন্তান এই সকল শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দে ধরাতলে শয়ান করিল, পিতা মাতার প্রেমেতে তাহার উদ্ধত এবং নীচ ভাব তখন একবারে দগ্ধ হইয়া গেল। অনন্তর সেই যুবা পিতা মাতার সম্মুখে জানু পাতিয়া আত্মীয় কুটুম্বগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই রূপ বলিতে লাগিল যে "আপনারা আমার পিতা মাতাকে এক মাসের জন্য উপস্থিত কার্য্য হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করুন; তাঁহারা দেখুন এই সময়ের মধ্যে আমা হইতে অনুতাপের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হন কি না।" তদবধি ঐ সন্তান অতি শান্ত স্বভাব প্রিয়দর্শন হইয়া পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। কিছু দিন পরে যখন তাহার জননীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন সেই বৃদ্ধা সন্তানকে ডাকিয়া বলিলেন; "দেখ সন্তান! যদি তুমি অনুতাপ না করিতে, তাহা হইলে আমাকে নরকে যাইতে হইত; কারণ আমি তোমার সহিত অতি নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি স্বর্গধামে চলিলাম।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি ঈশ্বরের গৃহে, দাসত্বের বাহ্যিক পুরস্কার নাই। দাসত্বের পুরস্কার দাসত্ব। প্রেম দান করা যথার্থই এত উচ্চ অধিকার যে, যদি কেহ সেই প্রেম দান করিয়া পুরস্কার প্রত্যাশা করেন, তিনি অবিশ্বাসী এবং পাপী। যে ব্যক্তি মনে করে আমি যে কার্য্য করিলাম, ইহার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করিব, সে স্বার্থপর, অপ্রেমিক। বস্তুতঃ প্রেম দান করাই প্রেম দানের পুরস্কার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁহার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে যিনি প্রেম দান করিয়াছেন। শত শত পাপাচারে যাহার শরীর মন কলঙ্কিত, সে যদি জগতের উপকার করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা আর তাহার শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার কি হইতে পারে? প্রেমে বিগলিত হইয়া পরস্পরের সেবা করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার সকল সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সেবাতেই ভৃত্যের মহত্ত্ব, এবং তাহার পক্ষে সেবা করাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রেম দান করাই যদি প্রেমের পুরস্কার হইল, এখন জিজ্ঞাসা, সেই প্রেমের অন্ত কোথায়? তাহার পরিমাণ কি? কি পরিমাণে জগৎকে প্রেম দিতে হইবে? কতদূর জগতের দাসত্ব করিতে হইবে? প্রেমের কি সীমা আছে? এতদূর পর্য্যন্ত জগতের সেবা করিব, ইহার অধিক করিব না, আমাদের কি এরূপ বলিবার অধিকার আছে? যাহারা কেবল আপনার ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে প্রেম করে, এবং যতদূর তাহাদের বন্ধুতা যায়, ততদূর সেবা করে, স্বর্গীয় প্রেম কি তাহারা তাহা জানে না। ঈশ্বরের প্রেম যাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বরের দাসত্বে যিনি নিযুক্ত, তিনি প্রেমের সকল পরিমাণ, সকল গণিত, এবং সকল অঙ্কশাস্ত্র নদীতে বিসর্জ্জন করেন। ইহাকে প্রেম দিব, ইহাকে দিব না, ইহার দাসত্ব করিব, ইহার করিব না, প্রেমকে যে এরূপে বিভাগ করিতে চায়, সে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত নহে। হয় সমস্ত গুরুত্বের সহিত স্বর্গের প্রেমকে আসিতে দাও, নতুবা বল যে স্বর্গের প্রেম তোমরা পাও নাই। ঈশ্বরের প্রেমের সীমা নাই, তিনি বলিতে পারেন না, উহাকে প্রেম দিব, উহাকে দিব না। এই জন্যই তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি বারম্বার তাঁহার এই আদেশ "প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিওনা, প্রেমের চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিও না।" কেবল বন্ধুদিগকে প্রেম দান করিতে হইবে একথা পৃথিবীর অতি নীচ জঘন্য কথা। স্বর্গরাজ্যের যাত্রী বলিয়া যখন আমরা পরিচয় দিতেছি, তখন স্বার্থপরতার জঘন্য নিয়মানুসারে প্রেমকে কাটিতে পারি না। "অন্যকে ততদূর ভাল বাস, যতদূর আপনাকে ভালবাস" ব্রাহ্মেরা এই পুরাতন নীতি অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিমাণে জগৎকে ভালবাসিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র এই যে তাঁহাদের প্রেমের পরিমাণ নাই, এই ক্ষুদ্র আত্মা একদিকে যেমন ঈশ্বরের প্রেমে কতদূর বিস্তৃত, এবং কতদূর প্রশস্ত হইবে তাহার অন্ত নাই, সেইরূপ অন্যদিকে ইহা অপরকে আপনার ন্যায় কি আপনা হইতে অধিক, কতদূর ভালবাসিবে তাহার পরিমাণ নাই। যে ভালবাসা ঈশ্বর প্রেরণ করেন, তাহা কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে আমরা জানি না। ঈশ্বরের প্রেমকে কি তোমরা বলিতে পার, "হে প্রেম! এতদূর যাও আর যাইওনা"? যে প্রেমতরঙ্গ ঈশ্বরের সাগর হইতে উঠিতেছে, তাহা মনুষ্যের কথা শুনিবে কেন? যে জন্মিয়াছে জগৎকে প্রেম করিবার জন্য, সকল বাধা বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রেম জগৎকে

আলিঙ্গন করিবেই করিবে। কাহাকে কি পরিমাণে ভাল বাসিবে ইহা স্বর্গীয় প্রেমের কথা নহে। তিনি যে ভক্তহৃদয়কে প্রেমের আধার করিয়া রাখেন, তাঁহার হৃদয় হইতে অপ্রতিহতভাবে প্রেম প্রবাহিত হয়। এই ভাইটির সেবা করিব, অন্যের করিব না, যাহারা আমাদের মতে সায় দেয় তাহাদিগকে প্রেম দিব, আর যাহারা আমাদের বিরোধী এবং নিদারুণ দুর্ব্বাক্য বলিয়া আমাদের মনে কষ্ট দেয় তাহাদের পদ সেবা করিব না, প্রকৃত ভক্ত কখনই এরূপ বিচার করিতে পারেন না। যে সংসার শত্রুকে ভালবাসিতে পারে, সেই এই নূতন শাস্ত্র রচনা করিয়াছে যে, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাহাকে ভাল বাসিব, যে কৃতজ্ঞ হয়, আমি তাহারই উপকার করিব; কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ এবং ভাল বাসিতে পারে না, তাহাকে ভালবাসা এবং তাহার সেবা করা অন্যায়। ইহা কেবল স্বার্থপরতার শাস্ত্র। ইহা ঈশ্বরের আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার দাস দাসীদিগকে ডাকিয়া এই বলিয়া দিতেছেন স্বর্গের প্রেমকে অবরোধ করিও না। যাঁহারা স্বর্গের প্রেমে প্রেমিক, তাঁহারা জানেন না এই ব্যক্তির যে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছি কত দিন ইহার সেবা করিব। ভাল বাসার পরিমাণ কি, তাহাও তাঁহারা জানেন না। নিজের স্ত্রী পুত্রকে যে প্রকার ভালবাস অন্যের স্ত্রী পুত্রকে সেই রূপ ভাল বাসিবে না, নিজের পিতা মাতার যেরূপ সেবা কর, অন্যের পিতা মাতাকেও সেই রূপ সেবা করিবে; পৃথিবীর এই নীচ নীতি তাঁহারা জানেন না। স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহা পৃথিবীর মলিন, স্বার্থপর অধম রজ্জুতে বদ্ধ হয় না। আপনার অপেক্ষাও জগৎকে অধিক ভাল বাসিতে হইবে। ইহাও স্বর্গীয় প্রেমের পরিমাণ নহে। এই ক্ষুদ্র "অহং" কখনই প্রেম শাস্ত্রের মূল হইতে পারে না। ভালবাসিয়া প্রাণপণে জগতের সেবা করিব; ইহা ঈশ্বরের আদেশ, কিন্তু কাহাকে কত ভাল বাসিব, ভাইকে অধিক ভাল বাসিব, না ভগ্নীকে অধিক ভাল বাসিব, নিজের পিতা মাতাকে অধিক ভাল বাসিব, না অন্যের পিতা মাতাকে অধিক ভাল বাসিব, নিজের স্ত্রী পুত্রকে অধিক ভাল বাসিব, না পরের স্ত্রী পুত্রকে অধিক ভাল বাসিব তাহা জানি না। সকলকেই ভাল বাসিব; কিন্তু কাহার অপেক্ষা কাহাকে অধিক ভাল বাসিব তাহার পরিমাণ নাই, কেননা এক জন কিরূপে আর এক জন হইবে। নিজের স্ত্রী পুত্রের প্রতি এক প্রকার প্রেম, অন্যের স্ত্রী পুত্রের প্রতি আর এক প্রকার প্রেম; পাত্র ভেদে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে; কিন্তু সকল প্রকার প্রেমেরই মূলে এক। ঈশ্বর প্রেরিত প্রেম চিরকালই বিশেষ বিশেষ বাৎসল্যের আকার গ্রহণ করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইবে; কিন্তু কাহার প্রতি কি পরিমাণে যাইবে, এবং নিজের পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা যে অন্যের প্রতি অধিক হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? প্রেম কি আমার দাস না তোমার দাস? যাঁহার দাস, প্রেম তাঁহারই আজ্ঞায় চলিবে। যাহার ঘরে যাইবে তোমার আমার সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইবেই যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে চায়, আমার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেম তাহাকেও আলিঙ্গন করিবে। যে প্রেম স্বর্গ হইতে নামিয়াছে, তাহা কি শত্রুতা মিত্রতা বিচার করিতে পারে? ভয়ানক পাষণ্ড নাস্তিক যে তাহাকেও ঈশ্বরের প্রেম পরিত্যাগ করে না; যিনি ঈশ্বর-সন্তান, তিনি পিতার প্রেম অনুকরণ না করিয়া কিরূপে বাঁচিবেন? তখন কে রাখে নিবারিয়ে যখন হৃদয় হইতে প্রেম উথলিয়া পড়ে? সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিতে পার, ঈশ্বর তোমাকে এরূপ প্রকৃতি দিয়া সৃজন করিলেন, তোমার সাধ্য কি তুমি তাহা বদ্ধ করিয়া রাখিতে পার। সেই প্রেমকে অল্প লোকের মধ্যে বাঁধিতে গেলে তুমিই অন্ধ হইবে, তোমারই হৃদয় অপ্রশস্ত এবং অপবিত্র হইবে। তোমার প্রকৃতিকে বিনাশ করিবে। ঈশ্বরের প্রেমকে অনর্গল প্রবাহিত হইতে দাও, জগতের পরিত্রাণ হইবে এবং নিজেও সুখী হইবে। শত্রুদিগের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল সেই প্রেমের মধ্যে পড়িলে চন্দনের গন্ধ লইয়া বাহির হইবে। শত্রুতার ভয়ানক অস্ত্র সকলও ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শে মধুময় হইয়া যায়। স্বর্গের সামগ্রী প্রেম, পৃথিবীর মলিনতা তাহা কলঙ্কিত করিতে পারে না। যখন ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া জগতের দাসত্ব লইয়াছি, তখন যে মহা শত্রু তাহারও সেবা করিতে হইবে। যাহার মনে অনেক অহঙ্কার কেবল সে ব্যক্তিই একথা বলে যে যাহারা দুশ্চরিত্র তাহাদের কি রূপে সেবক হইব। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের অনুগত দাস তিনি জানেন যে, নরনারী মাত্রেই তাঁহার প্রভু। আমাদের হৃদয়ে যে স্বর্গের প্রেম তাহা যে সমস্ত পৃথিবীর প্রাপ্য। তুমি জান না তোমার প্রেম কোথায় হইতে আসিতেছে, কোন্ দিকে যাইতেছে; হিমালয়, ল্যাপলেণ্ড তুমি দেখ নাই, কিন্তু তোমার প্রেম সেই সকল অজানিত স্থানে গিয়া অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। যদি ঈশ্বরের প্রেমের সাধক হও তবে দেখিবে সমস্ত জগৎ তোমার হৃদয়ের ভিতরে। সাধকের হৃদয়ের নিকট এই যে এত বড় পৃথিবী ইহা একটী ক্ষুদ্র শর্ষপ কণা তুল্য। ঈশ্বর সন্তানগণ! তোমরা কি ইহা জান না যে তোমাদের প্রেম পৃথিবী, অপেক্ষা বড়। যাহাদিগকে

দেখ নাই, যাহাদের কথা শুন নাই, তাহাদের নিকটেও তোমাদের প্রেম যায়। ঈশ্বর যেমন তাঁহার সকল সন্তানদিগকে ভালবাসেন, তাঁহার সন্তানেরাও পরস্পরকে সেইরূপ ভাল বাসিবে, এই তাঁহার আজ্ঞা। যে দিন সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিব, সে দিন দেখিব আমরা প্রেমের তরঙ্গের উপর ভাসিতে লাগিলাম। যে দিন দেখিলেন হৃদয়ের প্রেম সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল, সেই দিন ঈশ্বরের সেবক হাসিলেন, তাঁহার দাস দাসীরা আনন্দিত হইলেন। প্রেমানন্দ আস্বাদ করা অপেক্ষা আর কি কোন মহৎ অধিকার আছে? অন্তরে ভালবাসাকে আসিতে দাও, নিমেষের মধ্যে নরককে স্বর্গের উদয় হইবে। যতক্ষণ প্রেম নাই, ততক্ষণ পাপ, ততক্ষণ ভয়। প্রেম যদি হৃদয়ে আসিল, তখন পৃথিবীর সহস্র দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়াও উপহাস করি। অন্তরে যখন প্রেম চন্দ্র উদিত হইল তখন মনুষ্য শত্রু হইল ক্ষতি কি? প্রেমই প্রেমের পুরস্কার। প্রেমই স্বর্গরাজ্য আনিয়া দেয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।

সমুদয় জড় জগৎ যেমন আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া সুন্দর নিয়মের পরিচয় দিতেছে, সমুদয় আত্মার রাজ্যও সেইরূপ প্রেমের আকর্ষণে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। জড়রাজ্যে যেমন এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ আত্মার জগতেও পরস্পরের মধ্যে প্রেম, প্রণয় এবং অনুরাগ শৃঙ্খল দেখিতেছি। দূরস্থ বস্তুকে একত্র করে কে? বিচ্ছিন্ন বস্তুকে সংযুক্ত করে কে? বিরোধী ব্যক্তিদিগের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিতে পারে কে? এ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর, প্রীতি। প্রীতির আকর্ষণে দূরস্থ নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হয়, শত্রু মিত্র হয়, এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বর যখন ভৌতিক জগৎ সৃজন করিলেন, তখন ইহার প্রত্যেক বস্তুকেই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন, এই জন্যই ইহার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। তিনি অসংখ্য আত্মা সকল সৃজন করিলেন, সকলেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে সংযুক্ত করে কে? প্রেম! যোগ আছে বলিয়াই যেমন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হইতে রক্ষা পাইতেছে সেইরূপ মনুষ্যের আত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় প্রেমের আকর্ষণ আছে বলিয়াই সমস্ত মনুষ্যজগৎ সুরক্ষিত হইতেছে। বাহিরে বিরোধ, বিবাদের অসংখ্য হেতু; কিন্তু অন্তরে পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে। সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে এক ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে। সেই ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা সকলকে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, পরিবার এবং জনসমাজ স্থাপন করিতেছেন। মনুষ্যের মনে প্রীতি না থাকিলে কোথায় থাকিত পরিবার, কোথায় বা থাকিত সমাজ। এই স্বাভাবিক প্রীতি যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তখন ইহাই সকলকে পরিত্রাণের পথে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। সভ্য অসভ্য সমুদয় জাতিদিগের মধ্যেই এই প্রেমের পরিচয় পাইতেছি; কিন্তু ইহা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় তখন ইহার আকর্ষণী শক্তির বেগ এবং পরাক্রম এত আশ্চর্য্য রূপে বৃদ্ধি হয়, যে তখন ইহা ভয়ানক শত্রুদিগের মধ্যেও মিল করিয়া দেয়। এই প্রেম আমাদের জীবনের গভীরতম স্থানে থাকে। ইহার প্রভাবেই মনুষ্য সন্তান সকল প্রকার স্বার্থ এবং নীচ কামনা অতিক্রম করিয়া স্বর্গীয় পিতাকে চিনিতে পারে। ইহাতে কিছু মাত্র পার্থিব লক্ষণ থাকে না। এই প্রেম থাকাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার, এবং পরস্পরের মধ্যে অনন্ত কালের যোগ সংস্থাপিত হয়। এই ভাল বাসা যদি মনুষ্য হৃদয়ে রোপিত না হইত, কেবা ঈশ্বরের পূজা করিত, কেবা নর নারীর সেবা করিত। স্বর্গেরদিকে যে আমরা আকৃষ্ট হই এবং পরস্পরের যে আমরা সেবা করি উভয়েরই মূলে এই প্রেম। একটী বস্তুকে এক স্থানে রাখ যদি অন্য বস্তুর সঙ্গে উহার টান না থাকে চিরকালই তাহা সেই স্থানে থাকিবে। সেইরূপ একটী বিচ্ছিন্ন আত্মাকে এক স্থানে রাখ, যদি অন্য আত্মার প্রতি তাহার প্রেমের আকর্ষণ না থাকে চিরকালই তাহা সেই স্থানে থাকিবে। এই প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই সমস্ত মনুষ্য জাতি ঈশ্বরের পূজা এবং পরস্পরের সেবা করে। হৃদয় যদি স্বভাবতঃ ঈশ্বর এবং মনুষ্যকে ভাল না বাসে, অন্য কেহই ইহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ঈশ্বর প্রদত্ত এই প্রেম একদিকে যেমন অগ্নির মত, অন্যদিকে ইহা জলের মত। প্রেম যদি কেবল আমাদের প্রাণকে শীতল করে তাহা প্রেম নহে, প্রেম যদি কেবল আমাদের স্বার্থ বিনাশ করে তাহাও প্রেম নহে; কিন্তু ইহা একেবারে আমাদের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করিয়া শত সহস্রকে এক করে, এবং শান্তি বারি সঞ্চারিত করিয়া অন্তরের গূঢ়তম পাপতাপ নির্ব্বাণ করে। আট প্রকার আটটী ধাতুকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, অল্প ক্ষণের মধ্যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধাতু বিগলিত হইয়া এক প্রকার জলের মত দ্রব হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে, তাহারা পরস্পরের মধ্যে এরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইবে, যে আর তাহাদের স্বতন্ত্রতার চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। এমন যে কঠিন

ধাতু সকল সমুদয় গলিয়া একটী নদীর মত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে অগ্নি যে কেবল বিগলিত করে তাহা নহে; কিন্তু ইহা বস্তুর ভিন্নতা পর্য্যন্ত বিনাশ করে। প্রেমাগ্নিও এই রূপ। স্বার্থপরতার অধীন হইয়া এক জন মনুষ্য আর এক জনকে চিনে না, ইহার অনুরোধে মনুষ্য কেবল আপনার কার্য্যই আপনি করে। চারিদিকে মনুষ্য হাহাকার করিতেছে, তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই. জগৎ মরিল, আমার কি ইহাই স্বার্থপরদিগের শাস্ত্র। "আপনার না হইলে প্রাণ কি টানে?" "জগতের সমুদয় লোক ভাই ভগ্নী" স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের অভিধানে এই কথা নাই। স্বার্থপর ব্যক্তি সমুদয় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোরভাবে একদিকে স্থিতি করিতেছে. তাহার মত অন্যান্য স্বার্থপরেরাও কঠোর ভাবে অন্য দিকে রহিয়াছে; কিন্তু একবার যদি তাহাদের মধ্যে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে ঈশ্বর প্রসাদে নিমেষের মধ্যে সমুদয় আত্মা আর্দ্র হইয়া পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। তখন এক জনের সুখে সকলেই সুখী এবং এক জনের দুঃখে সকলেই দুঃখী, এক জনের রোগে সকলেই রোগী। এক জনের রোগ কিরূপে সকলের হয়? কারণ প্রেমেতে সকলেই এক। বাস্তবিক তাঁহাদের রোগ হয় নাই; কিন্তু বন্ধুর রোগে তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। যখন পৃথিবীর বন্ধুতার মধ্যেই আমরা এই ভাব দেখিতেছি, তখন স্বর্গ রাজ্যে ইহা আরও কত পরিমাণে দেখিতে পাইব! কিন্তু যেখানে এই প্রেম নাই, এক জন রোগ দুঃখে, শোক তাপে কাঁদিতে লাগিলেন, চারি দিকে শত শত ভাই ভগ্নী তাহা দেখিলেন; কিন্তু সকলেই উদাসীন. এই রূপে নগর রসাতল যায়, জগৎ মরিতেছে, তাহাতে তাঁহাদের দয়া হয় না. জগতের প্রতি তাঁহাদের প্রেম নাই. আকর্ষণ নাই. ইহার মৃত্যু দেখিলেও তাঁহারা সহাস্য থাকেন। কিন্তু যাই সে সকল কঠোর হৃদয়ে স্বর্গ হইতে প্রেম আসে, তখন তাঁহারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা জগতে এই প্রেম প্রকাশিত হইবে আমরা এই আশা করিতেছি। ক্ষণকালের জন্য সাময়িক ভাবে বিগলিত হইয়া ঐক্য স্থাপন করাকে বাস্তবিক বন্ধুতা কিম্বা প্রণয় বলি না। সামান্য ভাব কিম্বা মতের মিলের জন্য যে প্রণয় তাহা ক্ষণস্থায়ী। যথার্থ ভাল বাসা সেই যাহা স্বতন্ত্রতা বিনাশ করে। ঈশ্বরের সঙ্গে যে জীবাত্মার যোগ তাহা কিরূপে হয় তোমরা উপাসনা এবং ধ্যানের সময় দেখিয়াছ। ঈশ্বরের সঙ্গে একতা কি যদি এ পাপ জীবনে ১ মিনিটের জন্যেও তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার যোগ হইয়া থাকে, তাহা বুঝিয়াছি। যখন তাঁহার সঙ্গে যোগ হয় তখন ইহা বলিতে পারি না, হে ঈশ্বর আমার এই, তোমার এই। তখন দেখি, আমার যাহা কিছু বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কিম্বা আনন্দ সকলই তাঁর। এ সকল দেবভাব সম্পর্কে তাঁহার এবং আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই! প্রেম যদি এক করিয়া না দেয় তাহা প্রেম নহে। মনুষ্যের শরীরগত, মনোগত, এবং হৃদয়গত স্বতন্ত্রতা থাকিবেই; কিন্তু তাহার গূঢ়তম দেবভাবের সঙ্গে চিরকালই ঈশ্বরের পূর্ণমিলন থাকিবে। ঈশ্বর ছাড়া আমার মধ্যে দেবভাব থাকিতে পারে না। পূর্ণ যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন মনুষ্যের স্বতন্ত্রতা থাকে না সেই রূপ আমাদের পরস্পরের মধ্যেও যখন পূর্ণ প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন আর আমাদের স্বতন্ত্রতা. ভিন্নতা থাকে না। যেখানে স্বতন্ত্রতা সেখানে ভালবাসা নাই. কিম্বা যদিও থাকে তাহা অতি অল্প ভালবাসা। প্রেমের যথার্থ ক্ষমতা তখন বুঝিতে পারিব, যখন "আমি" "তুমি" এ সকল ভিন্নতার কথা থাকিবে না; আমার হৃদয়ের প্রেম, তখন দেখিব সকলের হৃদয়ে এবং সকলের হৃদয়ের প্রেম আমার হৃদয়ে প্রতিভাত। তখন আমার এক ইচ্ছা, তোমার এক ইচ্ছা ইহা অসম্ভব হইবে। যাহারা আমার তোমার বলিয়া বিবাদ করে, তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে, সেই স্বার্থপর, অপ্রেমিক পাষণ্ডেরা ঈশ্বরের হয় নাই। যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমাগ্নি জ্বলিয়াছে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই; কিন্তু তাঁহাদের সকল ইচ্ছা দ্রবীভূত হইয়া এক ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই টুকু আমার, এই টুকু ঈশ্বরের কেহই এরূপ মনে করিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহারা জানেন তাঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের, সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র কিম্বা নিজের বলিবার কিছুই নাই। এই রূপে ঈশ্বর এবং পরস্পরের সঙ্গে আমাদিগকে অভিন্ন আত্মা অথবা এক-প্রাণ করাই এই স্বর্গীয় প্রেমাগ্নির কার্য্য। এক দিকে যেমন এই প্রেম অগ্নির ন্যায় মনুষ্যের স্বার্থ এবং অহঙ্কার দগ্ধ করিয়া সকলকেই সেই এক ঈশ্বরের অনুগত করে, অপর দিকে ইহাই আবার প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায়, মনুষ্যের তাপিত প্রাণকে শীতল করে। পৃথিবীর অগ্নির উত্তাপ আছে; কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমাগ্নির উত্তাপ নাই, এই স্বর্গের অগ্নি যদিও মনুষ্যের দর্প এবং স্বার্থপরতা দগ্ধ করিয়া মারে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তৃষিত হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করে। যে পরিমাণে জগৎকে ভালবাসি, সে পরিমাণে প্রাণ শীতল হয়। এই জগতে ভালবাসা যে না জানে সেই দুঃখী। ১০।১৫ বৎসর যে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিলে, বল তোমরা কত ভালবাসিতে শিখিয়াছ? যদি বল তোমরা কেবল ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে ভালবাসিতে পার, এবং কেবল উপচি-

কার্য্যার বশবর্ত্তী হইয়া দেশ বিদেশে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছ; তবে এখনও তোমরা যথার্থ ভালবাসা কি জান নাই। যখন দেখিব এই ভারতবর্ষে বসিয়া তোমরা ইংলণ্ড, আমেরিকা, সমস্ত জগৎ এবং পরলোকবাসী সকলকে তোমাদের এই ক্ষুদ্র মনের মধ্যে আনিয়াছ, তখনই জানিব তোমাদের অন্তরে স্বর্গীয় প্রেমের উদয় হইয়াছে। যত দিন তোমরা এই অলৌকিক কার্য্য করিতে না পার, তত দিন তোমরা প্রেমিক হও নাই। সমস্ত জগৎকে এই সামান্য শর্ষপ কণার মত মনের মধ্যে আনা যায়, ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর না? আর কতদিন আমার, আমার করিয়া দুঃখে কাল হরণ করিবে? "আমি আমার জন্য নহি; কিন্তু আমি জগতের জন্য" ইহা কি তোমরা একেবারে ভুলিয়াছ? যাই দেখি আমি আমার জন্য নহি, তখনই দেখি অন্তরে স্বর্গের প্রেম আসিয়াছে, তখন আমি আর আমাতে নাই; কিন্তু আমার অন্তরের প্রেম সকলের ঘরে গিয়াছে। এই প্রেম সামান্য নহে, ইহা দোষ গুণের বিচার করে না, কেবল এই জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আমার ভাই? তুমি কি আমার ভগ্নী? যদি ভাই ভগ্নী হও, তবে তুমি আমার। স্বর্গের প্রেম এই রূপে দোষ গুণ অতিক্রম করিয়া নর নারী মাত্রকেই অভ্যর্থনা করে। ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা এই প্রেমের পরিচয় দিতে পার তবেই তোমরা প্রেমিক? ইহাই স্বর্গের প্রেম। প্রাণের ভিতর পরমাত্মা জীবাত্মাকে ক্রোড়ে লইয়া এই প্রেম বিতরণ করেন। এই প্রেম ঈশ্বর এবং জীবাত্মাকে এক করে, ইহাই আবার আমাদের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করে, ইহারই অভাবে মনুষ্য, ঈশ্বর এবং জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। ইহাই দ্বৈত অদ্বৈতবাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে। ঈশ্বর কখনই মনুষ্য হইতে পারেন না, এবং মনুষ্যও কখন ঈশ্বর হইতে পারে না; কিন্তু এই আশ্চর্য্য প্রেমযোগে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের স্বতন্ত্রতা থাকে না। এই প্রেমে ঈশ্বর আমার মধ্যে, এবং আমি তাঁহার মধ্যে। আবার এই প্রেমের প্রভাবেই আমার প্রাণ তোমার ভিতরে, এবং তোমার প্রাণ আমার ভিতরে, এবং ইহাই আমাদের উভয়ের আত্মাকে ব্রহ্মরূপ প্রেম সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ইহা কি আমাদের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য নহে যে ঈশ্বর আমাদিগকে এই প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন? অন্য ভালবাসার কথা আর বলিও না। যে প্রেম আসিয়াছে দেখিলেত ইহার প্রতাপে স্বার্থপরতা, অভিমান কোথায় চূর্ণ হইয়া গেল। এই প্রেমে ঈশ্বর সকলকে একত্র করিয়া দিলেন। এই প্রেম সাধন কর। ইহাই স্বর্গরাজ্য, ইহাই শান্তিধাম, ইহাই প্রেম পরিবার। দুঃখী দেখিয়া অমৃত মাখিয়া দয়াল পিতা আমাদের নিকট এই প্রেম পাঠাইয়াছেন, ইহা আমাদের প্রাণের ভূষণ হউক। ইহা দ্বারা ধরাতলে তাঁহার সুন্দর পরিবার সংগঠিত হইবে। আর আমরা শত সহস্র থাকিতে পারি না এই প্রেমাগ্নি জ্বালিয়া সকলে এক হইয়া তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করি, প্রেমসিন্ধু মুক্তিদাতা আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন!

ধর্ম্মযাজকের প্রতি উপদেশ।

পুরাকালে কোন এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা এক জন ধর্ম্মযাজকের প্রতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

পবিত্র হৃদয়, উত্তম বিবেক, এবং দৃঢ় বিশ্বাস প্রসূত উপদেশের প্রেমই একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রেম হইতে যাহারা ভ্রষ্ট হয়, তাহারা উপদেষ্টা হইতে চায়, কিন্তু তাহারা যাহা বলে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না।

তোমাকে যে মানসিক শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রতি অবহেলা করিও না। কিন্তু এমন করিয়া উৎসাহের সহিত তাহার উন্নতি সাধন কর এবং তাহার উপর চিন্তা কর যে তাহা সকলের নিকট প্রতিভাত হইতে পারে। তোমার এবং তোমার প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিও, কারণ তদ্দ্বারা তোমার শ্রোতাগণ এবং তুমি বাঁচিয়া যাইবে।

প্রাচীনকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিও না, কিন্তু তাঁহাকে পিতার ন্যায়, যুবাকে ভ্রাতার ন্যায়, বয়োধিকা নারীগণকে মাতার ন্যায় এবং অল্প বয়স্কাদিগকে ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ পবিত্রতার সহিত তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দ্বারা উৎসাহিত কর। যে নারী সুখভোগে নিমগ্ন সে জীয়ন্তে মরা।

যদি কেহ আপনার এবং আপনার পরিবারস্থ লোকদিগের প্রতিপালনের জন্য কোন চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সে বিশ্বাসকে অস্বীকার করে,এবং সে ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইতেও নিকৃষ্ট লোক।

আনন্দ মিশ্রিত যে দেবত্ব তাহাই পরম লাভ। কারণ আমরা এজগতে কিছুই আনিতে পারিনাই এবং কিছুই লইয়া যাইতেও পারিব না। যদি আমরা অন্ন এবং বস্ত্র প্রাপ্ত হই তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।

যাহারা ধনী হইবার জন্য লালায়িত হয় তাহারা প্রলোভন এবং মহানিষ্টকর ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনায় পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অর্থলালসা সমস্ত দুষ্কর্ম্মের মূল। যাহারা ইহাতে আসক্ত হয়, তাহারা বিশ্বাসের সীমার বাহিরে গিয়া নানা প্রকার ক্লেশকণ্টকে বিদ্ধ হইতে থাকে।

কিন্তু হে মনুষ্য! এসকল পরিহার করিয়া বিশ্বাস প্রেম বিনয় ধৈর্য্য পুণ্য ও দেবত্বের পথ অনুসরণ কর। উত্তমরূপে বিশ্বাসসমরে জয়লাভ কর এবং অনন্ত জীবনের পথ ধর।

যাহারা অনিত্য ধনে ধনী তাহারা উন্নতমনা নহে, তাহাদিগকে সর্ব্বসুখদাতা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে বল, এবং তাহাদিগকে মুক্ত হস্তে ভাল কার্য্য করিতে বল।

ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতা দেন নাই কিন্তু প্রেম এবং শক্তি দিয়াছেন।

মূর্খের ন্যায় অসার প্রশ্ন উত্থাপন করিও না। কারণ জানিও যে তাহাতে বিবাদ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুঃখেতে ধৈর্য্যশীল, বিপক্ষের ভর্ৎসনায় সুশীল, শিক্ষা দানে উপযুক্ত, এবং সকলের নিকট বিনীত হও।

সংবাদ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের নিজ নিজ উন্নতি ও প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য "কনফারেন্স" নামক সভা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি এই সভা দ্বারা বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

প্রটেষ্টেন্ট খৃষ্টীয়ানদিগের নীরস ধর্ম্ম সাধন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া উহার অন্তর্গত কতক গুলি লোক একটী নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাকে রিচুয়ালিষ্টিক্ সম্প্রদায় বলে। তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব ব্যবহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনেকটা রোমানকাথলিকদিগের মত। সম্প্রতি ইংলণ্ডে তাঁহাদের মধ্যে কতক গুলি পুরুষ একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করিয়া প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই এক পরিবার ভুক্ত। যাঁহার যাহা কিছু থাকে সমস্ত একত্রিত করেন এবং সাধারণ সম্পত্তির ন্যায় তাহার ব্যবহার করেন। তাঁহারা যাবজ্জীবন বিবাহ করিবেন না, দিবা রাত্রির মধ্যে নিয়মিত রূপে সাত বার উপাসনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মসাধন এবং প্রচার তাঁহাদের জীবনের ব্রত। উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত একটী যুবা আমাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও ঐরূপ একটী স্বতন্ত্র আশ্রম আছে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমান মাসের মধ্যভাগে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। তদ্দেশবাসী আমাদিগের মতাবলম্বী যে সকল বন্ধু আছেন তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা নানা স্থানের উৎসবের সংবাদ প্রকাশ করিতে পারি নাই। বেণিয়া পুকুর সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতা হয় তাহার মর্ম্ম আমরা প্রকাশ করিলাম।

আমরা সকলে যে ধর্ম্ম উপলক্ষে এখানে সমবেত হইয়াছি, পৃথিবী যাহা কখনও দেখে নাই তাহা যদি ইহা দেখাইতে না পারে তবে এই ধর্ম্ম কল্পনা। আমরা সামান্য আশা করিয়া এই ব্রতে ব্রতী হই নাই। দয়াল নাম সাধন করিয়া এত সুখ পাইব যাহা অন্য কিছুই দিতে পারে না। যে সুখ পার্থিব নহে; কিন্তু স্বর্গীয়, তাহা পৃথিবীর ভূমি হইতে, কি রূপে উৎপন্ন হইবে? স্বর্গীয় পিতার প্রসাদে সমুদয় পৃথিবী স্বর্গ হইবে, স্বর্গে যত সুখ, পবিত্রত আছে, সমুদয় আমাদের মধ্যে আসিয়া এক দিন পৃথিবীতে সত্য যুগ বিস্তৃত করিবে, স্বর্গের শোভা আসিয়া পৃথিবীকে প্রেমের আধার, শান্তির আধার করিয়া তুলিবে এই বিশ্বাস করিয়া আমরা এই স্বর্গের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। সামান্য সুখের ভিখারী হইয়া আমরা এখানে আসি নাই, আমাদের আশা অতি উচ্চ, বিশ্বাস অতি সুদৃঢ়। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে এই নূতন বিধি প্রকাশ করিলেন কেন? ঈশ্বর দেখিলেন, পৃথিবীর পদতলে পড়িয়া কেহই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিবে না, এই জন্য জগতে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যদি পরিত্রাণ চাও, তবে পৃথিবীকে ছাড়িয়া একেবারে ঈশ্বরকে চাও; কেননা সম্পূর্ণরূপে স্বর্গের অভিমুখে না গেলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। অল্প পরিমাণে ধর্ম্ম সাধন করিলে কিছুই হইবে না, পৃথিবীতে একটী রিপুকে দমন করিলে আর একটী প্রবল হইয়া উঠে, এক জনকে মিত্র করিলে আর এক জন শত্রু হয়; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যে মনুষ্য আংশিক রূপে উন্নত, জিতেন্দ্রিয়, এবং পরোপকারী হইবে তাহা নয়, ইহা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ একটী বস্তু প্রকাশিত হইবে। পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবে, মনুষ্য দেবতা হইবে। দেবভাব, ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যের মধ্যে আসিবে এই বিশ্বাসকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়াছি। ঈশ্বর বলিতেছেন,—"সন্তানগণ! তোমরা যদি স্বর্গ চাও, তোমাদের সকলই হইবে; আর যদি স্বর্গ না চাও, তবে আজ যদি অত্যন্ত পবিত্র হও, কাল

আবার কলঙ্কিত হইবে।" নিজে গুরু হইয়া জগদ্বাসী সকল নরনারীকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন যে স্বর্গ ভিন্ন মনুষ্যের আর অন্য লক্ষ্য নাই। অন্য লক্ষ্য থাকিলেই মনুষ্যের অধোগতি। সকলের লক্ষ্য যদি সেই স্বর্গ হয়, পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ অসম্ভব হইয়া যায়। এখন ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা, স্বর্গের অবস্থা নহে যে স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, আশা নয়নে সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। পৃথিবীতে আমাদের শান্তি নাই তাহাতো দেখিয়াছি, এখানে আজ সুখের উল্লাস, কাল গভীর বেদনা। আর কেন তবে একেবারে সশরীরে সকলে মিলিয়া স্বর্গে না যাইয়া এই পাপ দুঃখময় পৃথিবীতে বার বার ঘুরিয়া মরি? এস ভ্রাতৃগণ! যে জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই ধর্ম্ম দিলেন তাহা সাধন করি। সময় আসিতেছে, যখন মনুষ্য দেবতা হইবে। ধরাতলে স্বর্গধাম আসিবে। আজ আমরা ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াও পাপ লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু সেই দিন আসিতেছে যখন ঈশ্বরকে লইয়া আমরা একত্র হইব। এখন পৃথিবীর উৎসবে যোগ দিতেছি, তখন সকলে মিলিয়া স্বর্গের উৎসব করিব। এস ভ্রাতৃগণ! এই উন্নত আশা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে তাঁহার স্বর্গধামে উপস্থিত হই।

হে প্রেমসিন্ধু, পতিতপাবন ঈশ্বর! আমরা কি নিজের ইচ্ছায় তোমার উপাসনা করিতে আসি? হে নাথ! তুমি ডাক তাই তোমার নিকট আসি। জগদীশ! তুমি প্রসন্ন হইয়া যখন প্রাণকে আকর্ষণ কর তখন আসিতেই হয়। তুমি সকলকে টানিয়াছ, তাই সকলে একত্র হইয়া আসিয়াছি। পিতা! তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্বর্গের ঘরে বসিয়া এমন করে তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করি, যে সেই সুধা পান করিয়া একেবারে সমুদয় ভাই ভগিনী মত্ত হইয়া যাই। তুমি দেখিলে যে বঙ্গদেশ বড় দুঃখ পাইতেছে তাই দয়া করিয়া অমিয় মাখিয়া, অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া তোমার দয়াল নাম প্রেরণ করিলে। সহস্র পাপ করিয়া যাহারা নরকে ডুবিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তোমার দয়া হইল, তাই তুমি স্বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া তাহাদের হস্তে দিলে, কেননা তুমি আমাদের পিতা।

প্রেরিত।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মন্দির গমন।

মহাশয়! অনেক ব্রাহ্মের মন্দির কিম্বা অন্য সাধারণ উপাসনা স্থানে গমন বিষয় শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান বর্ষের "অনুকূলে" হইতে ডয়সি সাহেবের উপদেশটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের জীবনের এমন অনেক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে যাহার আনন্দ সকল সময় অনুভব করা যায় না অথচ সে গুলি আত্মার শিক্ষার জন্য নিয়মপূর্ব্বক পালন করা উচিত। মন্দিরগমন তাহার মধ্যে একটী। মিষ্ট না লাগিলে করিব না এ কথা বলিলে ত আমাদিকে প্রতিদিনের উপাসনাও পরিত্যাগ করিতে হয়। অনেকে বিবেচনা করেন এবং বলেন মন্দিরে নিয়মিত রূপে উপস্থিত না হইলে কি উপাসনা হয় না? আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি যিনি গুরুতর কারণ ব্যতীত মন্দিরে অনুপস্থিত হইতে পারেন তাঁহার অন্তরেও গোলযোগের সূত্রপাত হইতেছে। গুরুতর কারণের অর্থ পীড়া প্রভৃতি, নতুবা যদি কেহ রজককে বস্ত্র দিতে হইবে বলিয়া মন্দিরে না যান আমি তাহাকে গুরুতর কারণ বিবেচনা করিতে পারি না। যদি কেহ নিজ সংসারের হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য সে বিষয়ে উদাসীন হন তাহাকেও গুরুতর কারণ বিবেচনা করি না। এ সম্বন্ধে আমি এই প্রকার ভাবি, ব্রাহ্ম যেখানেই থাকুন না কেন, সেখানে যদি নিকটে কোন সাধারণ উপাসনার স্থান থাকে তিনি সেখানে নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইবেন। মন যাইতে না চায় শরীরটা লইয়া সেখানে ফেলিবেন। মন যদি না চায় তাহা আত্মার বিকৃতির চিহ্ন, তথাপি তাহার যাওয়া চাই। এ বিষয়ে কোন কোন ব্রাহ্মের ঔদাসীন্য দেখিতে পাই সেই জন্যই পত্র দ্বারা নিজমত প্রকাশ করিলাম।

২রা মার্চ ১৮৭৭। শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

শকাব্দা ১৭৯৫।

আয়।

	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ
দান সংগ্রহ	১৪॥	৩৮৵১৫	৪/০	৬।৵১৫
নির্দ্দিষ্ট আসন	৫৬॥	৫০	৫৪।৶০	৪১
	৭১	৫৩৸৵১৫	৫৮॥	৪৭৵১৫

ব্যয়।

	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ
প্রচার	২৪॥৶১০	১৪৶১০	২১১০	১৪৸৵০
আলোক	১৬১৫	১৪৸/০	১১।৫	১৯১৫
বেতন	৫১০	১০/০	২৭৶১০	৶১০
দ্রব্যাদি ক্রয়	১	০	১।১৫	০
ক্ষুদ্র ব্যয়	২।/১০	॥৶৫	।১৫	১৸/১০
	৩৯৵৫	৩৯৸১৫	৫১/১৫	৩৫৸৶১৫

আয় ——— ২৩০৸/১০

ব্যয় ——— ১৬৩।১০

পূর্ব্বের ৮৯৸১০ ঋণের মধ্যে ৬৪॥/ শোধ

এই পাক্ষিকপত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৪ঠা চৈত্র মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র শনিবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা

হে দীনশরণ অগতিরগতি পরমেশ্বর! আমি তোমার দ্বারের কাঙ্গালী হইয়া এবং তোমার সন্তানদিগের বিনীত সেবক হইয়া চিরদিন কেবল দাস্য বৃত্তি করিব। কেন না আমি দেখিলাম দাসত্ব ভিন্ন আর কোন কার্য্যে কিছু মাত্র সুখ নাই। আমি আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া যখনই মস্তক উত্তোলন করি তখনই দেখি যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছ। তখন সহস্র বার ডাকিয়াও তোমার উত্তর পাই না. কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলিলেও কোন দিক্ হইতে একটু আশার জ্যোতিঃ নয়ন গোচর হয় না। উপাসনা করিতে যাই হৃদয় শুকাইয়া উঠে, প্রার্থনা করিতে যাই গূঢ় অবিশ্বাস আসিয়া স্বর্গের দ্বার হইতে আমাকে দূর করিয়া দেয়, মুক্তির আশাকে সজীব রাখিতে চেষ্টা করি নিরাশার ঘন মেঘ আসিয়া সমুদায় জীবনকে একবারে ঢাকিয়া ফেলে। একটু অহঙ্কার দেখিলেই এইরূপে তুমি আমার জীবনের সমস্ত ভার আমাকে দিয়া তুমি অন্তরালে লুকাও আর আমি অন্ধকারের মধ্যে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়া বেড়াই। হায়! তোমার অদর্শন যন্ত্রণার ন্যায় পাপের শাস্তি আর কি আছে? নাথ! অহঙ্কারের ফল আমি হাতে হাতে ভোগ করিলাম। তুমি আমাকে বিধিমতে শিক্ষা দিলে আর আমি এমন কর্ম্ম কখন করিব না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও মনে আর কখন আঘাত না দিই। এবার অবধি অগ্রে তোমার সন্তানদিগের চরণ সেবায় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তার পর তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাইব।

আত্মার সঞ্জিবনী শক্তি।

চঞ্চল ধর্ম্মে মনুষ্যের সুখ শান্তি নাই। যে বিশ্বাস কখন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আত্মাকে উৎসাহিত করে কখন বা ঘটনা স্রোতে পড়িয়া নিশাবসানের দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায় তাহা মনুষ্য জীবনের চিরাবলম্বন নহে। এই কারণে গম্ভীরতর গূঢ় ধর্ম্মজীবন অতিশয় দুর্লভ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বিশ্বাসে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয় যেরূপ সুখসাগরে ভাসমান, শান্তি ও আনন্দ হিল্লোলে প্রফুল্লিত এমন আর ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় ব্যক্তির নাই। সে হৃদয় অতলস্পর্শ সাগরের

ন্যায় প্রশান্ত, উত্তুঙ্গ হিমাচলের ন্যায় অটল, বালকের ন্যায় সরল, যুবার ন্যায় তেজস্বী ও উৎসাহী, সূক্ষ্মদর্শী প্রবীণের ন্যায় স্থির ও দৃঢ়-তর এবং স্নিগ্ধ-হৃদয়া নারীর ন্যায় সুকোমল। তাঁহার আত্মা নিয়ত ঈশ্বরে লুক্কায়িত থাকে। সেস্থান মনুষ্যের অতীত। পৃথিবীর দুঃখানল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মানবীয় কোন উপদ্রব তৎসন্নিধে অগ্রসর হইতে লজ্জিত হয়। সেখানে থাকিলে কোন আঘাত লাগে না, সংসারের মানাপমানের সুতীক্ষ্ণ বাণও তাঁহার সুকোমল অঙ্গ বিদ্ধ করিতে পারে না। পৃথিবীর অতি ভীষণ তরঙ্গ সকল তাঁহার মস্ত-কের উপর দিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু হৃদয় শান্তি ও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এক দিকে মনুষ্যের দুঃখ পাপ যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অশ্রু নিপতিত হয় অপরদিকে তাঁহার চিত্তচকোর অদৃশ্য জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই প্রেমময়ের শান্তি সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়। এরূপ বিশ্বাস স্বর্গীয় ব্যাপার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ইহা চির প্রজ্জ্বলিত বহ্নি বিশেষ। ইহার আলোকে তাঁহার সমুদয় আত্মা অভিনব পরিচ্ছদে পরিশোভিত হয়। ঈশ্বরে নিয়ত লুক্কায়িত থাকাতে লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে না। পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের পানে কে চাহিতে পারে? কেবল বিশ্বাসীই তাহা পারে। ঈশ্বরের প্রাণে জীবিত ও গ্রথিত বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে ও ভাবরসে মন নিয়ত মোহিত ও প্রমত্ত, যাহা মানবীয় তাহা স্বর্গীয় বেশ ধারণ করে। বিশ্বাস সকলের মূল ও প্রাণ। যেমন রস সমুদয় বৃক্ষের জীবনী শক্তি তদ্রূপ বিশ্বাস মানব আত্মার জীবনী শক্তি। একই রস সঞ্চারিত হইয়া যেমন সমুদায় বৃক্ষ সজীব রাখে, বিশ্বাস তদ্রূপ আত্মার সমস্ত অঙ্গ পরিপোষণ করে; একই রস এক সময়ে শাখা, পল্লব, পুষ্প ফলে সঞ্চারিত হইয়া তাবৎ পদার্থকে পরিপুষ্ট করে; বিশ্বাস সেইরূপ আত্মার বিভিন্ন শক্তি সঞ্চারিত করে। ইহা এক অলৌকিক পদার্থ স্পর্শমণি বলিলেই হয়। রস যে কেবল পরিপোষণ করে তাহা নহে, কিন্তু শাখা পল্ল-বাদিতে পরিণত হয়; বিশ্বাস সেইরূপ ঈশ্ব-রের সহিত যোগ, মনুষ্যের সহিত সম্মিলন, পরিবার সংগঠন, প্রীতি পবিত্রতা, চরিত্রশুদ্ধি, জ্ঞান ও সভ্যতা, শান্তি ও সুখ প্রভৃতি আত্মার তাবৎ বিষয়কে জীবিত রাখে। কেবল রাখে এমন নহে, কিন্তু ইহা এক সময়েই পূর্ব্বোক্ত রূপ ধারণ করে; সাধুতা, জীবন, শান্তি, আনন্দ, সুখ সৌভাগ্য, জ্ঞান সভ্যতা, আহার পান প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিশ্বাসের বিভিন্ন রূপ মাত্র। বিশ্বাস যে আত্মার অন্ন পান তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

মনুষ্য সেবা।

ঈশ্বরসেবায় যেমন মহা পুণ্য হয়, তেমনি মনুষ্যসেবাতেও প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে; কারণ মনুষ্যসেবা ঈশ্বরসেবার অপ-রার্দ্ধাংশ। পৃথিবীতে অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃ-সৌহৃদ্য, দাম্পত্য প্রণয়, বন্ধুতা, পরহিতৈ-ষণা প্রভৃতি সাধু ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেবার ভাব তাহার মধ্যে অতি অল্পই অবস্থিতি করে। এ সমস্ত নৈসর্গিক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে অবস্থা বিশেষে আংশিকরূপে সেবার ভাব থাকিতে পারে কিম্বা নাও থাকিতে পারে; এক জন লোক পরের মঙ্গলের জন্য ধন প্রাণ মন যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও সেবার ফল লাভে চিরদিন বঞ্চিত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি দাস হইয়া অন্যের সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহার তুল্য উন্নত অধিকার আর কাহারও নাই। ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ঈশ্বরের যে কার্য্য তাঁহারও সেই কার্য্য। স্বয়ং ঈশ্বর যে কার্য্যা-লয়ের প্রধান কর্ম্মচারী, ভূত কালের পূজ্য-পাদ সাধু ভক্তবৃন্দেরা যে স্থানে বসিয়া কার্য্য করেন, সেই পুণ্যক্ষেত্রে বসিয়া ঈশ্বর ও ভক্ত-

বুদ্ধের সহকারী হইয়া যিনি মনুষ্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার পদ দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয়। ঈশ্বরের আদেশে যিনি এইরূপে জগতের সেবায় নিযুক্ত হন তাঁহার কৃত সেবার মধ্যে প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় স্নেহ বাৎসল্য বন্ধুতা দাসত্ব এ সমস্ত নিহিত থাকে। এরূপ সেবা গুণের তারতম্যানুসারে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নিয়োজিত হইবে না, কিন্তু সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে একটী অখণ্ড আত্মা জানিয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার এক একটী অংশ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি নিয়োজিত হইবে। কিন্তু যাঁহাদের সেবায় জীবন দান করিতে হইবে তাঁহাদের আত্মার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির না রাখিলে এ প্রকার পবিত্র কার্য্যে চিরদিন কেহই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন না। কেন না যাহা আমরা চক্ষে দেখিতেছি ইহা মনুষ্যের বিকৃতাবস্থা, এ অবস্থায় সেবা করিতে কোন উৎসাহ জন্মে না। অতএব যে আদর্শে ঈশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন সেইটার প্রতি আমাদের দৃষ্টি বদ্ধ থাকিবে। সমস্ত মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ এবং প্রত্যেক মানবের পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কি প্রণালীতে আমরা এই সেবা করিব? অন্যেরা আমাদের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করেন সেরূপে নহে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিকে যে ভাবে সেবা করিতে বলিবেন সেই ভাবে করিব। মানব পরিবারের কল্যাণকর কার্য্যের যে বিভাগে আমাদের স্বাভাবিক উপযুক্ততা ও অনুরাগ আছে, প্রত্যেকে সেই বিভাগের কার্য্যভার চিরজীবনের মত মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে বিশ্বাস ভক্তি সহকারে যদি আমরা মনুষ্যসেবায় নিযুক্ত হই তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের পরিত্রাণের পথ সহজ হইয়া যাইবে। অতএব এই সকল অমৃতের অধিকারী মহা প্রাণীদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সকলে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।

ধর্ম্মের ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ, মানবীয় সাক্ষাৎসম্বন্ধ জ্ঞানের এই তিনটী বিষয়। এ জ্ঞান প্রস্ফুট, অপ্রস্ফুট অবস্থায় সকলেতেই অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং প্রস্ফুটিত অবস্থায় অর্জ্জিতজ্ঞানের ন্যায় প্রতীত হইলেও বাস্তবিক উহা মূলে অর্জ্জিতজ্ঞান নহে। কোন বিশেষ ব্যাপার দ্বারা এই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপার উহার কারণ নহে, উদ্বোধক কারণমাত্র। যাঁহাদিগের মতে সকল জ্ঞানই অর্জ্জিতজ্ঞান, তাঁহারা বাহ্য জগতের জ্ঞানকেও অর্জ্জিতজ্ঞানের মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহারা বলেন, একমাত্র ভাবযোগসহায়তায় আমরা সমুদায় পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে, এক ভাবযোগের মধ্যে অন্ততঃ সন্নিকর্ষ, বিপ্রকর্ষ, সাদৃশ্য, বৈপরীত্যের জ্ঞান অবস্থান করিতেছে। দুইটী পদার্থকে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য বুঝিতে না পারিলে এবং তদনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে সক্ষম না হইলে তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। সেই দুই পদার্থকে আবার অপরাপর পদার্থ সহ তুলনা করা আবশ্যক, নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব। সুতরাং বাহ্য পদার্থের জ্ঞানলাভে শুদ্ধ এক ভাবযোগকে মানসিক নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেও তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে মানসিক অন্যবিধ স্বাভাবিক জ্ঞানও স্বীকার করিতে হইতেছে।

মনুষ্য যে কালে যে দেশে কেন অবস্থান করুন না, বাহ্য পদার্থসম্বন্ধের জ্ঞান সর্ব্বত্র সমান। ইহাতে বাহ্য পদার্থ সকলের বাস্তবিকতা, এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের নিকটে উহারা যে সর্ব্বদা একই ভাবে উপস্থিত হয় তাহা সিদ্ধান্ত হইতেছে। বাহ্য জগতের সহিত আমাদিগের

মনের প্রথম সংবাধ উদ্বোধক কারণ হইতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের কারণ নহে। উহা যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় না হইত, আমরা তৎ সম্বন্ধের জ্ঞান কোন প্রকারেই লাভ করিতে সক্ষম হইতাম না। ঈশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়েও এই রূপ।

সর্ব্ব প্রথমে আত্মা এবং জগৎ এই দুই বিষয়ের জ্ঞান মনুষ্যেতে উদ্বুদ্ধ হয়। এক জন জ্ঞানী পণ্ডিতে এই জ্ঞান যেরূপ প্রস্ফুটিত, আদিমাবস্থায় অবশ্য সেইরূপ হইবে আশা করা যাইতে পারে না; কিন্তু "জগৎ" এবং "আত্মা" ভিন্ন পদার্থ এ জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের মূলে প্রথম হইতে অবস্থান করিতেছে। বাহ্য জগতের সহিত প্রথম সংবাধ এই জ্ঞান উদ্রেকের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা বাহ্য জগৎ সম্পর্কীয় এবং বাহ্য জগৎ আত্মা সম্পর্কীয় জ্ঞানের উৎপাদক নহে, উহারা স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধেও আমরা এই কথা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। বাহ্য জগৎ চতুর্দ্দিকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়নিচয়ের স্বচ্ছন্দগতি অবরোধ করিতেছে, ইহা হইতে যেমন আমরা এ উভয়ের ভেদ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি, আমাদিগের ইচ্ছার স্বৈরগতির অবরোধ হইতে তেমনি আমরা আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছা আত্ম এবং জগতের মধ্যে নিয়ত অবস্থান করিতেছে বুঝিতে সমর্থ হই। মনুষ্যের ইচ্ছার সহিত এই নিয়ামক ইচ্ছার বাস্তবিক সংস্পর্শ হইয়াই এই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। এই ইচ্ছা জ্ঞান শক্তি মঙ্গলময়, এ জ্ঞানও আমাদিগের অতি প্রথমেই প্রস্ফুটিত হয়।

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তৎসহ সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যবোধ মনুষ্যের স্বাভাবিক। আবান্তরিক বিষয়ে ভিন্নতা থাকিলেও সর্ব্বত্র ইহার একতা আছে, ইহাই প্রদর্শন করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বাহ্য জগতের যে কোন "বাস্তবিক ঘটনা" (Fact) আমরা দেখিতে পাই, সেই সকল একত্র সংগৃহীত করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার একটি বাস্তবিক ঘটনাও বিরোধী দশটি বাস্তবিক ঘটনার দ্বারা অন্যথা হইতে পারে না। পরিদৃশ্যমান ঘটনারাজি যেমন জড় জগৎসম্বন্ধে, ইতিহাসনিবদ্ধ ঘটনারাজি তেমনি মানবপ্রকৃতিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মূল। এদুয়ের একটী যেমন অবশ্যগ্রহণীয় এবং সত্য, অপরটীও তেমনি। প্রথমটীর সম্বন্ধে সংশয় অবস্থান করা যেমন প্রকৃত জ্ঞানলাভের অন্তরায়, দ্বিতীয়টী সম্বন্ধে সংশয়ও তেমনি। ইহার একটীর প্রতি সমাদর অপরটীর প্রতি উপেক্ষা, ইহা প্রকৃত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীর লক্ষণ নহে। ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের যেরূপ অনেক কুসংস্কার আছে, যাঁহারা মনে করেন আমরা সমুদায় কুসংস্কারকে অতিক্রম করিয়াছি, তাঁহারাও আবার বিপরীত দিকে তেমনি কুসংস্কারী। যাঁহাদিগের মন কোন প্রকার কুসংস্কারের অধীন নহে, তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন, জড়বিজ্ঞান যেরূপ অভ্রান্ত বাস্তবিক ঘটনার উপর সংস্থাপিত, ধর্ম্মবিজ্ঞানও তেমনি অভ্রান্ত বাস্তবিক ঘটনামূলক।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন।

একদা নিদাঘের দুঃসহ গ্রীষ্ম তাপে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া আমি নগরপ্রান্তে উপবন বেষ্টিত এক সরোবর তীরে উপস্থিত হইলাম। সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ধরাতলকে আচ্ছাদিত করিতেছে, তরু লতা ফল পুষ্প সকল সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তখনও ভূমির উত্তাপ সম্যক্‌রূপে নিবারিত হয় নাই। আমি সেই সরোবর তটে এক নব পল্লবিত চম্পক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। সেখানে জন

মানবের গতি বিধি ছিল না কেবল দূর হইতে বায়ুভরে এক একবার অস্ফুট বংশী ধ্বনি আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। চন্দ্রের সুধাময় জ্যোৎস্না, জলকণা সম্পৃক্ত দক্ষিণ সমীরণ নানা জাতীয় প্রফুল্ল কুসুমরাজি সকলে মিলিয়া আমাকে যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিল। আমি সেই বিধাতা নিয়োজিত প্রকৃতি দেবীর স্নেহ সমাদরে ও সুখকর পরিচর্য্যায় বিগত-শ্রম হইয়া সকৃতজ্ঞ অন্তরে বৃক্ষ গাত্রে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করত আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। নিজ জীবনের ভুত ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে করিতে জনগণের সাধারণ গতির প্রতি আমার দৃষ্টিনিপতিত হইল। যতই তাহাদের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম ততই চারিদিক হইতে পাপ অত্যাচার স্বার্থপরতা প্রতারণা বন্ধু-বিচ্ছেদের বিকৃত মূর্ত্তি আমার নয়নের সম্মুখে আসিয়া প্রতিভাত হইল। এক জন পরিণত স্বভাব মনুষ্য প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেরূপে জীবন কর্ত্তন করে, সাধারণতঃ সে কর্য্যের মধ্যে তাহার আর কোন উন্নতি-শীল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। অধিকাংশ লোক এইরূপে অন্ধের ন্যায় যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া রহিয়াছে ইহাই আমার প্রতীত হইল। অনন্তর জীবের গম্য স্থান কোথায়, এবং লক্ষ্য কি, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার নিদ্রা আসিল। প্রগাঢ় নিদ্রাবেসে দেখিলাম এক জন দীনবেশধারী স্থিরলক্ষ্য অপ্রাগল্ভ চিত্ত যুবা পুরুষ আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কোন বাহ্য শোভা তাঁহাতে ছিল না, তথাপি তাঁহাকে অতি প্রিয়দর্শন সুলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। সেই যুবার মুখমণ্ডলে আশা ও উৎসাহের জ্যোতিঃ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার উজ্জ্বল নয়নের সহিত আমার নয়নের মিলন হইবা মাত্র আমি তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনি আমাকে অঙ্গুলীর দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, আমার পশ্চাতে আইস। আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিলাম। কিয়দ্দূর গমনের পর সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আমার নয়ন গোচর হইল। বহু দূর ব্যাপ্ত সেই প্রশস্ত ভূভাগের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম সেখানে একটী প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী নানা দেশজাত বিচিত্র বর্ণের ও বিবিধ আকারের দ্রব্যাদি সকল স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, অগণ্য অসংখ্য নর নারী কার্য্য করিতেছে, তাহাদের কার্য্যের ব্যস্ততায় এবং কোলাহলে চারিদিক্ পরিপূর্ণ। গৃহের মনোহর উপাদান সকল দেখিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম, এবং আমার পথদর্শক বন্ধুকে কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে বারম্বার এইরূপ বলিতে লাগিলাম যে, যাহার উপাদান এমন সুন্দর না জানি তাহার গৃহ কি আশ্চর্য্য শোভাময় হইবে! একত্রে এত অমূল্য সামগ্রী আমি কখন দেখিনাই; দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষের জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া উঠিল। বলিতে কি, আমি এককালে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী যাহা দেখিলাম তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এক জন মহাবল পরাক্রান্ত অসাধারণ উদ্যমশীল প্রধান পুরুষ বিপুল আশার সহিত গৃহের চিত্রিত আদর্শ খানি সম্মুখে ধারণ করিয়া স্মিত মুখে বারম্বার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন আর সহকারী কার্য্যকারকদিগকে সংগৃহীত উপাদান সকল দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাড়না করিতেছেন। আদর্শ গৃহের সমুদায় অংশ আমি দেখিতে পাইলাম না; কেন না তাহার একটী দিক্ দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত ছিল। অনেক লোক সেখানে কার্য্য করিতেছে বটে কিন্তু সে পরিমাণে কার্য্যের উন্নতি দেখিতে পাইলাম না। অধিকাংশ লোক বেতনের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহারা গৃহ নির্ম্মাতাদিগের অনেক সহায়তা করিতেছে, কিন্তু আর এক ভাবে করিতেছে। কেহ কেহ গণ্ড গোলের মধ্যে কার্য্য না করিয়া প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক বেতন লইতেছে. এক জন অনেক চেষ্টা করিয়া এক হস্ত গাঁথিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিলেন, আর এক জন আসিয়া আবার সে টুকু ভাঙ্গিয়া দিলেন। শুনিলাম বহুকাল হইতে এই রূপ চলিয়া আসিতেছে, একাল পর্য্যন্ত কেহ দুই খণ্ড ইষ্টক একত্রে গাঁথিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন এক একটী

স্থান জমাট গাঁথা রহিয়াছে, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলাম কাহার সঙ্গে কাহার সংলগ্ন হয় নাই। আমি ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় সেই চিত্রিত আদর্শধারী প্রধান পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাঁহার সহকারী স্থপতিগণও নানা প্রকার গণ্ডগোল করিতেছেন। এক এক বার উৎসাহের সহিত সকলে ঘর গাঁথিতে সংকল্প করিয়া উপাদান সকল একত্রিত করিতেছেন, পরক্ষণে কেহ সে গুলি আবার বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিতেছেন। পুনঃ পুনঃ এই রূপে তাঁহাদের সময় কাটিয়া যাইতেছে অথচ কেহই তাহাতে সুখী নহেন। কিন্তু এ সকল দেখিয়াও প্রধান স্থপতির আশা কিছুতেই টলিতেছে না। আমার বন্ধু বলিলেন এই প্রকাণ্ড গৃহ কত দিনে সম্পূর্ণ হইবে তাহা কেহ জানে না।

পরে আমি তাঁহাকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয় যে যাহাদের জন্য এই সুখের নিকেতন প্রস্তুত হইতেছে তাহারাই ইহার বিরোধী। সে যাহা হউক, ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা শ্রবণ কর। ও সকল গণ্ডগোলের দিকে চাহিও না, গৃহের এই যে আদর্শ দেখিতেছ ইহাই জীব সকলের গম্য স্থান; এবং ইহার সংগঠন কার্য্যই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য। গৃহস্বামী এইরূপ অভিপ্রায়ে সকলকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ গৃহ জগদ্ব্যাপী হইবে, এবং ইহাতে সকল নরনারী একত্রে বাস করিবে। যে পর্য্যন্ত ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ না হইতেছে এবং যত দিন আমরা গৃহস্বামীর আজ্ঞাবহ হইয়া ইহার কার্য্যে নিযুক্ত না হইতেছি, ততদিন আমাদিগকে নিরাশ্রয় লক্ষ্যবিহীন হইয়া থাকিতে হইবে। প্রকৃত রূপে কার্য্য আরম্ভ হইলেই গৃহস্বামী তাঁহার অনুগত পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া এখানে ঘরকন্না করিবেন। এ কিরূপ সুখের ঘরকন্না তাহা পরে জানিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া সেই সাধু যুবা কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন আমারও সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাবসানে যাহা দেখিলাম তাহাও স্বপ্ন দৃষ্ট ব্যাপারের অনুরূপ। কিন্তু মাদকতা শূন্য মদ্যপায়ীর ন্যায় তখন আমার অবস্থা হইল।

একতা এবং বহুতা।

(পলের উপদেশ।)

শক্তি একটী পদার্থ কিন্তু তাহার গুণ নানা প্রকার। প্রভু এক, কিন্তু সেবা বিভিন্ন প্রকারের; এবং কার্য্য সকল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর কর্ম্ম করিতেছেন। প্রত্যেকের উপকারের জন্য প্রত্যেকের নিকট এক ঈশ্বর প্রকাশ পাইতেছেন। কারণ কাহাকে অভিজ্ঞতা কাহাকে বিদ্যা, কাহাকেও বিশ্বাস কাহাকেও ব্যাধি আরাম করিবার ক্ষমতা তিনি দিয়াছেন। সকলের মধ্যে একই শক্তি কার্য্য করিতেছে।

শরীর একটী অঙ্গ বিশেষ নহে কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। পদ যদি বলে যে আমি হস্ত নই তবে আমি কেমন করিয়া শরীর হইলাম, তাহা কি ঠিক? তদ্রূপ কর্ণ যদি বলে আমি চক্ষু নই তবে শরীরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? কিন্তু যদি সমস্ত শরীর চক্ষু বা কর্ণ হইত তাহা হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় কোথায় থাকিত? ঈশ্বর যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন তেমনি করিয়াছেন। সমস্ত শরীর যদি কেবল একটী মাত্র অঙ্গ হইত তাহা হইলে শরীর কোথায় থাকিত? কিন্তু বাস্তবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, শরীর এক। চক্ষু হস্তকে এ কথা বলিতে পারে না যে তোমাকে আমার আবশ্যক নাই, মস্তকও পদকে এরূপ বলিতে পারে না। অতএব যদি একটী অঙ্গ ক্লেশ পায় তাহার সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ ক্লেশ পাইবে। তদ্রূপ যদি একটী অঙ্গ সম্মানিত হয় তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবে।

ক্ষমা।

বুদ্ধ বলেন যদি কেহ মূঢ়তা বশতঃ আমার মন্দ করে অথবা আমাকে মন্দকারী বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার পরিবর্ত্তে আমি তাহাকে সম্পূর্ণ প্রেম দান করিব। যতই তাহা হইতে অসদ্ভাব সমাগত হইবে ততই আমা হইতে সদ্ভাব প্রসূত হইবে। সৎ কার্য্যের সৌরভ সর্ব্বদাই আমার অনুকূল হয়, অন্যায়কারীর বাক্য নিঃসৃত অমঙ্গল তাহার নিকট প্রতিগমন করে। বুদ্ধ যখন এই উপদেশ প্রচার করিতেছিলেন একজন দুষ্ট নির্ব্বোধ লোক তাহা শুনিতে ছিল। সে কুমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অপমান করিল। তাহাতে বুদ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। যখন তাহার অপমান করা শেষ হইল তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, যে হে পুত্র! যখন কেহ কাহাকে উপঢৌকন দান করিতে গিয়া ভদ্রতার রীতি বিস্মৃত হয় তখন এমন নিয়ম আছে যে, " তোমার উপহার এখানে

রাখ" এই রূপ বলিতে হয়। অতএব হে পুত্র! তুমি এখন আমাকে অপমান করিলে, তোমার অপমান সম্ভোগে আমি অসম্মত হইয়া তোমাকে নিবেদন করিতেছি যে তুমি উহা রাখ, কিন্তু ইহা তোমার জীবনের একটী দুঃখের কারণ হইল। কারণ, যেমন বাদ্য যন্ত্র হইতে শব্দ, সারবস্তু হইতে ছায়া উৎপন্ন হয়, তেমনি পরিণামে মন্দকারী ব্যক্তিকে দুঃখ সন্তাপ অনুসরণ করে। বুদ্ধ আরও বলেন যে মন্দমতি লোক সাধুর অপমান করে, সে স্বর্গকে কলঙ্কিত করিতে যায়, কিন্তু তাহার কার্য্যে স্বর্গ কখন কলঙ্কিত হয় না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ

রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।

যদি একটী কথার মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুপ্রবিষ্ট করা যাইতে পারে সে কথা প্রেম। ইহাই সমস্ত ধর্ম্ম সাধন। সকল ভাল কথার মূল এবং সমুদয় উপদেশের সার ভাল বাসা। ইহাই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, ইহাই ধর্ম্ম জীবনের পূর্ণতা। যদি জিজ্ঞাসা কর কি হইলে আমরা পরিত্রাণ পাইব, যিনি ভক্ত তিনি বারম্বার কেবল এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন, প্রেম। ফলতঃ ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মজীবনের উন্নত অবস্থায় ব্রহ্ম অনুরাগে অনুরাগী, এবং ব্রহ্ম ভক্তিতে ভক্ত হইয়া যে সুখ লাভ করি সেই সুখ ভিন্ন জীবাত্মার আর উচ্চতর, পবিত্রতর তৃপ্তি নাই। তখন সত্য চিন্তা, সত্য বাক্য, সৎকার্য্য সকলই প্রেমের ব্যাপার, সকলই আনন্দ জনক। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন প্রেম। যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবী কোন্ দিন স্বর্গ হইবে, তাহার উত্তর এই:—যে দিনে পৃথিবীর সমস্ত নর নারী পরস্পরকে পবিত্র ভাবে প্রেম দিতে পারিবে। প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই সুখ শান্তি, প্রেমানন্দের মত আর আনন্দ নাই। মানিলাম, পরস্পরকে ভাল না বাসিলে পরিত্রাণ নাই, হৃদয় পবিত্র হয় না; কিন্তু সকলের মনে এই প্রেমের উদয় হয় না কেন? কেন এখনই ইচ্ছা করিয়া আমাদের মধ্যে প্রেমকে আনিতে পারি না? আমাদের মত এক দিকে এবং জীবন অপর দিকে গমন করে কেন? এই আমরা বিশ্বাস করিলাম প্রেমই আমাদের স্বর্গ, তবে কেন আমরা অপ্রেমের নরকে পুড়িয়া মরি? আমরা জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি প্রেম ইচ্ছাধীন নহে। মনোবিজ্ঞানও বলিয়া দিতেছে কি নিকৃষ্ট, কি উচ্চ হৃদয়ের কোন ভাবই আমাদের আদেশ কিম্বা ইচ্ছার অধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা হইলেই অন্তরে প্রেম কিম্বা ঘৃণার উদ্রেক হয় না। কিন্তু সুন্দর বস্তু দেখিলেই অন্তরে প্রেম হয়, এবং কদাকার বস্তু দেখিলেই তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হয় ইহাই জড় জগতের অনিবার্য্য নিয়ম। প্রেম চির দিন সৌন্দর্য্যের প্রতি ধাবিত হয়, সুন্দর বস্তু না দেখিলে প্রেমোদয় হয় না, যাহা কদাকার তাহার প্রতি প্রেম কিরূপে যাইবে? আমরা ঈশ্বরকে প্রথমতঃ প্রেম করিতে শিখি; কিন্তু ঈশ্বরকে প্রেম করা সহজ, কেন না তাঁহার মত পরম সুন্দর আর কে আছে? আমরা মনে মনে যত কেন সৌন্দর্য্য কল্পনা করি না, ঈশ্বরের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের নিকট সকলই পরাজিত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ আপনা আপনি আমাদের প্রেম আকর্ষণ করে। প্রেম যখন ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিতে পায় আর কি তাহা কোন বাধা মানে? তাঁহার সুন্দর মুখ সমক্ষে না দেখিলে আমরা কখনই তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিতাম না। তিনি অতিশয় সুন্দর, এই জন্য যখনই তাঁহাকে দেখি, তখনই হৃদয়ে প্রেম ফুল প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া যখন জগতের নর নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি করি তখন দেখি সকলের মুখ কদাকার। মনুষ্য স্বভাব কত কলঙ্কিত হইতে পারে সকলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। নানা প্রকার পাপানলে সকলের মুখ দগ্ধ, যাহাতে আমাদের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাদের মুখে এমন কোন প্রকার সৌন্দর্য্য নাই; তবে সেই সকল লোককে ভাল বাসিব কিরূপে? যাহারা আমাদিগকে ভাল বাসে তাহাদিগকে আমরা সহজেই ভাল বাসিতে পারি, প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি দেওয়া কিছুই কঠিন নহে, তাহাতে আমাদের নিজের কোন গুণ কিম্বা বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ মনে হইলেই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয়, মন, আত্মা মোহিত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাহারা অপরিচিত, এবং যাহাদের মনে আমাদের জন্য কিছুমাত্র প্রীতি নাই, অথবা সর্ব্বদাই যাহাদের মন নানা প্রকার পাপ এবং অপ্রেমে শুষ্ক এবং বিবর্ণ তাহাদিগকে কিরূপে ভাল বাসিব? সৌন্দর্য্য যেখানে নাই সেখানে প্রেম যাইবে, কিরূপে? মিত্রের মিত্রতা সকলেই ভাল বাসিতে পারে; কিন্তু শত্রুর শত্রুতা কিরূপে ভাল বাসিব? তোমরা কি দেখ নাই, যাই সৌন্দর্য্য কদাকারে পরিণত হয় তখনই প্রেমের গতি রোধ হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের অপ্রিয় এবং বিরাগ ভাজন হয়। মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রকার কুৎসিত ভাব আছে এই জন্য মনুষ্যকে প্রেম করা অতি কঠিন। যদি আমার বন্ধু প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সুন্দর থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিতাম; কিন্তু যখন দেখিতেছি, এই যিনি রূপ-

যিনি পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রেমে সুন্দর ছিলেন, তিনিই আবার প্রেমের অভাবে কুৎসিত হইলেন। তখন এই প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহাকে কিরূপে ভাল বাসিব? যখনই দেখিলাম বন্ধু শত্রু হইলেন, তখনই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম শুকাইল। এই রূপে প্রেম কিম্বা ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য না দেখিলে কাহারও প্রতি প্রেমোদয় হয় না, সুতরাং যেখানে প্রীতি কিম্বা পুণ্যের সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে মনুষ্যের প্রেম যায় না। তবে কি আমরা ঈশ্বরের কদাকার সন্তানদিগকে ভাল বাসিতে পারিব না? আমাদের দিকে দেখিলে বাস্তবিক ইহা অসম্ভব বোধ হয়; কিন্তু নিরাশার কারণ নাই, কেননা যখন আমরা দেখি ঈশ্বর কিরূপে কদাকারদিগকে ভাল বাসেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি আমরাও কিরূপে পরস্পরকে ভাল বাসিব। ঈশ্বরের প্রেম মনে হইলেই সুন্দর বলিয়া তাঁহাকে ভাল বাসি; কিন্তু তাঁহাকে আমরা কেমন করিয়া ভাল বাসি তাহা দেখিলে হইবে না; কিন্তু তিনি আমাদিগকে নরকের জঘন্য কদাকার কীট জানিয়াও কিরূপে স্নেহ করেন, তাঁহার সেই স্বভাব অনুকরণ করিতে হইবে; আমাদের জঘন্যতম অবস্থা দেখিলেও তাঁহার প্রেম শুষ্ক হয় না। আমাদের শত শত পাপ সত্ত্বেও ঈশ্বরের হৃদয় হইতে ক্রমাগত প্রেম আসিতেছে। কদাকারকে প্রেম করিতে কে পারেন? ঈশ্বর! আমরা তাঁহার অনুগত হইলে নিতান্ত কদাকারকেও ভাল বাসিতে পারি। পাপপূর্ণ, কলঙ্কিত, জঘন্য কীটকে ভাল বাসেন কিসের জন্য? এই নরকের কীটের মধ্যে কি কোন সৌন্দর্য্য আছে? কদাকারকে কদাকার বলিয়া ঈশ্বরও পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখিলেই প্রেমোদয় হয়, ইহাই প্রেমের নিয়ম। তবে ঈশ্বর কিরূপে কদাকারকে ভালবাসেন? বস্তুতঃ প্রেমসিন্ধু পিতা মনুষ্যের মধ্যে যাহা কুৎসিত তাহা ভাল বাসেন না; কিন্তু তিনি সেই জঘন্য কদাকার হইতে সৌন্দর্য্য বাহির করেন, তাঁহার নিকটে সেই নরকের দুর্গন্ধের মধ্যেও স্বর্গের সৌরভ প্রকাশিত হয়। সেই সৌন্দর্য্য কি? সেই পবিত্র সৌরভ কি? নর নারীর সঙ্গে তাঁহার "সম্বন্ধ" প্রত্যেক মনুষ্য হয় তাঁহার পুত্র, নয় তাঁহার কন্যা। তিনি জানেন জগদ্বাসী প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহার এই একটী সম্বন্ধ আছে যাহা চিরস্থায়ী, মৃত্যু যাহা বিনাশ করিতে পারে না, এবং পাপ, পুণ্য, অথবা অন্য কোন পরিবর্ত্তনেও এই সম্পর্কের বিনাশ নাই। এই সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বর ভক্তের স্বর্গের ভিতরেও গমন করেন, এবং নরকবাসী জঘন্যতম কীটের মধ্যেও প্রবেশ করেন। ইহারই আকর্ষণে নরকের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারাও ঈশ্বরকে স্বর্গ হইতে টানিতেছে। পাপীর পত্র পাইলেই তিনি তাহার নিকটে আসিতে বাধ্য। তিনি যে নিজে বলিয়াছেন "পাপী ডাকিলে আসিব আমি"। কিন্তু ইহাতে পাপীর কোন গৌরব নাই, কেননা এই সৌন্দর্য্য তাহার নিজের নহে। নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়া স্বর্গ হইতে ঈশ্বরকে ডাকিয়া আনিয়াছে, পাছে ইহা মনে করিয়া পাপীর আরও অধোগতি হয়, এই জন্য ঈশ্বর আপনি এই সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া রহিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্য কি? আবার বলিতেছি, ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা তাঁহার পুত্রকন্যা, মহাপাপীর পক্ষে ইহা কি সামান্য কথা। ইহাতেই স্বর্গের সৌন্দর্য্য। এই "সম্বন্ধ" স্বর্গীয়, ইহাতেই জীবের পরিত্রাণ। ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া "পিতা" বলিয়া যে ডাকিতে পারে তাহার কি সামান্য অধিকার? স্বর্গের পিতা, স্বর্গের মাতা, সাধু অসাধু বিচার করেন না; কিন্তু তাঁহার যে কোন পুত্র, কিম্বা যে কোন কন্যা কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার নিকট আসিবেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। শিশু কাঁদিলেই যেমন মাতার মনে স্নেহ, এবং শরীরে দুগ্ধ উথলিয়া পড়ে, সেই রূপ সন্তান ডাকিলেই ঈশ্বরের মনে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে যে মা সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে তাহার কি সামান্য সৌভাগ্য। এই সম্পর্কে দূর নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হয়, এবং নরক স্বর্গ হয়। ইহার সৌন্দর্য্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিমোহিত হন। এই সৌন্দর্য্যের কিছুতেই হ্রাস নাই, মহা পাপের সাধ্য নাই ইহা কলঙ্কিত করে। ঈশ্বর যত বার আমাদিগকে দেখেন ততবারই আমাদের সঙ্গে তাঁহার এই সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্যা, এই বলিয়াই তিনি স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া সাধু অসাধু সকলকেই আলিঙ্গন করেন। এই "সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য" ব্যতীত আমাদের উপর ঈশ্বরের আরও এক প্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার দৃষ্টির লাবণ্য। যখনই তিনি আমাদিগকে দেখেন, তখনই আমাদের মুখে তাঁহার চক্ষের লাবণ্য প্রতিভাত হয়। তিনিত নিজের চক্ষে দেখেন। দেবতা দেখেন দেব চক্ষে, দেব চক্ষু যে প্রেম চক্ষু। এক দিকে যেমন তিনি আমাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দেখেন, অন্য দিকে আবার যতই আমাদের উপর তাঁহার সেই প্রেমদৃষ্টি পড়িতেছে, ততই আমাদের নিতান্ত কদাকার মুখও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইয়া যাইতেছে। স্নেহের চক্ষে নিতান্ত কুৎসিত ব্যক্তিও সুন্দর দেখায় ইহা তোমরা সকলেই জান। অনুরাগে চক্ষে

রহিয়াছে, কিন্তু তাহার জ্যোৎস্না আসিয়া তোমার আমার মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল; বায়ু চলিতেছে, কিন্তু যাহার উপর দিয়া যাইতেছে, তাহা যদি নিতান্ত উত্তপ্ত এবং কঠোর বস্তু হয় তাহাও সুশীতল এবং কোমল হইতেছে; এ সকলত তোমরা প্রতিদিন দেখিতেছ। আকাশের চন্দ্র যদি আমাদের মুখ সুন্দর করিতে পারে, এবং বাহিরের শীতল বায়ু যদি উত্তপ্ত বস্তুকে শীতল করে, তবে যিনি স্বর্গের চন্দ্র, এবং যাঁহার প্রেম-দৃষ্টি স্বর্গের সমীরণ, তিনি কি আমাদিগকে সুন্দর এবং শীতল করিতে পারেন না? এক দিকে তিনি যতই আমাদের সঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য দেখেন, ততই তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন, অন্য দিকে আবার যতই আমাদিগকে প্রেম চক্ষে দেখেন, ততই অধিক পরিমাণে আমরা তাঁহার প্রেমের পাত্র হই। অধিক পরিমাণে কেন বলিতেছি? স্বর্গীয় পিতার প্রেম যে অনন্ত, তিনি যে পূর্ণ প্রেমের আধার। তিনি যে অনন্ত প্রেম চক্ষে সকলকে দেখিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যখন প্রেম চক্ষে কোন মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি কর, দৃষ্টি করিতে করিতে কি তোমাদের প্রেম বৃদ্ধি হয় না? এবং অল্প ঘণ্টা পরে কি সেই ব্যক্তি নিতান্ত কদাকার হইলেও তোমাদের প্রেম চক্ষু তাহার মধ্যে অধিকতর সৌন্দর্য্য দর্শন করে না? ইহা যদি তোমরা প্রত্যক্ষ না করিয়া থাক, তবে প্রেমশাস্ত্র কি তোমরা জান না। যতই প্রিয় ব্যক্তিকে প্রেম চক্ষে দেখিবে, ততই তোমার নিকটে সে সুন্দরতর হইবে, এবং ক্রমে তোমার চক্ষু মধুময় হইবে। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। কিন্তু সেই সকল নর নারী যাহাদিগকে তোমার প্রেম চক্ষু সুন্দর দেখাইতেছিল, যাই তাহাদের সঙ্গে বিবাদ কর আর তাহারা প্রিয় থাকে না, আর তাহাদের মুখে লাবণ্য নাই। অতএব যদি প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে চাও, তবে প্রেম দৃষ্টিতে মানুষকে সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। ভালবাসা দিয়া জঘন্য পাপীকেও সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ কোন ভাই ভগ্নীকে কদাকার দেখিবে ততক্ষণ তাহাকে প্রেম দিতে পার না, অতএব আগে প্রেমময় পিতার অনুগত হইয়া ভালবাসা দিয়া কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া লও। "ইনি আমার পিতার পুত্র, ইনি আমার পিতার কন্যা," এইরূপে প্রেম সাধন কর। "ঈশ্বর আছেন ঈশ্বর আছেন" শত বার এই কথা বলিয়া যেমন ধ্যান অভ্যাস কর, তেমনই "ইনি আমার ভাই, ইনি আমার ভগিনী" বলিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপরিবার সাধন কর। যতই বলিবে ইনি আমার অত্যন্ত আদরের ধন, ততই দেখিবে প্রত্যেক নর নারীর সঙ্গে অতি সুন্দর, এবং অতি সুমিষ্ট স্বর্গীয় সম্বন্ধ প্রকাশিত হইবে। ক্রমাগত সেই সম্পর্ক ভাবিতে থাক, যতই ভাবিবে ততই দেখিবে তাহার মধ্যে নূতন নূতন লাবণ্য, এবং নূতন নূতন মধুরতা। তখন দেখিবে, যে চক্ষুঃ নীরস ছিল, তাহা সরস হইল, যে হৃদয়ে প্রেম ছিল না, তাহার পক্ষে ভালবাসা অতি সহজ হইল। তাহার নিকটে আর কাহারও মুখ কুৎসিত রহিল না। এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রেম চক্ষে সকলের মুখ সুন্দর হইল। যদি এই সম্বন্ধ সাধন কর, যদি এইরূপে প্রেম দৃষ্টিতে তাকাইতে পার, তবে দেখিবে এক ঘণ্টার মধ্যে নিকটে সেই স্বর্গধাম, নিকটে সেই প্রেমধাম। এক দিকে যেমন ঈশ্বর দর্শনেই মুক্তি, অন্য দিকে সেই রূপ ভাই ভগ্নী দর্শনেই মুক্তি। এই প্রেম দৃষ্টি আমাদের শাস্ত্র ইহাই আমাদের স্বর্গ, ইহাতেই আমাদের পবিত্রতা।

হে ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে পাপী জানিয়াও ভালবাস; কিন্তু আমরা ভাই ভগ্নীদিগকে কদাকার দেখিলে ভালবাসিতে পারি না। আমরা সহস্র বার তোমার অবাধ্য হইলেও তুমি আমাদিগকে আহারের সময় অন্ন দাও, নিকটে এসে আমাদের কল্যাণ বিধান কর; কিন্তু দেখ পিতা আমাদের পরস্পরের মধ্যে কেমন বিপরীত ব্যবহার। এক জন যদি একটী সামান্য কটু কথা বলেন আর আমরা তাঁহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। করুণাসিন্ধু পিতা! তোমার পুত্র কন্যা হয়ে কেন আমরা পরস্পরের প্রতি এরূপ ব্যবহার করি? আমাদের চক্ষুকে প্রেমে অনুরঞ্জিত করিয়া দাও। প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে সুন্দর করিয়া দাও। প্রত্যেক হৃদয়কে স্বর্গীয় প্রেমের আধার করিয়া লও। তুমি আমাদের চক্ষুকে সাধন দ্বারা কোমল কর। যে দিকে তাকাইব সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম ঢালিয়া দিব। আগে তোমাকে প্রাণের সহিত উপাসনা ধ্যান করিয়া ভালবাসিতে শিখাও, পরে তোমার পুত্র কন্যা বলিয়া ভাই ভগ্নীকে ভাল বাসিব। হে দেব! প্রেম শিক্ষা দাও, স্বর্গীয় প্রেম যেখানে আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও। মহাপাপীকে উদ্ধার করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য দেখাও। আমরা ভাই ভগ্নীকে ঘৃণা করিয়া ঘোর জঘন্য অপ্রেমিক হইয়াছি, এখনও জগৎ পর রহিয়াছে। আমরা পাপী, পরস্পর সকলের কাছে প্রেম চাই। আবার আমরা সকলে তোমার কাছে প্রেম চাই। তোমার ঐ প্রেমময় চরণতলে দিন দিন প্রেম অভ্যাস করিব, ভালবাসা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিব না। ভালবাসাতেই আমাদের পরিত্রাণ হইবে এই আশা করিয়া সকল ভ্রাতা ভগ্নী মিলিত

হইয়া বিনীত ভাবে ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৫ শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।০

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজ কাল বিধাতা পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। জগতের সাধারণ ঈশ্বরের পূজা সকলেই করি, তাহাতে সুখ এবং পুণ্য উভয়ই আছে; কিন্তু বিধাতা পূজা না করিলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ করা যায় না। সাধারণ রূপে ঈশ্বর জগৎ পালন করিতেছেন ইহা সকলেই জানি; কিন্তু তিনি আবার বিশেষরূপে প্রত্যেক জীবকে বল, জ্ঞান, পুণ্য, শান্তি বিধান করেন ইহা না বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্মের গভীর এবং উচ্চ ভাব সকল প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। আমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মপূজাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অতএব প্রত্যেকের জীবনে বিধাতা পুরুষ কেমন বিশেষ বিধান সকল প্রকাশ করিতেছেন তাহা না দেখিলে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না। সাধারণ ঈশ্বরের পূজা এবং সাক্ষাৎ জীবন্ত বিধাতার পূজায় অনেক প্রভেদ। সকলেই আমাদের মধ্যে সাধারণ ঈশ্বরের পূজা করেন, এবং যাঁহারা তাঁহার বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্য স্বীকার করুক আর না করুক প্রত্যেকেরই নিকট ঈশ্বরের বিশেষ বিধান আসিতেছে। প্রতি জীবের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর বিশেষ রূপে তাঁহার পরিত্রাণের কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। জগতের মঙ্গলের জন্য যত ঘটনা হইয়াছে সমুদয় একত্র হইলে, সাধারণ ইতিহাস হয়, ইহা গ্রহণ করিলে মনুষ্য ধর্ম্মের প্রথম পরিচয় পায়; কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মজীবন উন্নত হয় না। সাধারণ দূরস্থ ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া মনুষ্যের আত্মা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারে না। জীবন্ত ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অতীত কালের ঈশ্বরকে বর্ত্তমান দেখিতে হইবে, দূরস্থ ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইবে। যিনি সমস্ত বিশ্বরাজ্যের রাজা তাঁহারই হস্তে বিশেষ বিশেষ প্রজা পালনের ভার ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। জগতের সাধারণ কার্য্য প্রণালীতে যাঁহাকে সময়ে সময়ে দেখা হইত, তাঁহাকে প্রতিদিন উজ্জ্বল রূপে, নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় দেখিতে হইবে। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী বিশেষ বিধানের উপর সংস্থাপিত। যদিও পৃথিবীর প্রায় যাবৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রেই অনেক ভ্রম আছে; কিন্তু প্রথমতঃ যখন এক একটী ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হয় তাহা চির কালই কতক গুলি লোকের দ্বারা ঈশ্বরের হস্ত রচিত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের দ্বারা সেই বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, জগতের লোক তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে এই রূপে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা এক একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছেন। যখনই মঙ্গলময় বিধাতা দেখিলেন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্রমে নির্জ্জীব হইতে লাগিল আর তাহাদের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, তখনই জগতের পরিত্রাণের জন্য কতক গুলি অগ্নিময় শাস্ত্র দিয়া নূতন কতক গুলি সতেজ গুরু প্রেরণ করিলেন; যখন তাহারাও পুরাতন হইল, আবার আর এক নূতন বিধান প্রেরিত হইল। পুনশ্চ যখন দেখিলেন তদ্দ্বারাও জগতের পরিত্রাণ হইল না আবার আর এক বিশেষ বিধান প্রকাশ করিলেন, যাহারা সেই বিধান গ্রহণ করিল তাহারা আর একটী নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় হইল। এইরূপে ক্রমাগত এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী বিশেষ বিধানের উপর সংগঠিত হইয়াছে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে কেবল সাধারণ সৃষ্টি প্রণালীতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্য জাতির সমুদায় অভাব দূর হয় না; বিশেষ বিধান এবং বিশেষ আবশ্যক বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ, বিশেষতঃ তাহা তৃপ্তিকর এবং পরিত্রাণপ্রদ। যাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নাই, যিনি দূরে থাকেন, দেখা দেন না, কথা কন না; কিন্তু সাধারণ ভাবে সকলকে শাসন করেন, এমন ঈশ্বরকে কে চায়? মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃ নিকটস্থ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে চায়। যে পথে আলোক না হইলে এক দিন চলে না; যে সাগরের ঢেউ দেখিয়া সর্ব্বদাই প্রাণ কাঁপিতেছে, সেখানে কেমন করিয়া সাক্ষাৎ গুরু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি? সকল দেশের এবং সকল সময়ের লোকেরাই বিশেষ বিধানের জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে। কুসংস্কারবিষ্ট ভ্রমান্ধ ব্যক্তিরাও তাহাদের কল্পিত বিশেষ বিশেষ জাগ্রত দেব দেবীর উপাসনা করিয়া আসিতেছে, অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্য প্রকৃতি সাক্ষাৎ জাগ্রত ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করে। মৃত নিদ্রিত কিম্বা দূরস্থ দেবতাকে লইয়া কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ঈশ্বর ছিলেন অথবা কোন স্থানে লুক্কায়িত আছেন ইহা তাঁহার সৃষ্টি পুস্তক পড়িয়া জানিতে পারি; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ভাবে আমার নিকটে আছেন, ইহা জানিতে হইলে তাঁহার বিধানে বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি এই আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তিনি এই আমাকে

দেখা দিতে আসিয়াছেন, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এই বিশেষ ঘটনা প্রেরণ করিলেন এ সমুদয় বিশ্বাস করিলেই তাঁহার বিধান গ্রহণ করা হয়। এই তাঁর বলে আমি বলী হইতেছি, তাঁর জ্ঞানে আমি জ্ঞানী হইতেছি, তাঁর পুণ্যে আমি পুণ্যবান্ হইতেছি, এবং তাঁর সুখে আমি সুখী হইতেছি, এই রূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই আমাদের পরিত্রাণ। ইহাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। যে শাস্ত্র কিম্বা যে ধর্ম্ম এই প্রকারে বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে তাহাই আমাদের শাস্ত্র, তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মদিগের সাক্ষাৎ গুরু এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ নাই। এই বিশেষ প্রত্যক্ষ বিধানে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে বোধ হয় ঈশ্বর যেন অনেক দূরে রহিয়াছেন, ইহার জন্য দেশে দেশে যুগে যুগে মনুষ্য সন্তান সকল ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। মূঢ় জগৎ জানে না যে ঈশ্বর চিরকালই নিকটে। নির্ব্বোধ মনুষ্য! যিনি কাছে বসিয়া আছেন তাঁহাকে নিকটে আনিবার জন্য কি পত্র প্রেরণ করিবে? জগৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা কোন বিশেষ পুস্তকের মধ্য দিয়া তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, কোন পুস্তক কিম্বা কোন মনুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, আমরা প্রত্যক্ষ রূপে তাঁহাকে দেখিতে চাই, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদের প্রিয়। কেননা আমরা বিশ্বাস করি ইহার প্রত্যেক ঘটনা বঙ্গদেশের ভারত ভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর স্বয়ং সঙ্ঘটন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার নাম ঈশ্বরের বিশেষ বিধান। অন্য ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এ সকল ঘটনার তুলনা হইতে পারে না। যে নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিত হয়, এবং জনসমাজ অন্নে পরিপুষ্ট এবং জ্ঞানে উন্নত হয়, সেই সাধারণ নিয়ম প্রণালীতে যে সমুদয় ঘটিয়াছিল এবং সাধারণ ভাবে যে সমুদয় চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঘটনা সকল সে রূপ নহে। সাধারণ ঘটনাবলীতে কেহই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না; কিন্তু জগৎ যখন দেখিতে পায়, একটী কিম্বা কত গুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইল আর তাহারা অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। যে সমুদায় অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহারা দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষ রূপে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ বিধান সেই রূপ। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে বঙ্গদেশের, ভারত ভূমির এবং সমস্ত জগতের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। এই বিশেষ বিধানের মধ্যেই কেবল তাঁহাকে আমরা বিধাতা বলিয়া পূজা করিতে পারি। যথা সময়ে ঈশ্বর হস্তরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষ বিধান প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে যদি পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত বলিয়া পূজা করিলাম তাহা হইলে অল্পবিশ্বাসী কিম্বা অবিশ্বাসী হইতে আমাদের অধিক প্রভেদ কি? যদি সাক্ষাৎ জাগ্রত ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বিশেষ বিধান গ্রহণ করিতেই হইবে। গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ত্র অন্বেষণ করে। যতক্ষণ না এই দুই আশা পূর্ণ হয় ততক্ষণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ! তোমরা জান না তোমাদের গুরু কে, এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের গুরু, এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র। যাহারা বলে কতক গুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য এবং প্রচারক হয়, তাহারা অল্প বিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাঁহারা যাঁহারা বলেন এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কার্য্য করিতেছে। আবার বাহিরে দেখিতেছি কতক গুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেও মনুষ্য গুরু? না আমাদের এক মাত্র গুরু সেই পরম গুরু ঈশ্বর। তাঁহার হস্তলিখিত ঘটনা সকল আমাদের এক মাত্র শাস্ত্র। যে পরিমাণে মনুষ্য ঈশ্বরের কথা বলেন সেই পরিমাণে তিনি আমাদের পরিত্রাণ পথের সহায়; কিন্তু যে মুখের ভিতর হইতে ঈশ্বরের কথা না আসে তাহা গরল। ঈশ্বরের কথা না বলিয়া কেহ যদি আপনার কথা বলে তাহা আদৃত হইবে না। সেই পরম গুরু স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া যখন যাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই তাহার শাস্ত্র। আমাদের গুরু স্বয়ং কথা বলিয়া প্রত্যেক শিষ্যকে উপদেশ দেন, সংসার রণক্ষেত্রে বল, এবং উৎসাহ দেন, এই জন্যই আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। সংসারের কোলাহলে আমাদের গুরু অতি গম্ভীর ভাবে কথা বলিয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন, তাঁহার এক একটী অগ্নিময় বাক্য আমাদের অন্তরের সকল প্রকার ভ্রান্তি এবং পাপ দগ্ধ করে। তাঁহার নিজের মুখের এক একটী

বাক্য আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী জীবন্ত সত্য। অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বদাই তিনি কথা বলিতেছেন, কেবল অবিশ্বাসী তাঁহার কথা শুনে না। মনুষ্যের অবিশ্বাসে তিনি দূর, বিশ্বাসে তিনি নিকটে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের গুরু নিকটে কিনা বল? নিকটে যদি গুরু না থাকেন কাহার কথা শুনিতেছ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে? পুস্তক কিম্বা মনুষ্যের প্রত্যেক কথা যদি ব্রহ্মের কথা না হয় গরল বলিয়া তাহা পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শাস্ত্র রচয়িতা। ধর্ম্ম শাস্ত্র কি? যাহাতে ধর্ম্মজীবনের ঘটনা সকল বর্ণিত থাকে। কখন্ কিরূপে একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইল, এক সময়ে ৫টী লোক কিম্বা ৫টী পরিবার কিরূপে পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হইল, কিরূপে স্বার্থপর, অপ্রেমিক লোকদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল এ সকল ঘটনা যে পুস্তকে লিখিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম শাস্ত্র। অতএব আমাদেরও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, যদিও তাহা কোন মনুষ্যের হস্ত লেখে নাই; কিন্তু আমরা বিশ্বাস চক্ষে তাহা পাঠ করিতেছি। এ সমুদায় ঘটনা লিপিবদ্ধ হইলেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এই ৪০ বৎসর যে সকল ঘটনা হইয়া গেল পৃথিবীর ভাষা কি সে সকল যথার্থরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারে? ঈশ্বরের অগ্নিময় সত্য সকল মনুষ্যের ভাষাকে দগ্ধ করে। বিধাতার জ্বলন্ত ঘটনা সকল মনুষ্যের সামান্য কথায় লেখা যায় না। যে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্ম হই সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ হয়। যখনই কোন বিপাকে পড়িয়া অন্ধকার দেখি, নিজের জীবন গ্রন্থে কিম্বা অন্যের জীবন পুস্তকে, ঈশ্বরের সেই জীবন্ত সত্য সকল দেখিলেই আলোক এবং উৎসাহ পাই। চক্ষের সমক্ষে সেই গ্রন্থ রহিয়াছে, যখনই ইচ্ছা করি, তখনই পাঠ করিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আর আমাদের পক্ষে কি অধিক সৌভাগ্য হইতে পারে? তোমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়ে যে সকল ঘটনা মুদ্রিত রহিয়াছে; পাঠ করিবামাত্র স্পর্শ করিবামাত্র দেখি জ্বলন্ত অগ্নির মত সে সকল ঘটনা অন্তরের সকল অন্ধকার এবং নিরাশা দূর করিয়া দেয়। জীবনপুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম ব্রহ্ম কৃপায় একটী পাপী বাঁচিয়া গেল, ৫টী পরিবার এক হইল, উৎসবে শত শত পাপী একত্র হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে; এ সকল ঘটনা পাঠ করিবামাত্র আত্মা বিশ্বাস উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। ঈশ্বর যদি নিকটে গুরু হইয়া না আসিয়া থাকেন তবে কি আমাদের এ সকল কল্পনা, না স্বপ্ন? ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা বাস্তবিক ঘটনাপূর্ণ একটী পুস্তক না পাও, তবে তোমরা করিবে কি? এবং যদি জাগ্রত জীবন্ত গুরুকে না দেখিলে পাপ অন্ধকার হইতে বাঁচাইবে কে? এমন সুন্দর সত্য ঈশ্বর গুরু হইয়া আমাদের জীবনে লিখিয়া দিলেন, হতভাগ্য আমরা তাহা পাঠ করি না। তিনি ধন্য যিনি ইহা পড়িলেন!! কি সকল ব্যাপার প্রতি বৎসর আমাদের মধ্যে হইতেছে? ইহা অপেক্ষা অভ্রান্ত শাস্ত্র আর কি হইতে পারে? যাহারা ইহা অবিশ্বাস করে তাহাদের পক্ষে আজ যাহা স্বর্গ কাল তাহা নরক, আজ যাহা সত্য কাল তাহা অসত্য। যখন সেই অভ্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে আসিয়া উপদেশ দিতেছেন তখন ব্রাহ্মসমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহা তাঁহারই অভ্রান্ত বিধান। এস তবে সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিত হইয়া, গুরুর সঙ্গে সদালাপ করিতে করিতে তাঁহার কাছে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে শান্তিনিকেতনে উপনীত হই।

সংবাদ।

বিগত ১৪ই চৈত্র বৃহস্পতিবার আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পোতারোহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে গমন করিয়াছেন। প্রায় ৫০।৬০ জন ব্রাহ্ম তাঁহাকে "পেশোয়ার" নামক বাষ্পীয় পোতে উঠাইয়া দিবার জন্য মুচিখোলার ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। অনুমান ৬ মাস কাল তথায় থাকিয়া তিনি সে দেশের নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, সুবিধা হইলে আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজ এখানে যে সকল মহৎ সত্য অভিনব ভাবে প্রচার করিতেছেন এবং সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যে সকল সাধু কার্য্যের আয়োজন করিতেছেন সেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার সাধু কামনা পূর্ণ করুন, এবং আমাদের সকলের শুভ ইচ্ছা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হউক।

আমরা সকৃতজ্ঞ অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে ইংলণ্ডবাসিনী শ্রীমতী কুমারী কলেট ও শ্রীমতী কভ প্রভৃতি কতিপয় মাননীয়া বন্ধু প্রচারকার্য্যালয়ের অর্থের সমূহ অভাব জানিতে পারিয়া আপনা হইতে তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক ছয় শত সাড়ে বাসট্টি টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বকৃত ঋণ ও বর্ত্তমান অভাব তাঁহাদের নিকট কেহই অবগত করেন নাই। টিকিট না থাকায় বিলাতী ডাকে একবার কোন কোন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছিল তাহাতেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা আমাদের জন্য এত দূর করিতেছেন। এখানেও প্রচারকপরিবারের সাহায্যার্থে শ্রীযুক্ত বাবু উমানারায়ণ সেন চারি মোন চাউল ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বিশ্বাস সওয়া মোন চাউল দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি।

ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্পর্কীয় কোন সংশয়ের মীমাংসার জন্য যে কেহ পত্র লিখিবেন, তাহার উত্তর দেওয়ার ভার প্রচারক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মভ্রাতৃমণ্ডলী এবং সাধারণের যে কোন সংশয়ের মীমাংসা আবশ্যক তাঁহাকে পত্র লিখিবেন।

এই পাক্ষিকপত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ই চৈত্র মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ সোমবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।০

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে শান্তিরসের প্রস্রবণ আনন্দময় ঈশ্বর! তুমি অতীন্দ্রিয় নিরবয়ব হইয়াও কেমন করিয়া ভক্তদিগের হৃদয়কে এত বিমোহিত কর তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। তোমার রূপ রস গন্ধ কিছুই নাই, তথাপি প্রেমিক মহাত্মারা তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, তোমার প্রীতিরস পান করিয়া এবং তোমার উল্লাসকর সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যান, তুমি এমন করিয়া অনুরাগী সাধককে প্রেমরস পান করাও যে, তিনি আর তোমা ভিন্ন কাহাকেও দেখিতে চান না এবং তোমার কথা ভিন্ন আর কাহারও কথা কহেন না। কেনই বা লোকে তোমার প্রতি আসক্ত না হইবে? তুমি যে সকলের সার; তুমি সৌন্দর্য্যের আকর, প্রেমের অনন্ত ভাণ্ডার। মনুষ্যকে তুমি এত সুখ দিয়াছ তথাপি যে সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না এবং তোমাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারে না এবং তোমাতে তাহার মন মজে না ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! কি বলিব হে নাথ! যখন তোমার রাজ্যের এই সকল বিপরীত ও আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল দেখি, তখন হতজ্ঞান হইয়া নিঃস্তব্ধ হইয়া থাকি। অবিশ্বাসীর পক্ষে যেমন সংসার, বিশ্বাসীর পক্ষে তেমনি তুমি। তুমি সারাৎসার ব্রহ্ম, পরাৎপর ঈশ্বর, আমি বিনীত হৃদয়ে তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! তুমি জগতের নিকট অদৃশ্য থাকিয়াও ভক্তের হৃদয় ধামে প্রকাশ পাও, এবং তুমি অনন্ত হইয়াও অন্তবিশিষ্ট সামান্য মনুষ্যকে স্বর্গের অধিকারী কর, আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলি পুটে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তুমি ধন্য হে পরম দেবতা! তোমার চরণাশ্রয় সকল জীবের আরাম স্থান। তুমি অনন্ত বিশ্বের অধিপতি, তুমিই আবার প্রত্যেক জীবের পরিত্রাতা সহায় বন্ধু, আমি তোমাকে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করি।

সময়ের অনুকূলতা।

পরমেশ্বর প্রদত্ত প্রচুর দান আমাদের সম্মুখে সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং ক্রমাগত স্বর্গ হইতে অজস্র ধারে রাশি রাশি সুখ বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু আমরা যদি এক্ষণে এ সকলের সদ্ব্যবহার না করিয়া মূঢ়ের ন্যায় নীচ সুখের পরতন্ত্র হইয়া কেবল বসিয়া থাকি, তবে ইহার পর পৃথিবীর পথে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদি-

গকে নিশ্চয় এক দিন কাঁদিতে হইবে। ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে এমন অনুকূল সময় আমরা আর পাইব না, এখন যে সকল জীবন্ত উপদেশ এবং শিক্ষা পাইতেছি তাহার সারবত্তা ও মধুরতা হৃদয়ে সম্ভোগ করিতে না পারিলে কোন কালে আমাদের দুঃখ ঘুচিবে না। সাধনের উপযোগী যে সমস্ত উপকরণ এখন অনায়াস লভ্য হইয়া রহিয়াছে এ প্রকার কিছু চির কাল থাকিবে না, অতএব যাহা কিছু করিতে হয় তাহা এই সময় সকলে শীঘ্র শীঘ্র করিয়া লউন। শস্য সংগ্রহ করিবার এই বিশেষ সময়, অনন্ত জীবনের সম্বল সঞ্চয় করিবার এই বিশেষ অনুকূল অবস্থা।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম বিষয়ক বাহ্যাড়ম্বরের কোন অভাব নাই; চরিত্র সংশোধন,উপাসনা, আরাধনা, নিয়ম প্রতিপালন, জনসমাজের হিতসাধন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জগতের এবং নিজের যে মঙ্গল হয় তাহা চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং হইবে; দেশে দেশে কালে কালে ব্যক্তি বিশেষে সাধুতা সত্যনিষ্ঠা ভক্তি ও বৈরাগ্যের অনেক নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে এবং পাইবে; কিন্তু যে জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব, আমরা এত দিন যে জন্য নানা কষ্ট ভোগ করিলাম, যে আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা এখনও জীবন ধারণ করিতেছি, তাহা যদি পূর্ণ না হইল তবে আর আমরা কি আশায় এবং কি সুখে বাঁচিয়া থাকি?

যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিধানে যোগ দিয়া আসিতেছেন, এবং ঈশ্বরের যখন যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের সমুদায় বিভিন্ন গতি এক্ষণে সংযত হইয়া মুক্তির সঙ্কীর্ণ প্রণালীর প্রবেশদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইবার জন্যই এত আয়োজন। এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে অনন্ত উন্নতির দ্বার আমাদের জন্য প্রমুক্ত হইবে; কিন্তু আমরা যদি সে পথে গমন না করি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি ইহ জীবনের মত এককালে বন্ধ হইয়া গেল। বর্ত্তমান নূতন বিধান দ্বারা সে পথ সকলকে বারম্বার দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হয় এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে নয় প্রচলিত ধর্ম্মের নীরস ব্রত পালন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সেই ধর্ম্মের অব্যবহিত নিম্নে সংসারের অতলস্পর্শ গভীর কূপ অবস্থিতি করিতেছে; বিলম্বে কিম্বা অবিলম্বে তাহাতে পতিত হইয়া সকলে প্রাণ হারাইবেন। আমাদের ঈশ্বর যেমন এক, তাঁহার প্রদত্ত মুক্তির বিধানও তেমনি এক; এবং সে বিধানের সাধনপ্রণালীও এক। তাঁহার বিশেষ বিধান এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহা সম্পন্ন হইবার উপযোগী আয়োজনও তিনি করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা যদি অন্ধ না হইয়া থাকি তবে অনন্ত জীবন পাইব।

জীবনের বিশেষ ভার গ্রহণ।

সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, সমস্ত হৃদয়ের সহিত এবং সমস্ত শক্তির সহিত ঈশ্বরকে এবং মনুষ্যকে প্রেম করা ইহাই ধর্ম্মের সার। বিনীত ভৃত্য হইয়া এই ভাবে মনুষ্যত্বের এবং ঈশ্বরের সেবা করিলে জীবের মুক্তি লাভ হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা তাঁহাকে ধ্যান দ্বারা আত্মস্থ করিয়া ভক্তি যোগে প্রাণ যোগে তাঁহাকে সম্ভোগ করিব, এবং নিত্য নিত্য প্রার্থনা দ্বারা তাঁহা হইতে জীবনের যত কিছু অভাব আছে তাহা পূর্ণ করিয়া লইব; অর্থাৎ তাঁহার অভয় পদে আমাদের আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া রাখিব। যখন আত্মা তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন হইবে, তখন শরীর মন আপনা হইতেই তাঁহার প্রদর্শিত পথে সঞ্চরণ করিতে থাকিবে;

এবং তখনই সমুদয় মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য অবধারিত আছে তাহা প্রতিপালিত হইবে। মানব পরিবারের দাসত্ব ব্যতীত আমাদের ইহ জীবনের আর অন্য কোন কার্য্য নাই। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা যে বল লব্ধ হয় তাহা কেবল নিজের অভাব মোচনের জন্য নহে, কিন্তু সমস্ত লোকমণ্ডলীর সেবার জন্য। পরের মঙ্গল করিলে যে কেবল কর্ত্তব্য পালন হয় তাহা নহে, তাহারই উপর আবার আমাদের নিজের মঙ্গল নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বর সাধনা এবং মনুষ্যত্বের সেবা, কর্ত্তব্য পালন এবং পরিত্রাণ সাধন, ইহার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। একই সাধন কেবল দুইটী ভাগে বিভক্ত।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র অসীম, মনুষ্যসমাজের অভাবও অনন্ত, কার্য্যের প্রণালী অসংখ্য, তবে সীমাবদ্ধ মনুষ্য ইহার মধ্যে গিয়া কি করিবে? এই জন্যই আমরা একটী বিশেষ কার্য্যভার গ্রহণ এবং তাহাকে জীবনের সহিত একীভূত করিয়া চির দিন বহনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। যে কার্য্যে যাঁহার উপযোগিতা, অনুরাগ, এবং রুচি থাকে ঈশ্বরের সম্মুখে তাহা তিনি মনোনীত করিয়া লউন, এবং তাহাতে তাঁহার সম্মতি আছে কি না তাহাও হৃদয়ঙ্গম করুন। এইরূপে প্রধানতঃ বিশেষ একটী কার্য্যভার গ্রহণ করিলে জীবনের লক্ষ্য স্থির হইবে। অন্যান্য অনেক কার্য্য তিনি করিবেন কিন্তু এইটী তাঁহাকে ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ ভার বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এই বিশেষ কার্য্য সন্তোষজনক রূপে সুসম্পন্ন হওয়ার উপর তাঁহার পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর হইতে যিনি যে বিশেষ কার্য্যভার পাইয়াছেন তাহা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ না করিয়া তিনি অন্য দিকে মন দিতে পারেন না; কেন না তাহার জন্য তিনি বিশেষ দায়ী। সে কার্য্যের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব তিনি আপনি বুঝিবেন এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা অন্যকেও বুঝাইয়া দিবেন। কাহারও ভারার্পিত কার্য্যের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহা কেবল তিনি দেখাইয়া দিবেন। প্রত্যেকের বিশেষ কার্য্যভার প্রত্যেককে পবিত্র দৃষ্টিতে ভক্তির সহিত দেখিবে হইবে। যদি কাহারও কোন কার্য্যে সহায়তা করিতে হয় তাহা হইলে যে বিভাগে যিনি অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহার অধীন হইয়া সেই বিভাগের কার্য্যের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। নতুবা অনধিকার চর্চ্চা করিতে গেলে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রদত্ত ভারকে অবমাননা করা হয়। কিন্তু যাঁহার যে কার্য্য তদ্বিষয়ে অন্যের সৎপরামর্শ এবং সাহায্য লইতে কেহ যেন নীচতা মনে না করেন। নিজের বিশেষ কার্য্যের প্রতি যে রূপ বিশ্বাস ভক্তি পবিত্রতা থাকিবে, তেমনি অন্যের সম্বন্ধে সেই ভাব পোষণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রদর্শিত বিশেষ কার্য্যভার দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে পারিলে পরিশ্রমের সফলতা হয়, কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হয়, জীবনের লক্ষ্য স্থির হয় এবং তদ্দ্বারা অপার আনন্দ লাভ করা যায়। এ অবস্থায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কি করিব ইহা বলিয়া আর ভাবিতে হয় না। যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই তাঁহারা এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন।

কমটের অদার্শনিকতা

ইচ্ছা এবং নিয়ম এ দুয়ের বিসম্বাদিতা* অবশ্যম্ভাবী, এই বিশ্বাস হইতে কমটের সুমহৎ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে আমরা "কমট কৃত দর্শন" নামক প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি। তিনি বিজ্ঞান বিভাগের যে স্থানেই দেখাইয়াছেন, বিজ্ঞানের অমুক বিভাগ দ্বারা

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই মানবীয় ইচ্ছাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হইতেছে, তাহার মূলে এই ভ্রান্তি অবস্থান করিতেছে। কমৃট ধর্ম্মশাস্ত্রের ভ্রম ভ্রান্তিকে মূল করিয়া তাহার উচ্ছেদ হইল মনে করিয়াছেন. কিন্তু ভ্রম ভ্রান্তি যে মনুষ্যের অপূর্ণ জ্ঞান জন্য ইহা তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে এক কালে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। যদি প্রথম হইতে বিজ্ঞানসম্বন্ধে কোন ভ্রান্তি না হইত, এক মাত্র বিজ্ঞানই ভ্রান্তিবিহীন হইত, তবে আমরা মনে করিতে পারিতাম ধর্ম্মশাস্ত্র কেবলই কল্পনা। কিন্তু কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্ম্মবিজ্ঞান, কি জড়বিজ্ঞান সকলই যখন মনুষ্যের অপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা আবিস্কৃত, তখন জ্ঞানের উন্নতি সহকারে উহার ভ্রম ভ্রান্তি সকল অল্পে অল্পে নিরস্ত হইয়া উহা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিবে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানসম্বন্ধে মনুষ্যের কত দূর ভ্রান্ত জ্ঞান ছিল কমৃট প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই সকল ভ্রান্তি মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তত্ত্বশাস্ত্রের অধীনতা প্রযুক্ত সংঘটিত হইয়াছে স্থির করিয়াছেন। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রকৃত তত্ত্বশাস্ত্র বিজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব নির্দ্ধারণে বিরোধী এবং উহাতে এমন কিছু আছে যাহা বিজ্ঞানের পক্ষে এককালে অনুপযোগী এ কথা বলিলে সত্যের অতিরেক বলা হয়। বরং এ কথা বলা অত্যুক্তি নয়, বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্বশাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন এক পদও অগ্রসর হয় নাই, হইতে পারে না। সত্যের অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হওয়া, ইটি বাস্তবিক কাহার ভাব? ধর্ম্মের। সেই ভাব যাহাতে বিদ্যমান নাই, সে কি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, না তাহার দ্বারা বিজ্ঞানের কোন উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভবপর? তত্ত্বশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেশ কাল জাতি মূল না করিলে বিজ্ঞানের অগ্রসর হইবার পন্থা কোথায়? আবিষ্কৃত বিষয় সকলকে একসূত্রে নিবদ্ধ করিতে কিসের সহায়তা প্রয়োজন! জ্ঞানাভিমানিগণ অপেক্ষা প্রকৃতি সকল বিষয়ে অতি সুনিপুণ। বিজ্ঞানের আদিতে যদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তত্ত্ব শাস্ত্রের স্বভাবতঃ উত্থান হইয়া থাকে, তাহা এ জন্য নয় যে উহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবে, এই জন্য যে উহারা পূর্ব্বেও যেমন বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে সহায়ক ছিল, চিরদিন ঐরূপ সহায়ক হইয়া অবস্থান করিবে। অল্পদর্শী ব্যক্তিগণের নিকটে ধর্ম্ম, তত্ত্ব, বিজ্ঞান, পরস্পরে যত দূর বিসম্বাদী কেন প্রতীত না হউক, বাস্তবিক ইহাদিগের মধ্যে কোন বিসম্বাদ নাই এবং ইহাদের কোনটি না থাকিলেই কাহারও যথার্থ উন্নতি সাধিত হয় না। ইহারা সকলেই নিত্য এবং সকলেরই একত্র অবস্থিতি হইবে; তবে অপূর্ণ জ্ঞান জন্য যে ভ্রান্তি সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের উন্নতি সহকারে তিরোহিত হইবে এই মাত্র।*

* Mr. Buckle in his attempt to establish the doctrine of immortality, how cogently expresses his belief in the solid foundation of religion ;—"I long to see this glorious tenet rescued from the jurisdiction of a narrow and sectarian theology, which foolishly ascribing to a single religion the possession of all truth, proclaims other religions to be false and debases the most magnificient topics by contracting them within the horizon of its own little vision. Every creed which has existed long and played a great part, contains a large amount of truth, or else it would not have retained its hold upon the human mind. To suppose, however, that any one of them contains the whole truth, is to suppose that as soon as that creed was innunciated the limits of inspiration exhausted. For such supposition we have no warrant. On the contrary, the history of mankind, if compaired in long periods, shows a very slow, but still a clearly marked, improvement in the character of successive creeds ; so that if we reason from the analogy of the past, we have right to hope that the improvement will continue, and that subsequent creeds will surpass ours. Using the word religion in its ordinary sense, we find that the religious opinions of men depend on an immense variety of circumstances which are constantly shifting. Hence it is, that whatever rests merely upon these opinions has in it something transient and mutable. Well, therefore, may they who take a distant and comprehensive view, be filled with dismay when they see doctrine like the immortality of the soul defended in this manner. Such advocates incur a heavy responsibility. They imperil their own cause ; they make the fundamental depend upon the casual ; they support what is permanent by what is ephemeral, and with their works, their dogmas, their traditions, their rituals, their records, and their other perishable contrivances, they seem to prove what was known to the world before these existed, and what, if these were to die away would still be known, and would remain the common heritage of human species and the consolation of myriads yet unborn."—Mill on Liberty by Mr. Buckle, reprinted from Fraser's Magazine (for 1859) in his Posthumous works, p. 68-69.

.Mr. Buskle's belief was not limited merely to that of the immortality of the soul, but that he believed in God and in the efficacy of prayer might be collected from one of his letters wherein he writes :—'Pray God that my mind may be preserved, and that the degradation of taste does not become permanent." "Religion" says Mr. Buckle in his History of civilization vol. II. "is the covenant be-

কম্‌ট ধর্ম্ম ও তত্ত্ব শাস্ত্রকে তিরোহিত করিয়া মনুষ্যের জ্ঞানের সীমাকে অতি সঙ্কুচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অজ্ঞানতা বশতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রে অনেক ভ্রম ভ্রান্তি কুসংস্কার উপস্থিত হইয়াছে, তত্ত্ব শাস্ত্রের অনেক যত্ন ও প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে ইহা বলিয়া কি আর উহাদিগের বিজ্ঞান শ্রেণীতে স্থান হইবে না, এ কথা কে বলিল? বরং এই কথা বলিতে হইবে মনুষ্য জ্ঞান সম্বন্ধে এখনও নিতান্ত অর্ব্বাচীন রহিয়াছে; এখনও সে জ্ঞানের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে পারে নাই। মনুষ্য কোন দিন শুদ্ধ জড় পদার্থ সম্পর্কীয় জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই কোন দিন থাকিতে পারিবেও না। তাহাকে জড় ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেই হইবে। বিজ্ঞান যে সকলকে নিয়ম বলে, সে সকল আমাদিগকে কোন যথার্থ জ্ঞান অর্পণ করিতে পারে না। হার্সেলের ন্যায় ব্যক্তিও মধ্যাকর্ষণ মাত্রে সন্তুষ্ট নহেন। সুপ্রসিদ্ধ সভ্যতার ইতিবৃত্ত লেখক বকল মনোবৃত্তিকে এই রূপে সঙ্কুচিত সীমায় বদ্ধ করার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শুদ্ধ কতকগুলি নিয়ম জানিলে কিছুই অবগত হওয়া হইল না বিশিষ্ট রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন।* কম্‌টে মনুষ্যবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিবার দোষ যে শুদ্ধ ধর্ম্ম ও তত্ত্ব শাস্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা নহে, পাঠকবর্গ শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন তিনি বিজ্ঞানে পর্য্যন্ত এই সঙ্কুচিত জ্ঞান বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় যেমন অসীম বিশ্বের নিয়ন্তাতে বিশ্রাম লাভ করে নাই, জ্যোতিষে তেমনি অসীম বিশ্বের সহিতও তাঁহার সহানুভূতি মিলিত হয় নাই; এবং তিনি মনে করিতে পারেন নাই যে তাদৃশ জ্ঞান লাভ করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব। তাঁহার শিষ্য লুইস তাঁহার মানব ধর্ম্মের সঙ্কুচিত ভাব দেখাইতে যাহা (rustic untravelled view of this great subject) বলিয়াছেন, কম্‌ট সেই দোষেই আপনাকে সর্ব্বত্র খর্ব্ব করিয়াছেন।

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্ম পরিবার।

কি বাহ্য উপায়ে ব্রাহ্মজীবনগত মলিনতা দূর হয়? পুণ্য স্থানে পর্য্যটন বা তীর্থ জলে স্নান করিয়া জীবন পবিত্র হয়, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ বলুন, ব্রাহ্মেরা তাহা স্বীকার করিতে কোন রূপেই প্রস্তুত নন। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিলেও শারীরিক স্বাস্থ্যের নিমিত্ত যেমন বিশুদ্ধ জল বায়ু প্রয়োজনীয়, আত্মার সুস্থতা জন্য তেমনি একটি পবিত্র-জল-বায়ু-বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক স্থানের একান্ত আবশ্যক। আমরা সকলেই দুর্ব্বল, কেহবা অচির রোগ-মুক্ত, কেহ বা পাপ রোগের অসহ্য যন্ত্রণাতে অদ্যাপি প্রপীড়িত হইতেছি। সংসারের জল বায়ু পাপমলিনতায় দূষিত

---

tween God and man." As for Mataphysics, readers are recommended to see "Auguste Comte and Positivism" by Mr. Mill, his System of Logic and the concluding part of Therry of Practice and Time and Space by Mr. Shadeworth H. Hodgson, H. Spencer's First Principles and principles of Psychology.

* "What makes all this the more serious is that the further our knowledge advances, the greater will be the need of rising to transcendental views of the physical universe. To the magnificent doctrine of the indestructibility of matter, we are now adding no less magnificent one of the indestructibility of forces; and we are beginning to perceive that, according to the ordinary scientific treatment, our investigations must be confined to questions of metamorphosis and of distributions; that the study of causes and of entities is forbiden to us; and that we are limited to phenomena through which and above which we can never hope to pass. But unless I greatly err, there is something in us which craves more than this. Surely we shall not always be satisfied, even in physical science, with the cheerless prospects of never reaching beyond the laws of co-existence and of sequence? Surely this is not the be-all and end-all of our knowlege."

*** "As yet we are in the infancy of our knowledge. What we have done is but a speck compaired to what remains to be done. For what is there that we really know? We are too apt to speak as if we have penetrated into the sanctuary of truth and raised the veil of the goddess, when in fact we are still standing, coward like, trembling before the vestibule, and not daring, from very fear, to cross the threshold of the temple. The highest of our so called laws of nature are as yet purely emperical. * * We talk of the law of gravitation, and yet we know not what gravitation is, we talk of the conservation of force and distribution of forces, and we know not what forces are, we talk with complacent ignorance of the atomic arrangements of matter and we neither know what atoms are nor what matter is. we do not even know if matter, in the ordinary sense of the word, can be said to exist, we have as yet broken the first ground, we have but touched the crust and surface of things."—The influence of Women on the progress of knowledge, delivered at the Royal Institution 1858.

দাঁড়াইবার এমন একটী স্থানও নাই যথায় আত্মা কিয়ৎক্ষণ বিরাম সুখ উপভোগ করিবে। ঈশ্বরের পবিত্রতার অনন্ত বায়ু-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া প্রেমের অপার জলধি বক্ষে ভাসমান হইলে প্রাণ প্রফুল্লিত হয় ইহা কে অস্বীকার করিবে? এইজন্যই ব্রাহ্মগণ উপাসনা ও উৎসবকে এত আদরের সহিত আলিঙ্গন করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম! উপাসনাতে কয় ঘণ্টা নিযুক্ত থাক, উৎসব বৎসরে কয় দিন সম্ভোগ কর? জীবনের অত্যল্পাংশ মাত্র। বল, এরূপ অবস্থায় কি তোমরা সন্তুষ্ট, না ধর্ম্মেতে প্রাণ ধারণ পক্ষে একটী গুরুতর অভাব তোমাদের সম্মুখীন রহিয়াছে? কত দিন আর এই শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিব এই বলিয়া কি তোমাদের জীবন সময়ে সময়ে ক্রন্দন করে না?

পৃথিবী পবিত্র হইলে সকলই সুবিধা হইত। আমরা সকলেই জানি যে পবিত্র ঈশ্বর সহবাসে ভক্তের আত্মা পবিত্রতা সম্ভোগ করে। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের হৃদয়-গৃহে-প্রকাশিত থাকিয়া নিজ গুণে মলিন আত্মাকে উজ্জ্বল, জ্ঞানান্ধমনকে জ্যোতির্ম্ময় এবং লৌহ কঠোর হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে পৃথিবী স্বর্গ হইলে আমিও স্বর্গে অধিবাস করিব বিচিত্র কি?

পৃথিবী স্বর্গ না হউক, এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর স্থানে স্থানে স্বর্গীয় কুসুম বিকসিত হয়, এবং তাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্যও নহে। ব্রাহ্মগণ! বিধর্ম্মজাত বলিয়া কোন স্বর্গীয় ফুলকে অবহেলা করিও না। কিন্তু ইহাও বলি, নানা কারণে বিধর্ম্মজাত পুষ্প সর্ব্বদা উপভোগ করা দুর্ঘট। সর্ব্বদা সমবিশ্বাসী সহচর প্রাপ্ত হওয়াও তেমনি দুর্ঘট। তবে এ প্রকার স্থান পাইবার উপায় কি? কেহই নিরাশ হইও না। যত্নের অসাধ্য কার্য্য নাই, সাধু ইচ্ছার সহায় স্বয়ং মঙ্গলময় পরিত্রাতা।

পাপতাপ সংসার নিপীড়িত ব্রাহ্মগণ! এই দুর্ঘট ব্যাপার অনায়াসে লাভ করিবার জন্য তোমাদের কি ঔৎসুক্য হয়? তবে যে কয়টী আত্মা যেখানে আছ একত্র হও, দিবা নিশি যাহাতে একত্র অবস্থিতি করিতে পার তাহার উপায় কর। যদি সকলে একতানে পিতাকে ডাকিয়া, তাঁহাকে সমভাবে প্রেম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করিয়া স্বর্গীয় শোভা দেখিবার ইচ্ছা থাকে, যদি দয়াময়ের একই প্রেম, ভক্তি, সত্য ও পবিত্রতা প্রবাহ সকলের হৃদয় মন আত্মাতে এবং একের মধ্য হইতে অপরের মধ্যে সর্ব্বদা প্রবাহিত দেখিতে ইচ্ছা হয়, দেখিয়া আপনিও কৃতার্থ ও অন্যান্য ভ্রাতার সুখে আনন্দিত হইতে যদি বাসনা থাকে, যদি প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণ কি প্রকারে সেবা করিতে হয়, সেবার উৎসাহ সর্ব্বদা জাগরুক রাখিতে হয়, শিক্ষা করিতে অভিলাষ হয়, যদি পরস্পরের পবিত্র সুকোমল ভ্রাতৃভাবের শাসনে আপনাপন দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইতে দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তবে দেখিবে এই সাধনই প্রকৃষ্ট সাধন।

তোমরা অনেকেই আপনাপন পরিবারের অনুন্নতির জন্য ব্যথিত। অদ্য তাঁহারা তোমাদের আশ্রয় পরাঙ্মুখী হইলে তাঁহাদের স্থান কোথা তাহা সকলেই ভাবিয়া শুষ্ককণ্ঠ। বাস্তবিকও নানা কারণে তোমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা বহু প্রকারে শোচনীয়; সেই অবস্থা আবার তোমাদের উন্নতিরও প্রতিপন্থি হইয়াছে। তবে আর বিলম্ব কেন? তোমরা স্বয়ং কি করিতে সক্ষম বোধ হয় তাহা যথেষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন এই রূপ একটী স্থানে আপনাদের সঙ্গে তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত করিয়া ঈশ্বরের বিধান কি তাহারই প্রতীক্ষা কর? তুমি আপনি যে স্থানে হীনবল অন্যান্য ভ্রাতা ভগ্নীর সবলতা সেখানে অনন্যসহায়, সন্দেহ নাই; সুতরাং এই রূপ বিধানই সেই বিঘ্ন অতিক্রম করিবার এক বিশেষ উপায়। আর সপরিবারে ঈশ্বর সাধনের যে কি অনুপম অব্যক্ত মাধুর্য্য তাহা যদি উপভোগ করিতে চাও, এই রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

পিতা, মাতা, অভিভাবক! তোমাদের উপর কি গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা কি তোমরা স্পষ্ট রূপে সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাক? ভাবী বংশধরগণ পবিত্র মহত্তম ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত থাকিয়া চিরকাল উহার পালন করিবে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমরা ইহাকি নিঃসন্দিগ্ধ মনে বলিতে পার? যদি না পার নিশ্চয় তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বঙ্গ সমাজব্যাপী

কুসংস্কার ও নানাবিধ পাপের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া তোমাদের বিশ্বাসানুমোদিত বিশুদ্ধ রীতিতে তাহাদিগকে দিন দিন বর্দ্ধিত করা কি তোমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় নয়? সেই সকলের দ্বারা তাহাদের চরিত্র দূষিত হইবে ইহা কি তোমরা নিরীক্ষণ করিতে পার? তোমাদের হৃদয়ের যাতনা কি যাতনাতেই পর্য্যবসান হইবে? কার্য্যে পরিণত হইবে না? একটী পবিত্র পরিবার সংগঠিত কর যথায় তোমাদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, ইচ্ছা নিঃসংশয় সার্থক হইতে পারে। এরূপ অনুষ্ঠানে যে কেবল তোমরাই কৃতার্থ হইবে তাহা নহে। ভূতলে উহা স্বর্গরাজ্যের আদর্শ হইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, সকলকে মুগ্ধ করিবে, পবিত্র করিবে, এবং সমুদায় ভারত রাজ্যে শান্তি মঙ্গল বিস্তারিত হইবে, ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং ইহ জীবনেই তাঁহার সুবিস্তীর্ণ প্রেমনিকেতনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শ দর্শন করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ৩ রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

পৃথিবীতে কেবল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন থাকিলেই যে তাহার প্রতি আমরা অনুরাগী হই তাহা নহে। নেত্রপাত করিলেই চারি দিকে ঈশ্বরের বিপুল ঐশ্বর্য্য আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করে; কিন্তু এ সমুদয় ধন কি আমার বলিয়া মনে হয়? ধন যদি পরের হয় তাহাতে কি কাহারও অনুরাগ হয়? ধন নিজের হইলেই তাহার মূল্য শত গুণ বৃদ্ধি হয়, সেই ধন আবার পরের হইলেই তাহার মূল্য অল্প হইয়া যায়, এবং তাহার প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। ঈশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু যত ক্ষণ তিনি ইহা আমার জন্য করিয়াছেন, এ প্রকার বিশ্বাস করিতে না পারি, ততক্ষণ ইহাতে আমার কি? সেই রূপ ঈশ্বর যে ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজা হইয়া মনুষ্যদিগের কল্যাণের জন্য বিবিধ ধর্ম্ম নিয়ম স্থাপন করিতেছেন, সে সকল আমার জন্য করিতেছেন, তাহা যদি বুঝিতে না পারি, তাহার প্রতি আমার কেন অনুরাগ হইবে? জানিলাম সাধারণের উপকারের জন্য ঈশ্বর ব্যস্ত রহিয়াছেন, জানিলাম তিনি জগতের প্রতি বড় দয়াময়, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না; কিন্তু যখন দেখিলাম, যিনি এত বড় জগৎকে পালন করিতেছেন, তিনি আমার জন্য ব্যস্ত, তখন হৃদয়ের অনুরাগ সবেগে আপনা আপনি তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। অতএব ঈশ্বর যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন, এ সমুদয় সাধারণ মনুষ্যের জন্য না আমার জন্য? যে পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা না হয় সে পর্য্যন্ত কাহারও মনে তাঁহার প্রতি যথার্থ অনুরাগ হয় না। ঈশ্বরের এই বিশেষ বিধানে বিশ্বাসের উপর জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। ভক্ত মাত্রেই এই রূপে বিশেষ বিধানের দ্বারা দূর হইতে ঈশ্বরকে নিকটে আনিয়া আপনার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল বিধান হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহা সাধারণ মনুষ্য মণ্ডলীর জন্য, এ কথা বলিলে ভক্তের প্রাণ তুষ্ট হয় না. কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পান ঈশ্বর যাহা করিতেছেন সকলই তাঁহার জন্য, তখনই তাঁহার হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার হয়। নতুবা পরের সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ করিলেন, পরের জন্য তিনি মঙ্গল বিধান করিলেন, পরের চক্ষু তাঁহার সুন্দর মুখ দেখিল তাহাতে আমার কি? ঈশ্বরকে এই রূপে বাহিরে বাহিরে রাখিয়া কেহই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না। ব্রাহ্ম হইলেই যে ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগ হয় তাহা নহে। ঈশ্বর আমাকে দুঃখী জানিয়া, দয়া করিয়া অমৃত মাখিয়া আমার হস্তে এই বিধান পাঠাইলেন, এই রূপে নিজের বলিয়া দেখিলে কিম্বা আপনার সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করিলে যেমন তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। চন্দ্র সূর্য্য যে এত সাধারণ এবং দূরের বস্তু, আমি যে এই তৃণ তুল্য ক্ষুদ্র জীব, ঈশ্বর আমাকে আলোক দিবার জন্য সেই উচ্চ আকাশে ঐ বড় বড় পদার্থ দ্বয় সৃজন করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিলে মন কেমন প্রফুল্ল হয়। ঈশ্বর, যিনি এত বড় রাজ্যের বিধাতা, আমি যে এক জন ক্ষুদ্রতম প্রজা, আমাকেও তাঁহার স্মরণ আছে, আমার নাম লইয়া তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে বলিয়া দিতেছেন, আমার অমুক সন্তানকে তোমার জ্যোতিঃ দাও। যখন অন্তরে এই বিশ্বাস আসিল, তখন সমুদয় ব্যাপারের ভাবান্তর হইল, সাধারণ বিশেষ হইল, দূর নিকট হইল। ঈশ্বর যে কেবল সাধারণ রূপে সৃজন করেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার এক একটী পদার্থ প্রত্যেক ক্ষুদ্র কীটের জন্য। যখন দেখিতে পাই আমাদের প্রতিজনের উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে তখন তাঁহার প্রতি আপনাপনি হৃদয়ের গভীরতম অনুরাগ প্রধাবিত হয়। রাজা যদি সাধারণ ভাবে আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন,

তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অন্তরে তেমন অনুরাগ হয় না; কিন্তু যখন দেখা যায় তাঁহার হস্তে এত বড় রাজ্যের ভার, তিনি এক একটী দুঃখী প্রজার দুঃখ দূর করিবার জন্য বিশেষ রূপে ব্যস্ত তখন সহজেই তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের গভীর এবং প্রগাঢ় রাজভক্তি হয়। সেই রূপ, যখন দেখি যিনি বিশ্বরাজ্যের রাজা, অসংখ্য অগণ্য প্রজাদিগের জন্য যাঁহার ভাবিতে হয়, তিনি আমার জন্য এত ব্যাপার সম্পাদন করিলেন, আমার সুখের জন্য প্রকৃতিকে এত মধুময় করিলেন, আমার জন্য সুশীতল সমীরণ পাঠাইলেন, আমার জন্য চন্দ্র সূর্য্য নির্ম্মাণ করিলেন, তখন মন স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষ রূপে অনুরক্ত হয়। তখন ঈশ্বর এবং আমার মধ্যে যে পূর্ব্বে ভয়ানক ব্যবধান ছিল, আর তাহা দৃষ্ট হয় না। যেমন জড় রাজ্য সম্পর্কে, তেমনি ধর্ম্মরাজ্য সম্পর্কে। জড়রাজ্যের এক একটী পদার্থ এবং এক একটী ঘটনায় ঈশ্বরের বিশেষ দয়া দেখিলে যেমন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, সেই রূপ ধর্ম্মরাজ্যের বিধানের মধ্যেও তাঁহার বিশেষ কৃপা অনুভব করিলে মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। যত বার ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমারই জন্য এই বিশ্বাস পরিত্রাণ-প্রদ। অমুক সময়ে যে ঋষিরা ব্রহ্ম নাম গান করিয়া হিমালয় কাঁপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয় জন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, অমুক শুষ্ক দেশ যে তিনি ভক্তি স্রোতে ভাসাইলেন, এ সমুদয় আমারই জন্য। সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমারই জন্য, এই রূপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের অতীত এবং বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্তু আপনার হয় ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন কেবল বঙ্গদেশের কএকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা, এবং ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদয় পর, কেবল বঙ্গদেশের কএক জন ব্রাহ্মই আমাদের আপনার লোক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। বঙ্গ দেশের এই ১০১৫ টী লোক যাহারা ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদয় যোগী ঋষি সাধু ভক্ত যাঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদয় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহাদের সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে তাঁহারা আছেন। যখন তাঁহারা সৃজিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তখনই তাঁহাদের ভিতরে আমাদিগকে রাখিয়াছিলেন, নতুবা আমরা তাঁহাদিগকে প্রেম দান করিব কেন? অতএব যদি বঙ্গদেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, যদি পাপ নদীর ভয়ানক স্রোত আসিয়া ইহাতে যাহা কিছু ঈশ্বরের সত্য এবং পবিত্রতা ছিল সব লইয়া যায়, যদি এই স্থানে যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল ইহার চিহ্ন মাত্র না থাকে, তথাপি আমাদের অনন্ত কালের ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ নাই। সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, এই জন্যই তাঁহাদিগকে ভক্তিভাজন জানিয়া আমাদের হৃদয়াসনে স্থান দান করি। তাঁহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন। কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদয় আপনার হয়। সমুদয় আপনার হইলে যে কি হয় জগৎ তাহা অদ্যাবধি সম্যক রূপে জানে নাই। সমুদয় একত্র হইবা মাত্র প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় একটী অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্নি দ্বারা এখন যাঁহারা যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছেন সে পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কতক গুলি মতের সমষ্টি নহে। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্নিময় সত্য প্রেরণ করিয়াছেন সে সমুদয় একত্র হইলে যে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বল হয় তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা যদি কতক গুলি মতের ধর্ম্ম হইত, ইহা কেবল জ্ঞানীদের হইত, মূর্খেরা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় ইহা ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সুখী দুঃখী সকলেরই জন্য। ইহা জ্বলন্ত অগ্নি অথবা দুর্জ্জয় বিক্রমের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরাক্রম এবং দুর্জ্জয় প্রভাপে সকলেই পরাস্ত হইতেছে, এই অগ্নির দ্বারা তোমাদের এবং আমাদের সকলেরই জীবন পরিষ্কৃত হইবে। ঈশ্বর হইতে এই অগ্নি আসিয়াছে, আমাদের সকলের হৃদয়ে এই অগ্নি জ্বালিয়া উঠিতেছে, তোমরা কি ইহার উত্তাপ এবং পরাক্রম দেখিতেছ না? কেবল মত সাধন করিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না, পৃথিবী এত কাল ইহা করিয়াছে এবং এই জন্যই মরিয়াছে। আর আমরা ইহা করিব না, এই জন্যই ঈশ্বর এই বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। জগতের পরিত্রাণের জন্য যত বিধান হইয়াছে সমুদয় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে। কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের, এবং কোটি বৎসর পরে যাহা হইবে

তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের। আমরা যেমন ইহার অগ্নি সংস্কারে পরিষ্কৃত হইতেছি, আমাদের কোটি কোটি বৎসর পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও ইহারই দ্বারা সংশোধিত হইবেন। ইহা কেবল বঙ্গদেশের কতক গুলি সামান্য ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য আসে নাই; কিন্তু ইহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছে, অন্য দিকে ইহা তেমনই সত্য যে ইহা আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছে। আমাকে বাঁচাইবার জন্য ঈশ্বর দূর হইতে নিকটে আসিয়া আমার হস্তে তাঁহার এত বড় ধর্ম্ম দিলেন। দুঃখী দেখিয়া অমিয় মাখিয়া আমার নামে পত্র লিখিয়া তাহাতে তাঁহার দয়াল নাম লিখিয়া দিলেন। আমাকে ক্ষুদ্র জানিয়াও এত দয়া করিলেন, ইহা দেখিলে কাহার হৃদয় না তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়? ইহাই পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাস। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকার এই বিশ্বাস সাধন করা কর্ত্তব্য।

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত তুমি জগতের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া যে এত বিধান করিলে তাহা কি আমার পরিত্রাণের জন্য? তুমি সকলের প্রভু, সকলের রাজা, সাধারণ রূপে সকলের মঙ্গল করিতেছ, আমি কেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব, আর যে তোমাকে এই নিদারুণ কথা বলিতে পারি না। তুমি যে দেখাইয়া দিলে আমাদের প্রতি জনের জন্য তুমি ব্যস্ত, এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতি জনের নিগূঢ় সম্পর্ক। এইত জানি চন্দ্র সূর্য্য তোমার ভৃত্য, বায়ু, নদ নদী তোমার দাস, আমি কোথাকার কে, আমার জন্য তুমি এত করিলে? তোমার বিধান আমার নিজস্ব ধন, আমার পরিত্রাণের জন্য তুমি এত করিলে। এস পিতা! তুমি যে দিন দিন নিকটস্থ হইলে, আরও নিকট হইবে, মনে মনে আশা হইতেছে। তুমি যে আমারই জন্য এবং এই কয়েকটী গরিব দুঃখীকে বাঁচাইবার জন্য এত করিতেছ। এত ভাল বাস আমাদিগকে যে বাছিয়া বাছিয়া স্বর্গের রত্ন হস্তে লইয়া লুকাইয়া আমাদের ঘরে আসিয়া থাক। আমরা তোমার অসাধু অবাধ্য সন্তান, তোমাকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম অনুরাগ দিই না। দীননাথ! হৃদয়ের প্রেম ভক্তি ফুল নিজ হস্তে তুলিয়া লও, দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

দেব! এখন কি তুমি নিদ্রিত, না সাধারণ ভাবে কায করিতেছ? এখন যে দিন দিন কাছে আসিতেছ, আর বুঝি তোমাকে দূরস্থ দেবতা বলিয়া পূজা করিতে পারিব না, আর নীরস শুষ্ক ভাবে তোমাকে ডাকিতে পারিব না। সমস্ত পৃথিবীর লোকদিগকে পরলোকবাসী সমুদয় সাধুদিগকেও আমাদের আপনার করিয়া দিলে। ভবিষ্যতে আরও প্রেম দিয়া আমাদিগকে কিনিবার জন্য কতই করিবে। বুঝিতেছি আমরা তোমাকে খুব ভাল বাসিতে পারিব, সকল বিধানে তোমার মধুময় প্রেমের সম্পর্ক বুঝিতে পারিব, নতুবা বিধানকে এত নিকটবর্ত্তী দেখাইয়া দিতেছ কেন? নেও, পিতা! ব্রাহ্মসমাজের ভার নেও। অনেক পাপী তাপী কাঁদিতেছে সকলকে বাঁচাও। যদি এ সমুদায় বিধানের এই অর্থ হয় যে আমরা পরিত্রাণ পাইব, তাহা হইলে, হে করুণাসিন্ধু! শীঘ্র তোমার ইচ্ছা সুসিদ্ধ কর। আর যেন আমরা তোমার অবাধ্য অবিশ্বাসী না হই। এবার হইতে যেন তোমার বিধানের অনুগত হইয়া তোমাকে বিশেষ প্রেম অনুরাগ দিতে পারি। তোমার বিশ্বাসী দাস দাসী হইয়া পাপ কলঙ্ক ছাড়িব। সকলে মিলে তোমার বিধানের অধীন হইয়া সুখী হইব। এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

ধর্ম্ম চিন্তা।

(১) যাঁহার আত্মা ঈশ্বরে লুক্কায়িত থাকে, পৃথিবীতে থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত হয়েন।

(২) যে ঈশ্বর প্রাণে জীবিত, সে জগতের নিকট মৃত।

(৩) ঈশ্বর যাঁহার আমিত্ব তিনিই প্রকৃত প্রেমিক।

(৪) প্রেম গুণে নয় কিন্তু সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়, গুণের উপর যে প্রেম তাহা অস্থায়ী, সম্বন্ধ জনিত যে প্রেম তাহাই স্থায়ী।

(৫) দুঃখে পিতার প্রেম মুখ দেখিলেই সকল কষ্ট নিবারিত হয়, ভক্ত এই জন্যই তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না।

(৬) পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বর কুৎসিত অপবিত্র পাপীকে কিরূপে ভাল বাসেন? তিনি আপন প্রেমে তাহার মুখশ্রী সুন্দর করিয়া প্রেম করেন।

পুরাতন বচন সংগ্রহ।

পারস্য দেশীয় কবি সাদি বলেন সাধুদিগের ভাল বাসা সাক্ষাতেও যেমন অসাক্ষাতেও তেমনি। কিন্তু তাহা ঈদৃশ লোকের ন্যায় নহে যাহারা অসাক্ষাতে

পরের নিন্দা করিয়া সাক্ষাতে তাহার জন্য প্রাণ দিব বলিয়া ভাণ করে। যতক্ষণ সম্মুখে তুমি থাকিবে, ততক্ষণ তাহারা মেষশাবকের ন্যায় নিরীহ, কিন্তু অসাক্ষাতে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রসদৃশ। যে কেহ তোমার কোন প্রতিবাসীর দোষ ঘোষণা করে, নিশ্চয় সে তোমারও দোষ অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে।

মাজালি নামক কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে বন্ধু আমার অন্যায় কার্য্যকেও ভাল বলিয়া প্রকাশ করেন তাঁহাকে আমি পরিত্যাগ করিব। কিন্তু যিনি দর্পণের ন্যায় দোষ সকল আমার সম্মুখে ধারণ করেন, সেই সরলচিত্ত বন্ধুকে আমি ভাল বলি।

মহম্মদের বীরত্ব।

একদা কোন নির্জ্জন স্থানে মহম্মদ এক তরুতলে নিদ্রিত আছেন এমন সময় এক ভয়ঙ্কর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তিনি দেখিলেন উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দারথর নামক এক জন বিপক্ষ সৈনিকপুরুষ তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান। সহসা ইহা দেখিয়া তিনি চিৎকার রবে বলিয়া উঠিলেন, "মহম্মদ! তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে এখন কে আছে"? "ঈশ্বর" এই বলিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিলেন। মহম্মদের বীরত্ব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া দারথর হস্ত হইতে অস্ত্র ফেলিয়া দিল। তখন মহম্মদ সেই অস্ত্র ধারণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে দারথর! তোমাকে এখন কে রক্ষা করে?" সৈনিক "বলিল হায়! আমার কেহই নাই।" অতঃপর মহম্মদ বলিলেন "কেমন করিয়া দয়ালু হইতে হয় তাহা এখন আমার নিকট শিক্ষা কর"। এই বলিয়া তিনি অস্ত্র পরিচালনে ক্ষান্ত হইলেন। এই অবধি ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা জন্মিল।

চীনদেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

ভারতবর্ষেই যে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন এ বিষয়ে অনেকের বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতেই এই বৃহদায়তনা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে যে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চীন দেশে কোন্ সময় কে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। চীন দেশীয় ধর্ম্ম গ্রন্থে কংফুচ লেয়টসি ও ফো এই তিন মহাপুরুষকে প্রধান ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অদ্য ফোর ধর্ম্ম মত প্রকাশ করা যাইতেছে। পাঠকগণ তাঁহার উপদেশ অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহার ধর্ম্ম মত কি রূপ উচ্চ, এবং কত গভীর সত্য তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

অনেক ইতিহাসবেত্তাদের মত যে ফো তিব্বত হইতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ চীন দেশে গমন করিয়াছিলেন। ফোর আর এক নাম ফণ্ড্। চীন দেশে সাধারণ আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট তিনি এই নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার উপদেশাবলী অনুবাদ করিতেছি।

(১) ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি ঈশ্বর হইতে। অতএব এই জন্য আমাদিগকে ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করিতে দেও।

(২) পাপীর দণ্ড বিধান ও পুণ্যবান্‌কে পুরস্কার দান ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। অতএব অবিলম্বে অনুতপ্ত হও।

(৩) জীবন পবিত্র করাই ধর্ম্মের মূল।

(৪) স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগের লক্ষ্য রাখিও।

(৫) পার্থিব চিন্তা হইতে আপনাকে প্রমুক্ত কর।

(৬) সমুদায় অপবিত্র ভাব একেবারে পরিত্যাগ কর।

(৭) সেই সচ্চিৎ পরমাত্মা, যিনি এই নিখিল বিশ্ব প্রকাশ করিলেন তিনিই এক মাত্র ঈশ্বর।

(৮) তিনি মহৎ ও ক্ষুদ্রের প্রভেদ করেন না। তাঁহাকেই ভক্তির সহিত উপাসনা করিবে।

(৯) ঈশ্বর আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তিনি এক মাত্র সকলের জনক জননী।

(১০) প্রথম হইতে ইহা কথিত হইয়াছে যে পৃথিবীর সমুদায় এক পরিবার।

(১১) পাংফুর * সময় হইতে তৃতীয় রাজা অবধি রাজা প্রজা উভয়েই একত্র এক ঈশ্বরকেই সমাদর করিয়া আসিয়াছেন।

(১২) মহৎ জ্ঞানী ও ইতর সকলেই এক ঈশ্বরকেই সম্ভ্রম করিয়াছেন।

(১৩) ঈশ্বরকেই উপাসনা করিবে। পশ্চিম উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব্ব সকলেই তাঁহার উপাসনাতে সম্মিলিত হও।

(১৪) ঈশ্বরেতেই প্রত্যেকের যোগ।

(১৫) প্রত্যেক জল বিন্দু ও প্রতি পদার্থের রস ঈশ্বরের নিকট হইতেই আসিয়া থাকে।

* যেমন খৃষ্টীয়ানেরা আদমকে প্রথম মনুষ্য বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ চীনেরা পাংফুকে প্রথম মনুষ্য গণনা করেন।

(১৬) প্রতি দিন দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরকে উপাসনা করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

(১৭) বিবেক আদেশ করেন যে দয়ার জন্য তাঁহার গুণানুবাদ করা ও উপকারের জন্য নাম কীর্ত্তন করা তোমাদের উচিত।

(১৮) এই প্রধান কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া মনুষ্যের অন্যের উপাসনা করা উচিত নহে।

(১৯) তিনিই প্রকৃতির সমুদায় উপাসনা ও যাবৎ বাহ্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২০) কোন মনুষ্য তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।

(২১) সহায়তার জন্য তবে এক মাত্র ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করিবে।

(২২) কখনই পুত্তলিকার প্রতি সৃষ্টির ক্ষমতা আরোপ করিও না।

(২৩) তিনি সূর্য্যের দ্বারা আমাদিগকে উত্তপ্ত করেন, বারিবর্ষণ দ্বারা আমাদিগকে সুশীতল করেন তিনি বজ্রকে প্রেরণ করেন, এবং বায়ুকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করেন। এই সকল ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

(২৪) যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপা স্বীকার করেন তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

(২৫) ঈশ্বর অসত্যকে ঘৃণা করেন।

(২৬) সত্যকেই প্রেম করিবে।

(ক্রমশঃ)

জড় ভরতের আখ্যায়িকা।

পুরাকালে সম দম তপস্যাদি পরায়ণ এক জন ব্রাহ্মণের দুই ভার্য্যা ছিল। প্রথম ভার্য্যার নয়টী পুত্র এবং কনিষ্ঠা ভার্য্যার একটী কন্যা এবং একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সকল পুত্র গুলিই পিতার ন্যায় বিদ্যা শীলতা ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণের আধার ছিল। কেবল কনিষ্ঠা ভার্য্যার পুত্রটী আপনাকে নিতান্ত উন্মত্ত এবং জড়ের ন্যায় দেখাইত। লোকে বলিত, রাজর্ষি ভরত তপস্যা কালে পূর্ব্ব জন্মে একটী হরিণী শিশুর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। ঐ হরিণীশিশু পশুস্বভাববশতঃ অন্যান্য বন্য মৃগগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ভরত সেই শোকে প্রাণত্যাগ করিয়া মৃগত্ব প্রাপ্ত হন। তপোনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ গৃহে তিনিই জন্ম গ্রহ করিয়াছেন। ভরত জড় রূপ ধারণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসে ইহাঁর নাম জড় ভরত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বিপ্র সন্তান জন্ম হইতে আপনাকে জড় উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন তাহার কারণ এই, কি জানি বা পুনরায় সংসারে আসক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়।

সে যাহা হউক, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার এই জড় সন্তানটীকে বেদাদি অধ্যয়নের জন্য নিতান্ত যত্ন করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেন, কিছুতেই তিনি সে সকলে মনোনিবেশ করিতেন না। পিতার বহু যত্ন সত্ত্বেও তিনি মূর্খ এবং শৌচাচার ভ্রষ্টের ন্যায় আচরণ করিতেন। কিছু দিন পরে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইল, ভ্রাতারাও জড় জ্ঞানে শিক্ষাদাননির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। জড় ভরত আপনাকে জড়ের ন্যায় দেখাইতেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে আত্মতত্ত্ব চিন্তাতে আসক্ত থাকিতেন। তাঁহার ভ্রাতাগণ বহুবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আত্ম তত্ত্ব বিষয়ে কিছু মাত্র পরিশ্রম করে নাই; সুতরাং ভরতকে তাহারা বুঝিতে পারিল না। তিনিও সকলের সঙ্গে অজ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। যে কেহ তাঁহাকে যে কোন কার্য্যে দাসবৎ নিযুক্ত করিত, তিনি তাহাই করিতেন। লোকে তাঁহাকে বেতনস্বরূপ যথা কথঞ্চিৎ কদর্য্য দগ্ধ অন্ন দিত সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই তিনি আহার করিতেন।

প্রসিদ্ধ আছে, এক সময়ে কতক গুলি দস্যু তাঁহাকে বলিদানার্থ ভদ্রকালীর সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিল। কোথায় তিনি বলি স্বরূপ হত হইবেন, না ভদ্রকালী এই ব্যাপারে কুপিত হইয়া সেই দস্যুগণের কবোষ্ণ শোণিত পান করিলেন। এই অলৌকিক কল্পনা ভরতের খ্যাতির কারণ নয়। তাঁহার জীবনে একটি বাস্তবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহার এরূপ বিখ্যাতি। এই ঘটনাতেই তাঁহার অলৌকিক পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত এবং জীবনের অলৌকিকত্ব লোকের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

রহূগণ নামে সিন্ধু এবং সৌবীর দেশের রাজা বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানোপদেশ এবং তপস্যার জন্য অরণ্যে যাইতেছিলেন। পথি মধ্যে তাঁহর এক জন শিবিকাবাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রধান বাহক দৈবাৎ জড় ভরতের দেখা পাইল। ইনি অতি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন। বাহক ইহাঁকে শিবিকাবহনকার্য্যে নিযুক্ত করিল। পদ সংঘর্ষণে কোন প্রাণীর হিংসা হইবে ভয়ে ভরত অগ্রে পথ দেখিয়া লইয়া পশ্চাৎ পদক্ষেপ করিতেন। সুতরাং তাঁহার গতি অন্য বাহকদিগের সঙ্গে অসমঞ্জস হইয়া পড়িল। ইহাতে নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাহকগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সকলে ভরতের উপরে দোষ দিল। তিনি ভরতকে শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রহেলিকার ন্যায়

Registered No. 25

তত্ত্ব কথায় তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তর্ক বিতর্কের পর ঐ ধর্ম্ম সকলের জানিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। উভয়ের মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা আরম্ভ হইল এবং রাজা আর বনে গমন না করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক সেই স্থানেই উপদিষ্ট হইলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে ব্রাহ্মগণের বিশেষ রূপে দুইটি নিয়ম শিখিবার আছে। সংসারের যে কোন কার্য্য হউক, উহা ক্ষুদ্র নহে, সকলই ঈশ্বরের; ঈশ্বরের জ্ঞানে যাহারা সেই সকল নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাদিগের তাহাতেই মুক্তি। ভরত আপনার জীবনে ইহা বিলক্ষণ দেখাইয়াছেন। ইহাঁর আখ্যায়িকা লেখকেরাও ইহাঁর এই অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অ.অচিন্ত্যতে জ্ঞানের কত দূর স্ফূর্ত্তি পায়, ভরত তাহারও এক অতুল্য দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান সময়ে এই দুই বিষয় জড় মূর্খ ভরতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা বাঁচিয়া যাই।

সংবাদ।

গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার শাঁখারী পাড়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপদেশটি নিতান্ত সময়ের উপযোগী হইয়াছিল। আমরা স্থানাভাববশতঃ এবার প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

গয়া এবং হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ঐ উভয় স্থানে গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

অশান্তি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে এত অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় কেন? ইহা ভালরূপে না বুঝিতে পারিয়া অনেক সময় অনেক বিভীষিকার মধ্যে পতিত হইতে হয়। নিত্য দুবেলা উপাসনা করি, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মচিন্তাও করিয়া থাকি, আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন যে [illegible] সংবাদ বা নূতন ব্যাপার শুনিতে পাই আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ বা পাঠ করি—বস্তুত কিসে শান্তিলাভ হয় এবং অন্তরের দুঃখ যন্ত্রণা আর না থাকে এ জন্য নিশ্চেষ্ট নহি; কিন্তু তত্রাপি যে শান্তি লাভে বঞ্চিত থাকি ইহার বাস্তবিক কারণ কি? সত্য বটে, এ বিষয়ে আজ কাল শুনিবার ও পড়িবার অভাব নাই, কিন্তু তত্রাপি যে সেই পুরাতন অশান্তি যেমন তেমনি থাকে, তাহার স্থান ছাড়িতে চায় না ইহার প্রকৃত কারণই বা কি? যদি ইহার বিশেষ কিছু তত্ত্ব থাকে ধর্ম্মতত্ত্বে একবার উপরোক্ত শির্ষক একটি প্রস্তাব দ্বারা তাহা প্রকাশ করিলে আমার মত অশান্তি প্রপীড়িত ব্রাহ্মের অনেক উপকার লাভ হইতে পারিবে।

ইতিমধ্যে এক দিন উপাসনা কালীন অশান্তি বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাহা সেই দিনকার ডাইরিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাও নিম্নে লিখিলাম, যদি উপযুক্ত বোধ হয় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিবেন।

ডাইরি—২রা চৈত্র।

ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে এত অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় কেন? ধর্ম্ম জীবন লইয়া যখন পিতার নিকট উপস্থিত হওয়া যায় তখন তিনি দেখেন, উহাতে নানা রোগ ও বিস্ফোটক রহিয়াছে; এবং সন্তানকে আরোগ্য করিবার জন্য স্বয়ং যখন ঔষধ প্রয়োগ এবং অস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তখন সন্তান ভয়ে কম্পিত হইয়া পিতার নিকট হইতে পলায়ন করে এবং আর তাঁহার কাছে যাইতে আন্তরিক ইচ্ছা করে না। ইহাতে রোগ যেমন তেমনি থাকে, আবার ঔষধ ও অস্ত্র চিকিৎসার কথা মনে পড়িয়া নানা ভয়ে ভীত হয়। ইহাই ধর্ম্মজীবনের অশান্তির মূল কারণ। কিন্তু নির্ব্বোধ জানে না যে চিকিৎসায় রোগ আরাম না হইলে অন্য উপায় নাই। আবার স্বয়ং পিতাই যখন চিকিৎসক, রোগ অবশ্যই আরাম হইবে, জীবন কখনই মারা যাইবে না। চিকিৎসকের উপর একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া এই রূপে আরোগ্যলাভ না করিলে দুঃখ অশান্তি কখনই ঘুচিবে না।

জনৈক অশান্তি প্রপীড়িত ব্রাহ্ম।

৪ঠা চৈত্র, ১২৮০।

বিজ্ঞাপন।

তিনমাস কাল অতীত হইল অদ্যাপি ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রাহকগণের মধ্যে অধিকাংশের নিকট হইতে বর্ত্তমানবর্ষের অগ্রিমবার্ষিক মূল্য পাওয়া গেল না। অতএব গ্রাহকগণের নিকট আমাদিগের সানুনয় প্রার্থনা যে অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
অধ্যক্ষ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা পরমেশ্বর! তুমি যে দেবের দুর্লভ স্বর্গের রাজা হইয়া অনাথ দরিদ্র মানব সন্তানের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা কর তাহার প্রমাণ অনেক পাইয়াছি। তুমি দেশ কালের ভেদাভেদ না মানিয়া দীনাত্মাদিগের হৃদয় কুটীরে সহসা আসিয়া উপস্থিত হও এবং তাহার তৃষিত নয়নের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশিত কর তাহাও অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু হে নাথ! তুমি কি দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া হৃদয় মন্দিরে অবতীর্ণ হও, কি অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে জীবনকে মধুময় এবং আলোকময় কর, তাহার গূঢ়তত্ত্ব এ কাল পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বুঝিয়াই বা কি করিব তাহা আর বুঝিতেও চাহি না। এই মাত্র সার বুঝিতে পারিয়াছি যে তোমার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে তুমি আর দেখা না দিয়া থাকিতে পার না। কিন্তু আমি তোমার জন্য যে কাঁদিতে পারি না। তোমার জন্য যে ব্যাকুল হইয়া দীনের বেশে ভ্রমণ করে সে যে তোমার পরম আদরের ধন, স্নেহের পাত্র, স্বর্গের অধিকারী, আমি সে অধিকার কেমন করিয়া পাইব। হে অনন্ত গুণাকর ঈশ্বর! তোমার গভীর তত্ত্ব বুঝিয়া কে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। তুমি হৃদয়ে আছ ইহা জানিয়া যদি ইচ্ছা মত যেখানে সেখানে এবং যখন তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি তাহা হইলেই আমার আশা চরিতার্থ হয়। তোমার আবির্ভাব অন্তরে সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারিলেই সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। তোমার বিদ্যমানতাই আমার সকল সুখের নিদান। দয়াময়, তোমার জন্য ব্যাকুলতা এবং গভীর স্পৃহা যেন আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। তুমি নিকটে আছ এ সম্বন্ধে যেন আমি আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ না করি। তোমার মধুময় সত্তা আমার অন্তরে সদা জাগরূক থাকুক।

ভাল বাসা এবং সন্তুষ্ট করা।

ন্যায়বান্ ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের দৈনিক ভিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে যে তাঁহার সন্তানদিগকে শ্রদ্ধার সহিত ভাল বাসিতে হইবে এ কথা আমরা স্বতই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। যাঁহার রাজ্যে বাস করিব, যাঁহার দ্বারে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিদিন

ভিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার সন্তানদিগের সহিত বিবাদ করা আমাদের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে। কাহারও বিরুদ্ধে কোন মন্দ ভাব মনে থাকিলে পিতার সদাব্রতের ঘর আমাদের জন্য অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই জন্য কথিত হইয়াছে যে অগ্রে তোমার ভ্রাতার সহিত সমস্ত বিবাদভঞ্জনপূর্ব্বক সম্মিলন সংস্থাপন কর, তার পর প্রার্থনা করিও। স্বীয় হৃদয়স্থিত বিবেক এবং ঈশ্বরের নিরপেক্ষ বিচারে যখন ইহা প্রমাণিত হইবে এবং নিজের অন্তঃকরণেও ইহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে যে কাহারও প্রতি আমার অপ্রেম নাই, কিন্তু সকলের প্রতি স্বর্গীয় প্রেম এবং ভাল বাসা আছে, তখনই আমার জন্য ঈশ্বরের প্রেমদ্বার উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু সকলের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি এবং সদ্ভাব থাকিলেই যে আমি প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করিতে পারিব তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ ভাল বাসা এবং সন্তুষ্ট রাখা ইহা কার্য্যকারণসূত্রে বদ্ধ নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বিশ্বজনহিতৈষী প্রেমিক মহাত্মাদিগকে চিরকাল পৃথিবী কেন এত নির্যাতন করিবে? ভাল বাসা স্বর্গীয় পদার্থ, আর সন্তুষ্ট করা পার্থিব বিষয়। এই জন্য উভয়ের মধ্যে সকল সময় মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে আমরা যদি সকল লোককে ভাল বাসি, তাহাতে যে সকলেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন তাহা সত্য নহে। জনসমাজের প্রসন্নতা দ্বারা যাঁহারা ভাল বাসার বিচার করেন, তাঁহারা মহা ভ্রমে পতিত হন। সাধারণের মতের উপর যদি আমাদের প্রেমের অস্তিত্ব নির্ভর করিত, তাহা হইলে কোন কালে আমরা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম না, এবং যাঁহাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত ভাল বাসা আছে তাহাও প্রকাশ পাইত না। লোকানুরঞ্জনের এই নিয়ম যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে আমাদিগের নিকট প্রেম প্রত্যাশা করে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। প্রতি জনের ইচ্ছা ও আদর্শানুসারে ভাল বাসিয়া কেহ কাহাকে একাল পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। এই জন্যই সচরাচর লোকে বলে যে,যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিতে চায় সে কাহাকেও সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। অতএব যাহা প্রকৃত প্রেম তাহা কোন ব্যক্তি বা জনসমাজের ইচ্ছার পরতন্ত্র নহে, কিন্তু তাহা প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। তিনি যেমন লোকের পাপকে প্রশ্রয় না দিয়াও তাহার মঙ্গলের জন্য তাহাকে ভাল বাসেন, আমাদিগকেও তদ্রূপ অনুকরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কোন প্রচলিত রীতির অধীন না হইয়া চক্ষুলজ্জাজনিত মিথ্যা প্রেম পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রকৃত মঙ্গল যাহাতে হয় তাহার জন্য ভাল বাসিতে হইবে। আমরা ভাল বাসি কি না তাহার বিচার ঈশ্বরের হাতে, লোকমণ্ডলীর হাতে নহে। যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণের প্রীতিভাজন হইবার জন্য লোকের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনুষ্য ও ঈশ্বর কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। প্রতিবাসীদিগের মতামতই তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বস্ব। এ প্রকার ভাল বাসা ব্রহ্মোপাসকের প্রার্থনীয় নহে।

ধর্ম্মের ইতিহাস।

কোন্ প্রকার প্রণালী অনুসরণীয়।

ঘটনাপরম্পরা যথাযথ একত্র সন্নিবেশ করা ইতিহাসবেত্তাগণের কার্য্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ, পরস্পর সামঞ্জস্য, একটীর সঙ্গে

অপরত্বের অবশ্যম্ভাবী যোগ, বহু পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনার বর্ত্তমান ঘটনার প্রতি কারণতা, এ সকল বিষয়ে বলিতে পারা যায় ইতিহাসবেত্তাগণ কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই সকলকে তাঁহারা তাঁহাদিগের অনুসর্ত্তব্য বিষয়ের অতীত মনে করিয়া থাকেন। সত্য বটে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, ইতিহাসবেত্তাগণও কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে তাহাতে তাঁহাদিগের মনুষ্য প্রকৃতির অভ্যন্তরে গভীরতর দৃষ্টির অভাবই প্রতীত হয়। যে ঘটনা পূর্ব্বে শত সহস্র বার সংঘটিত হইলেও তজ্জন্য কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই, তাদৃশ একটী সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে সুমহৎ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করা কত দূর অদার্শনিক সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ ইতিহাসবেত্তাগণ সচরাচর এই রূপই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যদি ঘটনাসকলকে কারণসূত্রে গ্রথিত না করিয়া অসম্বদ্ধপ্রায় কেবল একত্র সন্নিবেশ করিয়া রাখা ইতিহাসের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা পাঠ করা ব্যর্থ, তদ্দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

আমরা ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাধারণ ইতিহাসবেত্তাগণের ন্যায় যদি আমরা ধর্ম্মরাজ্যে সংঘটিত কতক গুলি ঘটনাকে একত্র সন্নিবেশ করা আমাদিগের চরম লক্ষ্য মনে করি, বলিতে পারা যায় আমাদিগের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। এতদ্দ্বারা কোন নূতন আলোক বা নূতন জ্ঞান কিছুই সঞ্চিত হইল না। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, চিরপ্রচলিত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া আমরা নূতন কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারি, যদ্দ্বারা আমরা ইতিহাসনিবদ্ধ ঘটনাবলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব? সংক্ষেপে আমরা আমাদিগের উত্থাপিত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জড় জগৎ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান নিবদ্ধ হয়, তাহা নিষ্কর্ষণ (Induction) প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যথাসম্ভব গুটী কয়েক বাস্তবিক ঘটনা হইতে আমরা একটী সাধারণ নিয়ম নিষ্কর্ষণ করি এবং যখনই পুনরায় তাদৃশ ঘটনা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বনিষ্কর্ষিত নিয়মকে আমরা ঐ ঘটনার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি? জড় জগতের যাবদীয় পরিবর্ত্তন শক্তিযোগে সম্পন্ন হয়, নিষ্কর্ষিত নিয়ম তাহারই ক্রিয়ার প্রণালী ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক একটী ক্রিয়ার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী এক একটী নিয়ম এবং এই ক্রিয়া চির দিন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে হইয়া থাকে, সুতরাং নিয়ম নিত্য। এ স্থলে আমরা দেখিতেছি, সুবৃহৎ জগৎকে আমরা এককালে আয়ত্ত করিতে পারি না। তাহার অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বিষয় অবলম্বন করিয়া আমরা এমন সাধারণ নিয়ম নিষ্কাশিত করিতে পারি, যাহা স্থায়ী, নিত্য, চির সত্য এবং সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। মনুষ্যসমাজসম্বন্ধে যখন বিজ্ঞানবিদেরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তখন ইহার বিপরীত রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক একটী স্বতন্ত্র মনুষ্যের ক্রিয়া হইতে নিয়ম নির্দ্দেশ না করিয়া সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীকে সমষ্টিতে গ্রহণপূর্ব্বক তাহা হইতে সাধারণ নিয়ম নিষ্কর্ষণ করেন। এরূপ করিবার কারণ এই, এক ব্যক্তির ক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নয়, এবং আবান্তরিক অবস্থা দ্বারা উহাতে ব্যতিক্রম সংঘটিত হইতে পারে। সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর সমষ্টিতে সে দোষ অবস্থান করে না। অধিকন্তু এক এক মণ্ডলীর অন্তর্গত ব্যক্তি সেই মণ্ডলীর প্রবৃত্তিস্রোতে অবশভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে, সুতরাং মণ্ডলী হইতে সাধারণ নিয়ম নিষ্কর্ষণ যথার্থ বৈজ্ঞানিক রীতি।

আমরা এই প্রণালীর উপরে দোষার্পণ করিতেছি না, কিন্তু আমরা দেখাইতে চাই, ইহার বিপরীত প্রণালী অন্ততঃ প্রকারান্তরে গ্রহণ না

করিলেও কোন অনুসন্ধান চলিতে পারে না। বাহ্য (objective) এবং আন্তর (subjective) এ দুয়ের একটীকেও ছাড়িয়াকোন তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হয় না। একটীর মধ্যে অন্যটী নিবিষ্ট থাকিবেই। কতক গুলি পণ্ডিত শুদ্ধ বাহ্য প্রণালীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আন্তর প্রণালী অনায়ত্ত বলিয়া পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা বলেন, আমাদিগের অনুভূতির ক্রিয়া আমরা কখন জানিতে পারি না। কেননা তাহার ক্রিয়ার সময়ে তৎ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গেলে, অনুভূতিকে দুই ভাগে বিভাগ করিতে হয়। এক ভাগে ক্রিয়া হইতেছে, এক ভাগ তাহার আলোচনা করিতেছে ইহা অসম্ভব। বাস্তবিক চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা করাকে চিন্তার আয়ত্ত করা একি সময়ে হইতে পারে না। এই আপত্তিটী শুনিতে আপাততঃ অতি অকাট্য কিন্তু বাস্তবিক উহা অকাট্য নয়। কারণ যখন যে কোন বিষয় আমরা অনুভব করি, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের অনুভূতির বিষয় হয়। পরসময়ে আমরা উহাকে স্মরণ পথে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারি, এবং স্মরণ পথে সমাগত বিষয় তখন আমাদিগের নিকটে বাহ্য বিষয়ের ন্যায় আলোচনার বিষয় হয়। আমাদিগের অনুভূতির ক্রিয়া সম্বন্ধেও উহাই বলা যাইতে পারে, কারণ ক্রিয়া কালে উহা আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভূত হয় এবং পরক্ষণে স্মরণ সহযোগ বাহ্যবিষয়ের ন্যায় উহাকে আমরা আলোচনার বিষয় করিতে পারি।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই মাত্র প্রতিপন্ন হইল, কোন কোন বিজ্ঞানবিদেরা আন্তর প্রণালী অবলম্বন একেবারে যে অসম্ভব মনে করেন, সেটি তাঁহাদিগের ভ্রম। এখন আমরা এত দূর বলিতে প্রস্তুত যে কি জড় বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞান কি ধর্ম্মবিজ্ঞান আন্তর প্রণালী ভিন্ন ইহার কোনটিরই তত্ত্বনির্দ্ধারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি যে প্রণালী কেন অবলম্বন করুন না, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক প্রতি পদে তাঁহাকে আন্তর প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসরণ করিতে হইবে। যে সময়ে আমরা সমুদায় মনুষ্যকে সমষ্টিতে গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রিয়া হইতে সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তখনও এই আন্তর প্রণালী আমাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে, এবং উহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কোন একটি সামাজিক বা ধর্ম্মসম্পর্কীন সাধারণ তত্ত্ব স্থির করিতে সমর্থ হই না। সংক্ষেপতঃ অতি যৎসামান্য একটী পদার্থ হইতে মহত্তম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকলই আন্তর প্রণালীতে লভ্য। আমরা বারান্তরে আমাদিগের এই নির্দ্ধারণ সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিব এবং পরিশেষে বর্ত্তমান প্রস্তাবের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ আমরা প্রদর্শন করিব।

পারিবারিক ধর্ম্মসাধন।

কিছু কাল পূর্ব্বে যেমন জ্ঞানচর্চ্চা তত্ত্বালোচনা কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, উন্নত সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনি অনেক স্থানে কেবল পুরুষের দ্বারাই পালিত হইতেছে। স্বামী সজনে নির্জ্জনে বিধিমতে ধর্ম্মসাধন দ্বারা অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, স্ত্রী হয় কতকগুলি অসার কল্পনা কিম্বা দেশাচার লইয়া ভুলিয়া আছেন, নয় সামান্য কিঞ্চিৎ জ্ঞান শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে এককালে উদাসীন হইয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মস্বামিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মহীনা স্ত্রীদিগের প্রতি এ সম্বন্ধে মধ্যে অনেকে এত দূর নিশ্চেষ্ট যে দেখিলে বোধ হয় যেন স্ত্রী প্রকৃতিতে ধর্ম্মবৃক্ষ ফলবান্ হইতে পারে এ প্রকার বিশ্বাস তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। এ সম্বন্ধে যে একটী গুরুতর দায়িত্ব আছে অভ্যাসের দোষে তাহাও তাঁহারা বোধ করিতে সক্ষম হন না। কার্য্যতঃ স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মের অধিকার হইতে বহু দূরে রাখিয়া স্বামীরা আপনাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। পান ভোজন সংসার প্রতিপালন নারীদিগের জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী

জাতির সুকোমল অন্তঃকরণে যে ঈশ্বরপ্রেম উৎসারিত হইতে পারে, কিম্বা পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে যে তাঁহারা একটু শান্তি লাভ করিতে পারেন, অনেকানেক স্বামীর মনে এ ভাব উদিত হয় না। দিবানিশি সংসারের ভার বহন করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইলেও তাঁহাদিগকে একটু ধর্ম্মের প্রীতিরস পান করাইয়া যে, কেহ সুখী করিবেন তেমন লোক অতি বিরল। যাঁহারা স্ত্রী কন্যা মাতাকে ভাল বাসিবার জন্য অন্য বিষয়ে কত পরিশ্রম করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকেও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা প্রকৃত ভাল বাসা তাহা হইতে পরিবারদিগকে চির দিন বঞ্চিত রাখিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রেমানন্দের অংশভাগী করা অপেক্ষা কি আর উচ্চতর ভাল বাসা পৃথিবীতে কোথাও আছে? এ কথা সত্য বটে যে, এক জন ব্রাহ্ম শত শত নরনারীকে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করিতে পারেন, কিন্তু আপনার পরিবারের নিকট পরাস্ত হন, সেখানে তিনি সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কিন্তু পরিবারকে তিনি আপনার মত করিয়া তুলিতে পারুন আর না পারুন, তাঁহাকে কতক পরিমাণে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

যেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে পরিবারের প্রতি নিতান্ত ঔদাসীন্যভাব লক্ষিত হয়, সেখানে ব্রাহ্মস্বামীর উপাসনা ধর্ম্মসাধনের মধ্যে যে কোন গূঢ় কল্পনা অবস্থিতি করিতেছে, তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথা। যাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়, কোন সুমিষ্ট উপাদেয় বস্তু সম্ভোগ করিবার সময় তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্মরণ হইবে অকৃত্রিম প্রেমের ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। অনেকে বলেন এ প্রকার উপমা এ স্থলে সংলগ্ন হয় না, তাহা কেবল সাংসারিক সুখভোগসম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদন যিনি প্রাপ্ত হন নাই, তিনি এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, এবং কেবল তিনিই প্রেমময় পিতার নামের মধুরতা প্রাণের প্রিয়তম ব্যক্তিদিগকে না দিয়া একাকী সম্ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় বস্তু যদি ঈশ্বর প্রেম হয়, এবং তাহা যদি কেহ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যাহাকে ভাল বাসেন, স্নেহ করেন, তাহাকে তাহার অংশভাগী করিতে ইচ্ছা হইবেই হইবে। যদি তাহা না হয় তবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, হয় তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম কল্পনাসম্ভূত, না হয় কাহারও প্রতি তাঁহার ভাল বাসা নাই। যাহার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে এবং যাহাকে আমি প্রাণের সহিত স্নেহ করি এবং ভাল বাসি, ভাল উপাসনার আনন্দে তাহাকে যে আনন্দিত করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত সন্তান আহার চাহিলে মাতা কি তাহাকে প্রস্তর খণ্ড দান করেন? কিন্তু পরিবার সম্বন্ধে অনেকে সেইরূপ করিয়া থাকেন। স্ত্রী আহার প্রস্তুত করিবেন, সন্তান রক্ষা করিবেন, স্বামী ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ইহাই এক্ষণকার ব্যবস্থা। স্ত্রী গৃহকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত সুখপ্রিয় হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবে, এ প্রকার বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আর ব্রহ্মোপাসনায় স্ত্রীদিগকে অধিকার দিলেই যে সংসার অচল হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। যাঁহারা অর্থেতে ভোগেতে পরিবারকে সুখে রাখিতে যত্নশীল হয়েন, তাঁহাদের প্রেম কেবল শরীরে বদ্ধ থাকে। যদি ভাল বাসিতে হয় তবে সপরিবারে ধর্ম্ম সাধন দ্বারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইবে।

এই বিষয়ে দুইটী বিপরীত ভাব আমরা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখিতে পাই। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা আপনাদের পরিবারকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়াও ব্রহ্ম নাম শ্রবণে অধিকার দিতে চাহেন না। সপরিবারে উপাসনা করা কাহারও কাহারও নিকট অতিশয় সভ্যতার কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উপরোদিত অতি সাবধানতা স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীদিগকে এক দিকে স্বার্থ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ, অপরদিগকে ধর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে পুরুষের ঘৃণা ও দয়ার পাত্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং নারীগণের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিলে পুরুষের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, জাতীয় সম্ভ্রম থাকিবে না এ ভয়ে অনেকের প্রাণ আকুল হয়। স্ত্রীলোকের

মুখ দর্শন করিলে উপাসনা হয় না, এই তাঁহাদের সংস্কার। ঈদৃশ ভ্রান্তি ও ভয় মূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কত লোক অধীনস্থ পরিবারবর্গের উন্নতির দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের অবস্থা তাঁহাদের উপাসনার সময় মনে হয় না ইহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এমন একটী গুরুতর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিমুখ হইয়া তাঁহারা কিরূপেই বা একাকী সাধন ভজন করিতেছেন তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। যত দিন স্ত্রীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত না হইবে এবং পরিবার মধ্যে নর নারী সকলে মিলিয়া প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা না করিবেন; তত দিন পরিত্রাণ লাভের কাহারও আশা ভরসা নাই। পুরাতন সংস্কারবশতঃ লোকভয়ভীত হইয়া এক দিকে যেমন ব্রাহ্মেরা স্ত্রীদিগের প্রতি অবহেলা করিতেছেন এবং তজ্জন্য আপনারও অনেক কষ্ট পাইতেছেন, অপরদিগকে কেহ কেহ কেবল জ্ঞান ও সভ্যতাতে ভূষিত করিয়া তাহাদিগকে আর এক সীমায় লইয়া যাইতেছেন। উভয় প্রণালীই স্ত্রী জাতির ধর্ম্মোন্নতির প্রতিকূল হইয়া রহিয়াছে। এক দিকে স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে সামাজিক ভয় এবং অশ্রদ্ধা, অন্য দিকে ধর্ম্মবিহীন সমাজিক আদর। কোন দিকেই ধর্ম্মের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পারিবারিক ধর্ম্ম সাধন ব্যতীত ব্রাহ্ম কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতির কোন আশা নাই। যখন তপস্যানুরাগী ব্রাহ্ম ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া শুকদেবের ন্যায় স্বর্গরাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইবেন, তখন সংসাররূপিণী অন্তঃপুরনিরুদ্ধা চিরদুঃখসহিষ্ণু স্ত্রী তাঁহাকে কি এক পদও অগ্রসর হইতে দিবে? তখন সে আপনার দুর্গতি ও হীনতা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধেতে দুঃখেতে অধীরা হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিবে, রে স্বার্থপর অবলার প্রাণনাশক! আমাকে নরকে ডুবাইয়া কি তুমি স্বর্গ ভোগ করিবে? তুমি যেখানে যাইবে আমি তোমার পাপের প্রকৃতি স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে গমন করিব। অতএব যদি কাহার পরিত্রাণের ধর্ম্মসাধন করিবার বাসনা থাকে, তবে তিনি সপরিবারে প্রেমের আদর্শানুসারে তাহা সাধন করুন; এবং ঈশ্বরের কন্যাদিগকে পবিত্র দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতে শিক্ষা করুন। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীনের ধর্ম্ম নহে। পরিবার মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ ধর্ম্মের মধুরতা কেহই আস্বাদন করিতে পারিবেন না। যদি কেহ ইহার বিপরীত পথে গমন করিয়া প্রেমিক সাধু হইতে চান, তাঁহার সাধুতা ও প্রেম কাল্পনিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

শাঁখারিটোলা সপ্তম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

শুক্রবার, ২২ চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয় আত্মারও সেই রূপ উন্নতি হয়। ভৌতিক নিয়মে শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক নিয়মে আত্মার উন্নতি। শরীরের বৃদ্ধির সীমা আছে; কিন্তু আত্মার উন্নতির সীমা নাই। শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী সীমা আছে যেখানে উপস্থিত হইলে মুখের শ্রী, মুখের আকার এবং সমস্ত শরীর এক প্রকার ভাব ধারণ করে, মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া মনুষ্য যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখনই তাহার শরীর সেই অবস্থা এবং সেই গঠন লাভ করে যাহা শেষ পর্য্যন্ত থাকে। পৃথিবীর অবস্থা স্রোতে পড়িয়া মনুষ্যের আত্মার গঠনও সেই রূপ এক সময়ে স্থির হইয়া যায়, যাহার আর শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। শারীরিক যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শরীরের বল, তেজ, উদ্যম, উৎসাহ এত দূর বৃদ্ধি হইতে থাকে, যে তখন আর বিঘ্ন বিপত্তির প্রতি কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকে না, সেই রূপ মনেরও একটী অবস্থা আছে যখন মনুষ্য যতই জ্ঞান লাভ করে, ততই তাহার আরও জ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতী হয়, যতই সে অধিক লোককে ভাল বাসিতে পারে, ততই সে অধিকতর লোককে প্রেম দান করিতে ব্যাকুল হয়, এবং যতই সে উপাসনা করে, ততই আরও অধিক উপাসনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু যদিও আত্মা এই রূপে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, যদিও এই রূপে ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইতে ভিতরের সাধুতা রূপ বীজ প্রস্ফুটিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করে; তথাপি মনুষ্যের দুর্ব্বলতা বশতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে সেই উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, যে টুকু জ্ঞান

লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না? পৃথিবীর যে কয়েক জন নর নারীর প্রতি তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর লোকের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে তাহার আর উৎসাহ হয় না, এবং উপাসনা সম্পর্কেও আর নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করিতে তাহার ব্যাকুলতা থাকে না। এই রূপে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের চরিত্র গঠিত হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা আত্মার অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জীবনও এই ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত হইতেছে। তাঁহারা যে জ্ঞান, যে প্রেম, এবং যে পুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা যে কত সহস্র গুণ উচ্চতর, গভীরতর, এবং প্রশস্ততর সত্য, প্রণয়, এবং উৎসাহাগ্নি আছে তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিশ্বাস, আশা, প্রেম, উৎসাহ, পবিত্রতা, সীমা বদ্ধ হইয়া নিস্তেজ এবং মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের এক প্রকার স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা যে তাঁহারা উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। মৃত্তিকা কঠিন হইলে যেমন আর তাহার উপর কোন চিহ্ন মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ যাহাদের মনের চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, আর তাহাদের অন্তরে নূতন সত্য, নূতন ভাব, এবং নূতন পবিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হয় না। যত দিন শিশুর ন্যায় হৃদয় কোমল এবং আর্দ্র ছিল ততদিন ইহা নবীন জ্ঞান, নবীন অনুরাগ এবং নবীন উৎসাহ গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু যাই হৃদয় কঠোর এবং অহঙ্কারী হইল, তখন উচ্চতর পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইল। এই রূপে তখন আত্মার অনন্ত উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্বাস জন্মে। ইহার নিগূঢ় কারণ মনুষ্যের সুখপ্রিয়তা। মনুষ্য কিছু কাল ধর্ম্মের নব অনুরাগে উৎসাহী হইয়া অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করে; কিন্তু যাই দেখে রিপু দমন করিতে করিতে সবল মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যখন দেখে যেখানে জীবন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত সেখানে শীতল বারি আসিল, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া কেহ সেই পুরাতন শত্রু কাম, কেহ ক্রোধ, কেহ লোভ, কেহ অহঙ্কার, এবং কেহ স্বার্থপরতা, ইত্যাদির পদতলে পড়িয়া থাকে। এই রূপে একবার মনের চরিত্র গঠিত হইলে, একবার সেই যৌবনের সতেজ উন্নাত হইলে, একবার হৃদয়ে কুসংস্কার এবং পাপাসক্তি বদ্ধমূল হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত আর তাহা দূর করিতে চেষ্টা হয় না। এই জন্যই সকল সাধুরা বলিয়াছেন যৌবনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া হৃদয়কে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিবে, কেননা যৌবনে মনের যে গঠন হইবে বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা আত্মার অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন। অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের সাগর ঈশ্বর যাঁহাদের লক্ষ্য কেবল যৌবনে তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন শেষ হয় না, যৌবন কেবল তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। যাঁহারা যথার্থ সাধক বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহাদের যৌবনের উৎসাহ শীতল হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্ঞানের সুখ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি অল্প জ্ঞানে তৃপ্ত থাকিতে পারেন? না যাঁহারা যথার্থ পবিত্র প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল শত লোককে ভাল বাসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাঁহাদের জ্ঞান স্পৃহা এবং প্রেম-প্রবৃত্তি দিন দিন বলবতী হইয়া উঠিতেছে। এক দিকে যেমন নূতন নূতন সত্য এবং নূতন নূতন ভাই ভগ্নীদিগকে লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁহাদের পুরাতন জ্ঞান ক্রমশঃ গভীরতর এবং গাঢ়তর হইতেছে, এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আরও প্রগাঢ় প্রেমে প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। রিপুদমন সম্পর্কেও তাঁহাদের সংগ্রামের শেষ হয় নাই, যাহাতে আর কখনও কোন রিপু উত্তেজিত হইতে না পারে, সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত; কেননা তাঁহারা জানেন একবার রিপুকুল দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে আর তাহাদিগকে দমন করা সহজ নহে। অতএব কেহই উন্নতি পথে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িও না, কিন্তু জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া ক্রমাগত সাধন কর। যতদিন প্রাণ আছে, যতদিন প্রদীপে তৈল আছে, ততদিন উদ্যম এবং অধ্যবসায় সহকারে, চরিত্র সংশোধন কর, এবং দিন দিন নূতন নূতন জ্ঞান, নূতন নূতন প্রেম, এবং নূতন নূতন পুণ্য সঞ্চয় কর। উন্নতির কোন বিভাগেরই শেষ হয় নাই। আমরা যদি লক্ষ বার উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থাকি, তথাপি এখনও অসংখ্য নূতনবিধ উপাসনা এবং নূতনবিধ ধ্যান আছে। উপাসনা ধ্যানের পূর্ণাবস্থা এখনও আমরা দেখি নাই। অতএব চরিত্রকে শীঘ্র গঠিত হইতে দিও না, যতক্ষণ না চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হয়, যত ক্ষণ না তোমাদের জ্ঞান প্রেম এবং পবিত্রতা সেই অনন্তজ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের আধার ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইবে না। এই সম্বৎসর পরে উৎসব করিতেছি, গত বৎসর অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান, প্রেম, উৎসাহ কত দূর বর্দ্ধিত হইল তাহা দেখিতে হইবে। যখন দেখিব প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি বৎসরে, আমাদের সমস্ত জীবন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বাস, প্রীতি উৎসাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন জানিব

আর আমাদের উন্নতভাব মৃত্যু গ্রাসে পতিত হই বার নহে। উন্নতি না হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। উন্নতিই আমাদের জীবন, উন্নতিই আমাদের পরিত্রাণ. ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন, প্রতি দিন আমাদের জীবনে উন্নতির লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়। উন্নতির স্রোত যেন ভয়ানক অলঙ্ঘ্য গিরি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে আমাদের সেই উচ্চতম লক্ষ্য স্থানে টানিয়া লইয়া যায়। কিয়ৎকাল চলিয়া যেন পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আমরা বৃক্ষতলে বসিয়া না থাকি। যতক্ষণ না ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারি ততক্ষণ যেন কিছুতেই মনের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং উৎসাহের হ্রাস না হয়

হে ঈশ্বর! আমাদের প্রাণের ভিতর যে তুমি গভীর আশা দিয়াছ যে তোমাকে লইয়া আমরা সুখী হইব। বাহিরের প্রতিকূলতা দেখিয়া কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? তুমি যে দিন দিন তোমার দিকে উন্নত হইতে বলিতেছ, আমরা শ্রান্ত পথিকের মত পথের মধ্যে বসিয়া পড়িলে হবে কেন? তুমিত এমন পিতা নহ যে তোমাকে এক বার দেখিলে আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি এমনই পিতা, যে তোমার মুখের দিকে তাকাইলে, ইচ্ছা হয় সমস্ত দিন তোমাকে দেখি। তুমি এমনই পিতা, তোমার সঙ্গে একবার কথা কহিলে ইচ্ছা হয়, সমস্ত জীবন তোমার সঙ্গে আলাপ করি। তুমি এমনই পিতা, একবার তোমাকে ভাল বাসিয়া সুখী হইলে, ইচ্ছা হয়, সমস্ত পৃথিবীকে তোমার কাছে আনিয়া সুখী করি। প্রেমসিন্ধু! কেবল তোমার দুই এক বিন্দু প্রেম আমাদের মনে পড়িয়াছে, এখনও আমাদের তেমন উন্নতি হয় নাই, যখন মনুষ্যের আর কোন ভয় থাকে না, এখনও আমাদের মন সশঙ্কিত। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জীবনের অবস্থা দেখ, দেখ আমাদের প্রাণ মন যেন কঠিন হইয়া না পড়ে। তুমি গুরু হইয়া "অনন্ত উন্নতির মন্ত্র" শিক্ষা দিয়াছ। এখন দেখাও, সত্য অপেক্ষা উচ্চতর সত্য, প্রেম অপেক্ষা গভীরতর প্রেম এবং উৎসাহ অপেক্ষা অগ্নিময় উৎসাহ আছে। তোমার করুণা বারিতে তোমার ব্রাহ্মসমাজকে আবার অভিষিক্ত করিয়া লও। তোমার চারিদিকের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সন্তানদিগকে উন্নত, সরস, এবং নির্ম্মল কর। হে প্রেমময় পতিতপাবন! তোমার শ্রীচরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

নিশীথ।

রবিবার ৩১শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

আমরা ব্রাহ্ম, কাল পূজা করি না; কিন্তু আমরা কাল মানি। অনন্ত কাল অতি গম্ভীর ব্যাপার। যখন কিছুই ছিল না, তখনও অনন্ত কাল। পৃথিবীর সৃজন হইল অনন্ত কালসাগর মধ্যে। ঈশ্বরের যত মহা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে সকলই এই অনন্ত কাল সমুদ্রের মধ্যে, আর ও কত সহস্র, অযুত, লক্ষ, ঘটনা এই অসীম সমুদ্রে বিলীন হইবে কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? সেই অনন্ত কাল যাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত এবং প্রাণ স্তব্ধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহা আনন্দের ব্যাপার। এই জন্য যে দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং সেই অনন্ত কাল সাগরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন অনন্ত কালসাগরশয্যায় সেই অতি পুরাতন অনাদি অনন্ত ঈশ্বর শয়ান রহিয়াছেন, অনন্ত কালরূপ মহাসাগরে ঈশ্বর ভাসমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই অনন্ত সময় ভাবিতে পারি না। এই অনন্ত কাল সমুদ্রের প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বর বর্ত্তমান। এই যে চারিদিকে অনন্ত কাল ধূ ধূ করিতেছে যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কোন দিকে যাহার কূল কিনারা অথবা সীমা নাই, বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ, কে সেই সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। অনন্ত কালের সঙ্গে যে কেবল আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বরের সম্পর্ক তাহা নহে; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ পদ্ম এই অনন্ত কালরূপ মহা সমুদ্র হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া চির কাল জগতের চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে। মলিন পৃথিবীর সরোবর হইতে স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পঙ্কজ উৎপন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য, যাহা ব্রাহ্মেরা এত আদর করেন, চির কালই থাকিবে। সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, জগতে যে ধর্ম্ম ছিল, যদি তাহার চিহ্ন মাত্রও না থাকে, তথাপি দেখিবে স্বর্গের ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্মের ন্যায় সেই অনন্ত কাল সাগরে ভাসিতেছে। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তোমার নহে, আমার নহে, প্রথম শতাব্দীর নহে, বর্ত্তমান শতাব্দীর নহে, কোন বিশেষ দেশের নহে, কোন বিশেষ কালের নহে, কোন মনুষ্যের নহে; কিন্তু ইহা মনুষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অনন্ত কাল অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিতি করিবে। যথার্থ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপরে কোন বিশেষ মনুষ্য কিম্বা কোন বিশেষ জাতির নাম খোদিত নাই। আবার, ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে যোগ আছে বলিয়াই যে অনন্ত কাল আমাদের এত আনন্দের ব্যাপার তাহা নহে, কিন্তু এই অনন্ত কাল সমুদ্রে আমাদের স্বর্গ রাজ্যের নৌকা ভাসিতেছে। এই ব্রহ্মমন্দির যদি নৌকার ন্যায় ক্রমাগত অনন্ত কাল সাগরে ভাসিত আমরা ইহা কত আনন্দের ব্যাপার মনে করিতাম। কেন না তাহা হইলে আমরা চির কালের জন্য এই মন্দির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মধুর প্রেম যোগ নিবদ্ধ করিতাম, এবং

ইহারই মধ্যে সেই অনন্ত কালের স্বর্গ রাজ্য, প্রেম রাজ্য এবং আনন্দ রাজ্যের অভ্যুদয় হইত। তাহা হইলে আর পাপ এবং অপ্রেমের কষাঘাত সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু আমাদের জীবনে অদ্যাবধি সেরূপ সাধন হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে, আর কল্পনা দ্বারা আমরা সেই সুন্দর প্রেম পরিবার চিত্রিত করিতাম না। আমাদের স্বর্গ রাজ্য সেই মহা কাল সাগরে ভাসিতেছে। যদি একবার সেই স্বর্গে প্রবেশ করি, আর ফিরিতে পারিব না। ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে একবার সেই অনন্ত কালের প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, আর বিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেখানে পরিবর্ত্তন নাই। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল মাস বৎসর, শতাব্দী সেখানে নাই, এক অনন্ত কাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে। আমাদের স্বর্গ রাজ্য সেই অসীম সাগরে ভাসিতেছে। যদি আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম তাহা হইলে, সেই পরলোক বাসী এবং এই পৃথিবীর সমুদয় ঈশ্বর পরায়ণ আত্মাদিগের সঙ্গে, আমরা এক হৃদয় হইয়া সেই মহা সাগরে ভাসিতাম স্বয়ং ঈশ্বর, আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ স্বর্গের পদ্ম, এবং আমাদের স্বর্গ রাজ্য, এ সমুদয় যে মহাকাল সাগরে ভাসিতেছে, যতই গম্ভীর হউক না, তাহা কদাচ ভয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, বরং ইহা আমাদের আশা, আনন্দ এবং জীবনের বস্তু। যখনই আমরা এই অসীম সাগরে প্রবেশ করিয়া আত্মার অমরত্ব অনুভব করি তখন পৃথিবীর এ সমুদয় ব্যাপার বাল্য ক্রীড়া বোধ হয়। কেহ আজ, কেহ কাল সেই মহা সাগরে যাইতেছেন, সকলকেই এই সাগরে ভাসিতে হইবে। ইহার হুঙ্কার এবং তর্জ্জন গর্জ্জন তোমরা কি শুনিতেছ না? আজ একটী বৎসর শেষ হইতেছে, অল্পক্ষণ পরেই আর একটী নূতন বৎসর আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে। এই এক বৎসর কি করিলাম তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার বিচারাসনে আনিয়াছেন। এই এক বৎসর সাধনের দ্বারা আমরা তাঁহার অমৃত সাগরে থাকিবার উপযুক্ত হইয়াছি কিনা তাহা দেখাইয়া দিবেন। গত বৎসর পিতাকে কত পরিমাণে ভক্তি করিয়াছি এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে যেরূপ ভাল বাসা উচিত ছিল আমরা কি তাঁহাদিগকে সেরূপ ভাল বাসিয়াছি? গত বৎসর যদি ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারকে আমরা প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারিতাম আজ লজ্জা এবং ঘৃণাতে আমাদের মুখ এরূপ অবনত হইত না। এবং আজ তাহা হইলে যত গুলি প্রার্থনা এই মন্দির হইতে উত্থিত হইল, সে সকল গভীর দুঃখের ক্রন্দন না হইয়া আশা এবং আনন্দের ঘটনা হইত। আজ ঈশ্বর তাঁহার সেই পুরাতন সুন্দর মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছেন। আজ ব্রাহ্মগণ! তোমরা লজ্জিত বদন কেন? কেন আজ তাঁহাকে তোমরা মুখ দেখাইতে পারিলে না? কেন আজ ব্রহ্মের চরণ ধরিয়া, আশা এবং সুখের কথা বলিলে না? সমস্ত বৎসর কি ঈশ্বর তোমাদিগকে একটীও আশার কথা বলেন নাই? যদি তাঁহার চরণতলে ২।১টী ভাইভগ্নীকে লইয়াও স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক তবে কেন আজ তোমাদের ভয়ানক দুঃখের কথা ব্রহ্ম মন্দির বিদীর্ণ করিল। তোমাদের দুঃখ লজ্জা দূর করিতে পারেন কেবল ঈশ্বর তিনি আসিয়া যদি তোমাদের মুখ তোলেন, তবেই আবার তোমরা মুখ দেখাইতে পার। অনন্ত কাল সাগরের এই একটি ঢেউ চলিয়া গেল। যত বৎসর যায় যাক্, প্রাণেশ্বরের ঘরে যাইবার, পিত্রালয়ে আনন্দ ভোগ করিবার সময় নিকটে আসিতেছে। কিন্তু কি দুঃখের কথা যত বৎসর যাইতেছে, ততই আমাদের পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জীবন পুস্তক খুলিয়া দেখি সহস্র সহস্র পাপে আমাদের অন্তর মলিন হইয়াছে। সেই যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন এই কার্য্য করিও না দেখি আমি অবাধ্য হইয়া সেই কার্য্য করিয়াছি। এই রূপে পিতার অবাধ্য হইয়া যত কুকর্ম্ম করিয়াছি সকলই সেই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আত্ম প্রবঞ্চনায় সমস্ত বৎসর গিয়াছে; কিন্তু শেষ দিন গেল না। বৎসরান্তে সে সমুদয় স্মরণ করিয়া এখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে। যে বৎসর ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে এত আক্রমণ করিলাম তাহাকে বলিলাম রে পুরাতন বৎসর! শীঘ্র চলিয়া যা। এখনই চলিয়া যাইবে; কিন্তু পাপ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই রূপে যখন জীবনের শেষ রাত্রি আসিবে মৃত্যুর সময় সেই অর্দ্ধ ঘন্টা তখন কোন মতেই কাটিবে না। আজ দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার বক্ষ দেখাইতেছেন, কে তাহা কত বাণে বিদ্ধ করিয়াছে। এমন সুখের বৎসর কবে আসিবে যখন দেখিব ঈশ্বরের কাছে আর আমাদের লজ্জার কারণ নাই। এবং আর অনায়াসে ভাই ভগ্নীদিগকে পদাঘাত করিয়া সহজে চলিতে পারি নাই? অনেক পাপ করিয়াছি পুরাতন বৎসর দেখাইয়া দিতেছে। সত্যকে পদাঘাত করিলে, ভাই ভগ্নীদিগকে অনাদর করিলে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয় পুরাতন বৎসর তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। অনেক কথা মুখে বলিয়া কার্য্যে করি নাই, পুরাতন বৎসর গুরু হইয়া সেই কপটতার শাস্তি দিতেছে।

(বারটা বাজিয়া গেল।)

এই বৎসর শেষ হইল, এই পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হইবে না। শিক্ষা দিয়া গেল, যে এক বৎসরের মধ্যে আমরা প্রাণের মধ্যে কত কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছি। লজ্জা ঘৃণায় কাঁদাইয়া, আমাদের মস্তক অবনত করিয়া গেল।

এস, নূতন বৎসর! তোমাকে বুকে লইয়া পিতার অনন্ত কাল সমুদ্রে ভাসি; কিন্তু ভয় হয়, ভাবী সন্তাপে মন সন্তপ্ত হইতেছে, পাছে তোমার মৃত সহোদরের সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করিয়াছি তোমার প্রতিও সেরূপ দুর্ব্যবহার করি। তুমি আমাদিগকে কি শিখাইতে আসিতেছ? তোমার মধ্যে কত ঘটনা আছে জানি না। বল, ব্রাহ্মেরা মরিবে কি বাঁচিবে? শরীরের মৃত্যুর কথা বলিতেছি না; কিন্তু আমাদের সকলের ধর্ম্ম জীবন থাকিবে না বিনষ্ট হইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলে হৃদয়ের রক্তপাত হয়, প্রাণ বিকম্পিত হয়, যে আগামী বৎসর আমাদের মধ্যে কাহারও ধর্ম্ম জীবন থাকিবে না। ভাই ভগ্নী বাঁচিবেন কি রূপে যদি কেহ তাঁহার হস্ত হইতে ধর্ম্মরত্ন কাড়িয়া লয়। চারিদিকে দয়াময়ের জয় ধ্বনি শুনিব, অথচ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এক বিন্দু ভক্তি থাকিবে না, ভাই ভগ্নীদিগকে কাছে দেখিব অথচ আমি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে পারিব না, যে সকল মধুর সঙ্গীত গাইয়া আমি নিজে বৃক্ষ তলে, কিম্বা সরোবর তটে বসিয়া সুখী হইতাম, ভাই ভগ্নীরা সরল ভক্তির সহিত সে সকল গাইবেন কিন্তু আমি শুনিয়া হাসিব ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইতে পারে? বন্ধুগণ! যদি তোমরা ইহার বিপরীত কথা বলিতে পার তবে তোমাদের দুর্গতির শেষ নাই। যদি বিশ্বাস থাকে বল, যে কোন শত্রুই তোমাদের ধর্ম্ম জীবন বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি তেমন বিশ্বাস প্রেম না থাকে এই ৩৬৫ দিনের মধ্যে হয়ত ভয়ানক অধোগতি হইবে নতুবা প্রাণ মরিবে, এ বৎসরকে বিদায় দিতে আর এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিবে না। হয়ত বীরের মত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বল, আমরা মরিতে পারিব না, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের মৃত্যু নাই, কেনন। ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃত পান করাইয়া অমর করিয়াছেন। এক বৎসর কেন সহস্র বৎসরেও আমরা মরিব না। তোমাদের গত জীবনে শত শত পাপ থাকে ক্ষতি নাই কেবল আত্মা যদি এই কথা বলিতে পারে আমাদের আত্মা যে এখন স্বর্গীয় জীবন পাইয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই, তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। ঈশ্বর স্বয়ং প্রবঞ্চনার দিন শীঘ্র শেষ করিয়া দিতেছেন এখন ঠিক বিশ্বাসের কথা বল। এই কথা কি তোমরা সত্য করিয়া বলিতে পার যে আমরা আর কিছু হই না হই, ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা অমর হইয়াছি, আমাদের পক্ষে প্রাণে মরা তিনি অসম্ভব করিয়া দিয়াছেন তিনি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, "সন্তানগণ! তোমাদিগকে মরিতে দিব না।" এই আশার কথা প্রাণের মধ্যে শুনিয়াছি বলিয়াই তাঁহাকে এত ভাল বাসি। যাঁহারা আজ অধোবদনে প্রার্থনা করিলেন তাঁহারাই দৃষ্টান্ত হইয়া বলুন যে আমরা অমৃতত্ব পাইয়াছি। যদি তাঁহাদিগকে লইয়া ঈশ্বর বিশেষ কোন কার্য্য সম্পন্ন না করিবেন তবে তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন কেন? তাঁহারা যদি এ বৎসর স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত না দেখান তবে কি তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবেন? ঈশ্বর যাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত করিলেন, তাঁহারা আসুন। এবার যেন বৎসরের শেষ দিন তাঁহারা বলিতে পারেন, "এই দেখ আমরা সুখী হইয়াছি স্বর্গ হইতে প্রেমবারি আসিয়া আমাদের উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে অশান্তি নাই।" এস বন্ধুগণ! আর বিলম্ব করিও না, প্রেম অনুরাগে তোমরা সকলেই আমাদের গুরু এবং শাসন কর্ত্তা হইলে। যদি তোমরা বল, আমাদের চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ, তবে নিশ্চয়ই আমরা যথার্থ পরিত্রাণ পথে যাইতেছি; কেবল প্রেমপূর্ণ শাসন দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ বাঁচিবে। এই জনাই দয়াময় ঈশ্বর পরস্পরের শাসনে পরস্পরকে নিযুক্ত করিয়া দিতেছেন। তুমি ভাই হইয়া যদি আমাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ না কর পরম পিতা, যিনি এত বড় অন্তর্যামী, তাঁহার নিকটে কিরূপে সাধু বলিয়া গৃহীত হইব? যদি ভাই ভগ্নীর মনে কিছু মাত্র সুখ না দিলাম তবে কিরূপে স্বর্গীয় পিতাকে এ মুখ দেখাইব? অতএব তোমরা যাহাদিগকে গ্রহণ না করিবে তাহারা পিতার কাছেও অগ্রাহ্য হইবে। তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বল অমুক ভাই স্বর্গে চলিলেন তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করিবেন। এই রূপে একটী একটী করিয়া প্রত্যেক ভাই ভগ্নীকে তোমরা প্রসন্নতা প্রদায়ক এক এক খান নিয়োগ পত্র দাও। ঈশ্বরের প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে অবহেলা করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। সমুদয় বিশ্বাসী মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া যে স্থানান্তরে কিম্বা পরলোকে যায় সেখানেও তাহার বিরুদ্ধে স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবরুদ্ধ হয়। অতএব সকলেই বিশ্বাসীদিগকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস এবং প্রেম দাও। তাঁহাদের শাসনে শাসিত হও। পরস্পরের শাসনে সংশোধিত এবং পবিত্র হইয়া পবিত্র প্রেমময় পিতার রাজ্য সাধন কর। এস অহঙ্কার বিনাশ করিয়া সকলে দাস দাসী হইয়া পরস্পরকে প্রভু বলি, এবং প্রেমে বিগলিত হইয়া পরস্পরের সেবা করি, তাহা হইলে যিনি প্রভুর প্রভু, জগতের পরম প্রভু, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিব। বিনীত ভাবে দাসত্ব করিয়া ভাই ভগ্নীদের প্রসন্নতা লাভ করিলে দেবতাদিগের জয়ধ্বনির মধ্যে আমরা স্বর্গরাজ্যে গৃহীত হইব। সাধু ভ্রাতাদের সাধ্বী ভগ্নীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের দাস দাসীদের দাসত্ব

করা সামান্য অধিকার নহে। স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই যাঁহারা সকলে একত্র হইয়া প্রেমেতে এবং কুশলে বাস করেন।

বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ।

সম্প্রতি চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শিমণ্ডলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। অদ্যাপি খৃষ্টধর্ম্মাক্রান্ত লোক অপেক্ষা এই ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম্মাপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন; এবং তৎকালে ইহাতে যেরূপ উৎসাহ, বৈরাগ্য, ধ্যানপরায়ণতা, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ধর্ম্মবীরত্ব, প্রাণদান ও ভ্রাতৃভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে নাস্তিকবাদের অপবাদে ইহাকে অগ্রাহ্য করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। এত দিন এ ধর্ম্ম নাস্তিকতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, এত দিন ইহার বিষয়ে পৃথিবীর সমুদায় লোক অনভিজ্ঞ ছিল, কিন্তু এক্ষণে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এ সম্বন্ধে চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ব্বে যে ধর্ম্মের জন্য লোকে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, কত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, অকুতোভয়ে আপনার জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, সে ধর্ম্মের প্রভাবে কি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? এই জন্যই অনেকে এ ধর্ম্মের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন। ইহার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইদানীং আমেরিকার কোন প্রসিদ্ধ লোক "বুক্ অব্ গড" (Book of God) নামে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এক খানি সংকলিত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এ ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছি। এ সম্বন্ধে যত দূর সত্য জ্ঞাত হওয়া যায় আমরা তাহা ক্রমশঃ পাঠকগণের গোচর করিব।

এই ক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবনা আরম্ভ করা যাউক। আজ কাল সংশয়বাদী নাস্তিক রকমের লোক যাঁহারা সম্বাদপত্রিকার সম্পাদকরূপে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের বিশাক্ত মত সপ্রমাণ করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে নানাবিধ উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাঁহারা অসম্যক্‌দর্শী, আপনাদিগকে ও অপরকে ভ্রমজালে জড়িত করিতে ভাল বাসেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ কাহাকে বলেন ইহা সপ্রমাণ হইলে, ইহাঁদিগের অসম্যক্‌দর্শন সর্ব্বথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

নির্ব্বাণ কি? এই গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর আমরা প্রমাণ সহ দিতেছি। ১ সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগই নির্ব্বাণ, ২ পার্থিব সুখদুঃখের অতীত স্থানে চিত্তের স্থির শান্তিলাভই নির্ব্বাণ, ৩ মানবীয় আত্মার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নির্ব্বাণ, ৪ শারীরিক অস্তিত্ব বিনাশ অথবা জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত অবস্থার নাম নির্ব্বাণ; ৫ আত্মার সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব নির্ব্বাণ, ৬ আত্মানুরাগবিনাশই পূর্ণ নির্ব্বাণ, আত্মার একান্ত ধ্যাননিমগ্নাবস্থা নির্ব্বাণ। ৮ আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ত অবস্থিতিই প্রকৃত নির্ব্বাণ। ধর্ম্মপদগ্রন্থে বুদ্ধ স্বয়ং এই রূপ বলিয়াছেন; আমরা নিম্নে তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেছি।

"সহিষ্ণুতাই সর্ব্বোচ্চ নির্ব্বাণ। যাঁহারা ধ্যান পরায়ণ; সহিষ্ণু ও উৎসাহশীল তাঁহারা নির্ব্বাণের উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করেন।"

"স্বাস্থ্য সর্ব্বোচ্চ লাভ, সন্তোষ পরম ধন ও নির্ব্বাণ শ্রেষ্ঠ আনন্দ।"

"তোমার হৃদয় হইতে আত্মানুরাগ দূরে নিক্ষেপ কর; এবং তোমার পথ নির্ব্বাণ ও আরামের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে।"

"ক্ষুধাই বিষম রোগ, শরীরই সকল দুঃখের মূল এই জ্ঞানই নির্ব্বাণ ও পরমানন্দ।"

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

বিগত ৩১ চৈত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমস্ত দিবস উপাসনা, পাঠ, বক্তৃতা আলোচনাও নগর সঙ্কীর্ত্তনাদির সহিত উৎসব হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের যত্ন ও আয়াসে যেমন এই সমাজের গৃহটী প্রস্তুত হইল, আমরা আশা করি ইহার আধ্যাত্মিক গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাঁহারা সমধিক উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিবেন।

আগামী ২০ বৈশাখ শনিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে ১৭,১৮ ও ১৯ বৈশাখ প্রতি দিন সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে।

বিগত তিন সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন লিখিত পাঁচটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ২৬ চৈত্র মঙ্গলবার গয়া, ১ বৈশাখ সোমবার হাজারিবাগ, ৭ বৈশাখ রবিবার জব্বলপুর, ১১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শান্তিপুর, ও ১৪ বৈশাখ রবিবার কাণপুর। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু গয়া, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল হাজারিবাগ, অঘোরনাথ গুপ্ত জব্বলপুর ও কাণপুর এবং দীননাথ মজুমদার শান্তিপুরের উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে গত উৎসবে গয়া ও হাজারিবাগের ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়াছে; আমরা আশা করি তাঁহাদিগের উৎসাহ দৃঢ় ও স্থায়ী হউক।

কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ করিয়া দাতাদিগের নিম্নলিখিত দান স্বীকার করিতেছি।

এককালীন দান।

লণ্ডনস্থ কুমারী সোফিয়া ডবসন কলেট কর্ত্তৃক সংগৃহীত		৬৬২৷৹
নাড় নগরের রাজা	...	৫০
শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন	ময়মনসিংহ	৫০
" " পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত	পূর্ণিয়া	৪০
" " বিশ্বনাথ রায়	লক্ষ্ণৌ	৩০
" " মাধবচন্দ্র রায়	...	৩০
" " শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	১৫
" " ভগবানচন্দ্র বসু	কাটোয়া	২০
" " হরচন্দ্র দত্ত	ইন্দোর	১৫
" " দুর্গাচন্দ্র সরকার	...	১০

" " কালীনাথ ঘোষ	জব্বলপুর	১০
" " লক্ষ্মণচন্দ্র স্তায	মঙ্গলগঞ্জ	১০
" " কৈলাস চন্দ্র মিত্র	গৌরনগর	১০
" " শিবচন্দ্র দেবের স্ত্রী	কোন্নগর	১০
" " গঙ্গা গোবিন্দ নন্দী	ইন্দোর	১০
" " শিবচন্দ্র নন্দী	...	১০
" " গদাধর খাঁ	রংপুর	১০
" " হরমোহন বসু	ময়মন সিংহ	১০
" " ব্রজলাল ঘোষ	লাহোর	৫
" " রামচন্দ্র ঘোষ	পুর্ণিয়া	৫
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	৫
" " অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পাল	...	৫
" " হরকুমার সরকার	...	৫
" " গোপালচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৫
" " তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী	সন্তোষ	৫
" " কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ	ময়মনসিংহ	৫
" " কালীকুমার গুহ	ঐ	৫
" " আনন্দনাথ ঘোষ	ঐ	৫
" " শ্রীনাথ চন্দ্র	ঐ	৫
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	ঐ	৪
" " রতনমণি গুপ্ত	ময়মনসিংহ	৩
" " প্রহ্লাদচন্দ্র পাল	...	২
" " নীলমণি কোয়ার	ভদ্ররক	২
" " হরিমোহন ঘোষ	শিবসাগর	২
" " আশুতোষ ধর	..	২
" " নিমাইচাঁদ শীল	...	২
" " জানকী নাথ কর	ময়মন সিংহ	২
" " চন্দ্রমোহন ঘোষ	...	২
লাডলী মোহন ঘোষ	...	২
একটী বন্ধু	সিন্ধ	৩০
পাঁচ জন বন্ধু	...	৫
একটী বন্ধু	...	৫
একটী মহিলা	শিবসাগর	২
ব্রাহ্মসমাজ বগুড়া	...	৩০
,, ব্রাহ্মণ বেড়িয়া	...	২৫
,, শ্রীহট্ট	...	২৫
,, গয়া	...	২০
,, গৌর নগর	...	১৮
,, রাউল পিণ্ড	...	১৮
,, বহরমপুর	...	১০
,, চট্টগ্রাম	...	১০
,, মুঙ্গের	..	৪
,, শান্তিপুর	...	৩
,, ফরিদপুর	...	২
,, বাগআঁচড়া	...	২
,, কোন্নগর	...	১
,, ময়মন সিংহ	...	২
,, কালীঘাট	...	১

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু উমানারায়ণ সেন চাউল		৪/০	আন্দাজ মূল্য	১৩
,, ,, শশীভূষণ বিশ্বাস	ঐ	১।০	ঐ	৪
,, ,, ভুবনকৃষ্ণ সিংহ	ঐ	১/০	ঐ	৩
,, ,, ত্রৈলোকানাথ দেব	ঐ	১/০	ঐ	৩
,, ,, রাধিকাপ্রসাদ বিশ্বাস		..		৫
,, ,, তুর্লভচন্দ্র সরকার		...		২
,, ,, মতিলাল রায়		...		২
,, ,, আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		...		২
,, ,, গোবিনচাঁদ ধর		...		২
,, ,, হরিচরণ বসু		...		১
,, ,, কালীনাথ দত্ত		...		১
চারিটী বন্ধু		...		২
কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষা প্রাপ্তি		...		৪
চোরবাগানের কয়েকটী বন্ধু		...		২
একটী ভদ্র মহিলা		...		১

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন	...	২০
" " গুরুপ্রসাদ সেন (বাঁকিপুর)	...	১৬
" " গোপালচন্দ্র সরকার (ডেরাডুন)		৬
" " গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাউলপিণ্ড)		৬
" " সারদাপ্রসাদ সিংহ (লক্ষ্ণৌ)	...	৬
" " দেবেন্দ্রনাথ পাল	...	৬
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	৫
" " গোপীকৃষ্ণ সেন	ময়মন সিংহ	৫
" " মধুসূদন সেন	...	৪
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	মৃজাপুর	৪
" " নবীনচন্দ্র ঘোষ	জামালপুর	৪
" " শ্রীনাথ পাল	...	৩॥০
" " যদুনাথ দে	...	৩
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী	বরাহনগর	৩
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	৩
" " প্রসাদদাস মল্লিক	...	২॥০
" " হরিদাস শ্রীমানি	...	২॥০
" " কৃষ্ণ দয়াল রায়	...	৪
" " নীলমণি ধর	...	২
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২
" " গোবিন্দনাথ সেন	দিনাজপুর	২
" " নরেন্দ্রনাথ সেন	...	২
" " তারকনাথ দত্ত	...	২
" " মহাতাপ চাঁদ চন্দ্র	...	১
" " কৈলাশচন্দ্র সেন	...	১
" " নিমাইচাঁদ শীল	...	১
" " কৈলাসচন্দ্র মিত্র	গৌরনগর	১
" " কালী কুমার বসু	ময়মন সিংহপ	১
" " শরচ্চন্দ্র রায়	ঐ	১।।০
" " গোপাল গোবিন্দ চৌধুরী	...	।।০
শ্রীমতী কৈলাস কামিনী মিত্র	গৌরনগর	১
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ বস্ত্র খরিদ	...	৩৪।০
হাজারীবাগ ঐ	...	২৩/০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫
কোন্নগর ঐ	...	৬
বেণেপুকুর ঐ	...	৩

প্রচারের সাহায্যার্থ সভা
কলিকাতা, ২৭এপ্রিল ১৮৭৪, } ডুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই তারিখে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible]ম ভাগ। [illegible]ম সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।।

স্তোত্র।

হে প্রেমময় করুণা নিধান ঈশ্বর! যদিও আমি মোহবশতঃ তোমার অতি নিকটে থাকিয়াও অনেক সময় তোমাকে দেখিতে পাই না, এবং তুমি যদিও স্বরূপ অনন্ত দেবতা, তথাপি হে নাথ! হে ভক্তবৎসল দীনবন্ধো! যখন আমি নির্জ্জনে বসিয়া তোমার সুমিষ্ট স্বভাব আলোচনা করি, এবং তোমাকেই এক মাত্র সারবান্ জীবন্ত সত্য বলিয়া অনুভব করি, তখন আর এ জীবনে কোন অসুখ থাকে না; এবং তখন ইহকাল পরকাল পৃথিবী স্বর্গ সকলই তোমার অনন্ত সত্তাতে পরিপূর্ণ দেখি। তোমার স্বরূপ এবং মধুরতা বাক্য দ্বারা বর্ণনীয় নহে; কিন্তু হে দেব! তোমার মাধুর্য্য লোকে যদিও বুঝিতে পারে না, তথাপি সকলের হৃদয়ে তুমি এমন এক শক্তি দিয়াছ যাহা দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্য স্বভাবতঃই তোমার প্রেম সম্ভোগ করিতে পারে। ধন্য হে হৃদয় সখা, তোমাকে আমি ধন্যবাদ করি। এত প্রেম এত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও যদি তোমাতে মন না মজে তবে আর সে কঠোর মন কোন্ বস্তুতে মজিবে? তুমি আমার জীবনের সার, আত্মার অবলম্বন, অনন্তকালের আশ্রয়, আমি তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি। তুমি নিত্য কালের সঙ্গী, চরম কালের বন্ধু, সংসার ভবসমুদ্রের এক মাত্র কাণ্ডারী, আমি তোমাকে বিনীত ভাবে নমস্কার করি। তোমা হইতেই সুখ সম্পদ প্রীতি পবিত্রতা লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ হয়; তোমাকে নিকটে পাইলে আর কোন ভয় থাকে না, পাপ পলায়ন করে, দুঃখ যন্ত্রণা চলিয়া যায়। হে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? তোমার সম্বন্ধেই সকলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, তোমার অনুগ্রহেই আমি সকল পাইয়াছি। হে অনাথ নাথ! তোমাকে ছাড়িয়া আমি এ পৃথিবীতে কাহার নিকট থাকিব? কেইবা আমাকে এমন করিয়া যত্ন এবং স্নেহ করিবে? সকলই অসার, তোমা ভিন্ন সকলই অন্ধকার। হে জীবনের জীবন! আমি চিরদিন তোমাকে লইয়াই থাকিব। দয়াময়, আমার অধম মস্তক সর্ব্বদা তোমার চরণে নত হইয়া থাকুক; আমি ভক্তিভরে তদীয় মঙ্গল পদে বারম্বার প্রণিপাত করি।

পরোপকার এবং সেবা।

মনুষ্য অন্যের জন্য জীবন ধারণ করিবেন, তাঁহার নিজের যাহা কিছু আবশ্যক তাহা

তিনি ঈশ্বর হইতে পাইবেন ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চতর আদেশ। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা আমি সেই অমৃতময় পুরুষকে না পাই তাহা লইয়া আমি কি করিব? এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হইতেছে তত ক্ষণ আমাদের জীবনের কোন মূল্য স্থির হইতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম দিয়া এই গুরুতর বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কেন না ঈশ্বরের রাজ্যে কার্য্য সকলেই করিয়া থাকে। জড় প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া জগতের অনেক উপকার সাধন করিতেছে, বর্ত্তমান সময়ে বিচিত্র বাষ্পীয় যন্ত্র সকল জনসমাজের প্রচুর হিতসাধন করিতেছে, কিন্তু ইহাদের কার্য্যের সঙ্গে কি হৃদয়বান্ মানবকুল হিতৈষী ব্যক্তিদিগের কার্য্যের তুলনা হইতে পারে? অন্যায় উপার্জ্জিত ধনে কত লোক কত পরোপকার করিয়া থাকেন, মান সম্ভ্রম এবং স্বার্থের অনুরোধেও পৃথিবীতে অনেকে অনেক মঙ্গল কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু এ সকলের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কোন আশা নাই। যে পরোপকারের মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থের যোগ নাই, এবং যাহা উপকৃত ব্যক্তির নিকট কোন পুরস্কার বা প্রশংসা প্রত্যাশা করে না, কিন্তু পুণ্য হইবে, মুক্তি পাইব, জীবন কৃতার্থ হইবে এই বিশ্বাসে যাহা নিয়োজিত হয় তাহারই দ্বারা অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনা আছে।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে কত কত লোক দেহ মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও সৎকার্য্যের ফল ভোগে বঞ্চিত থাকেন। পরের জন্য এক ব্যক্তি চির দিন প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু শেষে এমন একটী অহঙ্কার কিম্বা স্বার্থের কথা তিনি বলিলেন যে, তাহা দ্বারা তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গেল, উপকৃত ব্যক্তিও সেই অসাধু ব্যবহারে বিরক্ত হইল। উপকারের বিনিময়ে যিনি অন্য আর কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি অন্ততঃ হয়তো একটু কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা রাখেন। পরোপকারের মধ্যে ফলাফল বিবেচনা, ক্ষতি লাভের গণনা এমনি গূঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট থাকে যে মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও অনেক সময় কোন না কোন স্বার্থের পরতন্ত্র হইয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাত আচরণ করিতে দেখা যায়। অনেকের পক্ষে দেশ হিতকর কার্য্য স্বয়ংই একটী গুরুতর প্রলোভনের বিষয় হইয়া পড়ে। কোনরূপ উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ কিম্বা প্রভুত্ব তাঁহার কার্য্যের মধ্যে এমন ভাবে লুক্কায়িত থাকিতে পারে যে তিনি তাহা অনেক সময় জানিতে পারেন না; জানিতে পারিলেও মোহ বশতঃ সেই গূঢ় দূষিত ভাবকে তিনি কর্ত্তব্য শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করিয়া লইতে বাধ্য হন। যত দিন পর্য্যন্ত পরহিতব্রতে এইরূপ কোন নীচ বাসনা নিহিত থাকে তত দিন ঈশ্বর হইতে কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং জীবনও উন্নত হয় না। অতএব জীবনের প্রত্যেক সৎকার্য্য হইতে স্বার্থপরতাকে এক কালে নিষ্কাশিত করিতে হইবে। যাহা ঈশ্বরের কার্য্য তাহা তাঁহারই নামে সম্পন্ন হওয়া বিধেয়। আত্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের মধ্যেও যেন কোন নীচতম স্বার্থ স্থান না পায়, পরের সেবার জন্য জীবন ইহা যেন সকল অবস্থাতেই স্মরণ থাকে।

পরোপকার এবং সেবা এই দুইটী যে ভিন্ন বিষয় তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। কার্য্যের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, কিন্তু ভাবেতে বিভিন্নতা অবস্থিতি করে। সেবা দ্বারা উপকার এবং পুণ্য উভয় হইয়া থাকে; কিন্তু শুদ্ধ উপকার কেবল ক্ষমতার বিষয়, আর সেবা হৃদয়ের বিষয়। যে কার্য্যের দ্বারা পরিত্রাণ হয় তাহাকেই যথার্থ সেবা বলা যাইতে পারে। সেই সেবার ফল কার্য্যের পরিমাণ কিম্বা ফলোপধায়িতার উপর নির্ভর করে না, কেবল

আন্তরিক যত্ন, সদভিপ্রায় এবং সহৃদয়তার উপর নির্ভর করে। এক জন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করেন, অন্য এক জন একটী পয়সা ব্যয় না করিয়াও কেবল আন্তরিক ভক্তি সহকারে পিপাসার্ত্তকে এক পাত্র জল পান করাইয়া সে ফল লাভ করিতে পারেন। মনুষ্যসেবায় আমার পুণ্য হইবে এই বিশ্বাসে যিনি যে কার্য্য করেন তাহাতেই তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। যে কোন কার্য্য হউক, অতি যৎসামান্য কার্য্যও এই ভাবে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কাহারও কোন একটী আদেশ পালন বা অভাব পূর্ণ করিয়া এরূপ কখন মনে করা উচিত নহে যে আমি একবারে চিরকালের মত তাহার মস্তক ক্রয় করিয়া রাখিলাম। কিন্তু তাঁহাকে জগৎ গুরু বিশ্বাধিপের আদরের ধন প্রতিপালিত সন্তান জানিয়া ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ সেবায় অমৃতত্ব লাভ হয়, মহত্ত্ব বাড়ে, প্রত্যেক সৎকার্য্যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বর প্রেম সম্ভোগ করা যায়।

কম্‌টের অদার্শনিকতা।

আদিম কালে মনুষ্যের ঈশ্বরতত্ত্বে মনোনিবেশ স্বাভাবিক কম্‌ট ইহা অস্বীকার করেন না। কম্‌ট জড় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে প্রস্তুত নন, এবং আর কিছু যে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ইহা তিনি স্বীকার করেন না*। সুতরাং জড়ের অতীত ঈশ্বরকে তিনি তাঁহার দর্শন হইতে তিরোহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জন্যই তিনি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান শ্রেণী ভুক্ত করেন নাই। এক জন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কম্‌ট "ধর্ম্মবঞ্চকগণের প্রতারণা" একথারও প্রতিবাদ করিয়া এবং উহাকে স্বাভাবিক স্বীকার করিয়াও কি প্রকারে উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা পাইলেন? তিনি ঈশ্বরনির্দ্ধারণ মনুষ্যের কল্পনাশক্তির ক্রিয়া সুতরাং মিথ্যা মনে করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে মনুষ্য কল্পনা বশে আপনার চৈতন্য সর্ব্বত্র আরোপ করিয়া ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিয়াছে। অতএব বিজ্ঞানের আলোকে আর উহার অস্তিত্ব কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে?

মনুষ্যের কল্পনাশক্তি যে কেবলই মিথ্যার আধার একথা কখন আমরা স্বীকার করি না। বরং কল্পনাপথে উচ্চ উচ্চ সত্য সমাগত

* কম্‌ট এবিষয়ে আপনার ব্যবস্থিততা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যেখানে সুবিধা হইয়াছে সেখানেই তিনি তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞা নিজে ভঙ্গ করিয়াছেন। প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন "প্রাণকে আমরা আমাদিগের সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বারা জানিতে পাই।" অন্যত্র তিনি এত দূর আত্ম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই "মনুষ্য প্রথমতঃ আপনাকে ভিন্ন আর কিছু জানে না।" আত্মজ্ঞানকে যিনি এক কালে অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন, সুবিধার স্থলে তাঁহার এত দূর আত্মবিস্মৃত হওয়া প্রকৃত দার্শনিকের ন্যায় হয় নাই। বাস্তবিক এই অংশে আমরা কম্‌টের অদার্শনিকত্বের যেমন প্রমাণ পাই এমন আর কোথায়ও পাই না। এখানে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যেরা তাঁহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি মনোবিজ্ঞানের অসম্ভবতা এই বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আমরা আমাদিগের নিজের অবস্থা কি প্রকারে জানিব, কারণ উহার পরিদর্শনে আমাদিগের মানসিক ক্রিয়া স্থগিত করিতে হয়? তাঁহার বিতর্ক এই, আমাদের অনুভবকে অনুভব করা সাক্ষাৎ না ব্যবহিত? সাক্ষাৎ হউক ব্যবহিত হউক, ইহাতে আমরা কোন ইতর বিশেষ দেখিতে পাই না। আমাদিগের বাহ্য জগতের জ্ঞানও এই প্রকার। বাহ্য জগৎ আমাদিগের হইতে ব্যবধানে অবস্থান করিতেছে, এবং তৎ সম্বন্ধে আমাদের যে অনুভব সেই অনুভব আলোচনা দ্বারাই তৎ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। যদি এ সম্বন্ধে উহা প্রচুর হইল, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধেও উহা প্রচুর। কারণ উভয় দিকেই আমরা সাক্ষাৎ অনুভূত বিষয় অব্যবহিত পরক্ষণে আলোচনার বিষয় হইবার জন্য স্মরণ শক্তিকে প্রমাণ স্বীকার করিলাম। বাহ্য জগতের অনুভব সাক্ষাৎ হইলে সাক্ষাৎ জ্ঞান অসম্ভব একথা বলা উন্মত্ততা। উহাও যে প্রকারে আলোচ্য, আত্মতত্ত্বও ঠিক সেই প্রকারে আলোচ্য। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার দেখিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রফেসর মার্টিনো কৃত "Essays Theological and Philosophical" নামক গ্রন্থে "Comte's Life and Philosophy" নামক প্রবন্ধ দর্শন করিবেন।

হয়, পশ্চাৎ পরিদর্শন দ্বারা আমরা তাহাকে দৃঢ় করি এই বাস্তবিক কথা। আমরা বকলের সহিত এক মত হইয়া বিশ্বাস করি, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি যত আবিষ্কার করিয়াছে, কল্পনাশক্তি অধিক না হউক তত আবিষ্কার ভবিষ্যতেও করিবে*। কিন্তু এ স্থলে কল্পনাশক্তির কার্য্য কম্‌টকে কে বলিল? ইহা হইতে পারে, যে শক্তি বা চৈতন্য আপনাতে অনুভব করিলাম, তাহাই আমার জগদভ্যন্তরস্থ শক্তি বা চৈতন্য অনুভব করিবার পক্ষে সহায়ক হইল, কিন্তু তাহা বলিয়া সে জ্ঞান মিথ্যা কিরূপে বলিব? বিজ্ঞান এখন যতই চেষ্টা করুক না কেন, আদিমাবস্থায় মনুষ্য যে চৈতন্য বা শক্তিকে জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতে দেখিয়াছে এখনও তাহা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে নাই এবং কোন কালে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইবে না†।

এই শক্তির জ্ঞান কারণজ্ঞান এবং এই কারণজ্ঞানই ঈশ্বর জ্ঞান। শক্তি বা কারণকে নিয়ম বলিলেও ঈশ্বর স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ সেই নিয়মের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান অবস্থান করিবে। যদি এটি মনুষ্যের মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা হয় উপায় নাই। মনুষ্য যত দিন অবস্থান করিবে, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, এই দুর্ব্বলতার নিকটে তাহাকে প্রণত হইতেই হইবে। কম্‌ট্ নাস্তিকাভিমানী হইয়াও ঈশ্বর অস্বীকার করিতে ভীত হইয়াছেন কেন? বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ মাত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিরোধে কথা বলেন না কেন? এই অপরিহার্য্য স্বাভাবিক জ্ঞানের জন্য। আমরা এই জ্ঞান বিরহিত হইয়া কোন পদার্থের বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। যে প্রকারে কেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করি না তাহার সঙ্গে এই জ্ঞান আসিয়া পড়িবেই।

মনুষ্য প্রকৃতি-নিহিত এই জ্ঞান যদি অপরিহার্য্য হইল, তবে কম্‌ট প্রকৃতির পক্ষপাতী হইয়াও কেন ইহার বাস্তবিকতা স্বীকার করেন নাই, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় যাহা দর্শন করিল না, কোন প্রকারে অবস্থান্তরিত করিয়া যাহার পরীক্ষা সম্ভব হইল না, তাহার বাস্তবিকতা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়, ঈদৃশ নির্দ্ধারণ বাতোচিত। ইহা সত্য হইলে আমাদিগকে সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিতে হইত। কাল এবং দেশ জড়াতীত, অথচ সমুদয় পদার্থজ্ঞান তাহাদের সঙ্গে অনুস্যূত। আমাদিগের অপর সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়ের অতীত। এমন কি ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, অনেক সময়ে আন্তরিক বৃত্তি তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করে। কম্‌টের মতে যে আমাকে সমাদর প্রদর্শন করে, যে কোন প্রকারে বাধিত করিতে চেষ্টা করে, তাহার গূঢ় দুরভিসন্ধি থাকুক ক্ষতি নাই, সেই আমাকে যথার্থ ভালবাসে, কারণ এই সকল বাহ্য নিদর্শন ভিন্ন যথার্থ প্রীতি জানিবার অন্য কোন আন্তরিক বৃত্তি নাই। যাহার একটু সাধারণ

* Before us and arround us there is an immense and untrodden field, whose limits the eye vainly strives to define; so completely are they lost in the dim and shadowy outline of the the future. In that field, which we and our posterity have yet to traverse. I firmly believe that the imagination will effect quiet as much as understanding. -- The Influence of Women on the Progress of knowledge.

† মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ প্রভৃতি যত কিছু শক্তি জ্ঞান, তন্মধ্যে আদিমাবস্থার শক্তি ব চৈতন্যের জ্ঞান অবস্থান করিতেছে কম্‌ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই জন্যই উহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এ কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যে প্রকারেই কেন বিজ্ঞানবিদেরা ব্যাখ্যা করুন না, জগতের অভ্যন্তরে শক্তির কার্য্য কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না এবং সেই শক্তিকে সমুদায় পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। তবে এ কথা সত্য কারণরূপিশক্তিকে আন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, বাহ্যদৃষ্টিতে কখন দেখা যাইতে পারিবে না। আমাদিগের মনের এমনি প্রকৃতি যে উহা সমুদায় পদার্থকে শক্তির প্রকাশ চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। মার্টিনো কৃত উপরোক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধের অতি উৎকৃষ্ট বিচার পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

জ্ঞান আছে, সেও ঈদৃশ জ্ঞানাপন্ন দার্শনিকগণ অপেক্ষা এ সকল সম্বন্ধে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক কম্‌ট যখন মনুষ্যে স্বাভাবিক পূর্ণতার আদর্শ স্বীকার করিয়াছেন, তখনই তাঁহার ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে*।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

বিগত ২৭শে বৈশাখ শনিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের বাসা বাটীতে নূতন বিধি অনুসারে অতি সমারোহপূর্ব্বক একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াগিয়াছে। বিবাহিত দম্পতী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব সদ্বংশজাত। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায়, নিবাস বিক্রমপুর, বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক এম, এ, উপাধিধারী বুদ্ধিমান্ ছাত্র। পাত্রীর নাম শ্রীমতী বিধুমুখী মুখোপাধ্যায় বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর, লেখা পড়া জানেন; ইনি একজন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা মাতামহাশ্রয়ে চিরদিন প্রতিপালিত। বিবাহ সভায় নানা সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বিবাহটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। এই কুলীন কন্যাটী কিরূপে কাহার দ্বারা কৌলীন্য প্রথার বিষম অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এক্ষণে সৎপাত্রের হস্তে সমর্পিত হইলেন তদ্বৃত্তান্ত অতি মনোহর। স্থানাভাব প্রযুক্ত ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। "নির্ম্মলার উপাখ্যান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হওয়া যাইতে পারে। সারদা ও বরদা নামক দুইটী উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবা এই কুলীন কন্যাকে পৌত্তলিকতার কারাগার হইতে মুক্ত করেন। বিধুমুখীর ছোট মাতুল উক্ত সারদা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন তখন হইতেই তিনি ভাগিনেয়ীকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টায় ছিলেন। দুই তিনবার অনেক অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াও তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিধুমুখীর মাতামহ একজন সে দেশের গণ্য মান্য প্রধান হিন্দু, এবং অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ লোক। তাঁহার পরিবারের মধ্য হইতে কুলীন কন্যাকে উদ্ধার করা অতিশয় অসমসাহসিকতার কার্য্য ছিল। কিন্তু সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর সর্ব্বদাই আছেন, সারদা বরদা বিশেষ কৌশলে পুনঃ পুনঃ পরিশ্রম দ্বারা সেখান হইতেও বিধুমুখীকে তৃতীয়বারের চেষ্টায় উদ্ধার করিলেন। একদিন রাত্রিযোগে নৌকা করিয়া বরদা ও ঢাকাস্থ আর দুইটী যুবা বিধুমুখীর মাতামহাশ্রয় নওগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন এবং কোন সঙ্কেতে বিধুমুখীকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। ক্রমে তাঁহারা প্রবল তরঙ্গায়িত পদ্মানদীতে আসিয়া পড়িলেন। অল্পকাল পরেই গ্রামে গোল উঠিল, বিধুমুখীর মাতামহের বাটী হইতে লাঠীয়াল সহ দুই তিনখানি নৌকা বহু ক্ষেপণী সংযোজনপূর্ব্বক দুই তিন দিক্ দিয়া তাঁহাদের অন্বেষণে বাহির হইল। ঘটনাক্রমে বিধুমুখীর নৌকা আবার পদ্মার চড়ায় অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার কৃপায় তাঁহাদের সহিত আক্রমণকারীদিগের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। যদি সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে বরদা ও যুবা দুইটীর প্রাণ বাঁচিত না। তদনন্তর তাঁহারা বরিশালে উক্ত দুর্গামোহন বাবুর আশ্রয়ে উপস্থিত হন। এদিকে ঢাকার মাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়া কলিকাতার থানায় থানায় তাহা প্রেরিত হইল, ঢাকা হইতে তারে সংবাদ আসিল, কুষ্টিয়ার ঘাটে লোক বসিল, অবশেষে বিধুমুখীর মাতামহ স্বয়ং এক ওয়ারেন্ট লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, চারিদিক্ হইতে মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। তখন বিধুমুখীর কেহই সহায় ছিল না। কিন্তু বাবু মনোমোহন ঘোষ ও বাবু দুর্গামোহন দাস প্রথম হইতে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন। সেই বিপদের দিন আমাদের মনে এখনও জাগ্রত আছে। শেষে হাইকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হইল। মনোমোহন বাবুর বিশেষ যত্ন এবং চেষ্টায় তাহা হইতেও বিধুমুখী সবান্ধবে বাঁচিয়া গেলেন। আমেরিকাবাসী কোন কোন দয়ালু ব্যক্তি নিপীড়িত দাসদিগকে যেরূপে রক্ষা করিতেন এ ঘটনাও তৎ সদৃশ। সেই কুলীন কন্যা এই বিধুমুখী। ইহাঁর

---

* ১৭৯৪ শকের ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে "নিরপেক্ষতার গুণ ও দোষ" নামক প্রবন্ধ দেখ।

বিবাহ আমাদের একটী বিশেষ আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের স্নেহাস্পদ ভ্রাতা সেই সারদা বিবাহের পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব আমরা এ সময়ে বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে এবং এই বিবাহিত দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন। বিধুমুখী পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক ঈশ্বরের চরণে চিরকৃতজ্ঞ দাসী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

অজামিলের আখ্যায়িকা।

কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে শ্রুতসম্পন্ন, সদাচার, মৃদু, সুন্দরপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয় দমনপরায়ণ, নিত্যব্রতশীল, সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, সাধু, পরিমিতভাষী এবং অশূয়াশূন্য ছিলেন। অতিথি বৃদ্ধাদির সেবা এবং অপরাপর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নিত্যকৃত্য ছিল। ইনি এক সময়ে পিতৃ আজ্ঞায় সমিৎ কুশাদি আহরণ জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সম্মুখে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হইল যে তাঁহার সমুদায় জ্ঞান ও ধীরতা তাঁহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সেই হইতে তাঁহার জীবন সর্ব্বথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সৎকুলজাতা, অপ্রৌঢ়া, সাধ্বী নিজ পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পাপপ্রবৃত্তা স্বৈরিণী দাসীতে তিনি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পৈতৃক অতুল সম্পত্তি সেই দাসীর কুটুম্বভরণে নিঃশেষিত হইয়া গেল। পরিশেষে দ্যূত ক্রীড়া,পণ, প্রতারণা,চৌর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক নিন্দিত জীবিকা অবলম্বন করিলেন। অষ্টাশীতি বর্ষ বয়সে ইহাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সেই দাসীগর্ভে তাঁহার দশটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে নারায়ণ নামা কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি তিনি নিতান্ত আসক্ত ছিলেন। সর্ব্বদা তাহাতে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, এবং তাহাকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিতেন। মৃত্যু সময়ে মৃত্যুদূত গণের বিকট ভয়ঙ্কর বেশ দর্শন করিয়া নিকটে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত সেই সন্তানকে নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। মৃত্যুসময়ে অজামিল মুখে এই নাম উচ্চারণ শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন।

বিষ্ণুদূতগণ অজামিলের হৃদয়দেশ হইতে আত্মাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করত যমদূতগণকে উহাকে সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। যমদূতেরা ইহাতে রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল এই নিন্দিতপ্রকৃতি ঘৃণিতাচার পাপিষ্ঠের আত্মার অধিকারী মৃত্যু, তোমরা কে যে প্রতিরোধ করিতেছ? এ দণ্ডার্হ, ইহাকে আমরা তোমাদের কথায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিষ্ণুদূতগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের প্রমাণ, দণ্ড্য অদণ্ড্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। উভয় শ্রেণীর দূতমধ্যে ধর্ম্মবিষয়ের তত্ত্ববিচার আরম্ভ হইল। পরিশেষে যমদূতগণ অজামিলকে পাশ বিমুক্ত করিল। অজামিল পাশমুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। দূতগণমুখে সগুণ নির্গুণ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আশু তাঁহার ঈশ্বরে ভক্তি উদয় হইল, এবং পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া অকৃত্রিম অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে তিনি ভাবিতে লাগিলেন মৃত্যুযন্ত্রণাকালে এই যে একটি আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম ইহা কি স্বপ্ন? কিন্তু তিনি এই ঘটনা হইতে যে জ্ঞান লাভ করিলেন স্বপ্নজ্ঞানে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি তখনই যোগারূঢ় হইয়া সালোক্য মুক্তি লাভ করিলেন।

পাপিগণের পক্ষে এই আখ্যায়িকা বাস্তবিকই সাতিশয় শান্তিপ্রদ। ইহা হইতে আমরা কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করিতেছি প্রথমতঃ দেখিতে পাইতেছি, আমরা শমদমনিষ্ঠ পরম সাধু হইলেও সর্ব্বথা রিপুগণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি না। ঈশ্বর প্রীতি আমাদিগের হৃদয়ের স্থায়ী নিয়ামক না হইলে এ সকলের অনুষ্ঠান সকলই ব্যর্থ। তবে কি ঈসৎ উদ্দেশ্যে আমাদিগের পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত সমুদায় ক্রিয়া বিফল হইয়া যায় কখনই নহে। এক জন ক্রিয়াভ্রষ্ট হইয়া রিপুগণের হস্তে নিগৃহিত হইল, আবার যৎকালীন ঈশ্বর কৃপায় সেই পতনাবস্থা হইতে চৈতন্য লাভ করিল, তখন বলিতে পারা যায়, পূর্ব্বানুষ্ঠানের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিয়াই

তাহার অনুরাগ আরো পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধু-হইবার অভিলাষ একবারও যাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, আধ্যাত্মিক পতন তাহাকে চিরদিন সেই অভিলাষ হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। জীবনে লাভ না হউক অসহায় মৃত্যুকালে পূর্ব্বাপর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে সে সময়ে অনুতপ্ত হইতেই হইবে। শোচনীয় সেই জীবন, যাহার কোন অংশই ঈসৎ উদ্দেশে যাপিত হয় নাই। যাঁহারা রিপুগণের অত্যাচারে নিপীড়িত তাঁহারা এক বার এই অধ্যায়িকা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করুন, তাঁহারা এক বার যখন ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন সহস্র পাপের মধ্যেও তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ নাই। কেননা সেই আশ্রিতশরণ তাঁহাদিগকে সেই ঘোর দুরবস্থা হইতে বিমুক্ত করিবেনই।

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ।

গতবারের শেষ।

"যে ধ্যানে নিমগ্ন ও অন্তর্দৃষ্টিতে জাগ্রৎ সে নির্ব্বাণের নিকট বাস করে।"

"যিনি নিজ নিকেতন জ্ঞাত আছেন এবং স্বর্গ নরক দর্শন করিয়া মৃত্যুর অতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।"

"যিনি এই সকল সত্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিশ্বাস করেন, তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার গুণ অপরিমেয়।"

"যাঁহারা সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অনাসক্ত হইয়াও আনন্দিত; যাঁহাদের দুর্ব্বলতা পরাস্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা আলোকে পরিপূর্ণ, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াও প্রমুক্ত ও স্বাধীন হইয়াছেন।"

"যিনি চরমগতি লাভ করিয়াছেন ও যিনি নির্ভয়, তিনি অস্তিত্ব (অর্থাৎ শারীরিক) রূপ কণ্টক বিমুক্ত"।

ভিন্য নামক বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে (De Abdis says P. 35.)

"যিনি মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন তিনি আপনাকে প্রমুক্ত করিয়াছেন এবং মুক্তি হইতে স্বাধীনতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

"নির্ব্বাণাবস্থায় মনই কেবল ভাব গ্রহণ করিতে পারে; যাহা চক্ষুর অগোচর, যাহা অসীম ও সর্ব্বতোভাবে মহান্। যেখানে মৃত্তিকা নাই, জল নাই, অগ্নি নাই, বায়ু নাই, ক্ষুদ্র নাই, মহৎ নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই।"

বুদ্ধ প্রথমাবস্থায় এই রূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন (says Lotus) "যখন আমি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিলাম তখন আমার হৃদয়ে এই আলোক প্রকাশিত হইল; আমি সমুদায় মনুষ্যকে এক করিব, অমরত্বের পথ প্রদর্শন করিব, ও জন্মরূপ সাগর হইতে সকলকে আকর্ষণ করিব; আমি তাহাদিগকে সহিষ্ণুতাতে স্থাপন করিব এবং বধির পবিত্র চক্ষু প্রদান করিব।"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, অমরত্ব লাভ, পবিত্র হওয়া ও অশরীরী হইয়া চির শান্তি সম্ভোগ করার নামই নির্ব্বাণ। উত্তর ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ বিষয়ে এই রূপ বিশুদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে।

"নির্ব্বাণ জন্ম নহে, মৃত্যুও নহে; নির্ব্বাণ কোন স্থানবিশেষে নহে, ইহা সর্ব্বগ্রাহী ও সর্ব্বব্যাপী। নির্ব্বাণ আত্মার অস্তিত্ব বিনাশ নহে, কিন্তু ভ্রান্তি বিনাশ, সুতরাং বাস্তবিক। নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতীত ও পূর্ণ; সেই অবস্থা যাহাতে আত্মা উপনীত হয়, যখন আত্মা সমুদায় বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ বিরহিত হয়।"

ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধেরা বলেন;

"নির্ব্বাণ ও বিনাশ (শারীরিক বিনাশ) একই; যে পূর্ণ মনুষ্য তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হন ও তাহাতেই নিবিষ্ট হন, তিনি চিরকালই জীবিত থাকেন ও শান্তি সম্ভোগ করেন।"

সঙ্গার মানো নামে ব্রহ্মদেশীয় কোন বৌদ্ধ গোতমের ধর্ম্ম বিধির বিবরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সে গ্রন্থ অদ্যাপি ঐ দেশে প্রচলিত আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে জন্ম, বার্দ্ধক্য, রোগ ও মৃত্যু বিমুক্তির নামই নির্ব্বাণ। কোন প্রকারে ইহার প্রকৃত ভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না; কিন্তু ঐ সকল হইতে বিমুক্তি ও পূর্ণ শান্তিই নির্ব্বাণের তাবৎ ফল।"

শ্যাম দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণে এলাবেষ্টার (Alabaster) নামে এক জন সাহেব লিখিয়াছেন যে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের মত বিশেষ উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর। তাঁহারা বলেন;

"নির্ব্বাণ কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব, ইহা সুখের স্থান, সেখানে কোন প্রকার দুঃখ নাই। প্রেমই নির্ব্বাণের সুমহৎ রাজ্য; সুখই ইহার উজ্জ্বল নিকেতন।"

চীন দেশীয় বৌদ্ধেরা বলেন "নির্ব্বাণ পূর্ণ শান্তি ও পূর্ণ আরাম"। তিব্বত দেশীয়দিগের মত যে, "নির্ব্বাণ, মুক্তিকেই বলা যায়।" ললিত বিস্তারে লিখিত হইয়াছে, "যেখানে ভাব নাই ও অভাবও নাই তাহাই নির্ব্বাণ।"

আমরা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ সমুদয় বৌদ্ধদিগের মত প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা কি প্রমাণীকৃত হইল? কেবল ইহ লোকই মনুষ্যত্বের চরম গতি, এই ভ্রমাত্মক মত

যে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করিতেন না, ইহা দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হইল। নির্ব্বাণ বেদান্তসারের সমুদায় বিচারের ফল এবং হিন্দু ধর্ম্মের চরম গতি; কিন্তু বৌদ্ধেরা নূতন উচ্চতর গভীর ভাব সংযুক্ত করিয়া ঐ মত অন্যতর রূপে সংস্থাপন ও প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও গভীর ভাবে পরলোকের বিষয় চিন্তা করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা আত্মার উচ্চ অবস্থাকেই নির্ব্বাণ বলিতেন। ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্য জগতে আত্মার সুখ শান্তি ও আরাম ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাসের আলোকে ধর্ম্ম জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা শরীর বিনাশে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং পৃথিবীর সমুদায় পদার্থের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক জগতে উহা বিচরণ করিবে, এই ভাবকে তাঁহারা নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

মনুষ্য চতুর কি তাহার রিপুগণ চতুর? মনুষ্যের বুদ্ধি অধিক না তাহার রিপুদিগের বুদ্ধি অধিক? অহঙ্কারী মনুষ্য স্বীকার করুক আর না করুক তাহার জীবন ইহার পরিচয় দিতেছে যে তাহা অপেক্ষা তাহার রিপুগণ অধিক চতুর। আমরা মনে করি আমরাই অধিক চতুর এবং অধিক বুদ্ধিমান্; কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি রিপুদিগেরই অধিক, নতুবা তাহাদের হস্তে আমরা পরাস্ত হইব কেন? তাহাদের বুদ্ধি চতুরতা এত অধিক, যে তাহারা আমাদের অন্তরে থাকিয়া, কি করিলে আমাদিগকে জয় করিতে পারে সে সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব শিখিতেছে, এবং তাহাতে অনায়াসেই আমাদের উপর তাহারা আধিপত্য করিতেছে। আমরা এই মনে করি রিপুকুল দমন করিব; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সম্মুখ যুদ্ধে আর তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি না। রিপুরা জানে যে আমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে অস্ত্র ক্রয় করি না। তাহারা বুঝিতে পারে যে এ সকল লোক মুখে বলে আমাদিগকে এখনই বধ করিবে; কিন্তু ইহাদের মনে তেমন বল পরাক্রম কিছুই নাই, ইহাদের বাস্তবিক তেমন ইচ্ছা নাই, এবং তেমন সরল অভিপ্রায়ও নাই; কিন্তু যে দিন ইহাদের যথার্থ ইচ্ছা হইবে সেই দিন নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু। মন মনকে চিনিতে পারে। আমরা বাস্তবিক এখনই রিপু সকলকে দূর করিতে চাই না, তাহারা তাহা বিলক্ষণ দেখিতে পায়। কেবল সেই ব্যক্তিই পাপকে তাড়াইতে পারে যে বীরের ন্যায় বলে এখনই তোমাকে ছেদন করিব। যাহার ভিতরে তেমন বিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞার বল, পরাক্রম নাই, তাহার কপটতা এবং অহঙ্কার দেখিয়া রিপুকুল তাহাকে উপহাস করে। সমস্ত রিপুকুল ধ্বংশ করিতে মনুষ্যের ক্ষমতা আছে; কিন্তু আজ রাত্রি হইতে না হইতে সমুদয় পাপ দূর করিবই তাহার এরূপ সংকল্প নাই। পাপকে ছিন্ন ভিন্ন করিবই যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত এরূপ ইচ্ছা করে সে পাপকে দূর করিবে কি, তাহার পাপ যে ইচ্ছা করিবামাত্র তখনই দূর হইয়াছে। অতএব যিনি বলেন পাপ দূর করিতে পারিলাম না, তিনি রিপুর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই অবস্থায় রিপু দমন কিরূপে হইবে যখন অন্তরে অকৃত্রিম ইচ্ছা ও যত্ন নাই। আমরা যদি যথার্থই শত্রুর বল ও কৌশল কত বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা কেবল এই মন্ত্র সাধন করিব যে "আমি এখনই পাপকে বিদায় করিয়া দিব।" পাপ তাড়াইবার চেষ্টা করিব এই কথা আর মুখে আনিব না। "এখনই পাপ দূর করিব।" পরিত্রাণের এই মূল মন্ত্র সাধন ভিন্ন কেহই চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারে নাই, পারে না, এবং কখনই পারিবে না। এখনই, অদ্য, কল্য নহে। কল্য কিম্বা ক্রমে ক্রমে রিপু দমন করিব এ সকল কথা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিতে চায় বলুক। তাহারা একটী একটী আদর্শ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে ক্রমে মাসের পর মাসে, বৎসরের পর বৎসরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, যাহাতে সোপান পরম্পরায় উঠিতে পারে, সেই রূপ সাধন করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, আমি সমুদয় সোপান বিনাশ করিব। একেবারে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ হয়। এই সত্য প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জানেন পরিত্রাণ কাহাকে বলে। জগতের আর সমুদয় ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে উন্নতি শিক্ষা দিতেছে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার তবে ব্রাহ্মেরা কি ক্রমে ক্রমে উন্নত হন নাই? পূর্ব্বে তাঁহারা কত পাপী ছিলেন, এখন কি সেই অবস্থা হইতে তাঁহারা অনেক উন্নত নহেন? এখন তাঁহারা সুন্দর রূপে উপাসনা করিতেছেন, অন্যকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, দেশ বিদেশে সত্য প্রচার করিতেছেন, আবার গৃহ মধ্যে সপরিবারে কত ধর্ম্মের সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। এ সমুদয় দেখিলে উন্নতি স্বীকার করিতেই হইবে। যদি চক্ষু কর্ণ থাকে, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে, ব্রাহ্মেরা যাহা ছিলেন, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক উন্নত হইয়াছেন। এবং ইহা দেখিয়া কেনা আশা করিবে যে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মেরা

আরও ভাল হইবেন? কিন্তু সত্য কি, ভালবাসা কি, বৈরাগ্য কি, শান্তি কি, সাধন দ্বারা অল্পে অল্পে এ সকল বুঝিতে পারিব, ইহা অতি সামান্য কথা পৃথিবী চির কালই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মেরাও যদি এই পুরাতন কথা বলেন তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আর বিশেষ গৌরব কি? অল্পে অল্পে স্বর্গে যাইব, যাহারা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পথে নিদ্রা যাইবে। তাহাদের উপাসনার মধ্যে শুষ্কতা আসিবেই। যাহারা মনে করে ঈশ্বর আছেন; কিন্তু শীঘ্র তাঁহাকে লাভ করা যায় না, সেই রূপ স্বর্গও আছে; কিন্তু সেখানে যাইতে অনেক বৎসরের সাধন আবশ্যক, তাহারা যে পথের মধ্যে বার বার অন্ধকার দেখিবে তাহাদের পক্ষে ইহা কিছুই নূতন বিভীষিকা নহে। যদি বল, এখনই যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তবেত আর এ পৃথিবীতে ঈশ্বর এবং স্বর্গ রাজ্য লাভ হইল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর, জানিবে, সকলেই এই মনে করিতেছে এই পৃথিবীতে আমরা আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব। অতএব অল্পে অল্পে ভাল, হইব না, একেবারে ভাল হইব কেন? কিছু কিছু সুখ ভোগ করিয়া লই, ঢের সময় আছে, বিস্তৃত কাল রাশি সম্মুখে পড়িয়া আছে, দ্রুত বেগে চলিবার প্রয়োজন কি? এই সাংঘাতিক যুক্তি পৃথিবীর পরিত্রাণ পথে কণ্টক আরোপ করিতেছে। পথ অপেক্ষা কাল অধিক, বন্ধুগণ! ইহা মনে করিয়া যদি তোমরা ধীরে ধীরে ধর্ম্ম পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া থাক তবে আর কেন বলিতেছ, দুঃখে পুড়িতেছ? তাহা হইলে তোমরা যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখের পথ লইতেছ। এই পথে আরও কত দগ্ধ হইবে কে বলিতে পারে? তোমরা নিজের ইচ্ছায় যে পথে গেলে শীঘ্র পাপ দুঃখের শেষ হয়, সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়াছ, এবং যে পথে গেলে কত শতাব্দী পরে স্বর্গধামে, পহুঁছিতে পার তাহার ঠিকানা নাই, সেই পথে চলিতেছ। পরিত্রাণ কবে হইবে জানি না, সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হওয়া কি বুঝিলাম না অথচ দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি ইহার অর্থ কি? আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছি, এখনই নিশ্চিত পরিত্রাণ গ্রহণ করিব না, অথচ বলিব পরিত্রাণের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া ভাসিয়া গেল একথা অতি জঘন্য মিথ্যা। আমাদের এই মহাপাপের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ এখন পর্য্যন্ত, জগৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ বল, এবং স্বর্গীয় উচ্চতা দেখাইতে পারিতেছে না। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম কিম্বা কোন ব্রাহ্মিকার মুখে এই কথা শুনিলাম না যে "আমি এখনই স্বর্গে যাইব।" আমাদের সরল ইচ্ছা নাই, উদ্যম নাই, নতুবা পরিত্রাণ পাওয়া এমন ভয়ানক ব্যাপার কি? আমাদের ঈশ্বর কি সন্তানের হৃদয়ে মধ্যে মহা রোগ দেখিয়া এই কথা বলিতে পারেন, "পাপিষ্ঠ! আর কিছুকাল রোগে দগ্ধ হও, পরে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।" আমাদের ঈশ্বর তেমন দেবতা নহেন, কাহাকেও তিনি, কাল বিলম্ব করিতে বলেন না; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে এই বলেন, বৎস! তুমি যদি স্বর্গে যাইতে চাও এখনই চল। বিলম্বে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হয় হয় না। যিনি নিতান্ত কাতর এবং সন্তপ্ত ব্যক্তিকে এই কথা বলিতে পারেন, রে দুরন্ত! তুমি আর ৫ নিমিট ঐ নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হও, তিনি কদাচ ঈশ্বর নহেন; কিন্তু নিতান্ত ভয়ানক নিষ্ঠুর দৈত্য। আমাদের দয়াময় পিতা, এই কথা কদাচ বলিতে পারেন না, যে সন্তানগণ! তোমরা অল্পে অল্পে পাপ তাপে দগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাল হও। কিন্তু তিনি পরিত্রাণ হস্তে লইয়া প্রতি জনকে এই কথা বলিতেছেন, বৎস! ব্যাকুল অন্তরে ইচ্ছা কর, এখনই পরিত্রাণ পাইবে। যাহারা বলে আমরা মহাপাতকী, এই জন্য আমাদিগকে ঈশ্বর পরিত্রাণ করিলেন না তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি আমরা সত্যবাদী হই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা পরিত্রাণ চাই না, এখনও আমাদের এই অভিলাষ আছে যে আরও কিছু দিন আমরা পাপের অপবিত্র আমোদের মধ্যে থাকি, আরও কিছু দিন আমরা নিজের ইচ্ছা এবং নিজের বুদ্ধির পূজা করি। পাছে কাতর প্রাণে চাহিয়া না পাইলে এক নিমেষের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়, এই জন্য ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রত্যেকের কাছে অমৃত হস্তে লইয়া রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করিয়া অবশেষে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন, প্রেমময় ঈশ্বরের মুক্তি প্রণালী এরূপ নহে। পরিত্রাণ কিম্বা অনন্ত উন্নতির অর্থ ইহা নহে যে আমরা এখন একটু একটু নিদ্রা যাইব, তাহাতে ক্ষতি নাই কেননা ভবিষ্যতে অনন্ত কাল রাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, অতএব কাল কি কোন দিন পরিত্রাণ লইলেই হইবে। কিন্তু অনন্ত উন্নতির অর্থ এই যে আজ যেমন আমি ঈশ্বরের হস্ত হইতে এখনই পরিত্রাণ লাভ করিব, এই রূপে কাল, এবং অনন্ত কাল তাঁহার চরণতলে বসিয়া দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর সুধা পান করিব। সরল প্রার্থনার বিনিময়ে ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন না ইহা কে বলিতে পারে? এখনই যদি তাঁহার কাছে পরিত্রাণ চাই, এখনই তিনি পরিত্রাণ করিবেন। যদি পাপকে জানাইয়া দিতে পারি যে ঈশ্বরের বলে নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব, সে পাপ কি আর অন্তরে থাকিতে পারে? এই রূপে যখন মনুষ্য পাপকে তাড়াইয়া দেয় তখন ঈশ্বর সেই বীর পুত্রের সাহস দেখিয়া স্বর্গ হইতে

তাহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করেন। সেই পুত্র তখন আপনি জয় লাভ করে এবং তাহার জয় ধ্বনি চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া জগতের সহস্র সহস্র লোকের মনে পরিত্রাণের আশা উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই রূপে তোমরা যে জন যদি বদ্ধ পরিকর হইয়া বল, আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি, দেখিবে শত শত লোক ঊর্দ্ধ্ব শ্বাসে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে নতুবা তোমরা যদি ক্রমে ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে এই বিশ্বাস কর, ইহাতে আপনারাও মরিবে অন্যকেও মারিবে। যত দিন কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, অহঙ্কার, অপ্রেম, ইত্যাদি, কাল একটু, তার পর একটু, এই রূপে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিব মনে করিবে, তত দিন তোমাদের যথার্থ পরিত্রাণ অনেক দূরে। যদি মনে কর ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অনেক, সুতরাং তাহা ক্রমে ক্রমে পালন করিতে হইবে, তাহা হইলে শেষের দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে। বাস্তবিক দিনত কিছুই নাই; দিনের শেষে এই মিনিটের সমক্ষে, রাত্রি ঘোর অন্ধকার, বাস্তবিক এখনই যে ঈশ্বরেরর কাছে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে আর কেন রিপুদিগকে বিনাশ করিতে বিলম্ব কর। অদ্যকার কাম, ক্রোধ, অপরা পুরাতন বৎসরের পাপ মস্তকে লইয়া কি নূতন বৎসরে প্রবেশ করিবে? হে ব্রাহ্ম! যদি বুঝিয়া থাক যে তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দিবেন, এখনই তোমার সমস্ত পাপ কাটিয়া ফেলিবেন, তবে আর কেন ক্রমে ক্রমে ভাল হইবে, এই নীচ ভাব গ্রহণ করিয়া যন্ত্রণা পাইবে? এখনই সমুদয় পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের কাছে বসিয়া তাঁহার অগ্নিময় জ্ঞান অগ্নিময় প্রেম এবং অগ্নিময় পুণ্য উপার্জ্জন কর। জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া অদ্যকার পাপ অদ্যই কাটিয়া ফেল, সাবধান অদ্যকার পাপে যেন আবার কল্য কলঙ্কিত হইতে না হয়। সেই ব্রাহ্ম ধন্য যিনি বলিতে পারেন, "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।" সকলই ব্রহ্ম বলে হয়। বিশ্বাসেই পরিত্রাণ অন্যথা পরিত্রাণ নাই। বিশ্বাস কর এই নিমেষেই প্রেমধামে যাইতে পারিবে, দেখিবে সত্য সত্যই এক নিমেষের মধ্যে, প্রেমধামে উপস্থিত হইয়াছ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আলস্য পরতন্ত্র, পৃথিবীর সুখ বিলাসোন্মত্ত মনুষ্যের মতে আমাদের পরিত্রাণ না হয়; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামতে যেন আমাদের পরিত্রাণ হয়। অতএব সময়, মুক্তি, এবং মন্ত্র সম্বন্ধে সকলই ঈশ্বরের হাতে ছাড়িয়া দাও। মনুষ্যই মনুষ্যের নিজের পরিত্রাণের প্রতিকূল। ঈশ্বর তাঁহার দুঃখী পাপী সন্তানদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তিনি সর্ব্বদা এই কথা বলিতেছেন, "এই নেও, এখনই নেও।" তাঁহার নিকটে আশু পরিত্রাণ, অতএব এস সকলে মিলিয়া এই আশু মুক্তি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সশরীরে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাই।

হে প্রেমসিন্ধু! যখন তুমি কৃপা করিয়া কুসংস্কার, পাপ হইতে আমাদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে তখন কি বলিয়াছিলে, তুমি শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বৎসর সাধন করিতে হইবে। পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অনেকবার আরও পাপ করিতে হইবে। প্রেমময়! তোমার মুখে কেবল এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, বৎস! কেন আর যন্ত্রণায় পুড়িতেছ, এখনই স্বর্গে চলিয়া এস। অতি দুষ্ট পামর আমরা, অনেক দিনের প্রিয় পাপকে এখনই ছাড়িতে চাই না। এখনও মনের ভিতর পাপের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকিত, নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইতাম। ইচ্ছা করিলে এখনই আমরা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তাই আমাদের এত দুর্গতি। এই ভয়ানক সাংঘাতিক অবিশ্বাসের হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজকে আশু উদ্ধার কর। এখনই তোমার এই দুঃখী সন্তানদের জন্য স্বর্গধামে স্থান করিয়া দাও। মরিবার পূর্ব্বে শান্তিধামে সকলে একত্র হইয়া তোমার প্রেমময় নামের জয়ধ্বনি করি।

জগদীশ! যদি এক দিনও তোমাকে বলিতাম, এখনই আমাকে ভাল কর, এখনই আমাকে স্বর্গধামে লইয়া যাও, তবে নিশ্চয়ই এই ভব যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতাম, একটী কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাইতাম; কিন্তু নাথ, তুমি প্রেমামৃত মুখে ঢালিয়া দিতে এত নিকটে আসিলে আমি তোমাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

আমাদের গুরু আমাদের পরম আচার্য্য স্বয়ং ঈশ্বর। যাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি তাঁহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়? তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়। যদি গুরুর স্বভাব অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে যে কেবল গুরুর প্রতি অমর্য্যাদা করা হয় তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে আমাদের পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ হয়। যদি যথার্থ শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে গুরু যাহা করেন তাহা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। গুরুকে ভাল বাসিলে, গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবনকে গঠন করিতেই হইবে। ঈশ্বর যিনি আমাদের গুরু, তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, জগতের প্রতি বৃক্ষের তিনি অধিবাসী, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি নিজ হস্তে এই পৃথিবী রচনা করিয়াছেন ইহার মধ্যে অধিবাস করিতেছেন। এই পৃথিবী

যাহা মনুষ্যের রাশি রাশি পাপ দুঃখ এবং কলঙ্ক সমূহ দ্বারা নিতান্ত কদাকার এবং দুর্গন্ধময় নরক হইয়াছে ইহার মধ্যে সেই স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক পরম দেবতা স্বয়ং বাস করিতেছেন, কখন কখন এবং ইহার কোন কোন স্থানে বাস করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সকল সময়ে এবং সকলের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। পৃথিবীর পাপ দুঃখ রাশির ভিতর দিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন অথচ পাপ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সমস্ত মনুষ্যজাতি প্রতিদিন সহস্র সহস্র পাপ দুঃখে মুহ্যমান হইতেছে; কিন্তু ইহার কিছুতেই ঈশ্বরের স্বভাব কলঙ্কিত হয় না। তিনি জগতের প্রতি গৃহে, এবং প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ তিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। যদি গুরুর এই স্বভাব হইল তবে তাঁহার শিষ্যদিগের কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গুরুর এই আদেশ, যে আমরা এই পরীক্ষাপূর্ণ পাপ দুঃখময় ভব সমুদ্রে বাস করিব, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার স্বভাব স্মরণ করিয়া, ইহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিব। এখানে থাকিব অথচ এখানকার বিপদ মৃত্যু কদাচ আমাদিগকে মুহ্যমান করিতে পারিবে না। যদি গুরুর আজ্ঞা হয় তাহা হইলে শিষ্যকে হয়ত ভয়ানক জঘন্যতম স্থানেও যাইতে হইবে; কিন্তু যাঁহার আজ্ঞাতে শিষ্য সেই স্থানে যাইবেন, তাঁহারই বলে শিষ্যের মন সেখানে নির্লিপ্ত থাকিবে। সংসারের সকল প্রকার সুখ সম্ভ্রম এবং ধন মর্য্যাদার মধ্যে থাকিব অথচ কিছুতেই আসক্ত হইব না। এইরূপে যতই গুরুর স্বভাব অনুসারে শিষ্যের চরিত্র গঠিত হইবে, ততই শিষ্যের অন্তর হইতে সকল প্রকার পার্থিব ভাব চলিয়া যাইবে। জগতে বাস করিতে হইবে; কেননা ইহা আমাদের বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ের নানাবিধ পরীক্ষায় সংশোধিত এবং উত্তীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অমৃতরাজ্যে যাইতে হইবে। আমরা পৃথিবীর নানা প্রকার ঘটনার মধ্যে পড়ি। পরীক্ষিত এবং উন্নত হইব এই জন্য আমাদের গুরু পথের মধ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সহস্র বিঘ্ন বিপদ এবং সহস্র প্রকার নিরাশা মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম করিতে হইবে। শত শত প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতে হইবে অথচ কিছুতেই আত্মা মুগ্ধ এবং মৃত প্রায় হইবে না। সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, ইত্যাদি সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর যাহা শিক্ষা দেন বিনীত ভাবে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে; এ সকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ঈশ্বর কদাচ আমাদিগকে সৃজন করেন নাই; তাঁহার এই অভিপ্রায় যে আমরা এ সমুদয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিব। পৃথিবীর ভয়ানক পাপ দুঃখ নিরাশা এবং অশান্তির মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মের ন্যায়, (আমাদের স্বর্গীয় পিতার ন্যায়) আমরা নিষ্কলঙ্ক অনাসক্ত এবং সদানন্দ থাকিব ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ। পৃথিবী কাহাকেও কখনও আশার উপদেশ দেয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম সন্তান আশা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আশাই তাঁহার প্রাণ। যতই তিনি পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি করেন, ততই তিনি তাঁহার জীবনের পূর্ণ আদর্শ, এবং আশা ও অনন্ত উন্নতির ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত ও উৎসাহী হন। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে কেবলই অন্ধকার পাপ নিরাশা এবং নিরানন্দ। কিন্তু ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি কর দেখিবে ক্রমাগত ঈশ্বর হইতে আশা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। যত কেন বিপদ উপস্থিত হউক না, কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। আশাময় ঈশ্বরের রাজ্যে যে পরিমাণে নিরাশা সে পরিমাণে গুরুর প্রতি অবমাননা। যে পরিমাণে আশান্বিত সে পরিমাণে আমরা গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। যদিও পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্য সুখী করে কিন্তু যাই মৃত্যু স্মরণ হয় তৎক্ষণাৎ নিরাশার অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয় কেনন পার্থিব সুখ চির কালই সরলভাবে আত্ম পরিচয় দিতেছে যে তাহা দুদিনের জন্য। সেই অনিত্য সুখে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে কে এমন সাধু আছেন সময়ে সময়ে যাঁহার উপাসনার ভাব ম্লান না হয় এবং যিনি সম্মুখে কোটি কোটি বিপদ দেখিলেও সাহসে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন? পৃথিবীতে নানা প্রকার বিপদ আছে তাহাতে সমস্ত সাধুতা পরাস্ত হইয়া যায়, এবং মনের আশা প্রদীপ একবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ যে আমরা পৃথিবীর এই নিরাশা-বিদ্যালয়ের মধ্যে বাস করিব, অথচ ইহা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া ঈশ্বরের আশার কথা শুনিব। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি আপনার আপনার জীবন পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিবেন, একবার পাপের জয় আবার ইহার পরাজয়। একবার কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া মনকে কলঙ্কিত করিল, পবিত্র প্রেম কোথায় দগ্ধ হইয়া গেল, আবার পুণ্যের জয় হইল, এই রূপে ক্রমাগত পুণ্যের পর পাপ, পাপের পর পুণ্য উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি, ক্রমাগত মনুষ্য জীবনে এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এমন ব্রাহ্ম নাই যিনি সময়ে সময়ে নিরাশ হন নাই। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম যদিও জানেন যে তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন তথাপি একটী কথা তিনি স্মরণ রাখেন, যে তিনি ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তি। ঈশ্বরের মুখে তিনি এই কথা শুনিয়াছেন যে "আজ হইতে তুমি আমার আশ্রিত হইলে, তোমাকে বাঁচাইবার ভার আমি নিজে গ্রহণ করিলাম।" বিপদ প্রলোভন হইতে আশ্রিত ব্যক্তিকে যেরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, তোমাদিগকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমরা তাঁহার কাছে এই অঙ্গীকার শুনিয়াছ কি না? যদি ঈশ্বরের মুখে তোমরা এই কথা শুনিয়া থাক তবে পৃথিবী সহস্র প্রকারে প্রতিকূল হইলেও তোমাদের পতন অথবা বিপদের ভয় নাই। এই সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভব সাগরের ঢেউ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। যদি বিশ্বাস করিতে পার যে ঈশ্বর তোমাদের আশ্রয়দাতা তবে আর তোমাদের ভয় কি? আশ্রিত ব্যক্তির দুর্দ্দশা হয়; কিন্তু মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। কেননা তাহার মস্তকে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লিখিত রহিয়াছে যে "এই ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তান।" যে মৃত্যু বৃক্ষ গুল্মকে চূর্ণ করে, ঈশ্বরের শরণাগত ব্যক্তির উপর সেই মৃত্যুর কোন হস্ত নাই। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ কর নিরাশ হইবে; কেনন, অদ্য পর্য্যন্ত কোন নর নারী ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না, যে চির জীবনের জন্য সমুদয় পাপ দূর করিলাম। পৃথি-

বীর ইতিহাস কেবল নিরাশার কথায় পরিপুর্ণ। যেখানে নিরাশ, অন্ধকার, সত্যবাদী হইয়া তাহা স্বীকার কর। বাস্তবিক ইতিহাসের অধিকাংশে কেবলই নিরাশার কথা। স্বর্গরাজ্য যে শীঘ্র আমাদের মধ্যে আসিবে ইতিহাস দেখিয়া তাহা মানিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের মুখে আশার কথা শুনি, যখন দেখি আমরা তাঁহার শরণাগত হইয়াছি তখন সাহস করিয়া বলি আমাকে মারিবে কে? হয়ত সহস্র বিঘ্ন বিপদে আমাদের অস্থি পঞ্জর পেশিত হইতেছে; কিন্তু দেখি এই ডুবিতেছিলাম, এই আবার ভাসিয়া উঠিলাম। এই উপাসনা হয় না আবার উপাসনা সরস এবং সতেজ হইয়া উঠিল, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পরাস্ত হইতেছিলাম আবার ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলাম ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু নাই; কেবল তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে আমি ঈশ্বরের আশ্রিত। যিনি ইহা বিশ্বাস করেন পাপী হইয়াও তিনি অভয় পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মগণ! বল আর তোমাদের কোন ভয় নাই, কেনন তোমরা ঈশ্বরের আশ্রিত" সরলভাবে বল আমরা পাপ করিয়াছি হয়ত আরও পাপ করিতে পারি, কিন্তু আমরা মরিব না। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ডাকিয়াছেন তখন অবশ্যই আমাদের শেষ কিছু গতি করিয়া দিবেন। আমরা জানি না কিরূপে আমরা বাঁচিব, কিন্তু ঈশ্বর যাহা বলেন আমরা তাহাই করিব। কে বলিতে পারে, পর লোকে যাইবামাত্র আমরা সকলেই একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইব; কিন্তু একথা নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে আশ্রিত করিয়াছেন সে মরিবে না। সহস্র বৎসর অগ্নি মধ্যে থাকিলেও সেই ব্যক্তি দগ্ধ হবে না। কেন না তিনি প্রতি দিন ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিতে পান যে "তুমি আমার আশ্রিত। তোমাকে আমি ছাড়িব না।" যে সন্দেহ করে যে হয়ত আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারি, হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যখন উপাসনা বিহীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িব, সে কদাচ বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর তাহার আশ্রয় দাতা সাবধান তোমাদের মধ্যে কেহই এই সাংঘাতিক সন্দেহকে অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় দাতা, এই আমাদের মন্ত্র, এই আমাদের সাহস, ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বীরের ন্যায়, পাপী নিদ্রিত ভাইদিগকে জাগ্রৎ এবং উত্থিত করিব। প্রত্যেক বিপদ গুরু হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া চলিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় দাতা, ইহাই আমাদের আশার ভূমি। যত কেন ভয়ানক বিপ্লব আসুক না কিছুতেই আমরা অস্থির হইব না। আমি ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তান ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পারি প্রত্যেক বিপদ সম্পদ এবং প্রত্যেক দুঃখ সুখে পরিণত হইবে। তখন দেখিব যে পৃথিবী আমাদিগকে মারিতে আসিয়াছিল, যে দুঃখ নিরাশার বিদ্যালয় আমাদিগকে ঘোর বিপদ পরীক্ষায় ফেলিয়াছিল, সেগুলিই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর করিয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি না তখন বুঝিব এই দুঃখ বিপদময় পৃথিবীই বিদ্যালয় হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। যেমন পঙ্ক হইতে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের কৃপায় এই পৃথিবীর পাপ হইতে পুণ্য, দুঃখ হইতে সুখ, নিরাশা হইতে আশা উৎপন্ন হয় কিছুতেই ঈশ্বরের শরণাগত ব্রাহ্মদিগের মৃত্যু হয় না; কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই তাঁহারা ঘোর বিঘ্ন বিপদ এবং পাপ প্রলোভনে নির্লিপ্ত থাকিয়া ঈশ্বরের কৃপা বলে পরিত্রাণ লাভ করেন।

সংবাদ।

বিগত ২০শে বৈশাখ দিবসে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রচারার্থ বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি মেঙ্গালোর গমন করিবেন।

বালুচর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু থানসিং বয়েদ প্রচারক পরিবারের সাহায্যার্থ এক কালীন পঞ্চাশ মুদ্রা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

বারুইপুর বাসী কোন ব্যক্তির প্রেরিত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল তথাকার সমাজটী নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। এরূপ সংবাদ যদিও অতি ক্লেশকর কিন্তু নূতন নহে। তরল মতি ব্রাহ্ম যুবাদিগের অস্থির ভাব দর্শন করিয়া আমরা লজ্জিত আছি।

সত্যের জয় স্তম্ভ স্বরূপ বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের একটী নূতন ব্রহ্মমন্দির সম্প্রতি রীতি পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রযুক্ত আমাদের আচার্য্য মহাশয় পুনর্ব্বার কয়েক দিনের জন্য মস্তিষ্কের পীড়ায় কাতর ছিলেন একণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। চিকিৎসকের মতে তাঁহাকে আরও কিছু দিন বিশ্রাম লইতে হইবে। আমরা ভরসা করি শীঘ্রই তিনি সুস্থতা লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন।

গত বারের দান স্বীকারের মধ্যে ভুলক্রমে কোন্নগর বাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের নামে পঁচিশ টাকার স্থানে পনের টাকা হইয়াছিল।

ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাবধি মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র দেয় মূল্য প্রেরণে বাধিত করেন।

গত ২০ শে বৈশাখ শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও বাবু ভৈরব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীতে বাবু কেশবচন্দ্র সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রার্থনার সফলতা সম্বন্ধে রাত্রির উপাসনায় একটী সুন্দর বক্তৃতা হইয়াছিল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কালকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তদেরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

[illegible]ম ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য [illegible] মফস্বল ঐ [illegible]

প্রার্থনা।

হে অগতির গতি পতিতপাবন জগদীশ্বর! তুমি যে অনন্ত জীবনের বীজ আত্মার মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছ তাহা সংসারের দূষিত বদ্ধ বায়ুর মধ্যে বিকৃতাবস্থায় আর কত দিন থাকিবে? কি বলিব হে নাথ! অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির জন্য মন যেমন ব্যাকুল হয়, আত্মার উন্নতির জন্য সেরূপ হয় না। একটী নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে জীবনের আশা উৎসাহ অনুরাগ চির দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংসারে অনেক সুখ আছে বটে কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি নাই। তবে বল হে প্রাণের ঈশ্বর! কেমন করিয়া আমি সংসারের পুরাতন আমোদ আহ্লাদে এবং সুখ শান্তিতে ভুলিয়া থাকিব। পৃথিবীর যাহা দেখাইবার এবং দিবার ছিল তাহা বহু কাল পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছে। হৃদয়ের গভীর অভাব সে কোন কালে মোচন করিতে পারে নাই পারিবে না। হায়! তবে মূঢ়ের ন্যায় কেনইবা এখানে সুখের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। সংসারসুখের জন্য জন্মাবধি কত কষ্ট পাইলাম, তথাপি আশা নিবৃত্ত হইল না। তোমাকে যদি হৃদয় দিতাম এত দিন কত আনন্দের ব্যাপার দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা দিলাম না, সুখী হইতেও পারিলাম না। হে নিরুপায়ের উপায়! এখন তুমি যদি নিজগুণে অন্ধ সন্তানকে অনন্ত জীবনের পথ দেখাইয়া দাও তবেই পাপী পরিত্রাণ পায়। ক্রমাগত সেই উন্নতির পথে উৎসাহ অনুরাগের সহিত আমাকে অগ্রসর কর। এক মুহূর্ত্ত কাল যেন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া না থাকি। এক স্থানে বসিয়া থাকাই আমার পক্ষে মৃত্যু। অতএব হে দয়াময়, তুমি আমাকে ক্রমাগত তোমার দিকে আকর্ষণ কর। অনন্ত আশাপ্রদ জীবন্ত বিশ্বাস দাও, দিয়া অনন্ত জীবনের পথে লইয়া চল।

পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞান রূপ উন্নত গিরি শিখরে আরোহণ করিতে হইলে পৌত্তলিকতা রূপ সোপান দিয়া যাইতে হইবে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিপথগামী হইয়া নানা প্রকার উপধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় পৌত্তলিকতা অবশ্যাম্ভাবী ছিল সন্দেহ নাই। কারণ, তৎকালে বুদ্ধি বৃত্তি ও ভাষা উপযুক্ত পরিমাণে পরিমার্জ্জিত এবং সমুন্নত হয় নাই, সুতরাং অন্তর নিহিত ঈশ্বরের অখণ্ড ভাব খণ্ড খণ্ড হইয়া নানা রূপে নানাবিধ আকারে বহির্গত হইয়াছিল; ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ক্ষীণবুদ্ধি-কল্পনার বিচিত্র চক্রে পতিত হইয়া এক একটী বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল; অতএব এসমস্ত কেবল অদূরদর্শিতা

এবং অজ্ঞতার ফল, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান কখনই নহে। পুরাকালের লোকেরা নানাবিধ উপধর্ম্মের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এই অর্থে যদি পৌত্তলিকতাকে সোপান বলা যায় তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু "পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান" একথা বলিতে গেলেই মনে হয় যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্ত সোপান দিয়া যাইতেই হইবে। তবে বর্ত্তমান শতাব্দীর লোকেরাও কি পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন? শত বৎসর পরে যে সকল মনুষ্য এখানে আসিবেন তাঁহাদিগকেও কি ঐ সোপান দিয়া উত্থিত হইতে হইবে? ইহা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। পৌত্তলিকতার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় ও উদ্দেশ্য রূপে নিত্য সম্বন্ধ অবস্থিতি করে না। সুতরাং এ স্থলে কোন স্থায়ী সাধারণ অলঙ্ঘনীয় নিয়ম দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশেষতঃ নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিবার পক্ষে পৌত্তলিকতা কি সাহায্য করিবে? ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী স্বতন্ত্র, তাহার শিক্ষাও স্বতন্ত্র। ব্রহ্মপূজা যদি একটী প্রকাণ্ড জড় মূর্ত্তির পূজা হইত তাহা হইলে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকা কিম্বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের পূজা করিয়া শেষে তাঁহার নিকট সকলকে যাইতে হইত। কিন্তু তাহা নহে, উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত; এই জন্য তাহার সাধন প্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই কারণেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পৌত্তলিকেরা চিরকাল সোপানেই পড়িয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ছাদে কোন কালে উঠিতে পারেন না, কখন পারিবেনও না। তবে ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে এক জন পৌত্তলিক ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবেও অনেকাংশে ধার্ম্মিক হইতে পারেন। ধর্ম্মেতে তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকিলে এমন কি তিনি জ্ঞানাভিমানী অনেকানেক ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষাও মহৎ লোক হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়াছেন সে পথে ব্রহ্মের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হইবে না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রথমাক্ষর হইতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে।

ধর্ম্মের ইতিহাস।

আন্তর প্রণালীর অপরিহার্য্যত্ব।

আমরা গত বারে বলিয়াছি, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ জ্ঞানেই আন্তর প্রণালীর সহায়তা প্রয়োজন। এই নির্দ্ধারণটী কত দূর সত্য, আমরা সংক্ষেপতঃ প্রদর্শন করিতেছি।

"সকল বিষয়ের পরিমাণ মনুষ্য" এ কথা অসত্য হইলেও, সকল বিষয়ের প্রমাণ মনুষ্য এ কথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নহে। "মায়াবাদী" বা "বিজ্ঞানবাদি" (Idealist) গণের যুক্তি যত দূর অযুক্ত হউক না কেন, আমাদিগের অনুভূতি সকল বিষয়ের প্রমাণ, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঘোর জড়বাদী কম্‌টকেও একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে, আমাদিগের অনুভূতি হইতে জ্ঞানের আরম্ভ। বাহ্য জগৎ আমাদিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া যে প্রকার অনুভূত হয়, আমরা জগৎ সম্বন্ধে সেই অনুভূতিকেই প্রমাণ রূপে গ্রহণ করি; বাহ্যজগতের বাস্তবিকতা আমাদিগের অনুভূতির অতিরিক্ত প্রমাণে প্রমাণিত করা কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। এ স্থলে আমাদিগের অনুভূতিকে বিশস্ত প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলে বাহ্যজগতের জ্ঞান পর্য্যন্ত অবাস্তবিক হইয়া উঠে। ইহা হইলে আমাদিগকেও কোন কোন পূর্ব্ব দার্শনিকের ন্যায় সর্ব্বসংশয়বাদে নিমগ্ন হইতে হয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সমুদায় বিজ্ঞানের প্রামাণ্য অনুভূতির উপরে নির্ভর করিতেছে। সমুদায় বাহ্য পদার্থ কাল এবং দেশযোগে আমা-

দিগের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এ দুই হইতে অন্তরিত করিয়া কোন বিষয়েরই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং পরমাণু অতি সুক্ষ্মতম বিষয়,কিন্তু উহা হইতেও আমরা চিন্তাপথে কাল দেশ অন্তরিত করিতে পারি না। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমরা যে সকল নিয়ম নির্ণয় করি, সে সকলও বলিতে পারা যায়, আমাদিগের মানসপ্রসূত। "মানসপ্রসূত" বলাতে আমরা ঐ সকলকে মিথ্যা বলিতেছি না, কেন না বাহ্য পদার্থ সকলের স্থিতি এবং পরিবর্ত্তন যে প্রণালীতে হয়, মানস তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই ঐ সকলের নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। তবে মানসে উহা যে প্রকারে অনুভূত হয় তাহা হইতে নিষ্কর্ষিত হয় বলিয়াই আমরা উহাকে মানস প্রসূত বলি।

কি ধর্ম্ম,কি নীতি সকলই মনুষ্যের আত্মার গভীরতম স্থান হইতে প্রসূত হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয়যোগে আত্মাতে প্রতিফলিত হইয়া যেমন তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তেমনি অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয় ধর্ম্ম নীতি ও অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এ বিষয়ে অনেকে সংশয় করিতে পারেন; কিন্তু উহা যে আন্তর ব্যাপার ইহাতে আর কাহারও সংশয় নাই। তবে যাঁহারা বাহ্য মনুষ্যসমাজ হইতে নীতি ও ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় বলেন, তাঁহাদিগকে এই বলা যাইতে পারে, বাহ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুভূতির যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব, ইহাতেও তাহাই অবস্থান করিতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমারা যে বিষয়েরই আলোচনায় কেন প্রবৃত্ত হই না, এই আন্তর প্রণালীকে বাহ্য প্রণালীর সহায় করিতেই হইবে। বাহ্য প্রণালীর প্রামাণ্য আন্তর প্রণালীর উপরেই নির্ভর করে।

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই অপর সম্বন্ধে জ্ঞানও আন্তরপ্রণালীগ্রাহ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কারণ কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা আমরা অপরের ক্রোধ ভয়াদি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি, উহা অনুভূতিগম্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রত্যেক শব্দার্থ অনুভূতির বিষয় না হইলে তৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বা একতা হইতে পারে না, ইহা জানিলেই ভাষার উপরে উহার কত দূর অধিকার অনায়াসে নির্ণয় হয়। ভবিষ্যতে জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে যতই শব্দাধিক্য হইবে, সাধারণ্যে সেই শব্দগ্রহণ অর্থানুভবের উপরে নির্ভর করিবে। যাঁহারা বলেন মনুষ্য এখন এত দূর উন্নত হইয়াছে যে তাহাদিগের মধ্যে যে সকল শব্দার্থ সাধারণ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে তদুপরি স্থিরতর দর্শন সংস্থিত করা যাইতে পারে; তাঁহারা এতদ্দ্বারা দিন দিন জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি, তৎসহকারে নূতন নূতন শব্দ ও অর্থের সমাগম এবং সাধারণ্যে উহার পরিগ্রহ স্পষ্ট অস্বীকার করেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে আন্তর প্রণালী ভিন্ন কোন বিষয়ে আমরা বাহ্য প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারি না। ইতিহাস সম্বন্ধে আন্তর প্রণালীর প্রয়োজন প্রদর্শন করা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎসম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি, প্রচলিত ইতিহাস কেবল কতকগুলি ঘটনা এবং কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের মূল এবং কারণ নির্দ্দেশ করিতে এই আন্তর প্রণালীর অতীব প্রয়োজন? বলিতে কি, আমরা ইতিহাস নিবদ্ধ শুদ্ধ ঘটনা এবং কার্য্য ও নিজ নিজ অনুভূতির সহায়তা ভিন্ন বুঝিতে পারি না। সে যাহা হউক, যদি সমুদায় ইতিহাস হইতে মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে কোন একটী সাধারণ নিয়ম নিষ্কর্ষণ করা যায়, সেই সাধারণ নিয়ম নিষ্কর্ষণেই সমুদায় অনুসন্ধান পর্য্যবসান হইল না। মনুষ্যগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভাব বিশেষ এবং অভিপ্রায়বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। সাধারণ নিয়ম

নিষ্কর্ষণ এই ভাব এবং অভিপ্রায় সকলের গণনা হইতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কর্ষিত সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত ভাব এবং অভিপ্রায় সকলকেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা এই সাধারণ নিয়ম নিষ্কর্ষণ করিতে পারি,মনুষ্য ক্রমে জড়োপাসক হইতে বহুদেবোপাসক, বহুদেবোপাসক হইতে একেশ্বরোপাসক হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার ক্রমে জড়োপাসনা বহু দেবোপাসনা এবং একেশ্বরোপাসনা প্রচলিত হইবার মূলে স্থায়ী অবিচঞ্চল কারণ আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের অবস্থা ভেদে এই ধর্ম্ম প্রণালী উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই কারণ অন্তর নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব। সুতরাং কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমাদিগকে সম্যক্ প্রকারে আন্তর প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইল।

সামাজিক পবিত্রতা।

প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে ভ্রষ্টাচারের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি যত অহঙ্কার করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা করুন না কেন, পৃথিবীতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহা কেবল একমাত্র বিশুদ্ধচিত্ত সাধুদিগের দ্বারা সংরচিত হইয়াছে। যখন কোন একটী শ্রেণীস্থ লোকের দুর্নীতির কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে তখন আমরা সেই শ্রেণীস্থ লোকদিগকে বিশেষরূপে ঘৃণিত এবং দূষিত জ্ঞান করিয়া আপনাদিগকে কতই উন্নত লোক মনে করি। কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমমূলক এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট। এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুষ্ক্রিয়া প্রচলিত আছে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কেন না, মনুষ্যের প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান। কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পবিত্রতা কত অধিক, তাহা প্রত্যেক সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হইয়া কেহই এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই। ব্যষ্টিতে যে দোষ গুণ আছে সমষ্টিতে তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না। এক জন মনুষ্যেতে যেমন আমরা দোষ গুণ উভয়ই দেখিতে পাই, মনুষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সমষ্টিরূপে তাহাই দেখিতে পাইব। তবে আর কোন সম্প্রদায় একবারে মন্দ এবং কোন সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

যে মৌলিক পদার্থে অপরাপর সমাজ সংগঠিত হইয়াছে সেই পদার্থে ব্রাহ্মসমাজও সংগঠিত হইবে। সুতরাং এখানে যে সাধারণ নিয়মের কোন ব্যত্যয় হইবে তাহা সম্ভব নহে। তবে এই পর্য্যন্ত প্রভেদ যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত নীতির আদর্শানুসারে লোকের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। তথাকার ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র কোন দুষ্ক্রিয়াকে প্রশ্রয়দান বা সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে না। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ে যেমন বহুসংখ্যক ব্যক্তি কেবল সামাজিক উপকারিতার জন্য অবস্থিতি করে, ধর্ম্ম নীতির সঙ্গে তাহাদের কোন পবিত্র সম্বন্ধ থাকে না, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও বিবাহ বিধি ও সামাজিকতার অনুরোধে যে সে প্রকার লোক থাকিবে না ইহা আমরা কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারি? অথবা সে প্রকার লোক এখানে ইতিপূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামাজিক ব্রাহ্মগণকে জানা কর্ত্তব্য যে এখানে বিনা বাধায় যথেচ্ছাচারের আধিপত্য বিস্তার হইতে পারিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন এবং উদার বটে, কিন্তু যথেচ্ছার ও অপবিত্রতার ধর্ম্ম নহে। যাঁহারা ধর্ম্মশূন্য হইয়া কেবল সামাজিক অভাব পূরণের জন্য এখানে আসিবেন তাঁহাদিগকে এখানকার নীতির স্বাস্থ্যকর শাসন মান্য করিতে হইবে। যদ্যপী সে বিষয়ে কেহ অধিকতর অন্যায়

স্বাধীনতা ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ডও ভোগ করিতে হইবে। যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহাকে কেহই বিশ্বাস করে না, তাঁহার মত ও কার্য্যে কেহই সহানুভূতি দান করিতে পারে না। যাঁহাদিগের জীবনে পবিত্র পারিবারিক বন্ধন নাই তাঁহাদের সহিত সামাজিক পবিত্রতা ও সম্ভ্রমেরও কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি না করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের পবিত্রতা রক্ষা করিতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে সমাজের পবিত্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এব্রাহেমের পুত্তলিকা ভঙ্গ।

পৃথিবীর সকল অবস্থাতেই এই একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যায়, যে এক এক জন লোক স্বভাবতঃই সাধারণ লোকদিগের অপেক্ষা জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া উঠে। বিশেষ বিশেষ সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে এক এক জন লোক এইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ গুরুতর সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতি পুরাকালেও এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যিহুদাদিগের পূর্ব্বপুরুষ এব্রাহেমের পৌত্তলিকতা বিনাশ সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা আমরা অদ্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। চালডিয়া দেশে আর নামক নগরে এব্রাহেম জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে সেই প্রদেশে সূর্য্যের পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। তিনি প্রথম বয়সে সূর্য্য উপাসকদিগের সহবাসেই কাল হরণ করিতেন। তাঁহার পিতার নাম টেরা, তিনি পুঁতুল গড়াইয়া বিক্রয় করিতেন। একদা পুত্রের উপর পুঁতুল বিক্রয় করিবার ভার অর্পণ করিয়া কোন কার্য্য বশতঃ তিনি বিদেশ গমন করেন। একদিন এব্রাহেম দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময় এক বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই পুঁতুলটীর মূল্য কত?" তাহাতে তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রাচীন! তোমার বয়ঃক্রম কত হইয়াছে?" বৃদ্ধ বলিলেন আমার বয়স "তিনকুড়ি বৎসর" তাহা শুনিয়া এব্রাহেম বলিলেন "তিনকুড়ি বৎসর! আমার পিতার দাসেরা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে যে পুঁতুল নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাকেই তুমি পূজা করিয়া থাক? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে একজন ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক শুক্লকেশ প্রাচীন একটী সামান্য পুত্তলিকার নিকট মস্তক অবনত করিবে!" এক-থাতে বৃদ্ধ কিছু লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর একটী গম্ভীর মূর্ত্তি স্ত্রীলোক নৈবেদ্য হস্তে সেখানে উপস্থিত হইল। এব্রাহেম তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁ দাও, ঠাকুর-দিগকে উহা দাও, এখনি দেখিবে কেমন হাম্ হাম্ করিয়া তাহারা এ সকল খাইয়া ফেলিবে!' পরে এব্রাহেম একটী মুদ্গার লইয়া একে একে সমুদয় পুঁতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কেবল সকলের মধ্যে যেটী বড় ছিল তাহার হাতে মুদ্গারটী দিয়া সেইখানে বসাইয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে এব্রাহেমের পিতা টেরা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সকল ভগ্ন পুত্তলিকা দেখিয়া বলিলেন, "কোন্ হতভাগ্য বেল্লিক দেবতাদিগকে এরূপ করিয়া অপমান করিয়াছে'? পুত্র বলিলেন "কেন, যখন তুমি এখানে ছিলে না, তখন একটী স্ত্রীলোক কতকগুলি খাবার আনিয়া দেবতাদিগকে দান করিল, তাহা ছোট ছোট দেবতারা অগ্রে খাইতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে বড় ঠাকুরটী রাগ করিয়া এই হাতুড়ি দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছেন!" টেরা বলিলেন, তুমি কি বৃদ্ধ পিতাকে উপহাস করিতেছ? আমি কি জানি না যে তাহারা চলিয়া যাইতে এবং খাইতে অক্ষম?" পুত্র বলিলেন "তথাপি তুমি উহাদিগকে পূজা কর, এবং আমাকেও পূজা করিতে বল?" এ কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ টেরা পুত্রকে বিচারার্থ রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন।

রাজা এব্রাহেমকে বলিলেন, তোমার পিতার দেবতাকে যদি পূজা না কর, তবে তুমি অগ্নির উপাসনা কর।

এব্রাহেম। কেন, যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাণ করে সেই জলকে কেন আমি পূজা করি না?

রাজা। আচ্ছা তবে তুমি জলকেই পূজা কর।

এব্রাহেম। তবে যাহাতে জল উৎপন্ন হয় সেই মেঘকে কেন আমি পূজা করি না?

রাজা। আচ্ছা তুমি তাই কর।

এব্রাহেম। তবে বাতাসকে কেন পূজা করি না যদ্দ্বারা মেঘ উড়িয়া যায়?

রাজা। আচ্ছা তাই কর।

শেষ এব্রাহেম বলিলেন হে রাজন্! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, শ্রবণ করুন। আমি অগ্নি জল বায়ু মেঘ কাহারও উপাসনা করিতে পারি না। কিন্তু যে ঈশ্বর তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন আমি কেবল তাঁহারই পূজা করিব।

আর একবার এব্রাহেম মরু ভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন এবং সূর্য্যকেই ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করেন। পরে যখন সূর্য্য অস্তমিত হইল তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, না, জগৎস্রষ্টা কখন অস্তমিত হইতে পারেন না। তদনন্তর নক্ষত্র সহ চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইল। তখন এব্রাহেম বলিলেন "ইনিই ঈশ্বর এবং নক্ষত্র সকল ইহাঁর সহচর।" এই বলিয়া জানু পাতিয়া চন্দ্রের উপাসনা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে চন্দ্র ও অদৃশ্য হইল এবং পুনরায় পূর্ব্বদিকে সূর্য্য প্রকাশ পাইল। তখন এব্রাহেম বলিলেন "সত্য সত্যই এই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ঈশ্বর নহে, কারণ তাহারা নিয়ম পালন করে। আমি তাঁহাকেই পূজা করিব যাঁহার নিয়ম ইহারা পালন করিতেছে।"

রের দৃষ্টান্ত।

সশিষ্য ঈশা কোন পর্ব্বোপলক্ষে ভোজনে বসিয়াছেন, এদিকে বিশ্বাসঘাতক জুডাস্কেরিয়ট্ তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে, এমন সময় তিনি আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া ভোজন পাত্র পরিত্যাগানন্তর গাত্রোত্থান করিলেন, এবং আপনার পরিধেয় বসন স্থানান্তরে রক্ষা করিয়া একখণ্ড গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা কটিবন্ধনপূর্ব্বক একটী পাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদিগের পদধৌত করিতে লাগিলেন। এই রূপ করিতে করিতে ক্রমে তিনি সীমন পিটারের নিকট আসিলেন। পিটার বলিলেন হে প্রভো! আপনি কি আমারও পদধৌত করিবেন? ঈশা উত্তর করিলেন, যে যাহা আমি করিব তাহা তুমি এখনই জানিতে পারিবে। পিটার পুনর্ব্বার বলিলেন, আমার পদধৌত করিতে আপনি কখন পারিবেন না। ঈশা বলিলেন, যদি আমি তোমার পদধৌত না করি, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন পিটার বলিলেন প্রভো! কেবল আমার পদ নয়, কিন্তু আমার হস্ত এবং মস্তকও ধৌত করিয়া দিন।

পদধৌত করিয়া পরিচ্ছদ পরিধানান্তর ঈশা টেবিলের নিকটে বসিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, আমি কি করিলাম তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিলে? তোমরা আমাকে শিক্ষক এবং প্রভু বলিয়া সম্বোধন কর, অতএব যদি তোমাদের প্রভু এবং শিক্ষক তোমাদের পদধৌত করে, তাহা হইলে তোমাদেরও পরস্পর পরস্পরের পদধৌত করা উচিত।

এক নূতন উপদেশ আমি তোমাদিগকে এই দিতেছি যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি কর। যেমন আমি তোমাদিগকে ভাল বাসিলাম তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাল বাস; ইহা দ্বারা সমস্ত লোকে বুঝিতে পারিবে যে তোমরা আমার শিষ্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯১ শক।

সশরীরে স্বর্গে গমন করা যায় একথা তোমরা অবশ্য শ্রবণ করিয়াছ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা কি তোমরা বুঝিয়াছ, ? না ইহা নিতান্ত অসম্ভব এবং অসার কথা বলিয়া একবারে ইহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ? ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে আমি বলিতেছি ইহা সার কথা। ঈশ্বরের কৃপায় অনেকে ইহা আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বর্গে যাওয়া যায় ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি; কিন্তু শরীর লইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই হয়ত অনেকে উপহাস করিবেন। প্রাচীন কালে কোন্ কোন্ সাধু ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করিতেছি না; কিন্তু, আমরাই শরীর লইয়া

স্বর্গে গমন করিব ইহারই বিষয় বলিতেছি। ব্রহ্মমন্দিরে এই নূতন কথা শুনিয়া অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন; কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া ইহার মধ্যে যে মধু আছে তাহা পান করিলে ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। শরীর থাকিতে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কেবল বিশ্বাস এবং আশার কথা নহে; কিন্তু অনেকের পক্ষে ইহা সাধন এবং জীবনের ঘটনার কথা। ইহার গূঢ় তত্ত্ব যত দিন না আমাদের সকলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইবে তত দিন আমাদের সুখ অসম্ভব। যত দিন দেহ লইয়া আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারিব তত দিন কোন মতেই আমাদের দুঃখ পাপ দূর হইবার নহে। অল্প বিশ্বাসীরা হয়ত বলিবে, কি শরীর থাকিবে, অথচ আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহাও কি কখন সম্ভব? কিন্তু যাহারা ইহা অস্বীকার করে তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস করা হইল। শরীর থাকিতেই আমরা স্বর্গে যাইব ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা. স্বর্গে যাইবার জন্য আমাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয় না; কিন্তু দেহ নাশ হইবার পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে থাকিতেই আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহা আমাদের স্বর্গীয় পিতার অভিপ্রায়। ঈশ্বর নিরন্তর আমাদিগকে স্বর্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এই শরীর থাকিতে থাকিতেই ব্রাহ্মদিগকে সেই স্বর্গ দেখিতে হইবে। যদি মৃত্যুর পরে স্বর্গ দেখিতে হয় এবং শরীর থাকিতে স্বর্গের সুখ ভোগ করা অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর মিথ্যা এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। যদি বল আমরা এ জীবনে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব না, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব হ্রাস হইল। শরীর থাকিতে থাকিতেই ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মেরা স্বর্গের প্রেম আস্বাদ করিতে পারেন ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের এত গৌরব। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া ইহার অর্থ কি? ইহা নহে যে শরীর ব্রহ্মভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে মুগ্ধ হইবে; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, শরীর থাকিতে থাকিতেই সেই আত্মা সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত থাকিবে। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকিবে; কিন্তু আত্মা সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস করিবে; এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত থাকিবে। যখন আত্মা অনিত্য সুখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করিবার জন্য স্বর্গে চলিয়া যাবে, তখনই বুঝিতে পারি যথার্থ অনাসক্ত কাহাকে বলে। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাওয়া পাপ, আবার সংসারে থাকিয়া বৈরাগী না হওয়াও পাপ। শরীরের মধ্যে থাকিয়াই আত্মা যখন ঈশ্বরের নাম গান, তাঁহার আরাধনা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহাকে প্রার্থনা এবং তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত হয়, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া কি তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না? মৃত্যু গ্রাস হইতে শরীরকে উদ্ধার করিয়া কোন উৎকৃষ্টতর স্থানে চলিয়া যাওয়া সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নহে; জগতের কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মেরা কদাচ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস এই, শরীর যত দিন জীবিত থাকে, ইহারই মধ্যে আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায় এবং সশরীরে স্বর্গের সুখ উপভোগ করে। শরীর আত্মার দাস, আত্মা যদি সংসারী হয়, শরীরও সংসারের সুখ-সাধনেই নিযুক্ত থাকে, আত্মা যদি ঈশ্বরের হয়, শরীরও ভক্তের অনুগত হইয়া ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল হয়। আত্মা যদি ঈশ্বরের দিকে যায়, শরীরের ক্ষমতা কি যে সেই গতি নিবারণ করে? এই জন্যই বলা হইয়াছে আত্মা শরীর লইয়া স্বর্গে গমন করে। অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব। ভক্ত যখন প্রকৃত উপাসনায় নিমগ্ন হন, সেই সময় জগতের লোক মনে করে তিনি পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি শরীর লইয়া পৃথিবী হইতে এত দূর চলিয়া গিয়াছেন যে সেখানে পৃথিবীর বস্তুকে আর ডাকিয়াও আনা যায় না। বাস্তবিক উপাসনাশীল আত্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে ছাড়িয়া যে কত দূর এবং কেমন সূক্ষ্মতম স্থানে চলিয়া যান, অবিশ্বাসীরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। উপাসক যখন ব্রহ্মসহবাসের গভীর আনন্দ সম্ভোগ করেন, তখন কোথায় থাকে তাঁহার শরীর, কোথায় বা থাকে এই পৃথিবী। সাধক সেই অবস্থায় সশরীরে একাকী হইয়া চারিদিকে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতে পান, আর কিছুই দেখিতে পান না; চারিদিকে বন্ধু বান্ধব এবং শত শত ভাই ভগিনী; কিন্তু ভক্ত অনিমেষ নয়নে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছেন, কেন না ঈশ্বর তাঁহার নিজের রূপ মাধুরী দেখাইয়া ভক্তের চক্ষু কাড়িয়া লইয়াছেন। যে দিকে দেখেন সেই দিকেই ঈশ্বর। সেই গভীর আধ্যাত্মিক অবস্থায় সাধকের পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, এবং ইহকাল পরকাল ভেদ নাই। তিনি এক অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া যান। জীবের এই অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থিতির নামই অনন্ত স্বর্গ। সকল দিকে কেবলই ব্রহ্মের অনতিক্রমণীয় অনন্ত সত্তা, তখন তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে বাস করেন, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন তিনি কোন দিকে আর কিছুই দেখিতে পান না। ঈশ্বরের এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাই ব্রাহ্মের স্বর্গ। ইহা ভিন্ন যদি আর কোন স্বর্গ থাকে তাহা মিথ্যা, তাহা অসার কল্পনা। অতএব যাঁহারা যথার্থ প্রমাণের ভূমিতে স্বর্গকে স্থাপন করিতে চান তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার সময় যে ঈশ্বরের এই গম্ভীর

সত্তা উপলব্ধি করেন, তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস সংস্থাপিত করুন, স্বর্গধাম চিরকালের জন্য তাঁহাদেরই হইবে। বিশ্বাস চক্ষু যদি নিঃসংশয় রূপে এই সত্তা দেখিতে পায় তবে মনের অন্ধকার দূর হয়, হৃদয় স্বর্গের প্রেমে উন্মত্ত হয়, আত্মা পবিত্র এবং প্রফুল্ল হয়, জীবন সার্থক হয়। যাঁহারা ইহার মধ্যে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। ব্রহ্ম নাম লইয়া ভক্ত যখন নিমীলিত নয়নে তাঁহার ধ্যান করেন তখন শরীর আছে কি না কে ভাবে? শরীর আছে কি না সে বিষয় তাঁহার কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না অথচ সশরীরেই তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত মন্দিরে বাস করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার এই অর্থ নহে, যে নিজের শরীর দেখিতে দেখিতে কিম্বা ইহা স্পর্শ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইবে। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত জানেন, যে স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না, এবং কিছুমাত্র ইহার বিষয় চিন্তা করিবারও প্রয়োজন নাই, ইহার নিশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয় না, অথবা ইহার রক্ত স্রোতঃ থামাইতে হয় না; কেননা শরীর আত্মার দাস, আত্মা ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, শরীর কিছুমাত্র বাধা দিতে পারে না। মৃত্যুকে ডাকিয়া বলিতে হয় না আমার শরীর বিনাশ কর নতুবা শরীর থাকিতে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় হয় না।

ব্রহ্মধর্ম্ম মতে স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে কোন প্রকারেই কষ্ট দিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়। দেখ ব্রাহ্মদিগের কত উচ্চ অধিকার। শরীর অন্নে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি পুষ্প সকল আশ্চর্য্যরূপে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। আত্মা সবল হইলে শরীরও সবল হয়, আত্মাকে বাঁচাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না। শরীর কি করিতে পারে? চক্ষু নিমীলিত হইল, ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে দেখিলেন, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হইল। শরীর কোথায় রহিল তিনি জানিলেন না। অতএব মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে হয় না, সশরীরেই আমরা স্বর্গে যাইতে পারি। যখন ঈশ্বরের কৃপায় ভক্তির উদয় হয় তখন শরীর কোন মতেই ভক্তের স্বর্গসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ভক্তির সহিত যখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করি, তখন আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায়, শরীর আছে কি না বোধ থাকে না; শরীর পবিত্র মন্দির হয়, মন্দিরকে আর ভাবি না। যখন ব্রহ্মের প্রেমমুখ ভক্তের চক্ষে প্রকাশিত হয় তখন কোন্ স্থানে আছি তাহা কে ভাবে? শরীর ছাড়িয়া যখন ব্রহ্মকে দেখিব তখনও সুখী হইব। শরীর থাকিতেও তাঁহার সুন্দর মুখের রূপ মাধুরী দেখিয়া ধন্য হইব। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হই তখন সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে আছি, না পর্ব্বত শিখরে আছি, না সমুদ্রের বক্ষে আছি, কিছুই ভাবি না। অতএব ব্রাহ্মগণ! শরীর থাকিতে থাকিতে সেই স্বর্গকে আয়ত্ত কর। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় যদি তোমরা ইহার দৃষ্টান্ত জগতকে না দেখাও তবে বল কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে? জিতেন্দ্রিয় এবং ভক্ত হইয়া দেখাও, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়। প্রতিদিন সশরীরে স্বর্গে বাস কর পতনের দ্বার গুলি একে একে সমুদয় বদ্ধ হইবে। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর যিনি আমাদিগকে এমন মধুময় অধিকার দিলেন!!

ব্রাহ্মিকাসমাজ।

শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

৪র্থ উপদেশ।

ঈশ্বর যখন দয়া করিয়া আপনার কন্যাদিগের নিকট দর্শন দিলেন, তখন তাঁহারা সেই ঈশ্বরকে কোথায় রাখিবেন, এই বিষয় লইয়া নানা প্রকার আলোচনা করিলেন। পিতা নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহাকে কোথায় রাখিব? এই কথা লইয়া ঈশ্বরকন্যারা ব্যাকুল হইলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমতী তাঁহারা পিতাকে যথাস্থানে রাখিয়া সুখী হইলেন। বুদ্ধি-বিহীন কন্যা, ঈশ্বরকে কোথায় রাখিতে হয়, জানেন না। যথার্থ বিশ্বাসী বুদ্ধিমতী তোমাদের মধ্যে তিনি যিনি পিতাকে যথার্থ স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভয় বিপদ নাই, এবং সংসারের কোন প্রলোভন তাঁহাকে অস্থির করিতে পারে না। এবং তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, অনায়াসে রিপু দমন করিতেছেন, এবং প্রতিদিন আনন্দ মনে পরলোকের সম্বল করিয়া পিতার স্বর্গরাজ্যেরদিকে অগ্রসর হইতেছেন। আর তিনিই তোমাদের মধ্যে অতিশয় কৃপাপাত্রী এবং তিনি সর্ব্বদাই বিপদের মুখে বাস করিতেছেন যিনি এত দিন পরেও জানিলেন না কোন্ স্থানে পিতাকে রাখিতে হইবে। পৃথিবীর একটু সামান্য দুঃখ উপস্থিত হইলেই তাঁহার যন্ত্রণার শেষ থাকে না, স্বজন বন্ধু পরিত্যাগ করিলে তিনি একবারে নিরাশ্রয় এবং অসহায় হইয়া পড়েন। অতএব বলিতেছি, ভগ্নীগণ! যদি স্বর্গেবাস করিয়া নিরাপদ এবং সুখী হইতে চাও, তবে আগে পিতাকে যথার্থ স্থানে রাখিতে শিক্ষা কর। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরকে পুস্তকালয়ে রাখিয়াছেন; পুস্তক না পড়িলে তাঁহারা ঈশ্বরকে বুঝিতে পারেন না। কোন

সংশয় দূর করিতে হইলেই তাঁহাদিগকে পুস্তকের শরণাপন্ন হইতে হয়। তাঁহাদের মুক্তি কেবল জ্ঞানের পথে, এই বিশ্বাস করিয়া দিবা রাত্রি তাঁহারা রাশি রাশি পুস্তক পড়েন। কতকগুলি প্রার্থনা এবং উপদেশের পুস্তক সর্ব্বদাই নিকটে রাখেন, পুস্তক না পড়িলে তাঁহারা চারি দিক্ অন্ধকার দেখেন।

কেহ কেহ আচার্য্য, উপাচার্য্য অথবা উপদেষ্টার নিকটে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন। সাধু ভক্ত গুরুর নিকটে যতক্ষণ না তাঁহারা ভাল উপদেশ শুনিবেন ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন। আর কোথায়ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ইহা তাঁহারা মানেন না; কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, শত ক্রোশ চলিয়া গিয়াও সেই আচার্য্যের সঙ্গে কথা কহিবেন এবং তাঁহার জীবনে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে বাহির করিবেন। যাঁহারা ঈশ্বরের বিষয়ে ভাল উপদেশ দিতে পারেন সেই সকল সাধুদিগের নিকটে ঈশ্বরকন্যারা প্রাণপণে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা মনে করেন, যেখানে সাধু নাই, যেখানে উপদেশ দিবার লোক নাই, সেখানে ঈশ্বর কিরূপে থাকিবেন? এই জন্য কতকগুলি ভাল লোক কাছে পাইলে, ঈশ্বরকন্যারা পুলকিত হন এবং সেই সকল ব্যক্তির কাছে থাকিলে তাঁহাদের জীবন পবিত্র থাকে।

কেহ কেহ ঈশ্বরকে কার্য্যক্ষেত্রে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই; প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ভাল কায না করিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আপনার এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম না করিলে, কেহই ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পায় না, আলস্য ব্রহ্মদর্শনের মহা শত্রু। এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরের অনেক কন্যা সমস্ত দিন কতকগুলি কার্য্যানুষ্ঠান করেন। তাঁহারা বলেন যদি যথার্থই ঈশ্বরকে চাও, তবে সমস্ত দিন কায কর। আপনার প্রতি, পরিবারের প্রতি এবং অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন না করিলে কিরূপে ঈশ্বরকে লাভ করিবে? সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া কে কবে ঈশ্বরকে পাইয়াছে? অতএব খুব যত্ন, পরিশ্রম এবং আয়াস সহকারে কার্য্য কর; নিজের মন ভাল থাকিবে এবং জগতের মঙ্গল হইবে। কার্য্যক্ষেত্র ঈশ্বরের মন্দির, কায করিতে না পারিলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। এই জন্য তাঁহারা শরীর, মনের সমুদয় বল নিয়োগ করিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরের যথার্থ স্থান দেবালয়। যেখানে ভ্রাতা ভগ্নীরা মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেই মনে হয় স্বর্গে আসিয়াছি। অতএব উপাসনা স্থান ভিন্ন ঈশ্বর আর কোথায়ও থাকেন না। যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া ভাল হইতে চাও, তবে উপাসনাস্থানে যাও। সকল প্রকার উন্নতির প্রার্থনা সেই স্থানে পূর্ণ হইবে। যেখানে নির্জ্জন পারিবারিক, এবং সামাজিক উপাসনা হয়, সেখানে যাইবামাত্র প্রাণ পবিত্র হয়, মন ভাল হয় এই জন্য ঈশ্বরকন্যারা সেই দেবালয়ে ঈশ্বরকে প্রতিদিন দেখিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করেন। সেই দেবালয় ভিন্ন আর কোথায়ও তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। এইরূপে পৃথিবীর নর নারী সকলেই কেহ পুস্তকালয়ে, কেহ উপদেষ্টালয়ে, কেহ কার্য্যালয়ে, কেহ উপাসনালয়ে, আপনার আপনার বাঞ্ছিত ইষ্ট দেবতাকে অন্বেষণ করে। কিন্তু ঈশ্বর এই সমুদয় স্থানে আছেন এই কথা বলিলে যথার্থ কথা বলা হইল না। ঈশ্বরকে বাহিরের এ সকল স্থানে রাখিয়া ঈশ্বরকন্যারা কদাচ যথার্থরূপে সুখী হইতে পারেন না; কিন্তু তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ বুদ্ধিমতী এবং সুখী, যিনি বলেন 'আমার ঈশ্বর আমার প্রাণ মন্দিরে।" এবং যিনি যথার্থই বিশ্বাসী এবং ভক্ত হইয়া আপনার ঈশ্বরকে আপনার বুকের ভিতর সর্ব্বদা রাখিয়া দেন, সেই ব্রহ্মকন্যার মৃত্যু নাই, তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের পরশমণি, ঈশ্বর দর্শন তাঁহার নয়নের ভূষণ, ঈশ্বর গুণ গান তাঁহার বদনের ভূষণ, ঈশ্বর নাম শ্রবণ, তাঁহার কর্ণের ভূষণ, ঈশ্বর চরণ সেবা তাঁহার হস্তের ভূষণ। তবে কি তিনি পুস্তক, উপাদেষ্টা শুভানুষ্ঠান এবং উপাসনালয় ঘৃণা করেন? না। তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সকল উপায়ই অবলম্বন করেন; কিন্তু তাঁহাতে এবং অন্যেতে এই প্রভেদ, যে তিনি আপনার ঈশ্বরকে সর্ব্বদা আপনার বুকের ভিতর রাখিয়া দেন। তিনি কিছুই পরিত্যাগ করেন না; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী হৃদয়, যেমন অন্তরে ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়, তেমনই সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিয়া দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর শান্তি পুণ্য সঞ্চয় করে। অতএব তোমাদের মধ্যে তিনিই যথার্থ সাধ্বী এবং পুণ্যবতী, যিনি অটল বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন ঈশ্বর আমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু এবং শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন। ঈশ্বর ভিন্ন এক নিমেষ আমি বাঁচিতে পারি না, তাঁহার বল ভিন্ন চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পারে না, মন একটী চিন্তা করিতে পারে না। এটী অতি সহজ কথা; কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ। চন্দ্র সূর্য্য আছে, নদ নদী চলিতেছে, অতএব ঈশ্বর আছেন প্রমাণ হইল তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন তাই আমি বাঁচিয়া আছি, ইহাই যথার্থ মুক্তি

শাস্ত্রের কথা। প্রাণের মন্দিরে ঈশ্বর আছেন ইহাই শ্রেষ্ঠ কথা। সমস্ত দিন যতবার ঈশ্বরের কায করিবে, হস্তকে জিজ্ঞাসা করিও, হস্ত! তুমি কার বলে কায করিতেছ? হস্ত বলিবে ঈশ্বর বল না দিলে আমি কিছুই করিতে পারি না। রসনা যখন প্রিয় বন্ধুদিগের কর্ণে মধু বর্ষণ করে, তখন রসনাকে জিজ্ঞাসা করিও, রসনা! তুমি যে এত সুমিষ্ট কথা বলিতেছ, কাহার বলে? চক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিও, চক্ষু। তুমি যে এত সুন্দর বস্তু দেখিতেছ, তাহা কি তোমার নিজের বলে? কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিও, তুমি যে এমন সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছ, কে তোমাকে এই ক্ষমতা দিলেন? এবং প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিও, প্রাণ! তুমি যে বাঁচিয়া আছ, নিজের বলে, না ঈশ্বরের বলে। সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিবে, আমরা নিজে কিছুই করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের ভিতরে থাকিয়া বল দেন তাই আমরা কার্য্য করি। এইরূপে আপনার শরীর, মন এবং প্রাণের ভিতরে যে দিন ঈশ্বরকে দেখিবে সেই দিন তোমরা যথার্থ ব্রাহ্মিকা হইবে। তখন তোমরা ঘোর পরীক্ষা বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরকে নিকটে দেখিবে। যে দেশেই যাও ঈশ্বর তোমাদের বুকের ভিতর প্রাণের ভিতর। তোমাদের মধ্যে তিনিই যথার্থ বিশ্বাসী যিনি বলেন "এই দেখ ঈশ্বর আমার বুকের ভিতর বসিয়া আছেন।" প্রাণের মন্দিরে ঈশ্বর আছেন এই কথা বল পরিত্রাণ পাইবে। এই কথা বিশ্বাস কর, ঈশ্বরকে প্রাণের ভিতরে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বুকের ভিতরে রাখিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে।

হে করুণাসিন্ধু! আমাদের সকলের পিতা! অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কত সময় বিশ্বাস করি যে আমরা তোমাকে মানি; কিন্তু তোমাকে যদি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতাম তবে কি আমাদের এত দুর্দ্দশা থাকিত? আমাদের প্রাণ যে অনেক সময় শূন্য থাকে, তাহাত তুমি জান। প্রভো! তোমা ছাড়া এক মিনিট বাঁচিতে পারি না ইহা বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতাম। বিশ্বাস করি তুমি আছ, অথচ আশ্রমে শান্তি পাই না, মন পবিত্র হয় না, তবে কিরূপে বুঝিব যে আমাদের সেই বিশ্বাস অকৃত্রিম। প্রকৃত বিশ্বাসীরা এক মিনিট তোমা ছাড়া হইলে যে প্রাণ যায় বলিয়া অস্থির হন। তোমাকে না দেখিয়া কোন্ মুখে আহার করি, এবং সংসারের সুখ সেবন করি, তাহাও তুমি জান। এই যে তোমার কন্যাগণ তোমার পূজা করিবার জন্য আসিয়াছেন, পিতা! দয়া করিয়া ইহাঁদিগকে বুঝাইয়া দাও, প্রাণের ভিতর তোমাকে স্থান না দিলে পরিত্রাণ পথে কণ্টক পড়িল। হে ঈশ্বর! প্রাণের যোগে, তুমি ইহাঁদিগকে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত কর, তাহা হইলে আর কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারিবেন না। দুরন্ত পৃথিবী, নিষ্ঠুর সংসার আমাদের মন হইতে বারম্বার তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, এই তোমাকে দেখিতেছিলাম, এই তুমি নাই। যদি প্রাণের ভিতর সমস্ত দিন তোমাকে রাখিয়া দিতাম; যদি বুকের ভিতরে রাখিয়া প্রাণের প্রাণ বলিয়া তোমার পূজা করিতাম, আমাদের কি কোন দুঃখ থাকিত?

হে অনাথ শরণ! তোমার সঙ্গে যে প্রকার সম্পর্ক এক মিনিট তোমাকে দূরে রাখিলে আমাদের মৃত্যু হয়। হে করুণাসিন্ধু! আর কোন স্থানে তুমি আছ ইহা যেন মনে না করি, প্রাণের ভিতরে তুমি আছ এই মহা সত্য যেন সাধন করি। আমরা দুঃখী এই জন্য যে তোমাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিতে পারি না। এই আশ্রম ভাল হইবে, যে দিন তুমি সকলের প্রাণের ভিতর আসিয়া বসিবে। যে দিন পরস্পরের কাছে বুক খুলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিব, এবং বলিতে পারিব এই দেখ ঈশ্বর আমার বুকের ভিতরে, সেই দিন আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে, আশ্রম যথার্থই স্বর্গধাম হইবে। তোমাকে হৃদয়ের ভিতরে, বুকের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখী হইব। তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়াছি এই মহামূল্য সত্যে বিশ্বাস করিয়া চির সুখী হইয়া থাকিব এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

— —

চীন দেশীয় ক্ষোর উপদেশাবলী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

(২৭) সকল পাপের মধ্যে ব্যভিচার সর্ব্ব প্রধান।

(২৮) যাহারা অন্যকে পাপাসক্ত করে তাহারা আপনারাই পাপাসক্ত, এবং অবশেষে পরস্পরের শত্রুতাচরণ করে।

(২৯) তোমাদের স্বভাব সংশোধন করিবার এক মাত্র পথ অবলম্বন করিতে হইলে, আত্মার নবজীবন অন্বেষণ করিবে।

(৩০) যাঁহারা বলবান্ ও জ্ঞানাপন্ন তাঁহারা সাধারণ সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ও মানব প্রকৃতিকে বিকৃত করিতে নিরস্ত হউন।

(৩১) তাঁহাকে পাপ প্রবৃত্তি দমন করিতে ও সদ্ভাব সমুন্নত করিতে দেও।

(৩২) পিতা মাতার প্রতি অবাধ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর পাপ। ইহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অপরাধ; অতএব আপনাদিগকে পরিবর্ত্তিত কর।

(৩৩) দেখ মেষ শাবকও তাহার জননীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র জানু পাতিয়া বসে, বায়স শিশু তাহার মাতাকেও আহার প্রত্যর্পণ করে।

(৩৪) যখন মনুষ্য পশুর সমান নহে তখন সে এরূপ কার্য্যে আপনার জন্মই কলঙ্কিত করে।

(৩৫) পিতা আমাদিগকে জন্ম দান করিয়াছেন, জননী আমাদিগকে পরিপালন করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে লালন পালন করিবার জন্য কি কষ্ট যন্ত্রণাই ভোগ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপ উপকার সুনীল গগণ স্পর্শ করে; ইহার প্রতিশোধ করা দুষ্কর। তবে আমাদের পিতৃভক্তি দ্বারা কিরূপে আমরা সরল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি?

(৩৬) প্রকৃত পিতৃ মাতৃ ভক্ত ব্যক্তি আজীবন পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি জনক জননীর অভিপ্রায় কথা বা ইঙ্গিতে প্রকাশিত না হইলেও বুঝিতে পারেন।

(৩৭) জনক জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে তোমার ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়।

(৩৮) পৃথিবীর সমুদায় লোক আমাদের ভ্রাতা।

(৩৯) আমাদের সকলের আত্মাই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে।

(৪০) ঈশ্বর তাবৎ মনুষ্যকে তাঁহার সন্তান রূপে দেখেন।

(৪১) কে বলিবে যে, ঈশ্বরের চক্ষু উন্মীলিত নহে?

(৪২) পূর্ব্বতন সময় হইতে যাঁহারা অপরকে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা তদ্দ্বারা আপনাদিগকেও রক্ষা করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র বিচাসন সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে।

(৪৩) অন্যের সুখ অন্বেষণ করাই সুখ, সুতরাং যে অন্যের অপকার করে সে আপনারই অপকার করে।

(৪৪) এরূপ বলিও না যে, তোমরা শত্রুকেই সুখী করিবে এবং ধার্ম্মিক ভিন্ন কাহাকেও প্রেম করিবে না। কিন্তু তোমরা অন্যের নিকট যাদৃশ ব্যবহার ইচ্ছা কর তুমিও অপরকে সেইরূপে ব্যবহার করিও।

(৪৫) যাহা বিশ্বাস ও প্রেমপূর্ণ তাহার অনুকরণ কর।

(৪৬) যাহা কোমল ও স্বাভাবিক সরল তাহাই অনুমত কর।

(৪৭) যাহা দয়া এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধ তাহা কদাপি কার্য্যে পরিণত করিও না।

(৪৮) যদি মানবগণ শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরকেই ভয় করিতে চাহেন এবং স্বর্গীয় পুরস্কারেই আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অভিলাষ করেন তবে আর তাঁহাদের দুঃখ দুর্ভাবনার বিষয় কি রহিল?

(৪৯) ব্যবসাতে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধতা রক্ষা করিও।

(৫০) জ্ঞান বিষয়ে সত্যের দ্বারা জীবন যাপন করিতে সতর্ক হইও।

সংবাদ।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু নির্ব্বিঘ্নে মেঙ্গালোর নগরে পৌঁছিয়াছেন। সেখানকার ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে সপরিবারে কিছু কাল সেখানে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় এবং সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন উপাসনা কার্য্য করেন। "সাকার চাও কি নিরাকার চাও" এই বিষয়ে একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। সাকার মূর্ত্তি যে ভক্তের স্পৃহণীয় নহে, অনন্ত অখণ্ড চৈতন্যময় পুরুষের উপলব্ধি ব্যতীত যে ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা হয় না, আচার্য্য মহাশয় ইহা পরিষ্কাররূপে বিবৃত করেন।

বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়ায় নূতন বিধি অনুসারে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু বরদানাথ হালদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাস বিক্রমপুর। ইনি সেখানকার একজন জমিদারের অধীনে কোন সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত আছেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী হরিসুন্দরী, বয়ঃক্রম আঠারো বৎসর, নিবাস বগুড়া। ইনিও জাতিতে ব্রাহ্মণ, বগুড়া বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করিতেন, অতি অল্প বয়সে বিধবা হন। গোয়ালপাড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহ সভায় তদ্দেশীয় অনেক হিন্দু উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার সিলহেট, কুষ্টীয়া, কুমারখালি অঞ্চলে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন।

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত তথায় উপস্থিত থাকিয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সেখানে তিন দিন বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। তথাকার পুরাতন ও নব্য ব্রাহ্মগণের মধ্যে এবার উপাসনার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা লক্ষিত হইতেছে। অঘোর বাবু প্রতিদিন সেখানে উপাসনা করেন তাহাতে প্রায় ত্রিশ জন ব্রাহ্ম যোগ দিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসনার ভাব তাঁহা-

Registered No. 25

দের মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এই আমাদের প্রার্থনা। উপাসনা যে পর্য্যন্ত প্রতিদিনের উপজীবিকা স্বরূপ না হইবে তত দিন শান্তি লাভের আর উপায়ান্তর নাই।

আসামের অন্তর্গত নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য তথাকার উপাচার্য্যের উপর ব্রাহ্মদিগের শ্রদ্ধা হ্রাস হওয়া সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন এবং সে জন্য তিনি তাঁহাকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন।

কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ করিয়া, দাতাদিগের দান স্বীকার করিতেছি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সিল	...	২
" " উপেন্দ্রনাথ বসু	...	৪
" " প্রানসিংহ বয়েদ	...	৫০
" " কৈলাসচন্দ্র বসু	...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু শরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দর		॥০
" " গোপালচন্দ্র দাস ইন্দর		১
" " উমানাথ বাগচি ঐ		॥০
" " প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত ঐ		১
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী বন্ধু	...	২০
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	...	৭২
মুলতানস্থ বন্ধুগণ	...	১৭
লণ্ডনস্থ কুমারি কলেটের দ্বারা সংগৃহীত	...	৬৫
বন্দেলখণ্ডের দুঃখী বাঙ্গালী ভ্রাতা	...	৫০
ললিতপুর হইতে কয়েকটী বন্ধু কর্তৃক	...	৫
বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ	...	৬
সেলাইদহ ব্রাহ্মসমাজ	...	৩
একটী বন্ধু ইন্দর		১
ক্ষুদ্র আয়	..	॥০

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ
চাউল ১/০ মোন আন্দাজ মূল্য ৩

মাসিক দান সংগ্রহ।

ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	৪
কোন্নগর ঐ	...	৯
গয়া ঐ	...	১৩
হাজারীবাগ ঐ	...	৯।
লক্ষ্ণৌ ঐ	...	৫
রয়েলপিণ্ডি	...	৬
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী	...	৸০
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	...	২
" " যদুনাথ দে	...	৩
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	...	২
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	১
" " কৈলাসচন্দ্র সেন	...	১
" " কৈলাসচন্দ্র মিত্র	...	১
" " চন্দ্রনাথমল্লিক	...	১
" " কৃষ্ণদয়াল রায়	...	২
" " নীলমনি ধর	...	২
" " হরগোবিন্দ চৌধুরী	...	২
" " শশিভূষণ বিশ্বাস	...	১
" " হর কালী দাস	...	২
" " নবীনচন্দ্র ঘোষ	...	২
" " জয়গোপাল সেন	...	১০
" " অক্ষয়কুমার কর্ম্মকার	...	১
" " দুর্গা প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	...	১
" " শ্রীনাথ পাল	...	১
" " গোবিন্দচাঁদ সিল	...	১
" " প্রহ্লাদচন্দ্র পাল	...	।০
" " হরকুমার চৌধুরী	...	।০
শ্রীমতী কৈলাসকামিনী মিত্র	...	১

প্রচারের সাহায্যার্থ সভা, ২৯শে মে ১৮৭৪। } শ্রীতুকড়ি ঘোষ। সম্পাদক।

বিক্রেয় বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

		মূল্য
সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাল ভাল বাঁধান	... ...	১
ঐ ঐ কাগজের মলাট	... ...	৸০
ঐ ঐ ২য় ভাগ	... ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কাগজের মলাট	... ...	৸০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড	... ...	।৶০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক	... ...	/০
ব্রহ্মোৎসব	... ...	৵০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	... ...	।/০
ব্রহ্মময়ী চরিত	... ...	৵০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	... ...	।০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	... ...	১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ)	... ...	।৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতনসংস্করণ)	...	৵০
ঐ ঐ হিন্দি	... ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার	... ...	/০
ঐ ঐ (সংস্কৃত	... ...	/০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	... ...	১০
সংগীত মঞ্জরী	... ...	।০
১৭৯৩।৯৪ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব একত্রে বাঁধান	... ...	১।০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত	... ...	।০
অভিনব সঙ্গীত লহরী	... ...	৵০
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ	... ...	৶০
হিন্দি ব্রহ্মসঙ্গীত	... ...	৵০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	... ...	৶০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে ১৭ই মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলন্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ১১ম সংখ্যা। | ১লা আষাঢ় রবিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে শান্তিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বর! বিষম বিপদাকীর্ণ এই সংসারের মধ্যে বাস করিয়া, মৃত্যু ও পাপ প্রলোভনের অধীন হইয়া যেন আমি কাহারও বিরুদ্ধে কখন অসাধু ভাব পোষণ না করি। যাহারা আমার নিকট অপরাধী, এবং আমি যাহাদিগের নিকট অপরাধী, তাহাদের যথার্থ হিতের জন্য যেন হে উদার করুণাময় ঈশ্বর! আমি তোমার নিকটে প্রসন্ন হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি। চির দিন পৃথিবীর নিকট প্রতারিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া যদি ইহ জীবন ত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু কখন যেন জ্ঞানকৃত মহাপাপে হৃদয় দগ্ধ না হয়। নিরপরাধী থাকিয়া যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ করাও বরং শ্রেয়ঃ; কেন না সে দুঃখের সময় তোমার প্রেমমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হে দেব! অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আত্মরক্ষার ভাণ্ করত যখন আমি নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হই তখন আপনার জীবনের ভার আপনি লইয়া বিপদ সাগরে ডুবিয়া মরি। বিরোধী এবং নির্যাতনকারীদিগকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসিবার জন্য তুমি আমাকে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রীতি প্রদান কর। সামান্য পার্থিব অধিকার রক্ষা করিতে গিয়া কত সময় আমি স্বর্গের শান্তি সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কত বার নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। দীননাথ, আর যেন কোন প্রকার নীচ বাসনা মনের মধ্যে স্থান নাপায়। কেহ জানুক আর না জানুক, আমার হৃদয় যেন তোমার সমক্ষে সকলেরই জন্য প্রমুক্ত থাকে। আমি হৃদয় মধ্যে এমন একটী শান্তিধাম নির্ম্মাণ করিতে চাই যেখানে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা বিবাদ কলহ কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না। দয়াময়, তোমার শান্তি পূর্ণ মঙ্গল চরণই আমার সেই শান্তিধাম, আমাকে তুমি সেখানে নিরাপদে রাখিয়া অনন্ত জীবন প্রদান কর।

ঈশ্বর উপলব্ধি।

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যেমন ধর্ম্মের সার তেমনি আবার ইহা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। ইহার অভাবে এবং অপব্যবহারে লোকে পৌত্তলিক হয়, এবং নিরাশ অবিশ্বাসের গভীর অন্ধকারে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ধর্ম্মরাজ্যের অপরাপর অনেক বিষয় বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে কতক দূর বুঝিতে পারাযায়, এবং তাহা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অনন্ত চৈতন্যময় নিরাকার ব্রহ্মের পূর্ণ সত্তা আত্মাতে কিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা বুঝা এবং অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া অতি দুরূহ কার্য্য। সীমাবিশিষ্ট জীব অপরিমেয় ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিবে ইহা অসম্ভব। সুতরাং স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ সাকার উপাসনা

প্রবর্ত্তিত করিলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের সহিত সাকার মূর্ত্তির সামঞ্জস্য করিতে পারিলেন না তাঁহারাও অভ্যাসের দোষে মনোমন্দিরে কল্পনা পটে ব্রহ্মের প্রতিরূপ চিত্রিত করিলেন। অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বীরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া জীব ব্রহ্মের প্রাথক্য বিলোপ করত আপনাকে আপনি ধ্যান করিলেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ দর্শন প্রণালীই যে কল্পনা সম্ভূত পৌত্তলিকতা পূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। বাহ্য বস্তুর দর্শন সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের যেরূপ সংস্কার আছে, ব্রহ্মদর্শনকে সেই সংস্কারের অন্তর্গত করিতে গিয়া অনেকে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মেরা সকল প্রকার কুসংস্কার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। ব্রহ্মদর্শনের জন্য তাঁহাদিগকে বাহ্য কিম্বা মানসিক পৌত্তলিকতার শরণাপন্ন হইবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। যদি নিরাকার অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে যে তাঁহার অনন্ত সত্তা করতলস্থ আমলকবৎ উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে। উপাস্য দেবতার সমস্ত শক্তি সমস্ত গুণ আয়ত্ত করিতে না পারিলেও ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে পারা যায়। যাঁহাকে ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রীতি অর্পণ করিতে হইবে তাঁহার পূর্ণ সত্তার সীমা নিরূপণ করার সঙ্গে সাধকের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার নিরাকার গুণগরিমা স্মরণ মাত্রেই বিশ্বাসীর হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। "তিনি আছেন" এই জীবন্ত সত্য বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি মোহিত হইয়া যান। আমরা যখন কোন সাধুকে ভক্তি করি তখন কি তাঁহার সমুদায় গুণ ও ক্ষমতার পরিমাণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি? কখনই নহে। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে যে আরও কত গুণ আছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না; কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি না বলিয়া কি ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে সেই সাধুর প্রতিরূপকে আমরা ভক্তি করিলাম? তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে না জানিয়াও বিশ্বাসের বলে তাঁহার পূর্ণতায় ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে সক্ষম হই। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই রূপ। "ঈশ্বর" এই কথা বলিলে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহা অনন্ত অসীম অপরিমেয়। যাঁহারা তাঁহার সীমা নিরূপণ করিয়া বুঝিতে যান তাঁহারাই কল্পনার সৃষ্টি করেন। অনন্ত গুণ ও অসীম শক্তির আধার ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন ইহাতে বিশ্বাস করা আর তাঁহাকে দর্শন করা উভয়ই সমান। "তিনি আছেন" বিশ্বাসীর পক্ষে এই সত্যই যথেষ্ট। এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সমস্ত গুণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য আর কিছুই জানিতে পারে না। যাহা কিছু তাহার প্রয়োজন তাহা "তিনি আছেন" এই কথার মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। বিশ্বাস অনুরাগ ভক্তি থাকিলে ঈশ্বরের আত্মপরিচয় অবগত হইবার জন্য আর প্রবৃত্তি হয় না। একবার অনুরাগ পূর্ণ তৃষিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেই হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মদর্শন হইল কি না তাহা বুঝিবার জন্য গণিত বা বিজ্ঞানরূপ তৌলদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। সেই অরূপ রূপ সন্দর্শনের এমন এক প্রকার সুখকর মধুময় আস্বাদন আছে যে, তাহা ঘটিবামাত্র অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যতই বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ়তর হইবে ব্রহ্মদর্শনও তত উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হইবে।

এক্ষণে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, স্বরূপতঃ ব্রহ্মকে কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ অনন্ত সত্তায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে পারে। পৃথিবীর কোন্ বস্তুকেইবা স্বরূপতঃ জানা যায়? কতকগুলি দৃশ্যমান্ এবং অনুভবনীয় গুণ দর্শন করিয়া

আমরা বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু যে বস্তুর সেই সকল গুণ তাহাকে কি আমরা স্বরূপতঃ অবগত হইতে পারি? অতএব যদিও কোন বস্তুকে জানা যায় না এ কথা সত্য,তথাপি তাহার স্বরূপে বিশ্বাস করা যায়। ঈশ্বরকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি না, কেবল তাঁহার স্বরূপে বিশ্বাস করিয়া বলি যে "তিনি আছেন"। সেই বিশ্বাস দ্বারা আমরা তাঁহার স্বরূপের উপাসনা করিতে পারি, কিন্তু যুক্তিতে তাঁহার পূর্ণ সত্তা আয়ত্তীকৃত করিতে পারি না। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস জ্ঞান বুদ্ধি বা যুক্তি দ্বারা উৎপন্ন হয় না, তাহাদের দ্বারা কেবল উজ্বল এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। বিশ্বাসের মূল প্রকৃতিতে নিহিত, ইহা মানবাত্মার একটী স্বাধীন স্বতন্ত্র শক্তি।

কেহ কেহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে ঈশ্বরের গুণ ভাবনা করিয়া তাহাকেই ব্রহ্মদর্শন মনে করেন; কিন্তু আধার পরিত্যাগ করিয়া কেহ কখন গুণ ভাবিতে পারে না। গুণের সহিত আধার অভেদ্য যোগে সংযুক্ত রহিয়াছে। গুণের সমষ্টিও প্রকৃত বস্তু নহে, কিন্তু বস্তু সেই গুণের প্রসূতি। যাঁহারা ঈশ্বরের এক একটী গুণ স্বতন্ত্ররূপে ভাবনা করেন,এবং কতকগুলি মহৎ গুণের সমষ্টিরূপে ঈশ্বরকে দেখেন তাঁহাদের প্রকৃতরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না।তিনি গুণময় এবং আধাররূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। আমরা যে সকল গুণ তাঁহাতে আরোপ করিতেছি তদপেক্ষা অনন্ত গুণে তিনি গুণবান্। তাঁহাকে অনন্ত গুণের আধার বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি দয়া নহেন কিন্তু দয়াময়; প্রেম নহেন, কিন্তু প্রেমময়; পুণ্য নহেন,কিন্তু পুণ্যময়; জ্ঞান নহেন কিন্তু জ্ঞানময়; অনন্ত জ্ঞান প্রেম দয়া পবিত্রতা তাঁহার আছে। এই সকল গুণ এবং আরও অশেষ গুণ অপরিমিতরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে তিনি একটী ব্যক্তি,পুরুষ; তিনি সার সত্য নিত্য অনন্ত ঈশ্বর; বিশ্বাস নেত্রে তাঁহাকে অনন্ত গুণের আধার রূপে আয়ত্ত করিয়া দেখিতে হইবে। আত্মার অব্যবহিত সন্নিধানে তিনি ওতপ্রোতঃ ভাবে স্থিতি করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মদর্শনের আরম্ভেও "তিনি আছেন" শেষেও "তিনি আছেন", এই মহা বাক্যই আমাদের ইষ্ট মন্ত্র। "তাঁহাকে না জানি সে এমন নহে, জানি যে এমন নহে" এই বাক্যের অর্থ যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কম্‌টের অদার্শনিকতা।

কম্‌ট স্থানে স্থানে সৃষ্টির কৌশলের উপর দোষারোপ করিয়াছেন এবং এক স্থানে অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিয়াছেন, বিজ্ঞান এতদপেক্ষা সহজ পন্থা প্রদর্শন করিতে পারে। কি অহঙ্কার! যে তত্ত্ববাদিগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ঘৃণা, পরিশেষে তিনি আপনাকে তাঁহাদিগেরই দলস্থ করিলেন। এসম্বন্ধে তাঁহার শিষ্য লুইস যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রচুর, আমাদিগের আর কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না *। তবে জ্যোতিষ দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিলোপ হইয়াছে † তাঁহার এই নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলিতে হইতেছে।

* Still more do I object to Comte's unwarrantable and (strange accusation!) equally *metaphysical* assumption couched in that phrase "Science permits us easily to conceive a happier arrangement." Science permits it! Wherefore is science to be the final arbiter in questions wholly beyond its competence? *We* can conceive simpler arrangements; does it therefore follow that our simple conception would be *better*! What is simplicity, but a human convenience, and how it is better *in esse* than complexity?"— Comte's Philosophy of the Science by Mr. Lewes.

† লুইস্ ভ্রূণ বিদ্যা (Embryology) হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া কম্‌টের মত প্রতিপোষণ করিয়াছেন। একটি যন্ত্র হইতে যেমন অন্য আর একটি যন্ত্র উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব যন্ত্রটি বিলুপ্ত হয়, অথবা অকর্ম্মণ্য ভাবে অবস্থান করে, ধর্ম্ম এবং তত্ত্ব শাস্ত্র সেই রূপ স্থায়ী দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিরোহিত হইবে। জড়ের সহিত জড়ের অতীত পদার্থের দৃষ্টান্ত কখন সঙ্গত নহে আমরা এই দৃষ্টান্তেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ধর্ম্মের যে সকল মূল সত্য, তত্ত্বশাস্ত্রের যে সকল বাস্তবিক মূল তত্ত্ব, তাহার সহিত শারীরিক প্রাণের তুলনা হয় জড়যন্ত্রের নহে। প্রাণের ক্রিয়া যেমন চির দিন অব্যাহত থাকে, এই মূল সত্য এবং মূল তত্ত্বের ক্রিয়াও তেমনি চিরদিন অব্যাহত থাকিবে। প্রাণের ক্রিয়াতে যেমন যন্ত্র উৎপন্ন হয়, এবং অপকৃষ্ট যন্ত্র উৎকৃষ্ট যন্ত্রকে অবকাশ প্রদান করে, তেমনি

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সংস্থানে ঈশ্বরের কৌশল এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে বলেন। কম্‌ট ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রতিবাদের দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিলোপ হইল মনে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতে পারেন নাই। জ্যোতিষের উন্নতি সহকারে ধর্ম্মের বিলোপ না হইয়া উহা আরো উচ্চ এবং গভীর হইয়াছে। কম্‌ট ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম এই দুইকে অভেদে গ্রহণ করিয়াছেন এই জন্য তাঁহার ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছে। তাঁহার এপ্রকার ভ্রম স্বাভাবিক, কারণ তাঁহার দৃষ্টি জড় ভিন্ন আর কিছু সত্য আছে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং তিনি ধর্ম্মকে মনুষ্যের অন্তর নিহিত ভাবরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া কতকগুলি গ্রন্থ এবং তৎপ্রচারিত মতকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।‡ দেশ বিশেষের ধর্ম্মশাস্ত্র ভ্রান্তি ক্রমে সমুদায় জ্যোতির্ম্মণ্ডল মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট ইহা বলিতে পারে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ক্ষুদ্র সীমাতে বদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের কি হইল? বরং জ্যোতির্ম্মণ্ডল যতই সীমাতীত হইতেছে, ততই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের উচ্চতা ও গভীরতা মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্ম আরো উচ্চ এবং গভীর হইতেছে।

ঈশ্বরের পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি পূর্ণমঙ্গল বিষয়ে মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাস। আমরা এই বিশ্বাসের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু আমরা এই বলি এ সকল হইতে অন্তরিত করিয়া মনুষ্য কখন চিন্তা করিতে পারে না। ইহাই মনুষ্যের পূর্ণতার আদর্শ; সুতরাং যত দূর পারে মনুষ্য বিশ্বসম্পর্কীন জ্ঞান তাহাদের এই পূর্ণ আদর্শের সঙ্গে সমঞ্জস করিয়া লইতে যত্ন করে। ইহা নিশ্চয় যে, বিজ্ঞান যত উন্নত হইবে মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাস সহকারে সমগ্র ঘটনা তত সমঞ্জস হইবে। লুইস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইরূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করা যতই কেন দূষিত বলুন না, ঈশ্বরকে কৌশলী বলিলে তাঁহার নিন্দা করা হয় বলিতে চান বলুন, কিন্তু মনুষ্য তাহার হৃদয় নিহিত বিশ্বাসের ছায়া বাহ্য প্রকৃতিতে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেই পাইবে। ইহা স্বাভাবিক বিশ্বাসের অনিবার্য্য ফল*। প্রকৃতির সভ্যতার উপরে যাহাদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, তাহারা ঐ বিশ্বাসের কার্য্যকে কখন মিথ্যা বলিতে সাহসী হয় না। কেননা উহা আত্মার প্রকৃতিনিহিত, উহার প্রতি সংশয়ে সমুদায় জ্ঞানের মূল উচ্ছেদ হয়।

এই সকল স্থলে সত্য এবং মূল তত্ত্ব সময়ে সময়ে যে সকল সাময়িক প্রণালী রূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, তাহারও ক্রমিক উৎকর্ষ দ্বারা অপকর্ষের বিলোপ হয়। লুইস্ ধর্ম্মের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করেন, প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী। নিতান্ত জড়ের পক্ষপাতী জন্য এই প্রভেদ দেখিতে পান নাই।

‡ হিন্দুধর্ম্মে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

* ইটি যে নিতান্ত অপরিহার্য্য আমরা লুইসকৃত গ্রন্থেই তাহার প্রচুর প্রমাণ দর্শন করি। লুইস সর্ব্বত্র প্রাণের অধিষ্ঠান দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রকৃতিকে ব্যক্তিবৎ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের প্রগাঢ় প্রীতি উপস্থিত হয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (Studies in Animal Life p. 3) শ্বাসপ্রণালীস্থ সূক্ষ্ম পক্ষ (Cilia) সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন (p. 14.) তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারকেরা আর কিছু অধিক লিখিতে পারেন না। এই সূক্ষ্ম পক্ষ সকল স্বভাবতঃ দ্রব বা অণুপদার্থ যন্ত্রের অভ্যন্তর দিকে প্রেরণ করে, কিন্তু যখন অনিষ্টকর কোন পদার্থ প্রবিষ্ট হইতে যায় তখন উহার গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই পদার্থকে উহা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যদি এরূপ না হইত ভয়ানক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার উপস্থিত হইত। লুইসের এই কথায় কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির প্রতি অখণ্ড্য বিশ্বাস থাকাতে এবং ইটি বাস্তবিক জন্য তাহাতে তিনি অণুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন "প্রকৃতিতে বিসম্বাদিতা নাই। একটি স্থায়ী বাস্তবিক ঘটনা দশটা স্থায়ী বাস্তবিক দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, কিন্তু যদি সম্ভবপর হয়, তদপেক্ষা সাধারণ কোন বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যভাবে একত্র স্থাপন করা সমুচিত।" আমরাও বলি, এইরূপ পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে কেহ প্রকৃতির হৃদয় বিদারণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের রাজ্য দেখিতে পায় না। কোন স্থানে আন্তরিক উচ্চ আদর্শের সহিত আপাততঃ অসম্মিলন দেখিতে পাইলে, আরো অনুসন্ধান দ্বারা সামঞ্জস্যসম্পাদন করা সমুচিত।

হৃদয়স্থ মঙ্গল ভাবের ছায়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিলে মনুষ্য চেষ্টাশূন্য হইবে, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হইবে না, কমৃট যে এই আশঙ্কা করেন উহা অমূলক। বরং ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের অমঙ্গল শঙ্কা এত যে, অমঙ্গল নিবারণ সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ সর্ব্ববিধ অমঙ্গল নিরসন জন্য একই আধ্যাত্মিক উপায়-অবলম্বিত হইত এই মাত্র। যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত তাঁহারা এই মাত্র বলেন যে, এই সকল অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী নয়। আমরা কোন বিষয়ের সম্যক্ দর্শন করিতে পারি না, এখনও আমাদিগের সম্মুখে জ্ঞানের রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহা এখন আমাদিগের নিকট অমঙ্গল বলিয়া প্রতীত হইতেছে, বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে কালে আমরা তাহাতে স্ফুট মঙ্গল দর্শন করিতে পাইব। আমাদিগের নিজেদের সম্বন্ধে যাহা দুঃখকর, কালে উহার নিয়ম অবগত হইয়া উহাকে আমাদের মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করিতে সমর্থ হইব। যতই আমাদিগের সম্মুখে এমন সকল নূতন নূতন বিষয় উপস্থিত হইবে যাহা অন্তর নিহিত স্বাভাবিক পূর্ণতার আদর্শের সহিত সমঞ্জস নহে, ততই আমাদিগের বিজ্ঞানের আবিষ্কারে প্রবৃত্তি হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই হৃদয়স্থ উচ্চ ভাব বা বিশ্বাস বিজ্ঞানের পক্ষপাতী বিরোধী নহে, বরং এই বিশ্বাস নিয়ত জাগ্রৎ না থাকিলে আমাদিগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রবৃত্তি চির প্রদীপ্ত থাকা সম্ভবপর হইত না। কমৃট প্রকৃতিকে অপূর্ণ বলুন, কিন্তু প্রকৃতিতে সমঞ্জসতা অবস্থান করিতেছে, এ বিশ্বাস না থাকিলে তিনি কি নিয়মরাজির আবিষ্কারে সকলের প্রবৃত্তি লওয়াইতেন? সমঞ্জসতা ভিন্ন পূর্ণতা আর কাহাকে বলে?

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না, জগতের মধ্যে হৃদয়স্থ পূর্ণতার আদর্শের আবিষ্কার করিতে গিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন ভ্রম ভ্রান্তি হইবে না। অন্যত্রও যেরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা এখানেও সেই রূপ, এবং অন্যত্র যে নিয়মে ভ্রম নিরসন হয়, এখানেও সেই রূপে ভ্রম নিরসন করিতে হইবে। আমাদের ভাবকে, বিশ্বাসকে যে কোন প্রকারে প্রকৃতির উপরে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবেই এই প্রকার ব্যগ্রতা বিজ্ঞানের উন্নতির ব্যাঘাতক। কিন্তু স্থির শান্ত ভাবে প্রকৃতিতে যাহা দেখিলাম, হৃদয়স্থ উচ্চতর বিশ্বাসের সঙ্গে তাহার একতা করিলাম, যত দূর একতা হইল,তাহার অতিরিক্তের সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে শুদ্ধ ক্ষতি নাই তাহা নহে, এরূপ না হইলে বিজ্ঞানের চির অনুসরণ এবং তাহার সমঞ্জসতা সম্পাদন অসম্ভব। বিজ্ঞানবিদেরা স্বীকার করুন বা না করুন, গূঢ় ভাবে তাঁহারা এই ভাবে পরিচালিত হইয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা এরূপ ভাবে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহারা খণ্ডশঃ কোন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অখণ্ড পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারেন না।

জগৎ যে প্রণালীতে সংগঠিত অন্য প্রণালীতে সংগঠিত হইলে এতদপেক্ষা ভাল হইত বা মন্দ হইত এ কথা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। কমট্ এই বিষয় বলিতে গিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন এবং আপনাকে তত্ত্ববিদ্গণের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। কল্পনাপথে জগৎকে যে প্রণালীতেই কেন সংগঠন কর না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার এরূপ অবস্থা সকল উপস্থিত হইবে, যাহাতে তদপেক্ষা আরও এক প্রণালীতে সংগঠন ভাল প্রতীত হইবে। এই রূপ এক বার ভঙ্গ এক বার সংগঠন ইহার আর পর্য্যবসান হইবে না। বিশেষতঃ জগতের ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর অংশের আমরা আলোচনা করিয়া থাকি,তাহা-

রও আবার আমরা অত্যল্প অংশ মাত্র জানি; অসীম বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে গিয়া বর্ত্তমান প্রণালীতে সংগঠন অবশ্যম্ভাবী এবং উৎকৃষ্টতর নয় ইহা নির্দ্ধারণ করিতে সুতরাং অসীম জ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব আমরা এরূপ না হইয়া এরূপ হইলে ভাল হইত কি মন্দ হইত এ মত প্রকাশ করিতে পারি না। তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে জগতের মধ্যে এক মাত্র পূর্ণ অভিপ্রায় বর্ত্তমান ইহা কি জন্য নির্দ্ধারণ কর? পূর্ণ অভিপ্রায়ের সঙ্গে অপূর্ণ অভিপ্রায় নাই কে বলিল*? আমরা বলি ইহা আর কিছুরই জন্য নয়, স্বাভাবিক আন্তরিক বিশ্বাসের জন্য। এই আন্তরিক বিশ্বাস দিন দিন বিজ্ঞান দ্বারা দৃঢ়তর হইতেছে এবং এই আন্তরিক বিশ্বাস না থাকিলে প্রকৃতির সমঞ্জসতার উপরে কাহার আস্থা থাকিতে পারে না। স্পষ্ট বাক্যে বল আর না বল শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং সম্বন্ধ যতই বিচার করিবে ততই তোমার হৃদয় আশ্চর্য্য রসে পরিপূর্ণ হইবে, এবং গূঢ় ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিবে কি সুন্দর মনোহর জগৎ! নিন্দা সেখানে গিয়া আশ্রয় লইবে যেখানে তোমার বুদ্ধির প্রবেশ হয় না, যেখানে এখন তোমার জ্ঞান মর্ম্ম অবধারণে সমর্থ নহে। দুঃখের সহিত বলিতে হয় কম্‌ট এই অল্পজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই বলিয়াছেন, জ্যোতিষের আলোচনায় ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল এবং "আকাশ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে" এই সুগভীর বাক্য ব্যর্থ হইল। এ সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্য লুইস যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট তদপেক্ষা আমরা আর অধিক কিছু বলিতে সমর্থ নহি†।

* ৬৭ সনের ফর্টনাইটলি রিভিউয়ে লুইস "রেনঅবল" নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে এই বিতর্ককে পূর্ণ অভিপ্রায় খণ্ডনের প্রধান যুক্তি করিয়াছেন। যথা বহুপরিমাণ বীজাদির উৎপত্তি, বিষ আদি প্রাণঘাতিকর পদার্থের বহুল পরিমাণে সৃষ্টি ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি প্রতিবাদীকে নিরুত্তর করিবার জন্য জ্ঞান এবং মঙ্গল ভাবের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা এবং অমঙ্গল ভাব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বীজাদি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া ব্যর্থ, বিষ সৃষ্টিতে মঙ্গলাভিপ্রায় নাই কে বলিল? তিনি উহা কোন্ প্রমাণ বলে নিশ্চয় করিয়া বলিলেন? বিষের দ্বারা স্পষ্ট মঙ্গল হয় ইহাতো আমরা নিশ্চয় দেখিতেছি। লুইস্ তত্ত্ব শাস্ত্রকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁহার তর্কে তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন প্রকারে হউক বাদীকে নিরসন করিতে হইবে এরূপ নির্ব্বন্ধ থাকিলে এই দশাই ঘটিয়া থাকে।

† "I say, therefore, that if astronomy must destroy theology, it will not destroy, it will deepen Religion. There is no man in whom the starry heavens have not excited religious emotion, no man sweeps the heavens with his telscope without religious emotion, whatever may be the litanies most suitable to his mind, under some form or other man cannot help worshipping when under this canopy of the "Cathedral of Immensity." However various the dialects and formulas into which the emotion may be translated, according to the various intellects of man, the emotion itself is constant, and the last man gazing upwards at the stars, will in the depths of his reverent soul echo the Psalmists burst :—" THE HEAVENS DECLARE THE GLORY OF GOD."

গুরু নানকের প্রচার ব্রত গ্রহণ।

যে সমস্ত মহল্লোক এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা নিয়োজিত। জগৎবিধাতা স্বয়ং আপনার অনন্তজ্ঞান শক্তিতে তাঁহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাঁহারা কেবল মাত্র জড়ের ন্যায় তাঁহার হস্তের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকেন; তিনি যাহা করান তাহাই করেন, যাহা বলান তাহাই বলেন এবং যাহা ভাবান তাহাই ভাবেন। পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর হইতে জ্ঞান চিন্তা ইচ্ছা ভাব বল ও বুদ্ধি স্রোতঃ তাঁহাদের দুর্ব্বল হৃদয় মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে সবল করিয়া তোলে, এবং সেই মানবদিগের দ্বারাই আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। মাতৃগর্ভ হইতে প্রসুত হইয়াই তাঁহারা উচ্চতম অবস্থা এক কালে প্রাপ্ত হন না, এমন কি তাঁহাদের জীবনের নিয়তি কি প্রথমে তাঁহারা তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু সেই শৈশব কালেই তাঁহাদের মনের অসামান্য জ্যোতিঃ ও ভাব দেখিয়া তাঁহাদের জীবন বায়ু কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা ধীর ব্যক্তিরা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। অতি বাল্যকালেই তাঁহারা যে প্রকার কথা কন অন্য কোন মনুষ্যই

আর সেরূপ কহে না; যে প্রকার চিন্তা করেন অন্য কাহারও চিন্তা তদ্রূপ নহে। ঊষাকালের উজ্জ্বলতা যেরূপ দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ভাবী অভ্যুদয় দেখাইয়া দেয়, তদ্রূপ এই সমস্ত অসাধারণ আলোকসম্পন্ন মনুষ্যদিগের শৈশবাস্থার মধ্য দিয়া তাঁহাদের উচ্চতম নিয়তি অনুভূত হয়। সচরাচর দেখা যায় মহল্লোকদিগের জীবনে এমন এক একটী বিশেষ সময় থাকে যখন স্বয়ং ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাদিগকে নিজ অভিপ্রায়-প্রচার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই দীক্ষার সময় হইতেই তাঁহাদের দুর্ব্বল শরীর লৌহ দণ্ডের ন্যায় হইয়া উঠে, এবং সামান্য দুর্ব্বল আত্মা সিংহের ন্যায় পরাক্রম ধারণ করে। মহাত্মা ঈশার জল সংস্কারের সময়, সেন্টপলের সাইপ্রাস দীপে যাইবার পূর্ব্বে, এবং চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কালে এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাভাজন গুরু নানক যে প্রকারে প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আমরা জন্মসাক্ষী গ্রন্থ হইতে এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি।

(কথিত আছে অতি শৈশবকাল হইতে গুরুনানক সংসারের প্রতি স্বভাবতঃ বৈরাগী ছিলেন, সাধু শান্ত সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলে তাঁহার হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ে বিমুগ্ধ হইত এবং ধর্ম্মের জন্য তাঁহার অসাধারণ স্পৃহা ছিল।) এসম্বন্ধে অনেক গুলিন আখ্যায়িকা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক তিনি সংসারে বাস করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার মন সংসারের অতীত স্থানে নিয়ত বিচরণ করিত। তাঁহার বাল্য কালের ভাব দেখিয়া তিনি যে এক জন অসাধারণ লোক হইবেন তাঁহার প্রতিবাসীরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং নামক বাইরাম খাঁ লেধি লাহোরের নবাব পর্য্যন্ত অনেকানেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। (সন্তান সন্ততি হইলেও অনেক বয়স পর্য্যন্ত নানক মুদিখানার দোকান করিতেন, সাধু শান্ত সন্ন্যাসী বৈরাগীদিগের সেবা ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। মুদিখানার অনেক সামগ্রী এ জন্য তিনি ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এক দিন এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার দোকানে উপস্থিত হইলেন। নানক বৈরাগীকে যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইলেন, সন্ন্যাসী নানকের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন এবং তিনি যে মহৎ কার্য্যের জন্য জন্ম ধারণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। সন্ন্যাসী নানককে সম্বোধন করিয়া কহিয়া উঠিলেন "হে নানক! দেখিতেছি তুমি নিরাকার ঈশ্বরভক্ত, তুমি কি এইরূপ ক্ষুদ্র মুদিখানার কার্য্যেই জীবন ক্ষয় করিবে না নিরাকার ঈশ্বরের নাম জগতে প্রচার করিবে?" নানক ইতিপূর্ব্বেই আপনার জীবন সংসারের অসার ও অযথা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত দিনপাত করিতেন। তিনি অনেকবার তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়াসক্ত পিতা ও ক্ষুদ্র হৃদয় আত্মীয়দিগের অনুরোধে তিনি কৃতকার্য্য হইয়া উঠিতে পারেন নাই, দুঃখেতেই দিনপাত করিতেন। সন্ন্যাসীর মুখে জীবনের গূঢ় কথা শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার অন্তরের প্রফুল্ল অগ্নি যেন এককালে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাই বালা নামক তাঁহার অনুচরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই বালা! আমি এতদিন কেবল অসার লোকলজ্জায় সংসারে আবদ্ধ ছিলাম, এখন আমি তাহা চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন করিলাম। তুমি কিছু দিন বাটী যাইয়া আমার দুঃখিনী জননীর নিকট অবস্থিতি কর। তুমি এবং সুলতানপুরের অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিও তোমাদিগের জন্ম সার্থক হইবে"। গুরু নানক ভাইবালার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিপাসা নদীর তীরে উপনীত হইলেন, শান্তঘাট নামক ঘাটে দৈনিক ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্নান করিতে অবতরণ করিলেন। যখন জলে দণ্ডায়মান হইয়া স্নান করিতেছিলেন তাঁহার হৃদয় দ্বার হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল; এবং কথিত আছে তাঁহার মন এই অবস্থায় এত দূর বিমুগ্ধ ও আলোড়িত হইয়াছিল যে তিন দিন তিন রাত্রি তিনি সমভাবে নদী জলের এক স্থানে

দণ্ডায়মান ছিলেন*।) এই স্থলে নানকের জীবনবৃত্তান্ত লেখক গুরুমুখী ভাষায় যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা প্রায় অবিকল অনুবাদ করিয়া আমরা দিতেছি।

"স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া অমৃত পান করাইলেন এবং তাঁহাকে আপনার সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া কহিলেন, হে নানক জী! এই যে অমৃত দেখিতেছ ইহা আমার নামামৃত,ইহা পান কর। নানক অবনত মস্তকে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিয়া জীবনের সার্থক্য অনুভব করিলেন। নিরাকার ঈশ্বর কহিতে লাগিলেন, 'হে নানক! আমি তোমার সঙ্গেই রহিতেছি সর্ব্বত্রেই তোমার সঙ্গে অবস্থিতি করিব। আমি তোমার সকল দুঃখ দূর করিলাম। আজ হইতে তোমারও নাম যে ব্যক্তি গ্রহণ করিবে সেও সখী হইবে,এবং যে কেহ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে তাহাকে আমি মুক্ত করিব, তুমি আমার নাম সংসারে লইয়া যাইয়া জপ কর এবং অন্যকেও ইহা জপ করাও, যাহারা তাহা গ্রহণ করিবে তাহারা সংসারে নির্লিপ্ত হইবে। তুমি আমার নাম প্রচার, দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার ও স্নান এই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাক। আমি তোমাকে আমার নাম দান করিতেছি, তুমি এই নাম রূপ পরম ধন জগতে জপ করাও। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনানকজী উত্তর করিলেন হে পরব্রহ্মজী! এই ঘোর বিষম কলিকালে সংসার যেরূপ ভ্রমান্ধ তাহা তোমার অবিদিত নাই, অতএব হে প্রভু, তুমি আমাকে তোমার চরণে রক্ষা কর। নিরাকার ঈশ্বর ইহা শুনিয়া কহিলেন, হে নানক! তুমি ভয় করিও না, আমি তোমাকে আমার নাম দিতেছি তোমার নিকট কোন বিঘ্ন আসিবে না, স্বর্গ মর্ত্তে কেহই তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করিও, আমার কৃপা ও বল তোমার সঙ্গে রাখিয়া দিতেছি।

মহম্মদ এবং আলি।

একদা মহম্মদ এবং আলি উভয়ে কোন স্থানে পদ চালনা করিতেছিলেন, এমন সময় কোন এক জন লোক আলির প্রতি অমূলক বিদ্বেষ ভাব বশতঃ তাঁহাকে নানা মতে অপমান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ আলি তাহা সহ্য করিয়া অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, এবং তিনিও তাহার প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহম্মদ সেস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, এ দিকে পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিদ্বয় গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তদনন্তর আলি পুনরায় মহম্মদের সঙ্গে যখন মিলিত হইলেন তখন তিনি গভীর দুঃখের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "কেন তুমি সেই দুর্ব্বিনীত লোকের অপমান সহ্য করিবার জন্য আমাকে একাকী ফেলিয়া আসিলে"? ইহাতে মহম্মদ বলিলেন, হে আলি! যখন সেই মনুষ্য তোমাকে নির্দ্দয়রূপে অবমাননা করিতেছিল আর তুমি চুপ করিয়াছিলে, তখন আমি দেখিলাম দশজন স্বর্গদূত তোমার চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যখন তুমিও তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিলে তখন স্বর্গীয় দূতগণ এক এক করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিল, এবং আমিও চলিয়া আসিলাম।

চীনদিগের শাস্ত্রোক্তি।

কেবল আমার নিজের পরিত্রাণ আমি কখন অন্বেষণ করিব না, এবং তাহা গ্রহণ করিব না। আমি একাকী চরমশান্তির মধ্যে প্রবেশ করিব না। কিন্তু সর্ব্বত্র সদাকাল বিশ্বের অধিবাসী সমস্ত জীবদিগের সাধারণ পরিত্রাণের জন্য আমি জীবিত থাকিয়া চেষ্টা করিব। যে পর্য্যন্ত সকলে মুক্তি লাভ না করিবে, ততদিন পাপ দুঃখ সংগ্রামময় পৃথিবীকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না; কিন্তু আমি যেখানে আছি সেই স্থানেই থাকিব।

প্রশ্নাবলি।

১ তোমার জীবনের ব্রত কি?

২ ব্রাহ্মসমাজে তুমি যখন আসিয়াছিলে তখন কি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইয়াছিলে, কি তুমি নিজে, ভাল বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?

৩ কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমার বর্ত্তমান জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট? কোন্ কোন্ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা তুমি এখন মন্দ হইয়াছ?

৪ যখন প্রথম উপাসনা করিতে তখন উহা কি রূপ ছিল, এখনই বা উহা কি রূপ?

৫ তোমার বন্ধুদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে বিশেষ রূপে ভাল বাস?

৬ কোন্ কোন্ পুস্তক তোমার প্রিয়?

---

* এই সময়ের অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণিত আছে।

৭ ব্রহ্মমন্দিরে ও অপরাপর স্থানে যে সকল উপদেশ শুনিয়াছ তন্মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ক উপদেশ তোমার মনকে বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিয়াছে?

৮ ধ্যানের সময় তুমি কি চিন্তা কর?

৯ কোন্ কোন্ সঙ্গীত তোমার প্রিয়?

১০ কাম ও ক্রোধ দমনের জন্য তুমি কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাক?

১১ একাকী বসিয়া থাকিলে তোমার মনে কি রূপ চিন্তার উদয় হয়?

১২ তোমার কি মনে হয় যে কখন তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া যাইবে? কোন্ পাপে তোমার পতন হইতে পারে আশঙ্কা কর?

১৩ যে রূপে তোমার জীবন গত হইতেছে তাহাতে কি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আশা হয় যে জীবন থাকিতে থাকিতে তুমি স্বর্গীয় পরিবারভুক্ত হইতে পারিবে?

১৪ পরলোক চিন্তা করিলে তোমার ভয় হয় না আনন্দ হয়?

আচার্য্যের উপদেশ।

শাঁখারীটোলার ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক।

শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

যিনি কথা না কন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভিক্ষা চাহিলে যদি ভিক্ষা না পাওয়া যায় তাহা হইলে ধনীর দ্বারেও আমরা ভিক্ষা চাহি না। কাঁদিলে যদি কাঁদিবার ফল না হয় সেই রোদন, সেই ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? অরণ্যে রোদন করিতে কে যুক্তি দিবে? ভিক্ষা চাহিলে অবশ্যই ভিক্ষা পাইব এই জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। প্রার্থিত বস্তু যদি মনুষ্য না পাইত তাহা হইলে মনুষ্য প্রার্থনা করিত না। ভাই বন্ধুদিগকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি কেন? এই জন্য কি নহে যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে যে মনুষ্য প্রার্থনা করিলেই তাহার অভাব দূর হইবে। ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর, পাপ ভার দূর করিবেন ডাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই সার বিশ্বাস সমুদয় প্রার্থনার মূল। কিন্তু অনেকে কেবল প্রার্থনার প্রথম অংশ সাধন করে। তাহারা প্রার্থনার উত্তর প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু আগে সাধক প্রার্থনা করিবেন, পরে ঈশ্বর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। আগে তুমি বলিবে, পরে তিনি বলিবেন। প্রার্থনার এই দুই অঙ্গের সমষ্টি না হইলে, ধর্ম্মজগতে প্রার্থনার যথার্থ উন্নতি হয় না। সহস্র প্রার্থনার কর, অথবা মধুর স্বরে এবং সুললিত ভাষায় ক্রমাগত প্রার্থনা কর, অবশেষে দেখিবে জীবনের শেষ হইয়া গেল অথচ একটী প্রার্থনারও ফল লাভ হইল না। উন্মাদের ন্যায় নির্জ্জনে বিলাপ প্রকাশ করাই কি প্রার্থনা? প্রার্থনা করিয়া তুমি নিজে কেবল অর্দ্ধ অঙ্গ সাধন করিলে; কিন্তু তোমার প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর কি ফল বিধান করিবেন যদি ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা না কর, তবে তোমার প্রার্থনায় কি হইবে? ব্রাহ্ম! প্রার্থনা করিয়া আগে তুমি আপনার কার্য্য করিলে, পরে দীননাথকে তাঁহার কার্য্য করিতে সময় দাও। তুমি অন্তরের সহিত একটী প্রার্থনা করিলে এখন ঈশ্বরকে তাহা পূর্ণ করিতে সময় দাও। এই যে চক্ষুর জল ফেলিলে, দেখ পিতা স্বর্গ হইতে ইহার বিনিময়ে প্রেম জল বর্ষণ করেন কি না? তোমরা কি জান না, "ঈশ্বর! বিপদ হইতে উদ্ধার কর," এই কথা বলিয়া কোন প্রার্থী তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সেই প্রার্থী সন্তানকে উদ্ধার করেন? এই জন্যই ভক্তবৎসল চির দিন ভক্তের সঙ্গে রহিয়াছেন, পথে পথে সেই ভক্ত চলিতেছে, মঙ্গলময় ভক্তবৎসলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। ভক্ত যদি চতুর হয় প্রত্যেক ঘটনায় বুঝিতে পারে, যে এই আমার প্রার্থনার উত্তর আসিতেছে। ঈশ্বর কিরূপে তাঁহার প্রার্থী সন্তানের মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন অভক্ত কি রূপে তাহা বুঝিবে? যদি ভক্তের বিশ্বাস চক্ষু উন্মীলিত থাকে তাহা হইলে তিনি দেখিতে পান প্রার্থনা করিবামাত্র স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থী সন্তানকে আপনার দিকে টানিতে থাকেন। প্রার্থনা না করিলে নিশ্চয়ই তিনি পাপগ্রাসে পড়িতেন। ঈশ্বর সর্ব্বদা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে ধরিতেছেন। যতই বিশ্বাস চক্ষু বিস্তারিত হয়, ততই সাধক স্পষ্ট রূপে দেখিতে পান যে তাঁহার সমুদয় প্রার্থনার উত্তর এত দিন পর স্বর্গ হইতে গভীর রূপে আসিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর তাঁহার অন্তরে পাপের অন্ধকার নাই। প্রার্থনার ফল অনিবার্য্য; এই সত্যে বিশ্বাস তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান হইল। যে এক নিমেষের জন্যেও প্রার্থনা করে তাহা শূন্যে বিলীন হয় না, অথবা কেবল অরণ্যের পশু পক্ষীর কর্ণে যায় না; কিন্তু সেই কথাটী ঈশ্বরের দিকে চলিল, সেই সামান্য কথাটী স্বর্গের দিকে উড়িতে লাগিল। দয়াময় কি কখনও আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন? বন্ধুগণ! তিনি তোমাদের প্রার্থনার কি ফল বিধান করেন তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা কর, তিনি কি উপায়ে তোমাদের মন ফিরাইবেন, কিরূপে তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন তাহা জানিবার জন্য সর্ব্বদা সচকিত থাক। নতুবা শূন্যের সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? বায়ুর কাছে স্তব স্তুতি করিলে কি হইবে? ঈশ্বর সর্ব্বদাই হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন, সেই আকর্ষণ কখন আমরা বুঝিতে পারি? বিপদের সময়, যখন দেখি তিনি ভিন্ন আর আমাদের কেহই সহায় নাই। চারি দিকে ঘোরান্ধকারের রাজ্য, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তোমাদের মন ফিরাইয়া দিবেন। পিতার কাছে আমাদের কোন প্রার্থনাই বিফল হয় না। মৃত্যু শয্যায় সমুদয় প্রার্থনার ফল গণনা করিয়া দেখিতে পাইবে। প্রার্থনা রূপ পরলোকের সম্বল হস্তে লইয়া আনন্দের সহিত শান্তিধামে চলিয়া যাইবে। এই জগৎ সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রার্থী এমন একটী প্রার্থনা করেন নাই, ঈশ্বর যাহার ফল বিধান করেন নাই। দুঃখের বিষয় প্রার্থনা বৃক্ষ হইতে কেমন ফল ফলে আমরা সর্ব্বদা

দেখি না। আমরা যে এত গুলি প্রার্থনার কথা বলিলাম তাহার শেষ কি হইল? পত্র লিখিলাম, স্বর্গে গেল; কিন্তু স্বর্গ হইতে কি ইহার উত্তর আসিবে না? ক্রমাগত ১০।২০ বৎসর প্রার্থনা করিলে কি হইবে, যদি ঈশ্বর তাহার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ না করি? আমার কথা এবং তাঁহার কথা এই দুটীর যোগ না হইলে, কি রূপে আত্মার পরিত্রাণ হইবে? সরল অন্তরে যতটুক প্রার্থনা করি তাহার ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। প্রার্থনা করিয়াছি, অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, হিংসা ইত্যাদি রিপু সকল পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনই প্রবল রহিল, পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় গেল না, প্রেমময় ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিলেন, অথচ তাঁহার দুঃখী সন্তানেরা দুঃখের অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল, ইহা যদি সত্য হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন এবং তাহা হইলে কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত না। যে পরিমাণে সরল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছি সেই পরিমাণে কাম, ক্রোধ, স্বার্থ, অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়াছে, প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, যত দিন বাঁচিব ততদিন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যখনই দেখিয়াছি কতকগুলি লোক প্রেম জলের জন্য কাঁদিলেন, তাহার পরেই দেখিয়াছি স্বর্গ হইতে প্রেম বৃষ্টি হইয়া তাঁহারা প্রেম সাগরে প্লাবিত হইলেন। ব্রাহ্মগণ! তোমরা যদি আপনাদিগের জীবনে, এরূপে প্রার্থনার ফল দেখাইতে পার তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রাহ্মসমাজের গৌরব প্রচারিত হইবে এবং তাহা হইলে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, নদীতটে, বৃক্ষতলে, নির্জ্জনে, সজনে, হিমালয়পর্ব্বতে শত শত লোক প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার মূল্য যাহাতে জগতে প্রকাশিত হয় এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, কেননা বিশেষ দয়া করিয়া তিনি তোমাদিগকে প্রার্থনা রত্ন দান করিয়াছেন। যদি একটী কথা বলিয়া তোমরা ঈশ্বরের কাছে সেই কথার উত্তর পাইয়া থাক, তাহা হইলে ঘরে ঘরে প্রার্থনা সমাদৃত হইবে, এবং সকলেই প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

আচার্য্যের উপদেশ।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ, একাদশ সাম্বৎসরিক।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক।

আকার দেখিতে চাও, কি নিরাকার দেখিতে চাও এই কথা যদি ঈশ্বর ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রহ্ম-ভক্ত ইহার কি উত্তর দিবেন? যথার্থ ভক্ত ব্রহ্মকে সাকার না নিরাকার দেখিতে ইচ্ছা করেন? সমুদয় ভক্তেরা এক বাক্য হইয়া এই কথা বলিবেন, আমরা সকলেই নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। সাধকের কখনই এই ইচ্ছা হইতে পারে না যে তিনি ব্রহ্মের মধ্যেও বাহিরের সেই অস্থায়ী জড় পদার্থের আকারের ন্যায় কোন রূপ দর্শন করেন। ঈশ্বরত জড় হইতে পারেন না; আবার ভক্তেরাও ব্রহ্মকে সাকার দেখিতে চান না। কেননা যে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন হয় তাহা আকার দেখিতে পায় না। সাধকের যে বিশ্বাস, যে প্রেম, এবং যে ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর প্রত হন, তাহা কোন প্রকার বাহিরের রূপ, কিম্বা বাহ্যিক আকার গ্রহণ করিতে পারে না। যে রাজ্যে নানা প্রকার রূপ এবং আকার দৃষ্ট হয় সাধক কখনও সেখানে বাস করেন না। পুরাকালে ঋষিদিগের ভক্তি এবং ধ্যান চক্ষু কি কখনও বহির্বিষয়ে বিচরণ করিত? প্রাচীন কালে যেমন এখনও তেমনই। যদি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইতে চাও, তবে তাঁহাকে নিরাকার ভাবে দেখিতে হইবে। যাই ভক্ত বহির্বিষয়ে অবতরণ করেন, তৎক্ষণাৎ ধ্যান অসম্ভব হয়। এই জন্য চিরকাল সাধক ঋষি, এবং জগতের সমুদয় বিশ্বাসী ভক্তেরা এই প্রার্থনা করিয়াছেন "ঈশ্বর! আমরা তোমার আকার কিম্বা রূপ দেখিতে চাই না; কিন্তু তুমি অতীন্দ্রিয় হইয়া অন্তরে দেখা দিয়া আমাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর।" সন্তান জল চাহিলে পিতা কি তাহাকে প্রস্তর দিতে পারেন? প্রাণ চায় যে সন্তান, তাহাকে কি তিনি বিনাশ করিবেন? অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে আমরা চাই; সীমাবদ্ধ, পরিমিত আকার কিম্বা রূপ কি আমাদের আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ং যেমন অনন্ত নিরাকার তাঁহার সেই ভাবে তিনি সন্তানদিগকে দেখা দিবেন, এই জন্যই তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি যেমন, যদি যথার্থ সেই ভাবে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ না পাই তবে আমাদের, পশু, পক্ষী, জলের মৎস্য অথবা অপর কোন নিকৃষ্ট জন্তু হওয়া ছিল ভাল। ঈশ্বর যদি দেখা না দিবেন তবে কি জন্য তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন? যদি ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব হয় তবে পৃথিবীর এত প্রকার উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল কেন? শ্রবণ মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা যে ব্রহ্মকে ধারণ করিতে হইবে, তাঁহার আকারের প্রয়োজন কি? আমাদের অন্তরের বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, এবং আত্মার অন্যান্য উচ্চতম বৃত্তি সকল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, এবং অনন্ত পুণ্য অন্বেষণ করিতেছে। যেখানে অনন্তের জন্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধা এবং ব্যাকুলতা, সেখানে ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু কি করিতে পারে? কোথায় অনন্ত? কোথায় অনন্ত জ্যোতিঃ? কোথায় অমৃত সাগর? এই বলিয়া অমরাত্মা সকল কাঁদিতেছি। কোথায় তাঁর অন্ত? কোথায় তাঁর অন্ত? এ সকল কথা বলিয়া চিরকাল মনুষ্যমণ্ডলী হইতে স্তব স্তুতি উঠিতেছে। অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব, অনন্ত কালের জন্য অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিব, এই জন্য আমরা জন্ম ধারণ করিয়াছি। অমৃতের অধিকারী করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। এই অনন্ত সৌন্দর্য্য যিনি দেখিতে পান ঈশ্বরের উপাসনা কেমন সুমিষ্ট তিনিই তাহা আস্বাদ করিতে পারেন। কেমন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব, কিরূপে তাঁহার ধ্যান করিব, চক্ষু মুদিত করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, কত লোকে বারম্বার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করে, এবং ইহারই জন্য পৃথিবীতে জড় পূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মদর্শনে মনুষ্যের মন যেরূপ মোহিত হইতে পারে আর কিছুতেই তেমন হয় না। যদি নিরাকার ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া গভীর আনন্দ সাগরে নিমগ্ন না হইলাম তবে অনন্তের পূজা হইল কৈ? ব্রাহ্ম হওয়া অতি কঠিন ব্রত। নিরাকার ব্রহ্ম দর্শন অতি উচ্চ ব্যাপার। সকলের ইহাতে শীঘ্র এবং অনায়াসে অধিকার জন্মে না। বাস্তবিক ঈশ্বর দর্শন, এবং ঈশ্বর মুখে তাঁহার অভ্রান্ত বেদবাক্য

অবশ্য অতি উচ্চ ব্যাপার ব্রাহ্ম কে? [illegible] করেন। তোমরা [illegible] [illegible] তোমরা [illegible] কেমন সুন্দর [illegible] সহজ ভাবে [illegible] [illegible] যথার্থ ব্রাহ্ম। কতগুলি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যদি সকলেই [illegible] প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিত এবং [illegible] একটী ব্রাহ্ম মণ্ডলী হইয়া পৃথিবীতে [illegible] দিত। সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হয় নাই এই জন্য নহে যে সকলের ব্রাহ্ম নামে ঘৃণা আছে; কিন্তু ইহাই যথার্থ কারণ যে মনুষ্য ব্রহ্মকে দেখিল না। নিমীলিত নয়নে অন্ধকার মধ্যে করতলন্যস্ত বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা কি সহজ ব্যাপার? হৃদয়ের মধ্যে নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মকে না দেখিয়া ভ্রান্ত মনুষ্য পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে, পর্ব্বতে, কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর বলিয়া ধাবিত হইল। যাঁহার হস্ত পদ এবং কোন অবয়ব নাই তাঁহাকে অতি সহজ এবং উজ্জ্বল ভাবে দেখা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই বুঝিতেছি, ব্রহ্মসাধন কিজন্য পূর্ব্বতন ঋষিরা কঠিন বলিতেন। যেখানে কেবল আত্মা আর পরমাত্মার সম্পর্ক, সেখানে দিবা রাত্রি নিতান্ত নিগূঢ় সাধন আবশ্যক। কিন্তু যতই গূঢ় ভাবে ব্রহ্ম স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিবে ততই দেখিবে তাঁহার মধ্যে কেমন নব নব সুন্দর মনোহর ভাব সকল সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! যাহারা তোমাদের বিরোধী, যাহারা ঈশ্বরকে দুষ্প্রাপ্য মনে করে, যাহারা কেবলই সংসারের নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একবার দেখাও নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিলে দেহ মন কেমন লোমাঞ্চিত হয়। ব্রহ্ম দর্শনে কত সুখ তোমরা পাঁচজন দেখাও দেখি ভারত টলমল করে কি না? পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে ব্রহ্ম দর্শনে কত সুখ এবং ব্রহ্মোপাসনার কত মধুরতা দেখাও। যে প্রকারে হউক পিতার মনে কষ্ট দিয়াও কেবল ঐহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই হইল এই প্রকার নীচ অভিসন্ধি দূর কর। উপাসনাতে মত্ত হইয়া কত সুখী হইতে পার জগৎকে ইহা দেখাও। বুদ্ধি কিম্বা তর্কে নহে; কিন্তু তোমাদের জীবন শাস্ত্র দেখিয়া সকলে নিরাকার ব্রহ্ম দর্শনের জন্য লালায়িত হইবে। এক বার যাঁহাকে দেখিলে আর প্রাণের মধ্যে সন্তাপ থাকে না তোমরা সকলে তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হও। সকলের কাছে গিয়া প্রণয়ের সহিত এই কথা বল যাঁহার উপাসনা করিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, কেন তোমরা তাঁহার কাছে আসিবে না? ব্রহ্ম কৃপাতে ব্রহ্মকে দেখিবে এবং ব্রহ্মকে দেখাইবে, এই সংকল্প কর। আশু তোমাদের বিশুদ্ধ কামনা সকল চরিতার্থ হইবে, দেশের দুঃখ দূর হইবে, এবং পৃথিবী স্বর্গধাম হইবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

নবম সাম্বৎসরিক।

বাগআঁচড়া, ব্রাহ্মসমাজ রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯২ শক।

জগতের সমস্ত অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন, জড়রাজ্যে যেমন পরিবর্ত্তন, সংসার এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন। জড়রাজ্যে যেমন অন্ধকারের [illegible] আলোক, এবং আলোকের পর আবার অন্ধকার, [illegible] সেই রূপ সম্পদের পর বিপদ এবং [illegible] ক্রমাগত এইরূপ পরিবর্ত্তন। ইতিহাস মধ্যেও [illegible] স্থানে এক রাজ্য উঠিল, কিছুদিন [illegible] তাহার ধ্বংস হইল, এবং [illegible] এক রাজ্য সংস্থাপিত হইল। এই [illegible] কবি সেই দিকেই পরিবর্ত্তন, [illegible] ঐতিহাসিক ঘটনায়, কি প্রত্যেক [illegible] ধন্য সেই সকল ব্যক্তি, এ [illegible] যাঁহাদের বিশ্বাস এবং আশা [illegible] হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা কেবলই পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিতেছি। এক শ্রেণীর লোক এ সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া জ্ঞান হারাইতেছে এবং অবিশ্বাস ও নিরাশার কূপে পড়িতেছে। অপর শ্রেণীর লোক, যদিও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে অটল। আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এত অবিশ্বাস এবং অস্থিরতা এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের প্রতিকূল ঘটনা সকল আলোচনা করাই তাহার প্রধান কারণ। তাহারা কেবল এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সম্পদের পরে কেন বিপদ, যৌবনের পরে কেন বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়? ধনী কেন নির্ধন, সুস্থ কেন দুর্ব্বল, এবং ধার্ম্মিক কেন অধার্ম্মিক হয়? এ সকল প্রতিকূল পরিবর্ত্তন দেখিয়াই জ্যোতিপূর্ণ, উদ্যমপূর্ণ যুবারা নিরাশ, নিস্তেজ এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। আলোকের পর অন্ধকার হইল কেন, ক্রমাগত ইহা যে ভাবে সে যে মরিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহারা অন্ধকার দেখে তাহারা নিরাশার শাস্ত্র পাঠ করিবেই; কিন্তু যাঁহারা কেবল এই দেখেন যে অন্ধকারের পর কিরূপে আলোক আসিল, যেখানে পাপের স্রোত চলিতেছিল, সেখানে কি রূপে পুণ্যনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, যে ব্যক্তি মহাপাপী ছিল, সে কি রূপে পরিত্রাণ পাইল, অভক্ত কি রূপে ভক্ত হইল, ঈশ্বরের "আশা শাস্ত্র" তাঁহাদেরই নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। প্রাতঃকালের সূর্য্য যেমন আশার প্রচারক, রজনীর অন্ধকার তেমনই নিরাশার প্রচারক। কেবল অন্ধকারের দিক দেখিয়া কত বিশ্বাসী অল্প বিশ্বাসী হইল, তাহারা আপনারাও মরিল, আবার অন্যকেও মারিল, কেবল নিরাশার অন্ধকারে তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বিশ্বাস ভক্তিও বিলুপ্ত হইল। বন্ধুগণ! তোমরা যে অন্ধকারের দিক্ একেবারে দেখিবে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এই বলিতেছি প্রতিকূল, অনুকূল সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে হইবে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের ভিতরে তাঁহার "আশা শাস্ত্র" পাঠ করিতে হইবে। সেই সকল লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় যাহারা কেবলই মন্দের দিক্ দেখে। ঈশ্বর যখন দয়া করিয়া নিজে স্বর্গে লইয়া যান, তখনও তাহারা কল্পনা দ্বারা সেখানেও নরক টানিয়া আনে। চারি দিকে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু তাহারা এই কথা বলিবে এইরূপ অনেক ব্যাপার দেখিয়াছি এ সকল কিছুই স্থায়ী নহে। এই রূপে বিশ্বাসরাজ্য হইতেও তাহারা অবিশ্বাসের কথা বাহির করে; কিন্তু বিশ্বাসীরা ইহার বিপরীত কথা বলেন। অত্যন্ত উন্নত সাধু ব্যক্তি ঘোর পাপে কলঙ্কিত হইল, কিম্বা কোন প্রচারক প্রচারব্রত পরিত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইল, এ সমুদয় ভয়ানক দৃশ্য

বিদারক ব্যাপার হইতেও বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের করুণাশাস্ত্র পাঠ করেন। কণ্টকের উপরে যে গোলাপ পুষ্প, তাঁহারা কেবল তাহাই গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের দুর্জ্জয় কৃপাবলে আবার কখন তাহাদের ভাল পরিবর্ত্তন হইবে, বিশ্বাসীরা কেবল তাহাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; এ জন্য ঘোর বিপদও তাঁহাদিগকে ভীত এবং নিরাশ করিতে পারে না। চিরকালই প্রাতঃকালের উজ্জ্বল জীবন্ত আশার শাস্ত্র; এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষে সায়ংকালের অন্ধকারপূর্ণ নিরাশার শাস্ত্র। সায়ংকাল যাহাদের গুরু তাহাদের উৎসাহ বল নিশ্চয়ই দিন দিন ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু প্রাতঃকাল যাঁহাদের গুরু সহায় এবং নেতা, তাঁহারা নরকের মধ্যে স্বর্গ দেখিতে পান। যাঁহারা কেবল এই দেখেন, রাত্রির পর দিন আসিবেই দুঃখের পর সুখ আসিবেই বিপদের পর সম্পদ আসিবেই, কোন পরিবর্ত্ত নাই তাঁহাদের মৃত্যু নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য, ভয়ানক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও তাঁহাদের বিশ্বাস এবং আশাকে অবিচলিত রাখেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন এই পরিবর্ত্তন পূর্ণ প্রতিকূল ঘটনাবলির মধ্যেও আশার শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবনকে উন্নত করিতে পারি।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাড়ী।

শনিবার, ২৩ শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

উপাসনাই আমাদের পথ এবং উপাসনাই আমাদের গম্য স্থান। উপাসনাই আমাদের উপায়, এবং উপাসনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে যাইতে হইলে উপাসনা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। ইহা যেমন পথ, ইহাই আবার গম্য স্থান অনেকে মনে করেন সুখ শান্তি এবং পুণ্যধামে যাইবার জন্য উপাসনা একটী কঠোর ব্রত মাত্র, যত দিন না সেই প্রার্থিত বস্তু লব্ধ হইবে, তত দিন সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া এই ব্রত পালন করিতে হইবে; পরে যথা সময়ে সেই গম্য স্থানে উপস্থিত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি পুণ্য শান্তির অভ্যুদয় হইবে। যত দিন না শুভক্ষণে ঈশ্বরের স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিব, তত দিন দৃঢ়তা, অধ্যবসায় এবং আশা অবলম্বন করিয়া পথের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যতক্ষণ না গম্যস্থানে উপস্থিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বন্ধুদিগের মুখ দেখিতে পাই ততক্ষণ পথে চলিবার সময় অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এই তত্ত্ব সকলেই পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি; কিন্তু উপাসনা সম্পর্কে আমরা এই কথা মানিতে পারি না। কেন না আমরা দেখিতেছি যখনই "সত্যং" বলিয়া আমরা উপাসনা আরম্ভ করি, তখন হইতে আমাদের মন ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গের দিকে উন্নত হয়। যখনই ঈশ্বরের নাম লইয়া ৫ জন ভ্রাতা ভগ্নী একত্রিত হইলাম তখনই আমাদের মন স্বর্গের শোভায় উন্নত এবং পবিত্র হইল, ইহা আমরা বারম্বার পরীক্ষায় জানিয়াছি। কে বলিতে পারে প্রকৃত উপাসনার সময় আমাদের মন পাপ দুঃখে জর্জ্জরিত থাকে? যাই কোন বন্ধু সংসার ছাড়িয়া উপাসনা স্থানে আসিলেন, তখন কেবল যে তাঁহার স্থানান্তর হইল তাহা নহে; কিন্তু উপাসনায় যোগ দিতে না দিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল। তুমি মনে করিলে তিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিলেন, কিন্তু তাহা নহে; তিনি পৃথিবী হইতে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে আসিলেন। অতএব কেবল উপাসনা পথ নহে, উপাসনাই আমাদের গম্য স্থান। উপাসনা পথে যখন চলিতেছি তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হইতেছে, কেবল যে সেই দূরস্থ ঘর আমাদের প্রেমময় পিতা এবং বন্ধু বান্ধবে পরিপূর্ণ তাহা নহে কিন্তু পথে চলিতে চলিতেই তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাই উপাসনা করিতে মন স্থির হয় এবং ভক্তি উথলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের আত্মা উন্নত, পবিত্র এবং আনন্দিত হয়। যাই ঈশ্বরের নিকট বসিলাম তৎক্ষণাৎ কেন সুখের উদয় হইল? সংসার ছাড়িয়া উপাসনা করিতেছি, ইহা জীবনের সামান্য ঘটনা নহে, কিন্তু ইহাতেই হৃদয়ের নিগূঢ় পরিবর্ত্তন হয়। যতই উপাসনাতত্ত্ব ভাবি ততই উপাসনার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বর এত দয়া করিয়া আমাদিগকে কেবল তাঁহার সেই দূরস্থ পবিত্র গৃহে যাইতে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; কিন্তু নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য পথের ধারে ধারে প্রচুর অন্ন, এবং তাঁহার শীতল প্রেমবারি পূর্ণ সরোবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন; পথিকেরা ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইলেই তাঁহার সকল প্রসাদ ভোগ করিয়া সুখী হয়। যে দিকে পথিক নেত্রপাত করেন সেই দিকে দেখিতে পান তাঁহার অভাব মোচনের রাশি রাশি উপায় রহিয়াছে আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে দয়াময় ঈশ্বর [illegible] উপাসনাকে এমন মধুময় এবং ধর্ম্ম পথকে এমন সুন্দর করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা জানিতাম ক্রমাগত ৩০।৪০ বৎসর স্তব স্তুতি এবং কঠোর সাধন করিতে হইবে, পরে ঈশ্বরের ঘরে গিয়া সুখী হইব, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে এত দিন সহিষ্ণু হইয়া সেই সুখের প্রতীক্ষা করিয়া এত কঠোর সাধন করিত? তাই দয়াময় আমাদের প্রকৃতি জানিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই মনুষ্য ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি তাঁহার নিকট সুখস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইবেন। ঈশ্বর যখন স্বয়ং এই বলিয়াছেন তখন আর আমাদের ভাবনা কি? ঈশ্বর নিজে যাহাকে সুখী করিলেন, পৃথিবী কিরূপে তাহাকে দুঃখী করিবে? উপাসনাতে যত দিন সুখী হইব ততদিন কোন বিপদ পরীক্ষা ভয় দেখাইতে পারে না। ধন্য ঈশ্বর! যে তিনি উপাসনার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে স্বর্গের মিষ্টতা ঢালিয়া দেন। উপাসনা রূপ অমূল্য অধিকারের প্রতি যেন আমরা চির কাল সদ্ব্যবহার করিতে পারি। মধুপূর্ণ উপাসনা করিতে করিতে আমাদের প্রাণ পবিত্র হইতেছে ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতি ভাল বাসা বৃদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে যদি আমরা ভাল রূপে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, আমাদের কোন দুঃখ অভাব থাকিবে না। পিতা যখন উপাসনা দ্বারা আমাদিগকে এমন প্রচুর রূপে সুখ বিধান করেন তখন আমরা কাঁদিব কেন? এস আমরা তাঁহাকে ধন্য বাদ করি যে উপাসনা রূপ এমন অমূল্য রত্ন তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible] | ১৬ই আষাঢ় সোমবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে ন্যায়বান্ বিচারপতি পরমেশ্বর! মনুষ্যের মস্তকে তুমি এমন কোন কর্ত্তব্য ভার অর্পণ কর নাই যাহা সে বহন করিতে অসমর্থ; এমন কোন বস্তু তুমি তাহার নিকট প্রত্যাশা কর না যাহা সে তোমার নিকট না পাইয়াছে। তবে আর কোন্ লজ্জায় তোমার কাছে কপটীদিগের ন্যায় আমি প্রার্থনা করিব? হে করুণাসিন্ধু, আমার রসনা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, মুখে আমি নিষ্পাপ এবং জীবন্মুক্ত হইতে চাই, কিন্তু হৃদয় পাপের সুখ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাক্যেতে সাধু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, কিন্তু জীবনে তাহার উপযুক্ত সাধন নাই। আমার অনেক প্রার্থনা কেবল নিয়ম পালনের জন্য হইয়া থাকে। যাহা তোমার নিকট চাই তাহার অভাব ভাল করিয়া বোধ করিতে পারি না। প্রার্থনা সাধনের যে অংশ তুমি আমার নিজ হস্তে রাখিয়াছ তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া অলস অকর্ম্মণ্যের ন্যায় আমি অনেক সময় তোমার নিকট কপট প্রার্থনা করিয়া থাকি। হে লজ্জানিবারণ সদ্গুরো! আমার প্রার্থনা এবং কার্য্য যেন পরস্পর বিরোধী না হয়। এমন কোন বিষয়ের জন্য যেন আমি প্রার্থনা না করি যাহার মর্ম্ম অবগত নহি। প্রার্থিত বস্তুর অভাব এবং আবশ্যকতা অগ্রে বিশেষরূপে অনুভব করিয়া এবং তাহার ফল গ্রহণে প্রস্তুত থাকিয়া তাহার পর যেন আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে যাই। হে পতিতপাবন কৃপাময় ঈশ্বর! কপট প্রার্থনার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। তোমার নিকট যাহা বলিব তাহা যেন কখন মিথ্যা না হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া যেন আবার পাপ করিয়া না আসি। নাথ, তুমি অন্তর্দর্শী, তোমার কাছে আমি আর কি গোপন করিব? জীবনের যাহা প্রকৃত অবস্থা তদনুযায়ী যেন প্রার্থনা করি। দীন ভিক্ষুকের ন্যায় তোমার দ্বারে যদি কেবল পড়িয়া থাকি তাহা হইলেই আমার গতি হইবে। আমি দীর্ঘ অসরল প্রার্থনা করিয়া যেন তোমার কাছে অলস স্বার্থপর এবং কপটী না হই তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

প্রার্থনা এবং সাধন।

প্রার্থনার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে কেবল সুশ্রাব্য বর্ণ বিন্যাস দ্বারা ঈশ্বরের নিকট আত্মার অভাব সকল বর্ণন করা। কৃপানিধান পরমেশ্বরের কৃপা বল লাভ করিয়া জীবনের গূঢ়তম পুরাতন পাপাসক্তি হইতে নিষ্কৃতি

পাইব এবং পুণ্য সঞ্চয় করিব এই জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু জীবনের দুঃখ দুর্গতি অভাব দরিদ্রতা দাতা শ্রবণ করিলেই যে প্রার্থির উদ্দেশ্য সফল হইল তাহা নহে ; যাহাতে তিনি সঙ্কল্পিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকে। যাহা চাহিতেছে তাহা গ্রহণ করিবে না, মনের মধ্যে এরূপ অভিপ্রায় থাকিলে কেনইবা লোকে প্রার্থনা করিবে ? অতএব যিনি যখন যে বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী হন তখন তাহার ফল লাভেও তিনি অবশ্য আশা করিবেন সন্দেহ নাই ; তদ্ভিন্ন প্রার্থনার কোন অর্থই থাকে না।

এই প্রার্থনা সম্বন্ধে অনেক নিগঢ় তত্ত্ব আমাদের জানিবার আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী সত্য প্রার্থনাকারীদিগের অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যে নিমিত্তে আমি প্রার্থনা করিতেছি তাহা পূর্ণ হইবার জন্য যে সাধন প্রণালী নির্দ্দিস্ট হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া আমাকে যাইতেই হইবে। যাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতেছি তিনি ধনী দয়ালু এবং দাতা; কিন্তু প্রার্থী যখন যাহা চাহিবে তখন তাহা তিনি স্নেহান্ধ জননীর ন্যায় সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল বিচার না করিয়া যে দিবেন তাহা দিবেন না। আর যাহা আমি চাহিব তাহা বাস্তবিকই আমি পাইতে অভিলাষী। এই কয়েকটী বিষয় মনে রাখিয়া প্রার্থনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহার মধ্যে যে অংশটির সহিত আমাদের দৈনিক সাধনের সম্বন্ধ আছে তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা কিছু লিখিব।

যাঁহারা অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, সংসারাসক্তি, অপবিত্রতা এবং কঠোরতা প্রভৃতি পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধারণ ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করেন, তাঁহারা ঐ সকল পাপের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ পাপানুষ্ঠানের সময় প্রার্থনার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ চিত্ত হন না। যে পাপের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা যে এই রূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া হইতেই সমুৎপন্ন হয় একথা তাঁহাদের একবার মনেও হয় না। উপাসনাকালে একজন অহঙ্কার বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই হয়তো তিনি সামান্য দোষে ভৃত্যকে প্রহার করিলেন। কেহবা স্বার্থপরতা পরিত্যাগের জন্য ঈশ্বরের দ্বারে কাঁদিলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ সুবিধা বিসর্জ্জন দিবার সময় তাঁহার সে ভাব আর মনে রহিল না। এইরূপে প্রত্যেক জাতীয় সাধারণ পাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ পাপ অম্লান বদনে লোকে করিয়া যাইতেছে। কার্য্যকালে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও কুটিল যুক্তি দ্বারা তাহা অনেকে সমর্থন করিবে। সুতরাং কার্য্যতঃ এখানে প্রমাণ হইতেছে যে প্রার্থনার বিষয় পূর্ণ হয় এপ্রকার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। এইরূপে যাঁহারা প্রার্থনা করিয়া অন্ধের ন্যায় বার বার কার্য্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহারা কি প্রার্থনা করেন তাহা নিজেই জানেন না।

যে সকল সাধক প্রতিদিন এক একটী বিশেষ পাপের জন্য বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের প্রার্থনাও অধিকাংশ কপট হইয়া যায়। যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইবে, কার্য্যকালে তাহা যদি মনে না থাকিল তবে সে প্রার্থনার ফল কি ? প্রার্থিত বিষয় সাধন করিব এপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প না থাকিলে একটীও সরল প্রার্থনা হইতে পারে না। বরং সে প্রকার প্রার্থনা না করা ভাল যাহার জন্য সাধন করিতে ইচ্ছা নাই। আমরা জানি, নিয়মের অনুরোধে এমন সক উন্নত ভাবের প্রার্থনা হইয়া যায় যাহার একটীকেও কার্য্যে পরিণত হইতে দৃস্ট হয় না। এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে, প্রার্থনা দিন দিন স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতেছে অথচ জীবন নরকের কীটদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। যে পাপের জন্য সাধ্যমত সংগ্রাম করিতে পারি কেবল

তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। যে সাধুতা উপার্জ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি কেবল তাহারই জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে দয়াময় ঈশ্বরের নিকট ভিক্ষা চাহিতে পারি। যে প্রার্থনার ফল গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি তাহাতে হস্তক্ষেপ করায় কেবল কপটতারই শ্রীবৃদ্ধি হয়। বরং একটী পুরাতন পাপের জন্য দশ বৎসর প্রার্থনা ও সংগ্রাম করিব তথাপি অলস হইয়া উন্নত সাধুদিগের বাঞ্ছিত কোন উচ্চ ভাবের প্রার্থনা করিব না। যাঁহার যে বিষয়ে অভাব বোধ হইয়াছে এবং তাহা সাধনে অনুরাগ উৎসাহ আছে, তিনি সেই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করুন। বাহ্য উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া আধ্যাত্মিক জীবনের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য কেহ যেন কপট প্রার্থনা না করেন। ইহা দ্বারা এই অনিষ্ট হয় যে, প্রার্থনায় স্বর্গরাজ্য পুরাতন হইয়া যায়, কিন্তু জীবনে সামান্য নৈতিক বিধি প্রতিপালিত হয় না। যাঁহার যেমন ক্ষুধা এবং পরিপাকশক্তি তিনি তদুপযোগী বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহা হইলে সাধনের সঙ্গে প্রার্থনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

অনন্ত উন্নতি।

ঈশ্বরের সমুদায় ক্ষমতা ও মহত্ত্ব অবগত হইতে এবং মানবজীবনের যাবতীয় অধিকার এককালে হস্তগত করিতে সময়ে সময়ে মনুষ্য মনে অভিলাষ হয়। যাহা কিছু দেখিবার, এবং জানিবার আছে তাহা একবারে দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চিন্ত হন, অনেকের বিশেষতঃ জ্ঞানাভিমানীদিগের ইহা একটী উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা। মনুষ্যের অনিবার্য্য জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার বাসনা হইতে যে এই রূপ ব্যগ্রতা জন্মে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অনন্ত কালের জ্ঞাতব্য সমুদায় তত্ত্ব এককালে জানিবেন কিরূপে? তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয় যে বুদ্ধি ও ধারণাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া অসীম দূরে বিচরণ করিতেছে। ঈশ্বর না হইলে আর কে ঈশ্বরের সমুদায় তত্ত্ব কেহ জানিতে পারে না। এই জন্য বোধ হয় শেষ নির্ব্বাণ মুক্তির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

চির দিনই উন্নতি হইবে, জানিবার এবং করিবার বিষয় কোন কালে শেষ হইবে না, অনেক পরিশ্রম করিয়া সাধু হইলাম আরও সাধু হইতে হইবে, এরূপ মত সহসা শুনিলে অনেকের নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। যাই আদর্শের নিকট উপনীত হইলাম অমনি তাহা আমাকে অতিক্রম করিয়া সুদূরে চলিয়া গেল; প্রথমে যে অবস্থাকে উন্নতির পরাকাষ্ঠা মনে করিতাম তাহা এখন প্রথম সোপান বোধ হইল; পুনঃ পুনঃ এ প্রকার হইলে কেমন করিয়া আশা জীবিত থাকিবে? এই প্রশ্ন হঠাৎ মনে উদয় হইতে পারে; কিন্তু বরং ঈশ্বর যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদের জীবন যে পরিমাণে উচ্চ হইবে সেই পরিমাণে তাঁহাদের আদর্শও উচ্চ হইবে। এই রূপ অনন্ত উন্নতিশীল আদর্শ ব্যতীত মনুষ্যের হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারে না।

কখন উন্নতির শেষ হইবে না, পূর্ণতা লাভ করা যাইবে না, একথা শ্রবণে অদূরদর্শী চিত্ত যে চমৎকৃত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গূঢ় রহস্য আছে তাহা উদ্‌ঘাটিত হইলেই প্রকৃত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। জীবনের আদর্শ যদি চির উন্নতিশীল না হয়, তাহা হইলে আশা ভরসা উৎসাহ উদ্যম নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট কোন এক সঙ্কীর্ণ আদর্শের নিকট গিয়া একবারে শেষ হইয়া যাইবে; সুতরাং তাহাতে সুখের আশা আর কিছু রহিল না। ইহা এক প্রকার নির্ব্বাণ মুক্তি বিশেষ। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া শেষে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, চির দিন কিছু জানিবার এবং করিবার আশা বলবতী না থাকিলে মনুষ্যজীবন সুখী হইতে

পারে না। প্রার্থিত বস্তু সম্ভোগ করায় কেবল সাময়িক বর্ত্তমান সুখের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ভবিষ্যৎ সুখ বাসনা মনে সদা কাল জাগ্রত না থাকিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। ভবিষ্যতে যাহা সম্ভোগ করিব তাহারই প্রতি জীবনের চিরশান্তি নির্ভর করে; কেন না যাহা কিছু বর্ত্তমানের তাহা ভূতকালরূপ সাগরের উদরস্থ একটী বিম্ববৎ; উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভবিষ্যৎই আমাদের প্রকৃত জীবন, কারণ স্বর্গরাজ্য সম্মুখে। এই জন্য দেখা যায় যে কেবল আশাতেই মনুষ্যজীবন বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু অনন্ত উন্নতির অর্থ ইহা নহে যে কেবল ভবিষ্যৎ সুখের আশামাত্র অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে জীবিত থাকিতে হইবে। আদর্শের প্রত্যেক সোপানে উঠিবার কালে আমরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রসাদ বারি পান করিতে করিতে উঠিব। প্রত্যেক নূতন সোপানে নবতর আনন্দ সম্ভোগ করত আশা বিশ্বাসে উৎসাহিত হইব। সে আনন্দ কখনও নিঃশেষিত বা পুরাতন হইবে না, এই আশা আমাদের অনন্ত জীবনের চিরসম্বল হইয়া থাকিবে।

কিঞ্চিৎ জ্ঞানের আস্বাদন পাইয়া যদি অনন্তগুণে জ্ঞানের বুভুক্ষা বৃদ্ধি হইল, বিন্দুমাত্র প্রেম সঞ্চারিত হইয়া অধিকতর প্রেম উপার্জ্জনের জন্য যদি হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল, যৎসামান্য সাধু অনুষ্ঠানের দ্বারা আরও সৎকর্ম্মশীল হইতে যদি বাসনা হইল তবে আর উন্নতির সীমা কোথায়? এমন অবস্থা কখন হইবে না যখন জ্ঞান প্রেম সাধু অনুষ্ঠানে অরুচি জন্মিবে। এমন দিন কখন আসিবে না যখন বিশ্বাধীপের অনন্ত প্রেম ভাণ্ডারের রত্ন সকল এককালে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। বিশ্বাসী সাধকের এরূপ মানসিক বিকার কখন হইবে না যখন স্বর্গরাজ্য পুরাতন এবং বিস্বাদ বলিয়া অনুভূত হইবে। জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা ও সাধু ইচ্ছার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখানে উন্নতির বিধান অন্য রূপ। জীবন যত উন্নত হইবে আদর্শ তত উজ্জ্বল এবং উচ্চ হইবে। এই রূপে ক্রমশঃ ঈশ্বরতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব সুধা পান করিতে করিতে চিত্ত উন্মত্ত এবং দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাইবে। তখন চারিদিক্ প্রেমের অকূল পাঁথার, কে তাহার সীমা নিরূপণ করিবে? বিশ্বাসী আত্মা সেই অনন্ত বিস্তারিত প্রেম পাঁথারে সুখে সন্তরণ করেন। তাঁহার অনন্ত আশা পূর্ণ জীবন যথার্থ সুখের জীবন।

ধর্ম্মের ইতিহাস।

সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বনির্দ্ধারণে আন্তর প্রণালীর প্রাধান্য আমরা ইতঃপূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, এবং এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের অন্তরনিষ্ঠ ভাবকে ধর্ম্মের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। মনুষ্যের সমুদায় কার্য্য সমুদায় অনুষ্ঠানের নিম্নে একটী একটী বিশেষ ভাব প্ররোচক হইয়া অবস্থান করে একথা কেহই অস্বীকার করেন না। মনুষ্য বিনাভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করে না, একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও ভাবের আধিপত্য কিছু মাত্র খর্ব্ব হয় না। কারণ একটী একটী ভাব অভিপ্রায় বিশেষের সহযোগী না হইলে উহার কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। বিশেষতঃ অভিপ্রায়ও মনুষ্যের হৃদ্গত ভাব অবলম্বন করিয়াই উত্থিত হয়। মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অভাব, পরিপূরণার্থ যে সকল বাহ্য ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহা শুদ্ধ শারীর ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু গভীররূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাব বিশেষ তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া উহার বল বৃদ্ধি এবং স্থায়ী করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যের সর্ব্ববিধ কার্য্য এবং অনুষ্ঠানের মূলে একটী একটী ভাব আছে, ইহা স্থির নিশ্চয়।

মনুষ্যসমাজের আদিমাবস্থা হইতে একাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য আমাদিগের সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঘোর সংশয়ীও ইহার একটী কারণ নির্দ্ধারণ না করিয়া, ইহার প্রতি সংশয় করিতে পারে না। সুতরাং কি নাস্তিকাভিমানী

কি সংশয়ী কি বিশ্বাসী সকলকেই স্ব স্ব অনুরূপ একটী একটী হৃদ্গত ভাবকে ধর্ম্মের মূল করিতে যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থ কোন্ ভাব হইতে ধর্ম্ম উত্থিত হইল, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিপরীত বাদিগণ যে মূল নির্দ্দেশ করেন, আমাদিগের তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা সমুচিত। তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত মূল বাস্তবিক নহে, ইহা প্রমাণিত না হইলে আমরা কখন প্রকৃত মূল স্থির করিতে পারি না। অতএব সর্ব্ব প্রথমে বিপরীতবাদিগণ যাহা বলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া, উহা কেন বাস্তবিক নহে, আমরা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সংশয়িগণ ভয়কে ধর্ম্মের মূল নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারা বলেন মনুষ্য যদি অব্যাহতরূপে নিজ নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইত, কখন কোন বিষয়ে নিরাশ না হইত, ভবিষ্যৎ তাহাদিগের নিকটে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আবৃত না থাকিয়া যদি স্পষ্ট প্রতীত হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের অপেক্ষা উচ্চ কেহ আছেন, একথা কখন তাহাদিগের মনে উদিত হইত না। আপদ, বিপদ, দুরবস্থা এবং নানাপ্রকার কষ্ট যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া মনুষ্য সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে অবস্থান না করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং যাহাতে এই সকল হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত এবং সুখ সৌভাগ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে পারে, এজন্য তাহারা প্রকৃতির যে অপরাজেয় শক্তি কর্ত্তৃক এই সকল প্রেরিত হয় মনে করে, তাহার সন্তুষ্টি সাধন জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই শক্তিকে তাহারা আপনাদের সুখ সৌভাগ্যের শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে, এবং কোন প্রকারে শত্রুর মনোরঞ্জন করিয়া আপন্নিবারণ করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য। বলি, উপহার এবং প্রার্থনা এই ভাব হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান যতই প্রকৃতিকে করতলস্থ করিতেছে, মনুষ্য ততই স্বীয় মহত্ত্ব অনুভব করিতেছে; এবং এই মহত্ত্বানুভবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবও তিরোহিত হইতেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের উন্নতি এবং ধর্ম্মের লোপ এ দুই সমকালিক।

ভয় যদি ধর্ম্মের মূল হয়, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, ধর্ম্ম কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আদিমাবস্থা হইতে মনুষ্য যদি কেবল ভয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়া থাকে স্ব স্ব অপরাধের জ্ঞান যদি ভয় উদ্রেকের কারণ না হয়, জগদভ্যন্তরে অনুভূত শক্তিকে যদি তাহারা অন্যায়াচারী নিষ্ঠুর দৈত্য বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তবে বলিতে পারা যায়, ধর্ম্ম অতি অস্থায়ী মূলের উপরে সংস্থিত। বাস্তবিক কথা এই, সমুদায় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে আমাদিগকে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। মনুষ্য অতি নিম্নতর অবস্থাতেও বিস্ময় এবং সম্ভ্রম, নির্ভর এবং আশ্বস্ততা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, ভয় দ্বারা নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র যে প্রকারে গ্রথিত, তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, আদিমাবস্থায় তাহারা বিস্ময় সম্ভ্রম নির্ভর ও আশ্বস্ততা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছিল; কালে ভয় আসিয়া তৎ সহকারে সংযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, আশ্বস্ততা বা উদ্বেলিত কৃতজ্ঞতা হইতে স্তোত্র সকল সমুত্থিত হইয়াছে, ভয় হইতে নহে।

মনুষ্য যে শক্তির পূজা করিয়াছে, যাঁহার নিকট আপনাদের মস্তক অবনত করিয়াছে, তাঁহার কল্যাণগুণের প্রতি তাহাদিগের এত দূর বিশ্বাস যে, তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন ন্যায় ও মঙ্গলের আকর করিবার জন্য অন্যায় নিষ্ঠুরতা এবং অমঙ্গলের আকরস্বরূপ অন্য একটী দেবতা তাহাদিগকে কল্পনা করিতে হইয়াছে। বলি এবং মোলক, অসিরিস এবং টাইফনস, আহুরমজদা এবং অহ্রিমান, দেবতা এবং অসুর, জিহোবা এবং সয়তান, মায়া এবং ব্রহ্ম এ সকলই এই কথার সপ্রমাণক। যেখানে মঙ্গলাকর ঈশ্বর ক্রোধাদির অধীন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেখানে ন্যায়ভাব হইতে উহা সমুত্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে শত্রুর বিরোধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেখানে শত্রুগণের অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, পাপাচরণ তাঁহার ক্রোধের উদ্দীপক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

মনুষ্য প্রকৃতি এমনি ভাবে সংগঠিত যে কল্যাণ গুণ ভিন্ন অন্যত্র সে আপনার মস্তক অবনত করিতে

পারে না। মনুষ্য সমাজে যখন বিজ্ঞানের আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই, প্রকৃতির মধ্যে অমঙ্গলপ্রায়-প্রতীত বিষয় সকলে যখন উহা স্পষ্ট মঙ্গল দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন অমঙ্গল অন্যায় স্বীকার করিতে হইয়াছে; অথচ তজ্জন্য উহাকে একটী স্বতন্ত্র শক্তির কার্য্য বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছে। এই শক্তি দুশ্ছেদ্য বা অপরাজেয় অথবা ইহার চির আধিপত্য থাকিবে, একথাও কখন স্বীকৃত হয় নাই। অন্যায়ের উচ্ছেদ, ন্যায়ের চির রাজ্য, অমঙ্গলের বিনাশ, মঙ্গলের চির আধিপত্য, মনুষ্য প্রকৃতি স্বভাবতঃ ইহারই দিকে উচ্ছ্বাস উত্থিত করিয়াছে। কালে জ্ঞানালোক যাহার উচ্ছেদ করিতেছে, মনুষ্য হৃদয় অতি প্রথম হইতেই তাহার উচ্ছেদ জন্য লালায়িত ছিল। মঙ্গলালয় ঈশ্বরের নিকট যখনই সে শঙ্কিত চিত্তে গমন করিয়াছে, তখনই সে স্বীয় গুরু অপরাধভারে অবনত হইয়া গমন করিয়াছে; তাহার মস্তক সহজে অমঙ্গলের আকর দৈত্যের নিকটে অবনত হয় নাই। ভীরুতা, স্বার্থপরতা, নীচ ভাব, নীচ কামনা দ্বারা পরিচালিত না হইলে সে আর কখন তাহার চরণে বলি উপহার অর্পণ করেন নাই। এতদ্দেশে এখনও পিশাচাদিকে বলি উপহার অর্পণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু কি ভাবে তাহা অর্পিত হয়, সকলেই জানেন, আমাদিগের তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কোরাণ হইতে।

সকলের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে স্বর্গ অবস্থান করে। যে কোন স্থানে তুমি অবস্থিতি কর, মঙ্গলের অনুসরণ কর, তাহা হইলে ঈশ্বর এক দিন তোমাদিগকে একত্রিত করিবেন।

মহম্মদ এক জন প্রেরিত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্যান্য প্রেরিত ব্যক্তি সকল চলিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার মৃত্যু হয় কিম্বা কেহ তাঁহার মস্তক ছেদন করে তবে কি তোমরা পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু যে ব্যক্তি পশ্চাদ্গামী হয় সে ঈশ্বরের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

যাহারা অটল দৃঢ়তার সহিত সকল সহ্য করে ঈশ্বর তাহাদিগকে ভাল বাসেন।

ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহাদের মৃত্যু হয়, বলিও না যে তাহারা মৃত মনুষ্য। না, তা নয়, তাহারা জীবিত।

খৃষ্টীয়ান এবং যিহুদীরা বলে আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং আমরা তাঁহার অতি প্রিয় পাত্র। না, তাহা নহে; পরমেশ্বরের সৃজিত মানবকুলের তোমরা কেবল একটী অংশ মাত্র।

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা কর, এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছা কর। তাঁহার পথে থাকিয়া তোমরা ব্যাকুলতার সহিত সংগ্রাম কর, তাহা হইলে তোমরা সুখী হইতে পারিবে।

প্রেম শিক্ষা।

পুরাকালে এক জন খৃষ্টীয়ান সাধু শিষ্যদিগকে এই রূপে পত্র লিখিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু লিখিবার আবশ্যকতা বোধ হয় না। পরস্পরকে প্রীতি করা বিষয়ে তোমরা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে শিক্ষা পাইয়াছ, কারণ তোমরা মেসেডনিয়াবাসী ভ্রাতাদিগকে ভাল বাসিয়া থাক। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছি যে তোমরা আরও অধিকতর প্রেমে পরিপূর্ণ হও; এবং তোমরা শান্ত হইতে শিক্ষা করিয়া আমি যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা কর; অর্থাৎ অন্যের সহিত ভদ্র ভাবে চল। তোমাদিগের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক। তোমরা অবাধ্যদিগকে ভর্ৎসনা কর, দুর্ব্বলমনাদিগকে সুখ দাও এবং সকলের নিকট ধৈর্য্যশীল হও। দেখ যেন কেহ তোমাদের মধ্যে অসৎ কার্য্যের পরিবর্ত্তে অসৎ কার্য্য না করে, কিন্তু সকলের ও পরস্পরের প্রতি সাধু ব্যবহার কর। সর্ব্বদা প্রফুল্লিত থাক। প্রত্যেক বিষয়ে ধন্যবাদ প্রদান কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৭ই পৌষ, ১৭৯৫ শক।

যেখানে পর্ব্বতমালা উন্নত মস্তকে গিরিরাজের মহিমা ঘোষণা করে সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে জল স্রোত সুমন্দ বেগে প্রবাহিত হইয়া দেশকে উর্ব্বরা করে সেখানে

স্বর্গ নহে; যেখানে সুকোমল পুষ্প সকল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যের মন হরণ করে সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে বিচিত্র পক্ষী সকল নানা প্রকার মধুর স্বরে গান করিয়া লোকের প্রাণ সুশীতল করে সেখানেও স্বর্গ নহে। তবে স্বর্গ কোথায়? দয়াময় ঈশ্বরের স্বর্গ বাহ্যিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নাই। স্বর্গ বাহিরে নহে, কিন্তু ইহা অন্তরে, একথা তোমরা অনেকে বারম্বার শুনিয়াছ; কিন্তু এই স্বর্গ কি তোমরা সকলে সম্ভোগ করিয়াছ? যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম, জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে, যেখানে ভক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত হয়, এবং সহজেই সাধকের মন ঈশ্বরের নাম গানে উন্মত্ত হয়, সেখানেই আমাদের দয়াময় পিতার স্বর্গ। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্ত্বা এবং অনন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, যেখানে প্রেম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, সেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ। অতএব কেহই বাহ্যবিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্তু সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে। যদি ক্রমাগত বাহিরে স্বর্গ পাইবে বলিয়া ধাবিত হও, এমন সময় আসিবে যখন নিরাশ হইয়া হৃদয়ের দিকে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে হইবে। নিতান্ত শোচনীয় তাহাদের অবস্থা যাহারা ঘর ছাড়িয়া নির্ব্বোধের ন্যায় বহির্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করে; কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে দয়াময় পিতাকে অনুসন্ধান করেন। শরীর থাকিতে থাকিতে যখন আত্মার মধ্যে সেই সুন্দর স্বর্গরাজ্য দেখি তখন অন্তরে আনন্দ বারি বর্ষণ হয়। বহির্জ্জগতে যে সৌন্দর্য্য তাহার কবি অনেক; কিন্তু আত্মার মধ্যে যে পরম সুন্দর প্রেমময়ের রাজ্য তাহার কবি নাই। কেবল যিনি তাহা দেখেন তিনিই তাহার কবি, যিনি সেই শোভা দেখেন তিনিই মোহিত হন। অতএব সকলেই অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই শোভা দর্শন কর এবং বল এই যে স্বর্গ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে! চক্ষু খুলিয়া কখনও নির্ব্বোধের ন্যায় এ কথা বলিও না স্বর্গ কোথায়ও নাই। বল এই যে হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য ইহাই আমাদের স্বর্গ। ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল আমরা এই স্বর্গেই বাস করিব, অন্য স্বর্গ আমরা চাহি না। সশরীরে স্বর্গ ভোগ করা যায় ইহা তোমরা বুঝিয়াছ; কিন্তু সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর নাই? এতকাল সবান্ধবে একত্র উপাসনা করিয়া এখন কি এই কথা বলিবে যে যখন সাধক একাকী অন্তরে প্রবেশ করিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করেন, তখন তাঁহার চারিদিকের লোকেরা স্বর্গে কি নরকে আছে, ইহা তিনি কি রূপে জানিবেন? ভিতরে প্রবেশ করিয়া যিনি জীবনের গূঢ়তম স্থানে তাঁহার সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাহিরে জগতের লোকেরা কি অবস্থায় আছে তাহা তাঁহার জানিবার উপায় কি? একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বরের ধ্যান করাই যাহার স্বর্গ, এবং যতই কেন আত্মা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হউক না, অন্য লোকের সমাগমেই যাহার যোগ ভঙ্গ হয়, অথবা ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত জন্মে, সে ব্যক্তি কিরূপে সপরিবারে স্বর্গ সাধন করিবে? জনসমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতে হইলে অনেক লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন; কিন্তু ধ্যানের অর্থই এই যে একাকী ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে, ১০ জনের কথা দূরে থাকুক দুজন থাকিলেও যথার্থ ধ্যান হয় না; সকলে স্বর্গে যাইতে চান যাউন, বন্ধুর পথে কিম্বা ভগ্নীর পথে বাধা দিব না, কিন্তু যে সোপানে আমি স্বর্গে যাইব তাহাতে কিরূপে অন্যকে আসিতে দিব, কেন না, তাহা হইলে যে একাগ্রতার ত্রুটি হইবে? একাকী ধ্যান করিব ইহাই ধর্ম্মের নিয়ম, যোগশাস্ত্রের মধ্যে সমাজের কথা নাই। কিন্তু একাকী স্বর্গ সাধন করাই যদি প্রত্যেক জীবনের লক্ষ্য হয় তবে সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? এবং এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য কোথায়? বন্ধুগণ! সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায় কেহই ইহা অসম্ভব মনে করিও না। মনে কর এক জন সশরীরে স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিলেন, ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া তিনি সেখানকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইলেন, পৃথিবী তাঁহাকে বলিল দেখ, তুমি বল যে স্বর্গ নাই, নতুবা তোমার প্রাণ বধ করিব; কিন্তু তিনি মৃত্যু ভয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বরং দিন দিন আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি স্বর্গ দেখিয়াছি এবং স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছি। এইরূপে তিনি যেমন স্বর্গে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম সুধা পান করিয়া সুখী হন, সেই রূপ আরও কত শত শত লোক ঠিক এই রূপে অন্তরে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করেন। অনেক বার শত সহস্র লোক একত্র হইয়া আমরা কি স্বর্গে যাই নাই? এক একটী ব্রহ্মোৎসবে, এবং প্রতি রবিবারে কি জন্য আমরা এত গুলি লোক একত্রিত হই? এক জনের পক্ষে যদি সশরীরে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব হয়, তবে আরও শত শত ভাই ভগ্নী সশরীরে ঈশ্বরকে দেখিবেন ইহা কেন অসম্ভব হইবে? আমাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ কখন

সম্ভব হয়? পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে নয়; কিন্তু ঈশ্বরের এই উচ্চতম স্বর্গে। যখন মন সংসার ছাড়িয়া স্বর্গ আরোহণ করে, সেখানে পাপ প্রলোভন প্রবেশ করিতে পারে না; এবং যে অবস্থা হইতে মন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, যেখানে সকলের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেখানে যে পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয় তাহাই আত্মার যথার্থ যোগ। যখন এই যোগের আরম্ভ হইবে তখনই বুঝিবে সপরিবারে স্বর্গ ভোগ করা কি। এক জন সাধক একটী ব্রহ্মসঙ্গীত করিলেন, সঙ্গীত করিতে করিতে ইঁহার ভাবে ১০ জনের মন প্রাণ ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইল, এবং নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্র হইতে এক ঢেউ আসিয়া সকলকে প্রেম এবং পুণ্য জলে অভিষিক্ত করিল। যাঁহারা ইহা অনুভব করিলেন তাঁহারা দেখিলেন সকলেই এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত, কাহারও সঙ্গে আর ব্যবধান রহিল না; সশরীরে এক জন আসিলেন তাহা নহে; কিন্তু সকলেই একত্রে সেই সাধারণ ভূমি লাভ করিলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এখনে যাঁহাদের সঙ্গে একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিতেছি পরলোকে গিয়া ইহাঁদের সঙ্গে কি পুনর্ম্মিলন হইবে? হৃদয়ত বলে হইবেই; কিন্তু যদিও হৃদয়ের মমতা পবিত্র কিম্বা নির্দ্দোষ হইতে পারে, কেবল মমতার উপরে আমাদের স্বর্গীয় আশা স্থাপন করিতে পারি না। এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে বিশ্বাসের অখণ্ড প্রমাণ চাই। হৃদয়ের প্রেমযোগে বিচ্ছেদ আছে, আজ যাহাকে ভাল বাসি কাল তাহাকে ভাল বাসি না, আজ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, কাল তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল না, এই রূপে সর্ব্বদাই প্রেমযোগের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু প্রাণযোগে পরিবর্ত্তন নাই, প্রাণযোগ নিত্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রাণযোগ, কেন না তাঁহার প্রাণে আমরা প্রাণী হইয়া রহিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না। কিন্তু সেই রূপ আমাদের কি এমন কোন প্রাণের বন্ধু কিম্বা প্রাণের ভগ্নী আছেন, যাঁহাকে ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না, যাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর আমার ধর্ম্মজীবন থাকে না? দুঃখের সহিত আমি বলিতেছি, কোন ভাই ভগ্নীর সঙ্গে অদ্যাবধি আমাদের সেরূপ সম্পর্ক হয় নাই। তোমরা বলিতে পার কত বার আমরা ভাল উপাসনা এবং উৎসবের আনন্দের সময়, হৃদয়ের বন্ধুদিগের জন্য কাঁদিয়া বলিয়াছি, "প্রাণেশ্বর! ধন্য তুমি, আমার মত পাপীকে তুমি এত সুধা পান করাইলে; কিন্তু দাঁড়াও, প্রভু! আমার প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে তোমার কাছে ডাকিয়া আনি, কেননা একাকী আমি কিরূপে এত সুখ ভোগ করিব, আগে তাঁহাদিগকে এই অমৃত পান করাই তবে তাঁহাদের সঙ্গে সশরীরে আমি স্বর্গে যাইব।" এই রূপে যতই অধিক পরিমাণে তোমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিয়াছ, সেই সুখে বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য ততই তোমাদের প্রাণ আকুল হইয়াছে। ইহা ভক্তিরাজ্যের অব্যর্থ নিয়ম যে যাই ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম পতিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা জগৎকে দিবার জন্য তিনি ব্যাকুলিত। সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের জীবন ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রিয়বন্ধু বান্ধব এবং জগতের নর নারীরা নরকে ডুবিয়া মরে মরুক আমি স্বর্গে থাকিলেই হইল যে ব্যক্তি এরূপ মনেও করিতে পারে সে উদাসীন, স্বার্থপর, অধার্ম্মিক লোক কদাচ প্রকৃত স্বর্গে যাইতে পারে না। ভক্তের প্রাণ জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে পারেন না; কিন্তু কাহারা তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারে? সকলের এক মাত্র গতি ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে অথবা যাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতেই দিবানিশি বাস করেন, তাঁহারাই কেবল সশরীরে ভক্তের সঙ্গে স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহাদের সেই যোগই যথার্থ স্বর্গীয় এবং অনন্ত কালের যোগ, এবং দেহত্যাগের পর পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে। কি স্বামী স্ত্রী, কি পিতা পুত্র, কি মাতা কন্যা কি ভাই ভগ্নী, কি বাহিরের লোক, অন্ততঃ দুজনেও যদি এই কথা বলিতে পারেন তুমি এবং আমি এই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, দুজনেই একত্রে অনন্ত কাল ইহাঁর মধ্যে বাস করিব, দুজনেই একত্রে ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিব, দুজনেই একত্রে ইহাঁর মধুর কথা শুনিব এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া দুজনে একত্রে ইহাঁর সেবা করিব।" তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের মধ্যে এক হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সেই নিত্য প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে, যাহা দ্বারা পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে। হইবে কেন বলিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে সেই অনন্ত কালের যোগ হইয়াছে, পরকালে, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদের সেই প্রাণযোগ স্থাপিত হইয়াছে, শরীরের বিনাশেও যাহার বিচ্ছেদ নাই। শরীর থাকিতে থাকিতেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বর্গে দেখা শুনা হইতে চলিল। কিন্তু দুঃখের কথা অদ্যকার বক্তব্য এই বলিয়া শেষ করিতে হইল, যে এখনও কোন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার মধ্যে সেইরূপ নিত্য যোগ স্থাপিত হয় নাই, ঈশ্বরকে না হইলে যেমন প্রাণ বাঁচে না সেই রূপ ভাই ভগ্নীকে

পিতার গৃহে না আনিলে আমার পরিত্রাণ হয় না, অদ্যাবধি এই সহজ সত্যও অনেকে বিশ্বাস করেন না। আমাদের মধ্যে এমন কি কতক গুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন, এই আমরা কয় জন অনন্তকাল ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিবার জন্য একত্র হইয়াছি, তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী, তাঁহাকে ভিন্ন প্রাণান্তেও আর কাহারও সেবা করিব না, তিনি আমাদের প্রাণ, আমরা তাঁহার প্রাণে প্রাণী, আমাদের প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব দিয়া কেবল তাঁহারই সেবা করিব? এই প্রকার বন্ধন ভিন্ন কাহারও পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ তাহা অসার পৃথিবীর মায়া অথবা নরকের আসক্তি, পরলোকে, স্বর্গে সেই যোগ থাকিবে না। অতএব বাহিরের সকল প্রকার যোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম যোগে পরস্পরের সঙ্গে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হও। সেই যোগে ভয় নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই। সেই যোগে যোগী হইয়া একদিকে যেমন পিতার প্রেম-মুখ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া অন্তরের ভক্তি এবং উৎসাহ প্রবল বেগে উদ্দীপিত হইবে। সেই অবস্থায় যতই দেখিবে পিতার চারিদিকে পবিত্রাত্মা সকল দিবা নিশি তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার পূজায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, ততই প্রবলতর হইয়া তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, এবং ততই প্রখর বেগে তোমাদের ভক্তি এবং প্রেম স্রোত প্রবাহিত হইয়া, নিত্য ঈশ্বরের সিংহাসন ধৌত করিবে। সেই ভিতরের স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের রথ আসিতেছে, যদি একাকী যাইতে চাও সেই রথ ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু যদি সবান্ধবে, সপরিবারে যাইতে প্রস্তুত হও, তবে সেই স্বর্গের রথ তোমাদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইবে। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর!! তিনি আমাদের ন্যায় পাপী দুঃখীদিগের জন্য এমন সুন্দর স্বর্গের রথ পাঠাইলেন, বন্ধুগণ, চল আর বিলম্ব করিও না, এবার সকলে মিলিয়া চল, পিতার শান্তি নিকেতনে যাই, আমাদিগকে দেখিলে সেখানে দেবতাদিগের আনন্দ হইবে, এবং পৃথিবীর লোকেরা দেখিয়া বলিবে, যথার্থই ইহারা সশরীরে এবং সপরিবারে স্বর্গধামে চলিল। যখন আমরা সশরীর এবং সপরিবারে স্বর্গে বাস করিব তখন ব্রহ্মকৃপার জয়ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিকম্পিত হইবে।

হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদের স্বর্গ, যেখানে স্বর্গ সেখানে তুমি ইহা অসার কথা। তোমা ভিন্ন, আর কি কোথায়ও স্বর্গ আছে? তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় স্বর্গ অন্বেষণ করিব। হে পবিত্র প্রেমময় পিতা! তুমি আমাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শান্তিধাম। যখন তোমার মধ্যে বাস করিয়া সুখী হই, বড় ইচ্ছা হয় সবান্ধবে সেই সুখ ভোগ করি; প্রাণ কাঁদিয়া বলে, আহা এমন সুখের সময় কেহ কাছে নাই। কবে পিতা, তোমাকে তোমার কৃপার সাক্ষী করিয়া বলিব, দেখ পিতা, আমরা এতগুলি পাপী তোমার নামে এক প্রাণ হইয়া সশরীরে তোমার স্বর্গে যাইতেছি। দীননাথ! কবে পৃথিবীকে সেই ব্যাপার দেখাইবে? যদি না দেখাও তবে কেহই যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ধ্বনি করিবে না। কবে পিতা সশরীরে সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার ঘরে গিয়া "এই কি হে সেই শান্তি নিকেতন" বলিয়া তোমার পদতলে পড়িয়া তোমায় জয়ধ্বনি করিব? আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক।

আমরা সর্ব্বদা সংসারের মায়া জালের কথা শুনিতে পাই এবং ইহার অর্থ কি তাহাও আমরা জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই। প্রত্যেকেই মায়াজাল কি তাহা বিলক্ষণ জানেন, কারণ প্রত্যেকেই ইহা দ্বারা জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেকে জানেন সংসারের এমন মায়া জাল আছে যাহা দ্বারা ইহা সকলকে জড়িত করিতে পারে, ইহার এমন রজ্জু আছে যাহা দ্বারা মনুষ্য-দিগকে বদ্ধ করিয়া সংসার আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। এই মায়াজালে আমরা এত জড়িত হইয়া রহিয়াছি যে অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহা হইতে আমরা কোন মতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না। পক্ষী যেমন জালে জড়িত হইয়া যতই চেষ্টা করে ততই আরো দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়, আমরাও সেই রূপ যতই আপনার বল, আপনার জ্ঞান এবং আপনার বুদ্ধি দ্বারা এই মায়াজাল কাটিতে চাহি ততই আমরা ইহাতে জড়িত হইয়া পড়ি। এই কথা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সকলেই ইহা আপন আপন জীবনের পরীক্ষায় বিলক্ষণ জানিতেছেন। কত শত মহাজন একবার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আবার কিছুকাল পর সেই জালে জড়িত হইলেন, জগতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কত শত ধার্ম্মিক ব্যক্তি একবার সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া আবার মায়া রজ্জুতে বদ্ধ হইলেন, তাহা মনে হইলে হৃদয় কম্পিত হয়। মায়া জাল পৃথিবীর সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, নিচ ভাবে

সর্ব্বত্র ইহা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। মহা জ্ঞানীর চক্ষুও সেই জাল দেখিতে পায় না। অকুতোভয়ে সংসারে চলিয়া যাইবার পথ নাই। যেখানে জাল নাই মনে করিয়াছিলাম সেখানেও এই জাল আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। যখন সংসার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মকে ধরিতে যায় তখন তিনি মায়া জালের ক্ষমতা বুঝিতে পারেন। মায়া জাল কি সকলে দেখিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মজাল কি তাহা কি কেহ দেখিয়াছেন?

বাস্তবিক সংসার যেমন মায়া জাল দ্বারা সাংসারিক ব্যক্তিদিগকে ধরে, ব্রহ্মও তেমনি তাঁহার জাল দ্বারা আমাদিগকে ধরেন। সংসারী ব্যক্তিরা যেমন, তাহারা যে মায়াজালে জড়িত, তাহা বুঝিতে পারে না, ব্রহ্ম তেমনি আমাদিগকে না দেখিতে দিয়া আমাদের শরীর, মন আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করেন। ব্রহ্মজাল ত্রিবিধ। ঈশ্বর তিন প্রকারে জগৎকে ধরেন। প্রথমতঃ আপনার সত্তা দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জ্ঞান জাল দ্বারা এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার প্রেম জাল আমরা চিরকালের জন্য তাঁহা দ্বারা ধৃত হই। ধর্ম্মের পথে পদে পদে ধর্ম্ম-জালে পতিত হইতে হয়, আমরা দেখি বা না দেখি, প্রত্যেক নিমেষে সেই ব্রহ্ম-ব্যাপ্তিরূপ জাল আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার উক্ত ত্রিবিধ জাল সমস্ত জীবনের সঙ্গে ওতঃ প্রোতঃ হইয়া রহিয়াছে। কেননা আমাদের সত্তা তাঁহার সত্তার সঙ্গে গ্রথিত। তাঁহার সত্তা আমাদের জীবনের রজ্জু হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে, কি দক্ষিণে কি বামে, কি স্বদেশে কি বিদেশে যেখানেই যাই না কেন কোথায়ও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। তিনি প্রাণরূপ জালে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা নিমেষের জন্য বাঁচিতে পারি না; এইটী গভীররূপে ভাবিলে কখনই আমরা স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারি না। যখন দেখিতেছি আমাদের জীবন তাঁহার সত্তা জালে ধৃত রহিয়াছে, তখন সাধ্য কি আমরা সেই দুর্ভেদ্য গ্রন্থিছিন্ন করি। যিনি ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার এই নিগূঢ় প্রাণ যোগ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সাধ্য কি যে তিনি ব্রহ্মকে প্রাণ স্বরূপ না বলিয়া থাকিতে পারেন। স্বীকার কর আর না কর, ঈশ্বর সকলকে প্রাণরূপ জালে ধরিয়া রহিয়াছেন। তবে কেন হে পামর ব্রাহ্ম! বল যে ঈশ্বর তোমাকে ধরিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার এই সত্তা জালে যেমন আমরা জড়িত হইয়া আছি তেমনি ঈশ্বর চক্ষুরূপ জালে জগৎকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। পাপি! তুমি স্মরণ কর আর না কর; অবিশ্বাসী! তুমি স্বীকার কর না কর, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কামনা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছে। বাস্তবিক সর্ব্বদা আমরা তাঁহার দৃষ্টি জালে জড়িত। তাঁহার দৃষ্টি জাল এমন নহে যে ইহা দ্বারা তিনি কখনও দেখেন এবং কখনও দেখেন না; কিন্তু কি দিবা, কি রাত্রিতে, কি স্বজনে, কি নির্জ্জনে আমাদের সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টির চিরকালের যোগ। পাপী পাপ করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? যে গোপনে ঘোর অন্ধকার মধ্যে পাপানুষ্ঠান করে, যে মনের মধ্যে একটী পাপ চিন্তা পোষণ করে তাহার আর নিস্তারের উপায় রহিল না। সেই অনন্তচক্ষু প্রহরীর ন্যায় মনুষ্যের অজ্ঞাতে সেই গভীর নির্জন অন্ধকার মধ্যে তাহার প্রত্যেক পাপ কার্য্য দর্শন করিল। পাপী সেই সর্ব্বদর্শী চক্ষু হইতে কিছুই প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিল না। যেমন সত্তা জালে পরমেশ্বর সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, তেমনি জ্ঞান জালে তিনি সমস্ত পাপী জগৎকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু কেবল এই দুই জালে জগৎকে ধরিয়া তিনি ক্ষান্ত নহেন, আবার প্রেম জালে তাঁহার পাপী সন্তানদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দয়া মনুষ্যের দয়ার ন্যায় নহে, যে কখনও সেই দয়া বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। আমরা যতই অনুপযুক্ত হই না কেন, সেই দয়া হইতে আমরা কখনও বঞ্চিত হইতে পারি না। সাধ্য কি যে আমরা সেই প্রেম জালকে অতিক্রম করি। যে রসনা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কত সহস্র কথা উচ্চারণ করিল সেই রসনা তাঁহারই মঙ্গল হস্ত দ্বারা সঞ্চালিত। যে শরীর তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কত প্রকার জঘন্য অত্যাচার করে, সেই শরীর মধ্যে তিনি স্বয়ং প্রাণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বাস করিতেছেন। যে কার্য্য করিলে অধর্ম্ম হয় সে কার্য্যের মূলে তাঁহার শক্তি। যে আত্মা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়, এবং দিবানিশি বিকৃত সুখ ভোগ করিতে চায়, নিমেষের জন্যেও তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় না, সেই অসাড় কৃতঘ্ন আত্মাকেও তিনি পোষণ করেন। জীবনে দেখিলাম সহস্র অপরাধ করিয়াও তাঁহার দয়া জাল অতিক্রম করিতে পারি না। যখন তিনি সৃজন করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন; তখনি একটী প্রেম জালে জড়িত করিয়া আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন। ধন্য সেই ভক্ত সাধু আত্মা যিনি দেখিতে পান প্রেম জাল কি। কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী ঈশ্বর সকলের প্রাণের প্রাণ। যে বলে যে চারিদিক্ অন্ধকার, কোথায়ও ঈশ্বর নাই, তাহার নিকট ঈশ্বরের সেই গম্ভীর সত্তাজাল বিস্তারিত রহিয়াছে। যে বলে যে অন্ধকারের মধ্যে কেহই দেখিতে পায় না তখনি ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান জালে তাহাকে ধরিলেন। ঈশ্বর

কেন এই প্রকার জাল বিস্তার করিলেন? ব্রাহ্মগণ! তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। মনে করিও না, যে ঈশ্বরের সঙ্গে কেবল মধ্যে মধ্যে আলাপ হয়; কিন্তু ঈশ্বর অবিশ্রান্ত তোমাদিগকে নানা প্রকার ধরিয়া রহিয়াছেন। সত্তাজালে ধরিতে না পারিয়া, তিনি জ্ঞান জালে ধরিতে চেষ্টা করেন, এবং পাপীরা তাঁহার জ্ঞান-জালে ধরা না দিলে তাহাদিগকে তিনি প্রেমজালে ধরেন তাঁহার কোমল মধুর প্রেমজালে জড়িত হইয়া পাপীও ভক্ত হইল। আমাদিগকে ধরিবার জন্য ব্রহ্মের কত আয়াস, কত চেষ্টা! পিতা সহজে আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। তিন প্রকার জালে তিনি আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করেন। তোমরা ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলেই সংসারের মায়া কাটাইতে পার; কিন্তু ব্রহ্মজাল সম্বন্ধে তোমরা কখনও এই রূপ স্পর্দ্ধা করিতে পার না। কে তাঁহার জাল কাটিতে পারে? যেখানে অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাও না, চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখ, আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেখ সেখানে তাঁহার অকাট্য জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। আত্মার প্রত্যেক সদ্ভাব, প্রত্যেক স্বর্গীয় চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য সেই জালে জড়িত। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এই কৌশল করেন, এমন অভেদ্য জাল বিস্তার করেন, তখন কোন পথে যাইবে, ইহা কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তাঁহার অভেদ্য জালে জড়িত হও কোন ভয় থাকিবে না, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে তাঁহার রূপ গুণে বাঁধিয়া রাখিবেন তাঁহার দৃষ্টিজাল পাপীকে ধরে, প্রেমজাল ভক্তকে ধরে, এবং সত্তা জাল সমস্ত জগৎকে ধরে। এই ত্রিবিধ জালে ব্রাহ্মগণ! ধরা দাও। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং তোমাদের জীবনও বিশুদ্ধ এবং মধুর হইবে।

জগদীশ! তুমি এত নিগূঢ় কৌশল করিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা কর, এখন যে নাথ জীবনের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতেছি ততই দেখিতেছি আমাদের সঙ্গে তোমার নিগূঢ় সম্বন্ধ। কেন নাথ, তুমি পরিশ্রান্ত হও না। এই ১০।১২ বৎসর তোমার সঙ্গে রহিয়াছি এক দিনের জন্যও বিরক্ত হইলে না। কেন নাথ! এমন নিগূঢ় ভাবে জাল পাতিয়া রাখিয়াছ? আমাদিগকে ধরিবার জন্য তুমি এত কৌশল করিতেছ, তবে কেন আমরা ধরা দিই না। যদি জানিতাম তুমি এমন করে বাঁধিবে তবে কি আর অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারিতাম আশ্চর্য্য তোমার প্রেমের মধু! তোমার সঙ্গে সামান্য যোগ মনে করিতাম। কিন্তু তুমিত পিতা তেমন ঈশ্বর নও, তেমন পিতা নও, তেমন বন্ধু নও যে পাঁচবার অপরাধ করিলে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে ঈশ্বর! এই যে সাধু ভক্ত সন্তান সকল তোমার প্রেম জালে পড়িয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ দেখিলাম, কিছুতেই অন্যত্র আর স্পৃহা হয় না। পিতা, এখন এই চাই যেমন ভক্তদিগকে চিরকালের জন্য তোমার চরণতলে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তেমনি এই নরাধম সন্তানকে বাঁধ। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে না পারি। আজ একবার বিশেষ করিয়া আমাদিগকে বাঁধ দেখি গৃহে যাইয়া দেখিব যে যথার্থই আমরা তোমার অভেদ্য প্রেমজালে পড়িয়াছি। দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের হস্ত হইতে তোমার সন্তানদিগকে রক্ষা কর। সকলকে তোমার প্রেম শৃঙ্খলে বাঁধ। তোমার প্রেমজাল কেমন মধুর ইহা সকলকে ভোগ করিতে দাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এবং আমাদিগকে যে জন্য এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ তাহা সিদ্ধ হউক। বাঁধ জগদীশ আমাদিগকে ভাল করিয়া বাঁধ। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংবাদ

গত রবিবারে মুদী আলী ব্রাহ্মসমাজের নূতন উপাসনা মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল।

বাবু অমৃতলাল বসু সপরিবারে কিছু দিন মেঙ্গালোর নগরে থাকিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু দুর্গামোহন দাস ও বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ভবানীপুর নিবাসী কতিপয় যুবার উদ্যোগে তথায় শীঘ্র একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবে।

ব্রাহ্মনিকেতনের সভ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের আশা উদ্দীপিত হইতেছে এক্ষণে ইহাতে ৩৫ জন ব্রাহ্ম বাস করেন, আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। সমস্ত ঘর প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া আসিল নিকেতন বাসী যুবকগণ যেন সেখানে থাকার প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত না থাকেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশে প্রচারার্থ গমন করিবেন। অদ্যই তাঁহার কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার কথা আছে

ঢাকাবাসী কোন ব্রাহ্ম রূপক শব্দ ব্যবহারের আতিশয্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে এক পত্রে লিখিয়াছেন। যদিও আমরা এ বিষয়ে জ্ঞান শূন্য নহি কিন্তু এরূপ ভয় করি না যে ইহা দ্বারা "শীঘ্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্মে পরিণত হইবে।" যদি গুটি কতক রূপক শব্দ একমাত্র আমাদের শাস্ত্র হইত তাহা হইলে এরূপ আশঙ্কা সংগত হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম নানা প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই সকল সন্দেহ মীমাংসা হইবে। "ভাষায় বধ করে, কিন্তু ভাবেতে জীবন দেয়" এই পুরাতন কথার অর্থ সকল সময়েই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। অনন্ত ঈশ্বরের কথা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলেই এ দোষ ঘটিবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য হৃদ্গত ভাব বাহ্য অঙ্গ ভঙ্গী বা ভাষা দ্বারা যাহা কিছু ব্যক্ত করবে তাহাই মানবীয় হইবে। সুতরাং রূপক দোষ সাধারণ ভাবে এক প্রকার অপরিহার্য্য। পত্রপ্রেরক বলেন "তোমার

চরণে প্রণাম করি” এই প্রকার ব্যবহার না করিয়া “তোমাকে প্রণাম করি বলিলেই হয়.” কিন্তু আমরা এ দুয়ের মধ্যে ভাবগত কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। অনন্ত অদৃশ্য ব্রহ্মকে প্রণাম করি. ঠিক কথায় কথায় বিচার করিতে গেলে ইহার অর্থ সংলগ্ন হয় না। এ দোষ পরিহার করিবার চেষ্টা বৃথা, কারণ তাহা হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিতে হয়; ঈশ্বরকে পিতা মাতা বন্ধু গুরু প্রভৃতি কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট জীব অপরিমেয় ঈশ্বরের বিষয় যাহা বলিবে, যাহা করিবে এবং যাহা ভাবিবে সকলই পরিমিত হইয়া যাইবে। মানুষের ভাষা ঈশ্বরের অনন্ত ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। বিশ্বাসে তিনি লব্ধ বিশ্বাসেই তিনি বাচা, কিন্তু কদাপি বাক্যের বচনীয় নহেন। তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যদি ভক্তি এবং ভাবুকতা প্রার্থনীয় হয় তবে তাহার উদ্দীপক শব্দকেও রক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্য হৃদয়ে ঈশ্বরের স্নেহ দয়া প্রেম পবিত্রতা ভাল রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইলে সে সমস্তকে উজ্জ্বল ছবির আকারে ব্যক্ত করিতেই হইবে। দীনাত্মা ভাবুকেরা যদি রূপক ব্যবহার করে, এবং তাহাদের মত লোকে যদি তাহা শ্রবণ করে তবে ইহার মধুরতা আস্বাদিত হয়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ হইতে উড়িয়া ভাষায় “ধর্ম্মবোধিনী” নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজ অনেক গুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তকও উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর ইহাঁদিগের উৎসাহানল চির প্রজ্বলিত রাখুন। আমাদের বন্ধু বাবু রামকুমার ভট্টাচার্য্য তথায় প্রচার কার্য্যে ব্রতী আছেন। উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মগণ তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত উপদিষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সমাজ মাত্রেই কতকগুলি শাসন প্রণালী আছে এবং থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। কেন না, স্বাধীন মনুষ্য কোন শাসনের অধীন হইয়া না চলিলে, স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা জনসমাজের বিষম অমঙ্গল ঘটাইতে পারে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই সকল দেশের সকল সমাজের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য শাসনের বিধি অতিশয় প্রবলতর। সভ্যতম জাতিদিগের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যেও শাসনের লক্ষণ সকল স্পষ্ট দেখা যায়।

আর্য্যজাতিদিগের ধর্ম্মের কঠোর শাসনের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আধুনিক ঊনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য জ্ঞানাভিমানী যুবক ব্রাহ্মদের কোমলাঙ্গের উষ্ণ শোণিত একবারে শীতল হইয়া যায়। বাস্তবিক শাসনের গুণেই হিন্দুধর্ম্ম এমন বৈজ্ঞানিক সময়েও কত শত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও যুবকদিগকে মস্তকোত্তোলন করিতে দিতেছে না। এই বর্ত্তমান সময়ে বিগতপ্রাণ হিন্দুধর্ম্মের শাসনচক্রে পড়িয়া দুর্ব্বলাত্মা যুবকগণের যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে তাহা চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অবিশুদ্ধ শাসন প্রণালী দ্বারা ভীরুস্বভাব যুবকবৃন্দের যেমন এক দিগে বিষম অনিষ্ট হইতেছে, অপরদিকে ইহার প্রভাবে আবার ইহাঁদিগের অশেষ উপকারও হইতেছে. তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

বাস্তবিক শাসনের আবশ্যকতা আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এমন বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। কোন নির্দ্দিষ্ট শুবিধি না থাকাতে আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে তাহা সম্পাদক মহাশয়, আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন। হিন্দুসমাজে হিন্দুপরিবারের মধ্যে একটী মাত্র অবৈধ কার্য্য করিলেই তৎক্ষণাৎ মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; কিন্তু উদার ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে অন্যায় কার্য্য করিয়া একটী কথা সহ্য করিতে কেহ প্রস্তুত নহেন।

এই সকল যুবক ব্রাহ্মগণের মতের অস্থিরতা, চরিত্রের জঘন্যত্ব ও কার্য্যের অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যে সকল তরুণ বয়স্ক উষ্ণশোণিত ব্রাহ্ম কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কত উৎসাহ উদ্যম ও আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের ঐসকল গুণের শিথিলভাব দেখিয়া কাহার না মনে ক্ষোভ হয় এবং তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে? কেবল যে তাঁহারা নিরুৎসাহী, নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন তাহা নহে, উহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চরিত্রের জঘন্যতা ও সাংসারিকতা দিন দিন বাড়িতেছে। বাহিরের লোকেরা সময় পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কত কথাই বলিতেছে। তাহারা প্রমাণ পত্র হস্তে লইয়া অকুতোভয়ে জনসাধারণের নিকট ব্রাহ্মসমাজের অবিশ্বাস ও নিরাশার কথা প্রচার করিতেছে; কে তাহাদিগকে নিবারণ করিবে? প্রকৃত ঘটনাকেই বা কে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে? আমরাও একথা অস্বীকার করিতে পারি না যখন চক্ষের সমক্ষে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিতেছি।

যাঁহারা জীবন সর্ব্বস্ব দিয়া কত পরিশ্রম করিয়া ভূমণ্ডলে স্বর্গ আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা জীবিত থাকিতে থাকিতেই যখন ঐ সকল উদ্ধত স্বভাব যুবকগণ চরিত্রের জঘন্যতার দ্বারা প্রেম নিকেতনের ভিত্তিভূমিতে কুঠারাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের অবর্ত্তমানে উহাঁরা ব্রাহ্মসমাজকে লইয়া যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া আমাদের মনে বড় ভয় হইতেছে। এই জন্য আমরা অতি কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য এত দূর করিয়াছেন তাঁহারা ইহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য কিছু বিধি করিয়া দিন। সেই সামাজিক বিধি বা শাসন প্রণালীর অধীন হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মকে চলিতে হইবে অন্যথা হইলে কোন প্রকার বিশুদ্ধ রকমের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ হইলে কতক পরিমাণে মতের স্থিরতা জন্মিবে, চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে, স্বাধীনতার ভাণ করিয়া কেহ যথেচ্ছাচারী হইতে সাহস করিবে না, এবং ব্রাহ্মসমাজও কলঙ্কের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

এবার লিপি দীর্ঘ ভয়ে আমি এই খানেই ক্ষান্ত রহিলাম। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে এই অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে আগামী বারে সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল

ব্রাহ্মনিকেতন। বশম্বদ।
১৭৯৬ শক
১৩ই আষাঢ় শ্রীভুঃ

এই পাক্ষিক পত্রিকা কালকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ১৩ম সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে শান্তিদাতা মঙ্গলসংকল্প পরমেশ্বর! সংসারের নানা বিধ পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া মন বিক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হইলে আর কোথায় গিয়া প্রাণ শীতল করিব? পৃথিবীর কুদৃষ্টান্ত সকল মনকে পাপের পথে নিয়ত ধাবিত করে, বন্ধু বান্ধবের স্নেহ দয়া হৃদয়ের কোমলতা সম্পাদন করিতে পারে না, আত্মার গভীর গ্লানি দূর করিতে কেহই যত্নবান্ নহে, তবে বল নাথ কে আর অন্তরের জ্বালা নিবারণ করিবে? তুমি হৃদয়ের দেবতা প্রাণের ঈশ্বর দয়ার সাগর পিতা, তোমার আশ্রয় ভিন্ন পাপীর আর অন্য গতি নাই। হে জীবনের জীবন বিপদের বন্ধু, আমার মনের ভাব তুমি সকলি জানিতেছ; হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া সকল অশান্তি বিপ্লব ঘুচাইয়া দাও। তোমার অবর্ত্তমানে জীবন পাপের আবাস হইয়া উঠে। যখন তোমাকে হারাই তখন প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃঙ্খলে একবারে বদ্ধ হইয়া পড়ি.এবং তখন আত্মদৃষ্টি অন্ধ হইয়া আমাকে ঘোর অহঙ্কারী করিয়া তোলে। তোমা বিনা এ জীবন নীরস মরুভূমি তুল্য হে প্রেমময়! তুমি সর্ব্বদা অন্তরে থাকিয়া আমার কঠোরতা দূর কর এবং প্রবৃত্তি সকলকে যথা স্থানে রক্ষা কর। পিতা, তোমার আগমনে সকল উদ্বেগ চলিয়া যায় এবং হৃদয়ে শান্তিরস প্রবাহিত হয়। তুমি হৃদয়ের রাজা আমার, হৃদয়রাজ্য শাসন কর এবং আমার সমুদায় জীবনকে পাপও অশান্তি হইতে রক্ষা কর। আমি যেন তোমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

কমৃটের অদার্শনিকতা।

কমৃটের তৃতীয় যুক্তি এই, জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সুসমঞ্জস ভাবে সংস্থান, উহার স্থায়িতা এবং জীববাসের পক্ষে উপযোগিতা শুদ্ধ গতি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় নিয়ম দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, সুতরাং ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের নিষ্প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বিজ্ঞান শক্তিজ্ঞান হইতে আপনাকে কখনই বিমুক্ত করিতে পারিবে না, এবং এই শক্তিজ্ঞানই কারণ-জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান আনয়ন করিবে, এই স্থানে আমরা তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। কমৃট যে জড়ের অতিরিক্ত শক্তিতে সায় দিতেন ইহাতে আর সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। গ্রহগণের নির্দ্দিষ্ট গতির ব্যতিক্রম, জ্যোতি-র্ম্মণ্ডলের সম সংস্থান, নির্দ্দিষ্ট পথে গতি এ সকলই তিনি Gravitation (মধ্যাকর্ষণ) হইতে সংসাধিত হয় স্থির করিয়াছেন। Gravitation এই শব্দটীতে 'আকর্ষণ' শব্দ নাই, সুতরাং উহাতে শক্তির সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ হইতেছে না, উহাতে কেবল "ভারত্ব"

বুঝায়, এ সকল প্রকারে শক্তির ভাব অন্তর্হিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। কেন না দুই পদার্থের সন্নিকর্ষ হইবার জন্য আভিমুখ্য (Tendency) এ কথা বলিলেও আভিমুখ্য শব্দে সেই শক্তিই আসিয়া পড়িতেছে। কেন্দ্রাভিমুখিতা কেন্দ্র বিমুখিতা (Projectile impulse) এই দুইটীতে (Gravitation) পরিণত। কিন্তু ইহাতেও স্পষ্ট শক্তি বুঝাইতেছে। বাস্তবিক কথা এই কম্‌ট যাহা নিরসন করিতে গিয়াছিলেন পাকত তাহাতেই গিয়া নিপতিত হইয়াছেন। এ স্থলে আর কোন উপায়ান্তর নাই তাঁহার দোষ কি?

কম্‌ট বলিয়াছেন আদিমাবস্থায় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল, অল্পে অল্পে উহা ন্যূন হইয়া একেশ্বরবাদে উহা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথমতঃ ভ্রম এই, তিনি যাহাকে একেশ্বরবাদ বলিয়াছেন বাস্তবিক তাহা একেশ্বর বাদ* নহে, প্রকৃত একেশ্বরবাদ সমাগত হইবার এই সময়। তিনি যাহাকে একেশ্বরবাদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ন্যূন ছিল, ইহা বাস্তবিক কথা নয়, বরং অন্যান্য সময় অপেক্ষা উহার দুর্জ্জয় প্রভাব আরো প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ে কম্‌টের উচ্চতা সত্ত্বেও ধর্ম্মবিষয়ে মনস্তত্ত্ববিষয়ে তিনি ন্যূন কল্প ছিলেন, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম যে কি প্রকার পূর্ণ গঠন লইয়াছে, আদিমবস্থার জীবন্ত জাগ্রৎ বর্ত্তমানতা, এখন যে কেমন উচ্চতর বেশে ধর্ম্মজগৎকে অধিকার করিয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। অতএব তাঁহার এঅংশের প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। লুইস এ সম্বন্ধে সম্যক্‌দর্শী না হইলেও তিনি ও বলিয়াছেন ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান সমঞ্জস হইবে, ধর্ম্ম বিজ্ঞানোপরি সংস্থিত হইবে, ধর্ম্ম নিত্য, প্রচলিত প্রণালী সকল হইতে উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র *। কম্‌ট গুরু হইয়াও তাঁহার শিষ্যের সূক্ষ্ম দর্শন পান নাই; পরে যাহা কিছু লাভ করিয়াছিলেন তাহা আরও মানসিক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক ইহা নিতান্ত আক্ষেপকর বলিতে হইবে।

* See Auguste Comte and Positivism by Mr. Mill.

* "Believing as I believe, that the Religion of the future wil discard the theology now dominant, and will be fed through Science as the plant fed through its root—believing that the highest truths must arise from the lower truth, and that it cannot be safe for the soul, nor healthy for society to permit the existence of avowed contradictions between ou religious conceptions and our daily experience—I rejo e in every examp e both of this breach and union, this destruction of Theology and reconstruction of Religion. Amongst such examp es stands the "Reign of Law. It is in many respects a sign of the time."

"I need not say I entirely agree with this urgent desire to reconci e Religion and Science nor how entirely I disagree with the assumption commonly implied, that Reli, ion is identical with the Tueology, Catholic or Protestant-dominant in Euro; Between Theology and Se can be no effetual reconciliation."—Fortnightly Review for July 1867

"If in this our terrestrial sojourn, all we can distinctly know must be limited to the sphere of one planet, nevertheless even here, we, standing on this ball of earth and looking into the infinitude of which we know it to be but atom, must irresistably feel and know that the Humanity worshiped *here*, cannot extent its dominion *there*. I say, therefore, supposing our relations towards Humanity may one day be systematized into a distinct *cultus*, and made a Religion, and supposing further our whole practical priesthood to be limited to it, there must still remain for us, outlying this terrestrial sphere named Infinite, into which our eager and our aspiring thoughts *will* wander, carrying with them, as ever the obedient emotions of love and awe. So that beside the Religion of Humanity, there must be a Religion of the universe, beside the conception of Humanity, we need the conception of a God as the Infinite Life, from whom the universe proceeds, not in alien indifference—not in estranged subjection—but in fulness of abounding power, as the incarnation of resistless Activity! In plain language, there must ever remain the old distinction between Religion and Morality—between our relations to God and our relations to Man; the only difference between the old and the new being that in the old theology moral precepts were inculcated with a view to a celestial habitat, in the new they will be inculcated with a view to the general progress and happiness of the race"—Comte's Philosophy of the Science by Mr. Lewes.

মুক্তি।

পৃথিবীতে ধর্ম্মসাধনের অনেক আড়ম্বর গোচর হয় কিন্তু তাহার শেষ উদ্দেশ্য কি তৎসম্বন্ধে অধিকাংশ সাধকই উদাসীন। আবার যাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মানুরাগ কিছু প্রবল তাঁহারা মুক্তি সম্বন্ধে অনেক অসঙ্গত কল্পনা পোষণ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী জ্ঞানী, বুদ্ধি ও বিচার শক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের লক্ষ্য প্রায় মুক্তি পর্য্যন্ত ধাবিত হয় না। সুতরাং মুক্তির

প্রকৃত লক্ষণ বহুল জ্ঞানবান্ ও ভক্তিমান্ উপাসকদিগের নিকটেও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যতই কেন হীন ও জঘন্য হউক না, এবং সংসারের ঘটনা শৃঙ্খল যতই কেন কার্য্য কারণ সূত্রে গ্রথিত থাকুক না, ধর্ম্ম সাধনের চরমোদ্দেশ্য যাহা তাহা অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, যদি আমরা পরিত্রাণ সম্বন্ধে উদাসীন বা অন্ধ হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের গতি কোন কালে ঊর্দ্ধ দিকে আর গমন করিবে না, এবং মনের মধ্যে কোন উচ্চ লক্ষ্য স্থান পাইবে না।

খৃষ্টীয়ানদিগের মতে পাপের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই মুক্তি। তাঁহারা অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অনন্ত নরক যন্ত্রণার ভয় প্রদর্শন করিয়া যেমন স্বীয় ধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করেন, মুক্তির লক্ষণও তাঁহাদের তদ্রূপ। তাঁহাদের ভয় ধর্ম্মের আরম্ভ, ভয়বিনাশ ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার। যেখানে পাপের দণ্ড অনন্তকাল জ্বলন্ত নরক কুণ্ডে দগ্ধ হওয়া সেখানে ইহা অপেক্ষা মুক্তির আদর্শ আর কত উচ্চ হইবে? হিন্দুদিগের মতে মুক্তি হইলে আত্মা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইল। কাহার কাহার মতে স্বর্গধামে গমন করিয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করাই মুক্তি। মুসলমানেরাও এই রূপ ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাসের স্থানকেই মোক্ষধাম বলিয়া বিশ্বাস করেন! এখানে যিনি যাহা ভাল বাসেন স্থানান্তরে তাহাই প্রচুররূপে সম্ভোগ করা তাঁহার পক্ষে মুক্তি। এই সকল অসার মত প্রকৃত মুক্তির দিক্ দিয়াও কখন গমন করে নাই। নিম্নে আমরা ইহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া যথার্থ মুক্তি কাহাকে বলে তাহা প্রতিপন্ন করিব।

মুক্তির অর্থ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া, এ সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু এই অর্থ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বহুকাল হইতে পাপ করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, প্রলোভনের বস্তু দেখিবা মাত্র যাঁহার মনে পাপের তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, জ্ঞান চৈতন্য বুদ্ধি বিবেক সত্ত্বে কেমন করিয়া তিনি এরূপ বিশ্বাস করিবেন যে খৃষ্টের রক্তে আমার সমুদায় পাপ ধৌত হইয়া গিয়াছে? অস্থিতে অস্থিতে যে পাপ বিষ সঞ্চারিত রহিয়াছে তাহা কি কেহ ভুলিয়া থাকিতে পারে? তিনি যদি মুখে বলেন আমি নিষ্পাপ হইয়াছি তাহাতে কেবল তাঁহার বাচালতাই প্রকাশ পাইবে। গত পাপের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে যে আর পাপ করিব না তাহার প্রমাণ কি? পাপত্যাগ সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা সারকথা আর হইতে পারে না। "কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে, নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ। "পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।" দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায় এ কথাও অতি অযৌক্তিক। বহিরিন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইলে পাপবাসনা বিলুপ্ত হয় না ইহার প্রমাণ অনেক আছে। বিকলেন্দ্রিয় বৃদ্ধের মনে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত নরকের দুর্গন্ধ অবস্থিতি করে। তবে আর শরীর নাশের সঙ্গে পাপ কিরূপে যাইবে? যে পাপ করে সেই অমরাত্মা পাপের জন্য চিরকাল সর্ব্বত্র দায়ী থাকিবে। যদি বল তখন পাপের কোন বিষয় থাকিবে না, সুতরাং পাপের ইচ্ছাও উত্তেজিত হইবে না। একথা কতক পরিমাণে সত্য বটে, কিন্তু প্রলোভনশূন্য নির্জ্জন গৃহে বসিয়াও কি লোকে হৃদয় মধ্যে পাপ ইচ্ছা পোষণ করে না? অতএব শরীর ত্যাগের সঙ্গে পাপ ত্যাগ হয় না।

জীবের অস্তিত্ব বিনাশকে যাঁহারা মুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ যাঁহারা নির্ব্বাণ

মুক্তির পক্ষপাতী তাঁহাদের কথার কোন অর্থ দেখা যায় না। জীব যদি ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া গেল তবে আর মুক্তি সম্ভোগ করিবে কে? আত্মবিনাশ যদি ইহা হয় যে মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব বিনাশ, তাহা হইলে মুক্তি হওয়া না হওয়া সমান হইয়া গেল। মুক্তি এবং ধ্বংস কখন এক হইতে পারে না। জ্ঞানী হিন্দুরা বলেন জীব ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান রহিত হইলে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু এখানে বুঝা উচিত, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদজ্ঞান না থাকিলেই যে জীবের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইবে তাহা নহে। ঈশ্বরেতে বিলীন হওয়া এবং মিলিত হওয়া ইহার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। আত্মবিনাশ কিম্বা অভেদ আত্মা হওয়ার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে জীবের ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হইবে, কিন্তু ইহা যে, তাহার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বিনাশ পাইবে। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মনুষ্যের ইচ্ছা এক হইয়া গেল তখন কি উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিল? ইচ্ছার যোগই আত্মবিনাশ, অস্তিত্ব বিনাশ কদাপি সম্ভব নহে। অতএব মুক্তির অবস্থায় ঈশ্বরেতে আত্মা বিলীন হয় না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইয়া যায়। যাঁহারা স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগকে মুক্তি বলেন তাঁহারা কেবল আপনাদের নিকৃষ্ট কামনার পরিচয় দেন; আমরা তাহাকে মুক্তি বলি না, বরং তাহাকে নরক ভোগ বলিয়া বিশ্বাস করি।

অধ্যাত্ম বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে মুক্তির যথার্থ লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সহজ কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরের সহিত এবং মনুষ্যমণ্ডলার সহিত আত্মার সম্মিলন সংস্থাপনই মুক্তির অবস্থা। এ অবস্থায় পাপ থাকিবে না কেবল তাহা নহে, কিন্তু পাপ এককালে অসম্ভব হইয়া যাইবে। মনুষ্যের যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার মুল ইচ্ছা। মুক্তির অবস্থায় সেই ইচ্ছা পাপের পথে আর ধাবিত হইবে না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত এক হইয়া যাইবে। কিন্তু এ মিলন জড়ের মিলনের ন্যায় নহে, আধ্যাত্মিক মিলন। যখন ভক্তের ইচ্ছা ঈশ্বরের অধীন হয় তখন তিনি সমুদায় মানব জাতিকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে যান। কোন লোকের উপর তাঁহার অসদ্ভাব থাকে না, নির্ব্বিশেষে সম্বন্ধানুসারে সকলকে তিনি অহেতুকী প্রেম দান করেন। পূর্ব্বে যেখানে পাপের উৎপত্তি হইত এখন সে স্থানে পুণ্যের উৎস উৎসারিত হয়। সর্ব্বদা পুণ্যালোকে বাস, পবিত্র বায়ু সেবন তখন স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়া যায়। কিন্তু বাহিরের বিষয়ের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, প্রলোভনের বস্তু সকল যেমন তেমনই থাকিবে, কেবল দৃষ্টি ও আলোকের পরিবর্ত্তন হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদ্য মুক্তির লক্ষণের মধ্যে বাহিরের আড়ম্বরপূর্ণ কোন অলৌকিক ক্রিয়া নাই, কিন্তু ইহাতে বাস্তবিকতা এবং সার আছে। আমাদের মতে মুক্তি জীবনের শেষ নহে, কিন্তু অনন্তজীবনের আরম্ভ। সেই অনন্তজীবনে প্রবেশ করিবার জন্যই সাধন ভজনের এত আবশ্যকতা। এই মুক্তির সঙ্গে দেশ কাল বা বাহিরের অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার কোন সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছাকে পাপ শূন্য করা তাহা এখানে এখনই হইতে পারে, পরেও হইতে পারে, কিন্তু কাল প্রতীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। এখানে যাঁহারা পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। যিনি কখন ভাল করিয়া উপাসনা করিয়াছেন তিনি মুক্তির পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ রসে আত্মা অভিসিঞ্চিত হইলে অন্তরে স্বর্গের শোভা প্রকাশিত হয়, অতএব ঈশ্বর ছাড়া স্বর্গ এবং মুক্তি কোথাও নাই। তিনিই স্বর্গ, তিনিই মুক্তিদাতা, তিনিই ভক্তের আনন্দধাম। কিন্তু সে অবস্থাতেও উন্নতির স্রোত বন্ধ হয় না। তখন ক্রমাগত পুণ্যের দিকে উন্নতি হইতে থাকিবে। ইহাকেই প্রকৃত নবজীবন বলা যাইতে পারে।

গূঢ় সৌহৃদ্য।

পরম দয়াবান্ ঈশ্বর আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য বাহ্যজগতে বিবিধ ভোগ্য বস্তু সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন, জনসমাজ এবং পরিবার মধ্যে আন্তরিক প্রবৃত্তি সমূহের অভাব মোচনের জন্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধুদিগকে প্রদান করিয়াছেন, আত্মার গভীর বাসনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেকের নিকট তিনি স্বয়ং বিদ্যমান আছেন, এতদ্ব্যতীত মানবস্বভাবের মধ্যে তিনি আর একটী অভিলাষ দিয়াছেন, সেটী মনুষ্যের সঙ্গে প্রাণের গূঢ় সৌহৃদ্য। পৃথিবীর কোলাহলে, ইন্দ্রিয়সুখের অনিবার্য্য আশায়, এবং নিকৃষ্ট কামনার প্রবল উত্তেজনার মধ্যে মনুষ্য সাধারণতঃ ইহার অভাব বুঝিতে পারে না। এক স্ত্রীর বিয়োগে অপর স্ত্রী, এক বন্ধুর বিচ্ছেদে অপর এক বন্ধু, এক সুখের বিরহে অপর এক সুখের বস্তু অন্বেষণ করাই লোকের অভ্যাস; সুতরাং এখানে কেহ স্থায়ী নিত্য সুখের স্থান অন্বেষণ করে না। সকলেই এক একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে একাকী বাস করিতেছে; সেখানে কেহ কাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কিন্তু অমৃতধাম যাঁহাদের গম্য স্থান, অনন্তজীবন যাঁহাদের কাম্যবস্তু, তাঁহারা পরস্পরের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘর্ষণ করিতে না পারিলে সংসার অরণ্যময় বোধ করেন। প্রাণের যোগে সংযুক্ত, গুপ্ত প্রণয়ে প্রণয়ী, আত্মার চিরসঙ্গী, হৃদয়ের সখা ঈদৃশ সমভাবী আত্মার সহবাস তাঁহাদের অত্যন্ত প্রার্থনীয়।

এ পৃথিবীতে মরিলে কাঁদিবার লোক পাওয়া যায়, রোগ দরিদ্রতায় পড়িলে রাত্রি জাগিয়া সেবা করে, অর্থ দিয়া সাহায্য করে এমন সুহৃদও অনেক আছেন, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে পারে এমন লোকেরও অভাব নাই, শয়নে ভোজনে উপবেশনে সঙ্গী হইয়া বিধিমতে সন্তুষ্ট করিবার লোকও অনেক মিলে, কত লোকের সহিত কত লোকের ভাবের চিন্তার কার্য্যের এবং রুচির যোগ আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণের যোগ কাহারও সঙ্গে নাই। প্রকৃতার্থে "আপনার" বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করা যায় না। দেশ কালের ব্যবধানে যাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না, যাঁহার সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় অনুভূত হয়, এবং যাঁহার প্রেম ও মঙ্গলামঙ্গল চিন্তার একটী গুরুতর বিষয় তেমন প্রাণের প্রণয়ী কোথায়? সচরাচর লোকে প্রণয়ের যে গৌরব করে, অভাব পক্ষে যদিও তাহা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তদ্দ্বারা উন্নত জীবন পরিপোষণ হয় না। কে কাহার জন্য কয় দিন ভাবে? যাঁহাকে অতিশয় আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করি তিনিও দুই দিন পরে আমাকে বিস্মৃত হইবেন। যাঁহাদের মধ্যে অনুপম প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের অন্তর্ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে পার্থক্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ এমন এক একটী গুপ্ত পরিধি প্রত্যেকের জীবনের চতুঃপার্শ্বে আছে যেখানে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। এ পর্য্যন্ত আমরা পৃথিবীতলে এমন দৃষ্টান্ত দেখি নাই যেখানে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন একটী আত্মা অপর কোন এক আত্মার অব্যবহিত সন্নিধানে গমন করিতে পারে না। যিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন তিনিও তাঁহার আত্মার গুপ্ত স্থানে আমাকে কখন প্রবেশ করিতে দিবেন না। পৃথিবীর প্রচলিত প্রণয় কোন কালে ব্যবধান শূন্য হইতে পারে না। সুতরাং এখানকার প্রণয়যোগ প্রাণের যোগ হয় না এবং তাহা সম্ভবও নহে। পৃথিবীতে একটী লোকও নাই যিনি অন্ততঃ একটী আত্মার সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। প্রণয়ের এই উচ্চতম আদর্শানুসারে যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে আমাদের যথার্থ বন্ধু কেহ নাই। পার্থিব জীবনে বন্ধু অনেক আছেন, কিন্তু অনন্তজীবনের বন্ধু একজনও নাই! প্রকৃত সাধুর পক্ষে এই সংসার বাস্তবিক অরণ্য তুল্য। তাঁহার আত্মা লোকালয়ে বাস করিয়া দিবানিশি একাকী কাল হরণ করিতেছে।

ইহজীবনে এবং ইহলোকের প্রধান মূল্যবান্ এবং বাঞ্ছনীয় পদার্থ এই স্বর্গীয় প্রেম, কিন্তু সে প্রেম যদি না পাইলাম তবে আর বৃথা কেন আমরা অস্থায়ী মোহে ভুলিয়া থাকি? মনুষ্যের নিকট

সর্ব্বাপেক্ষা এইটী আমাদের প্রার্থনীয় যে তাহারা আমাদের নিত্য কালের বন্ধু হয়। কিন্তু কিরূপে এই স্বর্গীয় প্রেম পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে? একত্রে শয়ন ভোজন উপবেশনে নহে, পার্থিব বস্তু কিম্বা পার্থিব প্রেমের বিনিময়েও নহে; সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্মবন্ধনেও তাহা হইতে পারে না, কেবল ঈশ্বর প্রীতিতে বিগলিত হইলে তাহা সম্ভব হয়। উভয়ের লক্ষ্য যদি ঈশ্বর হন, তাঁহার প্রেম যদি তাঁহাদিগকে একত্র করে তবেই একত্র হইবার সম্ভাবনা। অমৃতধামের যাত্রীদিগের পক্ষে এইরূপ প্রেম এবং গূঢ় সৌহৃদ্যে বিশেষ প্রয়োজন। অসঙ্কুচিত ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন না করিলে তাঁহাদের আত্মার প্রেমাগ্নি জ্বলিতে পায় না। পরিত্রাণের রাজ্যে কি সভ্যতার প্রেমে আশা নিবৃত্ত হয়? উভয়ের মধ্যে উভয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে তবে তো প্রেমের মাহাত্ম্য জানা যাইবে! এক হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিয়া উঠিলে অমনি সকল হৃদয় হইতে তাহা প্রতিশব্দ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরের প্রেম স্রোতঃ সাধারণ ভাবে যখন সকল হৃদয়ে প্রবাহিত হইল তখন আর বিভিন্নতা কোথায়? তখন প্রত্যেকের প্রতিকৃতি প্রত্যেকের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়া গেল, সকলেই সকলের হৃদয়ধামে বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দেবভাবের সহানুভূতি প্রত্যেকের হৃদয়ে যদি না পাওয়া গেল তবে আর বন্ধুতার গৌরব কি? এ প্রকার বন্ধুমণ্ডলী স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। কিন্তু মণ্ডলী দূরে থাকুক দুই ব্যক্তিতেও সে শোভা দেখা যায় না। আমরা আত্মীয় বন্ধুতে বেষ্টিত হইয়াও একাকী বাস করিতেছি। কেহ কাহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিলেন না। আমরা প্রকৃত প্রাণের সুহৃদ যত দিন না পাইব তত দিন সংসার অরণ্যবৎ। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে সেই অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় প্রেম সংগঠন করুন।

শুক বিষয়ে আখ্যায়িকা।

মহর্ষি ব্যাসসুত শুকদেব পরমযোগী ছিলেন। সংসারের কোন প্রকার প্রলোভন তাঁহাকে পরমার্থতত্ত্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। প্রসিদ্ধ আছে, তিনি স্বীয় মাতৃগর্ব্ভে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিলেন। মাতৃগর্ব্ভে অবস্থান করিয়াই শুক শুকের ন্যায় বেদ সকল শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম শুক হইয়াছে। সমুদায় সংসার বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন, মায়াসঙ্কুলিত সংসারে নির্ম্মায়িক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইতে না পারিলে তৎপরবশ হইতে হইবে, এই ভয়ে তিনি দ্বাদশ বর্ষ মাতৃগর্ব্ভে বাস করিয়াছিলেন। ব্যাস স্বীয় সুতের নির্ব্বন্ধবশতঃ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া সুবহু প্রার্থনার পর গোশৃঙ্গে সর্ষপ রাখিলে যে অণুপ্রমাণ সময় উহা অবস্থান করে তৎ সময়ের জন্য মায়া স্থগিত হইবার অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইলেন। শুক এই শুভসময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বথা মায়াপরিশূন্য হইলেন।

আখ্যায়িকার এই ভাগ কি প্রকার রূপকে আবৃত তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা শুকের নির্ম্মায়িকত্ব এবং সর্ব্বথা মায়াশূন্য হইলেও কি প্রকার পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। কথিত আছে শুক ভূমিষ্ঠ হইয়াই ঈশ্বরারাধনা জন্য বন গমনোদ্যত হইলেন। ব্যাস শোকে মোহে অভিভূত হইয়া নানা প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে অকালে বনগমনব্রত হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি, পুত্রোৎপাদন, অপুত্রের স্বর্গে গমন অসম্ভাবনা ইত্যাদি কোন শাস্ত্রের যুক্তিই তাঁহার নিকট কার্য্যকর হইল না।

> যূপং কৃত্বা পশুং হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমং।
> যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গঃ নরকং কেন গম্যতে ॥"
> "নাগী গোধা তথা মূষী কচ্ছপী বহুপুত্রিকা।
> এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ॥"

ইত্যাদি প্রবলতর যুক্তিতে তিনি তাঁহার পিতাকে এক কালে নিরুত্তর করিয়া ফেলিলেন। যে স্বাধীন অনুসন্ধানপ্রবৃত্তির জন্য তিনি পরসময়ে পরীক্ষিত কর্ত্তৃক বৃদ্ধ বৃদ্ধ মহর্ষিজন সমক্ষে ব্যাসাসনে বরিত হইয়াছিলেন, তাহার উন্মেষ তাঁহাতে প্রথমাবস্থা হইতেই ছিল। শুক স্বাধীনচেতা ছিলেন, সুতরাং তাৎকালিক বেদবিহিত কুসংস্কার জাল ভেদ করিয়া পরমার্থতত্ত্ব বিস্তারে আপনাকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ব্যাস তাঁহার উদ্ভিন্নযৌবন সুতকে অপ্রতিহতপ্রভাবপ্রায় প্রতীয়মান প্রলোভনবিশেষের হস্তে নিপতিত করিবার জন্য পিত্রনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু তাঁহার কঠোর নির্ভৎসনে প্রলোভনভূমি পর্য্যন্ত লজ্জাবনত বদনে দূরে পলায়ন করিল। শুকের এই অদ্ভুত বীরত্ব স্ত্রীসমাজে কি প্রকার বিশ্বাস উৎপাদন

করিয়াছিল, নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা পাঠ করিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

শুক দ্রুতবেগে বনে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া ব্যাস শোকমোহে মুগ্ধ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সম্মুখে একটী সরোবরে বহুসংখ্যক তরুণী স্ত্রী স্নানাবগাহন এবং জল ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুককে দর্শন করিয়া কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইল না, কিন্তু যাই তাহারা ব্যাসকে দর্শন করিল, অমনি সমস্ত্রমে বসন ভূষণ সম্বরণে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাস ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পুত্র উদ্ভিন্ন-যৌবন, তাহাকে দেখিয়া তোমরা কিছুমাত্র সম্ভ্রান্ত হইলে না, আমি বৃদ্ধ, তোমাদিগের পিতৃস্থানীয়, আমাকে দেখিয়া তোমাদিগের এত সম্ভ্রম কেন? তাহারা উত্তর করিল, আপনার পুত্র সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার চিত্ত অবিকারী, আপনি এখনও মোহবিকারশূন্য হয়েন নাই, অন্যথা পরমার্থান্বেষী সন্তানের পশ্চাতে শোকমোহে অভিভূত হইয়া কেন অনুসরণ করিবেন? ব্যাস এই শুনিয়া লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন।

পরমযোগী শুক অধ্যাত্মচক্ষুঃ লাভ করিয়া সমুদায় তত্ত্বে পারদর্শী হইলেন এবং নির্ম্মম উদাসীনবৎ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, তিনি এক সময়ে মহর্ষি জনকের নিকটে তত্ত্বোপদেশ শিক্ষার জন্য উপদিষ্ট হন এবং তদনুসারে তাঁহার নিকটে গমন করেন। রাজর্ষি জনক এক দিকে যেমন তত্ত্বদর্শী, অন্য দিকে তেমনি প্রজাপালনাদি ব্রতে সুনিপুণ ছিলেন। তিনি তত্ত্ববিৎ হইয়া রাজভোগাদি পরিত্যাগ করেন নাই, অনাসক্ত চিত্তে সে সকল উপভোগ করিতেন। পরমযোগী শুক তাঁহাকে সস্ত্রীক উপবিষ্ট দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ বীতশ্রদ্ধ হইলেন, কিন্তু কি করেন তিনি গুরূপদেশ অবহেলা করিতে না পারিয়া শিক্ষালাভ প্রত্যাশায় তত্ত্ববিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সূক্ষ্মদর্শী রাজর্ষি জনক তাঁহার সাভিমানিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তত্ত্বালাপ চলিতেছে, এমন সময়ে পুরীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এতদ্দর্শনে ব্যাসসুত ত্রস্ত হইলেন এবং বলিলেন আর্য্য, মুহূর্ত্তমাত্র কথা স্থগিত করুন আমি আমার আতপদত্ত কৌপীন খানি তুলিয়া আনি, নতুবা এখনি উহা প্রজ্বলিত অগ্নিমুখে নিপতিত হইবে। জনক শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, আমার সর্ব্বস্ব অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে, আমি তজ্জন্য কিছুমাত্র ত্রস্ত হইলাম না, তুমি যৎসামান্য কৌপীনখণ্ডের জন্য তত্ত্ববিষয়ে পর্য্যন্ত বিমুখ হইতেছ। শুক শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং কথিত আছে, সেই হইতে কৌপীন পর্য্যন্ত দূরে পরিহার করিলেন। ধর্ম্মার্থিগণ এতদ্দর্শনে শিক্ষা লাভ করুন, আসক্তি কৌপীনে বা তৎপরিহারে পর্য্যবসান হয় না, অথচ রাজভোগমধ্যেও পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বথা ইন্দ্রিয়বিকার পরিশূন্য হইলেও অহঙ্কার শত্রুর হস্ত হইতে বিমুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, কারণ সেই ইন্দ্রিয়বিকারপরিশূন্যতা জ্ঞানই অহঙ্কার উদ্দীপনে ইন্ধন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩রা বৈশাখ ১৭৯৪ শক।

"—মনুষ্য কে যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধারণ কর।"

জল-স্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ অবশ্যই তোমরা দেখিয়াছ। সেই বৃক্ষ কেমন কোমল, ফল ফুলে কেমন সুশোভিত। সেই বৃক্ষের কোন অভাব নাই, সর্ব্বদাই তাহার নিকট রস রহিয়াছে। জলের অভাব সেই বৃক্ষ জানে না। ভক্ত হৃদয়ও ঠিক সেই প্রকার। ইহা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রেম রস আকর্ষণ করিয়া পুণ্য পুষ্প এবং পরিত্রাণরূপ ফল প্রসব করে। যিনি রসস্বরূপ ঈশ্বরের প্রেম সরোবরে বাস করেন তাঁহার মন কখনই শুষ্ক হইতে পারে না। শুষ্ক হৃদয় কাহার? যিনি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন। যে ব্যক্তির হৃদয় শুষ্ক তিনি যতই কেন সাধু হউন না, ব্রহ্মরূপ প্রেমসিন্ধু কেমন সুশীতল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কার্য্যের উৎসাহে যে ব্যক্তি প্রেমিক না হয়, মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিব সে কখনই ব্রহ্মের অনুগত দাস নহে। পুণ্য, প্রেম, শান্তি, এই তিনটী ভক্তের লক্ষণ। আমরা ব্রহ্মপূজা করি, কল্পিত দেব দেবী হইতে মুক্ত হইরা আমাদের আত্মা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রণত হয়। যদি যথার্থ ব্রহ্মের পূজা করিয়া থাক তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রেমস্বরূপ। যে ব্যক্তি হৃদয়কে শুষ্ক করিয়াও জগতে ব্রহ্মভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করে, সে ধূর্ত্ত, প্রতারক। ঈশ্বর ভক্ত হইয়া শুষ্ক রহিয়াছি, পুণ্যময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাপী রহিয়াছি, ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রেমময় শান্তিপূর্ণ ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কখন অন্তর কঠোর থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির শরীর, মন হৃদয়, আত্মা সকলই কঠোর হইয়াছে তাহাকে কিরূপে ঈশ্বরের ভক্ত বলিবে? উপাসকেরা যে পরিমাণে উপাস্য দেবতার স্বভাব লাভ করেন, সে পরিমাণে তাঁহারা ভক্ত। অতএব আমাদের দেবতা যদি শান্তিপূর্ণ হন, যে পরিমাণে আমাদের হৃদয় শান্তি লাভ করিবে সে পরিমাণেই আমরা ভক্ত। শান্তং সুন্দরং ব্রহ্মের অর্চ্চনা

করিলাম অথচ আত্মা অশান্তিপূর্ণ এবং অস্থির রহিল, ইহা অসম্ভব। উপাসনা করিয়া যদি উপাস্য দেবতার ভাব গ্রহণ করিতে না পার, তবে তোমরা এখনও আপনার বুদ্ধি কল্পিত একটী মিথ্যা দেবতার পূজা করিতেছ। যে রাজ্যে কেবলই শুষ্ক মরুভূমি, সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, কোথা- য়ও একটী নদ নদী নাই, সে রাজ্য কখনই ব্রহ্মোপাসনার রাজ্য নহে।

ব্রহ্ম অর্চ্চনা করিয়া, সাধ্য নাই যে তোমরা প্রেমহীন শুষ্ক রাজ্যে বাস করিতে পার। ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির যোগ। যতই তাঁহার নিকটতর হইবে, ততই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর, মিষ্টতর সম্পর্কে আবদ্ধ হইবে। উপাসনা রাজ্যের বৃক্ষ সকল কখনই শুষ্ক হয় না, সর্ব্বদাই তাহারা সরোবরের জল আকর্ষণ করিতেছে। সেই রাজ্য যদি ভোগ করিয়া থাক, তবে বলিতে পার যে তোমরা প্রেম স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসক, নতুবা তোমরা কঠিন মৃত পাথরের পূজা কর। সুতরাং পাথর যাহার প্রাণ নাই, চৈতন্য নাই, প্রেম, নাই, তাহার উপাসনা করিয়া কিরূপে তোমরা প্রে- মিক হইবে। শুষ্ক হইয়াছি বলা এবং প্রেমময়কে মানি না বলা, দুইই এক কথা। প্রত্যেক ব্রাহ্মসম্পর্কে আমি ইহা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি, উপাসনাতে শান্তি ভোগ করিতে না পারিলে, হয়ত তাঁহাকে ঘোর সাংসারিক ন- তুবা নাস্তিক হইতে হইবে। যদি দেখ এক জন ব্রাহ্ম শুষ্ক হইয়াও অনায়াসে হেসে হেসে অন্ন জল গ্রহণ করিতেছে, নিশ্চয় জানিও অচিরেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবে। এই রূপে কত ব্রাহ্ম শুষ্ক হইয়া ক্রমে ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক অবিশ্বাস কূপে ডুবিয়াছে। শুষ্ক হইয়া যে হৃদয় কাঁদে না সে ব্রাহ্ম হৃদয় নহে। ব্রাহ্মগণ! পুণ্যবান্, ভক্ত হইবে বলিয়া যদি কামনা করিয়া থাক, তবে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও যেন এক দিনের জন্যেও হৃদয় প্রেমশূন্য না হয়। এক দিন পিতার প্রেমরাজ্যের শোভা, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে; কিন্তু পরদিন আবার সেই মরু- ভূমির মধ্যে উপস্থিত হইলে, কোথায়ও জল নাই, ছায়া নাই। কি ভয়ানক অবস্থা। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি এই ঘোর সঙ্কটের অবস্থা নহে? যেখানে ভক্তির অভাব সেই মরুভূমিতে কি তোমারা উপস্থিত, হও নাই। তোমাদের মুখের দিকে তাকাইলে যে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। তোমাদের জন্য না আকাশে মেঘ আছে না নীচে নদ নদী আছে, যে দিকে দেখি সেই দিকেই কঠোরতা। সহস্র কোমল কথা বলিলেও তোমাদের পাষাণ হৃদয় গলে না। নিশ্চয় জানিও, এই কঠোর রাজ্যে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যদি পরিত্রাণ চাও, আর এই শুষ্ক প্রদেশে অবস্থান করিও না, শুষ্ক উপাসনা শীঘ্র দূর কর। শুষ্ক পূজা, শুষ্ক জ্ঞান, শুষ্ক কার্য্য ব্রাহ্মের নহে। মনুষ্যের প্রাণ বধ করা যেমন ভয়ঙ্কর, ঈশ্বরকে শুষ্কভাবে উপাসনা করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক। গান করিলাম, আরাধনা করিলাম, ধ্যান করিলাম, প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কোন মতেই ঈশ্বরেরপ্রেম মুখ দেখিতে পাইলাম না, চারিদিকে শূন্য, আকাশে কঠোরতা। যে দিন মনের অবস্থা এই রূপ দেখিবে সে দিন নিশ্চয় জানিও নিতান্ত জঘন্য মহাব্যাধি আত্মাকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই শুষ্কতা হইতে ঈশ্বরের দয়াতে সন্দেহ, সেই সন্দেহ হইতে অবিশ্বাস, পরে সেই অবিশ্বাস হইতে নাস্তিকতা আসিয়া আত্মাকে বধ করে। অতএব হৃদয়কে শুষ্ক দেখিলেই ভয় করিও। হৃদয় পাপের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, অথচ মুখ প্রফুল্ল, চক্ষু প্রফুল্ল, অনায়াসে আহার পান করিতেছি। বিকারী রোগী যাহার নাড়ী ক্ষীণ হইতেছে, যাহার উপর মৃত্যুর অধিকার বিস্তৃত হইতেছে, অথচ মুখে হাস্য, যে ব্যক্তি শুষ্কতা দেখিয়াও আত্ম গ্লানি ও অনুতাপ করে না তাহার অবস্থাও ঠিক সেই রূপ। যদি মন শুষ্ক হইয়া থাকে, ঈশ্বরের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন কর। কোথায় সেই প্রেমময়ের নিকেতন, কোথায় সেই প্রেম- ময়ের নিকেতন বলিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে পিতাকে অন্বেষণ কর, পাপের জন্য সরল অন্তরে অনুতাপ কর, যদি যথার্থ অনুতাপের এক ফোটা জল অন্তরে পড়ে তখনি দেখিবে নরাধম দেবতা হইল। শুষ্কতা আমাদের মধ্যে থাকিতে দিব না। যদি শুষ্কতার বিস্তার হয় আমাদের অনেকের মরিতে হইবে। ভাই ভগ্নীদের তত্ত্ব লও। হত্যা দিয়া যে ব্রহ্মচরণে পড়িয়া থাকে তাহার সদ্গতি হইবেই হইবে। ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! আমরা প্রেমময়ের সন্তান, আমরা যদি পরস্পরের প্রতি প্রেমশূন্য হই, তবে জগৎ কি বলিবে না ইহারা প্রেমের কত আড়ম্বর করে; কিন্তু এ দের রাজ্যে কেবলই শুষ্কতা, কেবলই অপ্রেম। ব্রাহ্ম- দের হৃদয় দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে এই সর্ব্বনাশের কথা যেন কাহারও মুখ হইতে বিনির্গত না হয়। প্রতি দিনের উপাসনা সরস না হইলে ব্রহ্ম উপাসনা হইল না। প্রতিদিন উপাসনার পর দেখিতে হইবে হৃদয়ের মধ্যে কত দূর প্রসন্নতা আসিল। প্রেমময়ের সন্তান হইয়া বিষন্ন থাকিও না। অন্তরে যদি অপ্রেম থাকে একবার দয়াময়ের চরণে পড়িয়া ক্রন্দন কর। প্রাণস্বরূপ, প্রেমময় আসিয়া নিশ্চয়ই তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। প্রস্তর গলিবে, কঠোর হৃদয় বিগলিত হইবে। বিশ্বাস কর, দেখিবে কত অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া তোমার জীবনকে বিভূষিত করিবে। আর আমাদের মধ্যে সেই পুরাতন ভক্তিস্রোত আসিতে পারে না এই

কথা মুখে আনিও না। আমাদের দয়াময় এখনও বর্ত্তমান। এখনও তাঁহার কাছে কাঁদিলে শান্তি-বারি দিবেন। সরস হৃদয় লইয়া তোমরা প্রতি দিন তাঁহার উপাসনা কর। সাবধান এক দিনের উপাসনাও যেন নীরস না হয়। সরস উপাসনা নির্জ্জনে, সরস উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরে, এই রূপে সর্ব্বদা উপাসনা স্রোতে মগ্ন থাকিয়া প্রেমময়কে ডাক। তাঁহার দয়াল স্বভাব সাধন কর। দেখিবে অচিরেই তাঁহার, শান্তিপূর্ণ, পরম সুন্দর পবিত্র প্রেমরাজ্য তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। যতই সেই রাজ্যে প্রবেশ করিবে ততই তোমরা পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৭৯১ শক।

যে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্যের পবিত্রাণ হয় সেই বিশ্বাসের দুই অঙ্গ —— একটী পার্থিব, আর একটী স্বর্গীয়। একটী মনুষ্য সম্পর্কে, অন্যটী ঈশ্বর সম্পর্কে। এই দুই ভিন্ন কখনই মনুষ্য উদ্ধার হইতে পারে না। বিশ্বাসের অর্থ কি? ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ করিবেন। যে বিশ্বাস বলিতেছে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকাতেই, মনুষ্যের দেবত্ব অথবা ঈশ্বর প্রেরিত জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতা ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র কিছুই নাই; সেই বিশ্বাসই বলিতেছে মনুষ্য শুদ্ধ নিজের চেষ্টায় কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। নিজের সাধন বলে ঈশ্বরের নিকট যাওয়া অসম্ভব। যে সাধনের মূলে ঈশ্বর, কেবল তাহাই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আপনার বলের উপর নির্ভর করে তাহার পরিত্রাণ বহু দূরে। যে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস করে সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া বাঁচিতে পারে না। যে আপনাকে অসহায় এবং হীনবল বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় নাই। যে আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম এবং আপনার পবিত্রতার উপর নির্ভর করে সে কেন ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে? যে আপনার বলে বিশ্বাস করে, তার ধর্ম্মসাধনের মূলে অহঙ্কার। যে পর্য্যন্ত না আপনাকে অবিশ্বাস করিবে তোমার সম্পর্কে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর দূরে রহিলেন। আপনাকে অবিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বর আসিবেন। যদি বুঝিতে পারি, যে আমি নিজে অপদার্থ, তাহা হইলে আমাকে এমন বস্তু অন্বেষণ করিতেই হইবে, যাহাতে আমি শান্তি পাইব। সুতরাং আমাকে দৌড়িয়া ঈশ্বরের মন্দিরে যাইতেই হইবে। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের গৃহে যায়, ঈশ্বর স্বর্গের পবিত্র প্রেম লইয়া তাহার বাড়ীতে আসেন, ইহাই পরিত্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব। আমরা উপাসনাই করি অথবা ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তনই করি, যদি তাহাতে জীবন পবিত্র না হয়, তবে আমাদের সকলই কৃত্রিম। অকৃত্রিম উপাসনা ফলের দ্বারা জানা যায়। সত্যভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, তাঁহার পবিত্রত ব্যাখ্যা করিলাম; অথচ আমার মন অপবিত্র রহিল ইহা হইতে পারে না। পবিত্রস্বরূপ পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মন পবিত্র হইবেই। তুমি যখন ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ কর, অথব ঈশ্বর যখন তোমার হৃদয়ে আসেন, তখন পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে। ব্রহ্মমন্দিরে শরীর উপস্থিত হইলেই আত্মা উপস্থিত হয় না। আত্মা যখন ঈশ্বরের পুণ্যালয়ে বাস করে তখন কোন্ রিপুর সাধ্য যে তাহাকে স্পর্শ করে? যখন তাঁহার গৃহ ছাড়িয়া যাই, তখনই কুপ্রবৃত্তি সকল অবকাশ পাইয়া আমাদিগকে মহাপাপের পথে লইয়া যায়। প্রকৃত দেব উপাসনার সঙ্গে কি অসুরের ভাব থাকিতে পারে? যে পরিমাণে যথার্থ দেবোপাসনা হয়, সে পরিমাণে অসুর দমন হইবেই হইবে। ধর্ম্ম সাধন করিবে, অথচ চরিত্র মন্দ থাকিবে ইহা হইতে পারে না। ধর্ম্ম এবং নীতি স্বতন্ত্র নহে। পৃথিবী হইতে পাপস্রোত কেন শুকাইল না? কারণ ধার্ম্মিকেরাও নীতির প্রতি তেমন দৃষ্টি করেন না। অনেকে এই মনে করেন যে ধর্ম্ম সাধন ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন হয় না; কিন্তু নীতির সত্য সকল মনুষ্য আপন চেষ্টাতেই পালন করিতে পারে। এই জন্যই অনেক লোক যাহারা নিয়মিত রূপে গির্জ্জায় যায় অথবা মন্দিরে আসে, তাহাদের রিপু দমন হয় না। ধর্ম্ম সাধন করিতে যেমন তাহাদের ব্যাকুলতা, সেই পরিমাণে পাপ দমন করিতে তাহাদের যত্ন নাই। যে পরিমাণে তাহাদের ধর্ম্মের আড়ম্বর এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠান সে পরিমাণে তাহারা সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় নহে। কারণ ইন্দ্রিয় দমনে তাহাদের তাদৃশ যত্ন নাই। আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই যে রিপু দমনের প্রধান উপায় ইহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। যদি সূক্ষ্ম রূপে জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব আমাদের আপনার প্রতি তেমন অবিশ্বাস হয় নাই, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিও তেমন বিশ্বাস হয় নাই। নিজের প্রতি অবিশ্বাস না হইলে কেহই সহজে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয় না। অতএব যদি ঈশ্বর হইতে সাধুতা এবং শান্তি লাভ করিতে চাও তবে আপনার অন্তরের জঘন্যতা পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল শাসন না করিয়া যদি কেবল উপাসনা কর, তাহা কদাচ

অকৃত্রিম হইবে না। অথবা উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য কোন উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন করিতে চেষ্টা কর, চিরকালের জন্য কখনই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে না। যদি চিরদিনের জন্য কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে চাও তবে ঈশ্বরের পবিত্রতা ভাল বাসিতে হইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেহই আপনাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। মনুষ্য কেবল আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হইবে না; কিন্তু যাহাতে প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য তাহাকে প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। যেমন একদিকে আপনার মধ্যে যে পাপ আছে তাহা নিষ্পীড়ন এবং নিগ্রহ করিবে, তেমনই অন্যদিকে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইবে। এক দিকে যেমন একটী পাপের আমোদও গ্রহণ করিবে না, অন্যদিকে তেমনই পুণ্যের আনন্দ এবং পুণ্যের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিবে। ঈশ্বর সহবাসের পবিত্র আনন্দ আস্বাদ না করিলে পাপী কদাচ ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে না। যে পবিত্র সুখ পায় নাই সে কেন পাপের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে চাহিবে? অতএব যেমন পাপের সুখ ছাড়িবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যের সুখ লাভ করিতে হইবে। অতএব যখন দেখিবে কাম রিপু, যাহা মনুষ্যের মধ্যে অন্যান্য সমুদায় রিপু অপেক্ষা প্রবল, তোমাদিগকে নানা প্রলোভন দেখাইতেছে, সর্ব্বদা মন উত্তেজিত এবং চঞ্চল করিতেছে, চক্ষু মলিন করিতেছে, তখন কেবল অনুতাপ এবং রিপুকে নিগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইওনা; কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যে যে সুখ তাহার লালসায় ব্যাকুলিত হইবে এবং "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এই দুর্জ্জয় অস্ত্র লইয়া সেই রিপুকে বধ করিবে। এত কাল ধর্ম্মসাধন করিয়া যদি স্ত্রীলোকের প্রতি পবিত্র ভাবে দৃষ্টি করিতে না পার, তবে পবিত্র শান্তি কি তাহা তোমরা সম্ভোগ কর নাই। যে পথে গেলে সহজেই মনের দুষ্প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, মন যদি আপনা আপনি সেই পথে যায়, তবে নিশ্চয় আমরা স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত রহিয়াছি। দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা নিতান্ত কঠিন নহে; কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র-হৃদয় হওয়া তেমন সহজ নহে। অনেক লোক আছে যাহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সঙ্গে কোন যোগ রাখে না, অথচ যাহাদের চরিত্রে কাম, ক্রোধ, এবং লোভ ইত্যাদি দুর্দ্দান্ত রিপুর কোন চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্তু তাঁহাদের জীবন দেখিয়া মনে করিওনা যে তাহাই ব্রাহ্ম জীবনের আদর্শ। মনুষ্য অনেক কারণে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে; কিন্তু তাহাতেই যে তাহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সামান্য ধন, প্রশংসা কিম্বা সম্ভ্রমের লালসায় মনুষ্য ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে। জগতের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে কেমন আশ্চর্য্য রূপে মনুষ্যের একটী আসক্তি অপর আসক্তিকে হীন করিয়া ফেলিতেছে। কাহারও হয়ত পুস্তকের প্রতি এমনই আসক্তি জন্মিয়াছে যে তাহা দ্বারা তাহার অন্তরের প্রবল কাম রিপু পরাস্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ সমুদয় বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয় দমন করা ব্রাহ্মোচিত সাধন নহে। কেননা যখনই এ সকল উপায়ের অভাব হইবে তখনই আবার সেই রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ধন, মান, যশঃ কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া তুমি কামের অপবিত্র সুখ পরিত্যাগ করিলে, কিন্তু ইহাতে কি তোমার পরিত্রাণ হইল? ইহাতে তুমি কেবল একটী পুরাতন পাপ ছাড়িয়া আর একটী নূতন আসক্তি সৃজন করিলে। ইহা কদাচ মুক্তির অবস্থা নহে। যথার্থই যদি পবিত্র হৃদয় হইয়া নারীর প্রতি দৃষ্টি করিতে চাও তবে তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। যদি জঘন্য সম্পর্ক দূর করিতে চাও, তবে পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা তোমরাও নারীদিগকে অত্যন্ত জঘন্য পশুর মত ঘৃণা করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইবে। যাহারা নারী জাতির মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার দেখিতে পায় না, তাহারাই নারীকে পাপের কারণ মনে করে; কিন্তু ইহা ব্রাহ্ম শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। নারী জাতির কোন দোষ নাই, যাহারা নারীকে পবিত্র প্রেম দিতে পারে না তাহাদেরই হৃদয় নয়ন দূষিত। ঈশ্বরের চক্ষে পুরুষ নারী উভয়ই সমান। যাহাদের অন্তরে অসুরের ভাব প্রবল তাহারাই নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য দুর্ব্বলা নারীদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পরিবার সংগঠন করিতেছেন। ঈশ্বরের এই আদেশ যে নারীদিগকে লইয়া তাঁহার পবিত্র পরিবার গঠন করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কে যথার্থ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবে? কদাচ এরূপ মনে করিও না বাহিরের উপায় অবলম্বন করিয়া হয়ত ৫০ পঞ্চাশ বৎসর কোন রিপুকে দমন করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধ বয়সে যে সেই রিপু আবার দুর্জ্জয় হইয়া তোমাকে আক্রমণ না করিবে তাহা কে বলিল? যত দিন ঈশ্বর প্রেম এবং ভগ্নী প্রেম দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ না হয়, তত দিন কিছুতেই আপনাকে বিশ্বাস করিও না। যখন স্বর্গ হইতে স্বর্ণ রজ্জু আনিয়া ঈশ্বর তাঁহার চরণে তোমার হৃদয়কে বাঁধিবেন, তখনই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব অসম্ভব হইবে। অতএব এক দিকে যেমন ভগ্নীকে অপবিত্র ভাবে দেখিতে ক্ষান্ত হইবে, তেমনি অন্য দিকে তাঁহাকে ঈশ্বরের পবিত্র ভাবে দেখিতে শিক্ষা করিবে। আত্মারূপ ভগ্নীর প্রতি প্রেম সেই পরিমাণে প্রবল হওয়া

আবশ্যক যে পরিমাণে মনুষ্যের পাপরিপু প্রবল। জঘন্য রিপু উত্তেজিত হইলে যেমন, কি উপদেশ, কি সামাজিক শাসন সব কিছুই মানে না, কিন্তু অনলের ন্যায় জ্বলিয়া মনুষ্যকে পাগল করে, সেই রূপ যখন ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভগ্নী-প্রেম উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও মনুষ্যকে পবিত্র উৎসাহে উন্মত্ত করে। তখন তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া প্রত্যেক ভগ্নীকে নাম ধরিয়া ডাকেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরের কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আপনাপনি প্রফুল্ল এবং পবিত্র হয়। অতএব এক দিকে যেমন আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তেমনি অন্যদিকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কন্যাদিগের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্ক সংস্থাপন করিবে, এবং তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে দেখিবে। এই ভাবে যিনি যত বার ভগ্নীকে দেখেন, তিনি ততবার ঈশ্বরকে দেখেন। যত বার ভগ্নীকে প্রণাম করেন ততবার তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করেন; পিতার সম্মুখে ভগ্নীকে দেখিলে হৃদয় পবিত্র হয়, প্রাণ শীতল হয়, এবং পিতার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ভক্তেরা পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করেন। এই রূপে ভগ্নীকে দেখিয়া এবং ভগ্নীর সেবা করিয়া কেনা সেই ভগ্নীর পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে?

ভারত আশ্রমবাসীদিগের সভা।

বিগত ১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সায়ংকালে ভারত আশ্রম বাসীদিগের এক সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসু আশ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহা বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্ব্ব সম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল ধার্য্য হইল;—

১। যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বসু দুই বৎসর কাল সপরিবারে বাস করিয়া উপদেশ, শাসন ও দৃষ্টান্ত বলে উন্নতি লাভ করিলেন তাহার প্রতি আক্রমণ করা, তদ্বিরুদ্ধে সাধারণের মনে ঘৃণা উদ্দীপন করা তাঁহার পক্ষে অতি দূষণীয় অকৃতজ্ঞতার কার্য্য।

২। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদ্বেষী সংবাদ পত্রে আপনার স্ত্রী দ্বারা পত্র লিখাইয়া তাঁহার নামে প্রকাশ করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ কার্য্য।

৩। বৎসরাধিক হইতে ঘরভাড়া ও আহারের টাকা মাস মাস নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিতে তাঁহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল সংগতির অতিরিক্ত ব্যয় দোষ। পরিবারের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় স্থির না করিয়া আশ্রমে আসা তাঁহার উচিত হয় নাই।

৪। আশ্রমের ঋণ পরিশোধ না করিয়া বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম হইলে অধ্যক্ষের নিকট দয়া প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্তু সে অবস্থায় না বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করা অতীব দূষণীয়। আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহার উচিত ছিল না।

৫। তাঁহার টাকা পরিশোধের জন্য বন্ধু ভাবে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে "উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।" এ কথা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহার আরও অধিক দোষ হইয়াছে।

৬। নিজে ঋণ পরিশোধের উপায় না করিয়া সহধর্ম্মিণীর অলঙ্কার আপন দেয় টাকার পরিবর্ত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন ইহাতে উচ্চ প্রকৃতি লোকের মত কার্য্য করা হয় নাই।

৭। টাকার জন্য যে জামিন চাওয়া হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে সপ্রমাণ হইল যে (১) পূর্ব্ব শনিবারের সংবাদ পত্রে এক খানি জঘন্য ও অলীক কথা পূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের প্রতি আশ্রম বাসীদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল। (২) তাঁহার কাছে টাকা চাওয়াতে তিনি রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে "ত বর্গের পঞ্চম বর্ণে আকার দিয়া দিব কৈ কি" এবং আর একটী অশ্লীল ও অতি জঘন্য কথা দ্বারা ঐ ভাবের দ্বিরুক্তি করিয়াছিলেন। (৩) তিনি যে গ্রামস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুকে জামিন স্বরূপ মনোনীত করিলেন তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে 'টাকা দিলে তাহা পাইবার প্রত্যাশা নাই, দিতে হইলেই একবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে।" এই সকল কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে আটক করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

৮। হরগোপাল বাবু তাঁহাকে মারিতে গিয়াছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে দুই জনেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদিও হরনাথ বাবু কথা ও ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইয়াছিলেন তথাপি হরগোপাল বাবু ক্ষমা না করিয়া যে শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে উচ্চ ধর্ম্ম নীতি অনুসারে অন্যায় হইয়াছিল।

৯। দ্বারবান্ যে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাতে তাঁহার বা তাঁহার পরিবারের প্রতি অপমান চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা কেবল তাঁহাদিগের না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জানিতেন যে এক জন নূতন সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্য উপরের ঘর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায় সকলেই তথায় গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে দ্বারবান্ গাড়ি অনুমান দুই মিনিট কাল আটক রাখিয়াছিল।

১০। যাইবার সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই, "তোমার স্বামীর মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, তুমি এ অবস্থায় তাঁহার সকল কথা শুনিও না।" ঐ অবস্থাতে এরূপ উপদেশ দেওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে।

আমরা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তন ও চিত্ত সংশোধনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন, এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন, ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি যেন আবার সকলের সঙ্গে সাধু ভাবে

মিলিত হন। সাধারণের মধ্যে তাঁহার পাপ ও দোষের জন্য এই পবিত্র আশ্রম বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাহ্মসমাজের কোন হানি হইতে পারে না। সত্যের পথে থাকিতে হইলে গ্লানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না হইয়া বরং জয় হয়।

ভারতআশ্রমবাসিনীদিগের উক্তি।

আমাদের এক জন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সম্বাদ পত্রে ভারত আশ্রম সম্বন্ধে গ্লানিসূচক কথা প্রচার করিয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এবং সকলে সভাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সম্বাদ পত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত স্ত্রীস্বভাব ও রীতিবিরুদ্ধ, এবং ইহাতে আমাদের সকলেরই অমত। ছয় মাস কাল আমরা কেহ তাঁহার সহিত কথা কহি নাই ইহা সত্য নহে; তাঁহার প্রতি আমাদিগের কিছু মাত্র অসদ্ভাব বা অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমরা অন্যান্য ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাঁহার প্রতি তাহার অণুমাত্র কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়া যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহাও কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহাকে কেহ অলঙ্কার দিতে অনুরোধ করেন নাই, এবং তাঁহাকে কেহ একটী কটু কথাও বলেন নাই। তিনি আপন স্বামীকে ঋণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি আপন অলঙ্কার দিয়া থাকেন তাহাতে তিনি কেবল পতিভক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার অপমানের জন্য যে দ্বারবান্ তাঁহার গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাও সম্পূর্ণ অসত্য। অধ্যক্ষের অনুমতি না লইয়া যাওয়াতেই তাঁহার গাড়ি বাহির হইতে দেয় নাই। তিনিত জানিতেন যাঁহার যে প্রয়োজন হউক না কেন অধ্যক্ষের অনুমতি না হইলে কোন স্ত্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। সুতরাং দ্বারবান্ আশ্রমের নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি আমাদের ভগিনী আমাদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব রক্ষা করিবেন এবং পবিত্র আশ্রমকে সাধারণের নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন।

সংবাদ।

ব্রাহ্মনিকেতনের সমুদায় গৃহ পূর্ণ হওয়াতে কএক জন প্রবেশার্থী ফিরিয়া গিয়াছেন। সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ঊনচত্ত্বারিংশ জন হইয়াছে, এক্ষণে একটী প্রশস্ত ভবন স্থির করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় নিকেতনবাসীদিগের অভিভাবক স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রায়ই এক একটী বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসাধারণকে উদ্বেগ ও অশান্তিতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই বিবাদ ভঞ্জনার্থ আমাদের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় না থাকায় আন্দোলনকারী ব্রাহ্মগণ সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ ব্রাহ্মসমাজের চিরবিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শরণাপন্ন হন, তাহারা এই সুযোগে জগতে অনেক মিথ্যা কথা কুৎসিত অপবাদ প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট নিবারণ জন্য একটী শান্তি সভার প্রস্তাব হইয়াছে। উভয় বিবাদী যদি এই সভাকে মান্য করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহা হইলে সহজে সকল বিবাদ মীমাংসা হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণের নাম এই সভার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব, জয়গোপাল সেন, ঠাকুরদাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, দুর্গামোহন দাস, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায়।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লণ্ডন নগরে ভিন্ন ভিন্ন ভজনালয়ে উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। সুরাপান নিবারিণী সম্বন্ধীয় এক প্রকাশ্য সভায় এবং আরও দুই একটী দেশহিতকর সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন। সুরাপান নিবারিণী সভায় উপস্থিত প্রায় সাড়ে তিন সহস্র নরনারী তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের অন্তর্গত অন্যান্য প্রসিদ্ধ নগরে ভ্রমণ করিবেন। প্রতাপ বাবুর আগমনে লণ্ডনবাসী বঙ্গীয় ভ্রাতাগণ বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

আগামী রবিবার উপাসনান্তে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান সংগ্রহ হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

শকাব্দা ১৭৯৬।

	মাঘ ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	মোট
দান সংগ্রহ	৮২৵১৫	৩৵০	৩।/০	৪৶১৫	৯২৸/১০
নির্দ্দিষ্ট আসন	১৭৬/১০	৫৩৷০	৪৩৷০	৭২৷০	৩৪৫৷/১০
ঋণ	।৵১০	১৯	০	০	১৯।৵১০
মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে দান		০	১০	০	১০
	২৫৮৸৵১৫	৭৫৷৵০	৫৬৸/০	৭৬৷৶১৫	৪৬৮/১০

ব্যয়

	মাঘ ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	মোট
আলোক	৩৬	১৫	৭৶৫	১৫	৭৩৶৫
বেতন	৪৯	২৯	৩	১৫	৯৬
দ্রব্যাদিক্রয়	৫৬।০	০	৪	৪৸৵১০	৬৫৵১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	২১৷৶৫	১৩।/১০	৭৷৶১৫	১৬।৶১০	৫৯।০
মেরামত	৪২৸/১০	০	০	০	০
প্রচার ফণ্ডে	৫৩৸১০	৮।৵০	৩২৷৵০	১৯.১০	১১৪।১০
	২৫৯।/৫	৬৫৸৶১০	৫৪।/০	৭০৸৵০	৪৫০৸৶১৫
স্থিতি					১৭/১৫

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে ২রা শ্রাবণ মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ।
১৪ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে পরম মঙ্গলময় সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর! তোমার অনন্ত মঙ্গল জ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তারিত থাকিয়া নিয়ত জগতের কল্যাণ বিধান করিতেছে। মনুষ্য যত দূর সাধ্য ততদূর পাপের পথে ধাবিত হয়, কিন্তু শেষ আপনিই পরাস্ত হইয়া পড়ে। তোমার শুভ ইচ্ছাকে কেহই চিরকাল বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। যাহা সত্য এবং কল্যাণকর, যদিও তাহা কিয়ৎ ক্ষণের জন্য মনুষ্যের কুটিল দুরভিসন্ধি কর্ত্তৃক প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু এক দিন তোমার দুর্জ্জয় প্রভাবে তাহার জয় হইবে এবং পাপান্ধকার সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সংসারে অসত্যের জয়ধ্বনি শুনিয়া এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া যখন সভয় অন্তঃকরণে তোমার বিধান অবগত হইতে নিতান্ত সমুৎসুক হই তখন আশার জ্যোতি হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। দেখি যে সমুদায় বিপদ ও ঝঞ্ঝাবায়ুর মধ্যে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় অটল ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তুমি অনন্ত শক্তির আধার এবং শান্তিরসের প্রস্রবণ, তোমাকে আমি ভক্তির সহিত পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করি। তুমি যে এই মোহাচ্ছন্ন অসার চঞ্চল সংসারের নানাবিধ বিপজ্জনক ঘটনার মধ্যে আমাকে রাখিয়া তোমাতে নির্ভর করিতে শিক্ষা দাও তজ্জন্য হে চিরকল্যাণদাতা ঈশ্বর! আমি তোমাকে ব.রবার প্রণিপাত করি। আমি যখন নিজের প্রতি দৃষ্টি করি তখন দেখি যে আমি অতি দুর্ব্বল অক্ষম অবস্থার কৃতদাস, আবার যখন জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখনও দেখি যে শত শত পাপদৃষ্টান্তে চারি দিক্ পরিপূর্ণ, কিন্তু যখন তোমার পানে চাই তখন আশার সুধাময় আলোকে মনের গ্লানি যন্ত্রণা ভয় ভাবনা অবিশ্বাস নিরাশা সকল তিরোহিত হয়। অতএব হে নিত্য কালের ঈশ্বর! তুমি অখণ্ড মঙ্গল সংকল্প হইয়া জীবের সকল সন্তাপ হরণ কর, এবং তুমি পাপে মগ্ন নর নারীকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নাম ধারণ করিয়াছ। তুমি ধন্য হে বিশ্বপালক পরম পিতা পরমেশ্বর! তোমাকে আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে বারম্বার ধন্যবাদ করি। তুমি মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াও তাহাকে যথেচ্ছাচারী হইতে দাও না। তোমার অপরাজিত মঙ্গল শাসনে সমস্ত বিশ্ব নিয়মিত হইতেছে। হে প্রাণাধার অভয় দাতা পিতা, তুমি সকলের রক্ষক প্রতিপালক, তুমি সমস্ত অশান্তি অমঙ্গল নিবারণ করিয়া শ্রেয়ের পথে সকলকে পরিচালিত করিতেছ। হে চিরসুহৃদ্ পরমবন্ধু, আমি তোমাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি।

একা একা।

এই কোলাহল পূর্ণ রূক্ষ স্বভাব চেতনা বিহীন মৃতপ্রায় জড় জগতে মনুষ্য কোথায় ঈশ্বরের অনুসন্ধান পাইবে? ইন্দ্রিয়াতীত অতি সূক্ষ্ম স্বভাব প্রাণরূপী নিত্য চৈতন্য পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান সাধকের পক্ষে কি দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! সুতরাং গভীর আন্তরিক বাহ্যোপায় বিহীন উপাসনাতে মনুষ্য কি রূপে পরিতৃপ্ত ও সুখী হইতে পারে। পৃথিবীর আড়ম্বর জনতা কার্য্যের স্রোত ও বহির্বিষয় সম্ভোগ মনুষ্যের মনকে বিহ্বল ও অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে। "ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন" এই সাধারণ জ্ঞান, প্রপঞ্চাতীত চিৎ স্বরূপ পরমেশ্বরকে আয়ত্ত করিবার পক্ষে ব্রাহ্মের কি বিশেষ অনুকূলতা সম্পাদন করিতে পারে? যে ভাব ব্যঞ্জক সঙ্গীত উপাসনা ও মানসিক চিন্তাশ্রেণী ও জ্ঞান কদম্ব স্বরূপতঃ তদনুরূপ সত্যই কি ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তার পরিচয়? না তদপেক্ষা তিনি আরও গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে জনগণের অদৃশ্য হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিতেছেন? দৃশ্য বস্তুর প্রত্যক্ষতা, বহির্ব্যাপারের তরঙ্গরাজী, সুখ সম্ভোগের সুমন্দ মধুর হিল্লোল, তরল স্বভাব চিন্তাবলীর দুরধিগম্য বেগ এবং প্রবৃত্তি নিচয়ের অদমনীয় দর্পভারোন্নত মুখ ব্যাদানের মধ্যে মনুষ্যের মানস কোন্ দিকে প্রবল? সহজেই বলা যাইতে পারে যে, সে মন মৎস্যাঘাত বিক্ষুব্ধ জলরাশি সদৃশ তরল, তদপেক্ষা আরও সত্য যে, তরঙ্গায়িত জলধির বীচীমালার ন্যায় তাহার চিন্তাবলী, প্রবৃত্তি ও সম্ভোগাদিরূপ বায়ু ভরে উত্থিত হইতেছে, আবার কতক দূর আসিয়া তাহা মনেতেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই রূপ অবস্থায় মনুষ্যের জীবন কোন্ দিকে অধিক প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে, ইচ্ছা স্বভাবতঃ কাহার আকর্ষণে বশীভূত ইহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে। তবে চিৎ স্বরূপ পরমেশ্বরকে কিরূপে মনুষ্য প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় আয়ত্ত করিবে? এবং আয়ত্ত করিয়া তাঁহার আকর্ষণে ও সুখে নিমগ্ন হইয়া নিজে অবাক্ ও হতজ্ঞান হইয়া যাইবে? সেই অবাক্ অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর 'কাছে আছেন, ডাকিলে তিনি দেখা দেন, পাপীর সঙ্গে কথা কন' এ সত্য ভাষানবিজ্ঞ নির্ব্বোধের নিকট ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষার ন্যায় অবিশ্বাসীর নিকট শূন্যগর্ভ দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হয়। কারণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে মৌখিক কথনই ভাব ব্যঞ্জক হইতে পারে না। যদি নিজ নিজ অন্তরে অবিনশ্বর ও অবিলোপনীয় উজ্জ্বল ভাষা কেহ অধ্যয়ন না করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের কোন সত্য মনুষ্য কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে প্রথমে প্রতি জনকে আপনার হৃদয়ের ভাষা নির্জ্জনে একা অধ্যয়ন করিতে হইবে। যে সে ভাষা পড়িতে না পারে তাহার উপাসনা বৃথা, তাহার নিকট ঈশ্বর এ শব্দ পর্য্যন্ত অর্থ শূন্য। মানসিক ভাষা অত্যন্ত প্রণিধান পূর্ব্বক প্রত্যেকে অধ্যয়ন করিবে। সেখানকার বিজ্ঞান সাহিত্য অলঙ্কার যে ভাল জানে সে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নিকটে দেখে। তার পর জগতের যে দিকে চাহিবে, কার্য্যের যে স্রোতে পড়িবে আপনার হৃদয়ের ভাষা দিয়া নানাবিধ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনি মোহিত হইয়া যাইবে। প্রতি ব্রাহ্মের পক্ষে এই অবস্থাটী নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরকে এই রূপে একা একা সম্ভোগ করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেম কি, ভক্তি কি, তাঁহার পবিত্র পরিবার কি, ভাই ভগ্নী কি, পরিত্রাণ কি, ইহার প্রকৃত অর্থবোধ সহজেই সংসাধিত হইবে। অসারতা ও শূন্যতার জন্যই ব্রাহ্মদিগের দিন দিন পতন লক্ষিত হইতেছে। বাহ্য জগতের গোলে যেমন মনুষ্যের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, আবার প্রবৃত্তি নিচয়ের কোলাহলে ততোধিক, সুতরাং বাহ্যিক উপায়ে ও দশ জনে তাঁহাকে ডাকিতে যাও

ভাল, কিন্তু যাঁহাকে ডাকিলে তাঁহাকে তুমি আপনার গৃহে দেখিতে পাইলে না এই রূপ করিয়া কত ব্রাহ্ম ডুবিল। ঈশ্বর নর দেহধারী নন যে তাঁহাকে সহজে ধরিবে। আত্মসংযম ও তোমার চিত্ত সমাধান কোথায়? বাক্য উচ্চারণ করিলে আকাশে উড়িয়া গেলে, চিন্তা করিলে তাহা আপনাতেই বিলীন হইল। এই ক্ষণে আপনার হৃদয় গৃহে দেখ, একা কোলাহল শূন্য গৃহে তাঁহার বাস, সুতরাং তোমাকেও সেই নির্জ্জনে যাইতে হইবে। এই রূপে প্রতি জনে একা একা স্বীয় আত্মাতে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করুন, তবে সকলই মিষ্ট ও সুন্দর হবে।

মনের শান্তি রক্ষা।

রিপুপরিবেষ্টিত এই মানব জীবন ধারণ করিয়া অবিচলিত ভাবে নিরন্তর মানসিক শান্তি সম্ভোগ করার তুল্য সুখের অবস্থা আর কিছুই নাই। মনুষ্যসমাজ চিরচঞ্চল মহা সমুদ্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত আন্দোলিত হইতেছে, এক একটী মনুষ্য অনন্ত তরঙ্গমালা বেষ্টিত এক একটী ক্ষুদ্রতরঙ্গ বৎ দিবানিশি পরস্পরের আঘাত এবং প্রতিঘাতে আলোড়িত হইতেছে। এক স্থানে আঘাত লাগিলে বহু দূর পর্য্যন্ত তাহার গতি প্রধাবিত হয়। সহস্র সৈন্যের মধ্যে যিনি বিদ্যুতের ন্যায় ভ্রমণ করেন, মহা সংগ্রামে শত শত যোদ্ধার প্রাণ বধ করিয়া যিনি মস্তকে বিজয়মুকুট পরিধান করিয়াছেন, একটী কথার আঘাতে তাঁহার মন মুহূর্ত্তের মধ্যে এককালে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অতএব এক সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকের প্রতিঘাত সহ্য করত চিত্তের স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন এমত লোক অতি বিরল। যাঁহারা হৃদয়হীন আত্মম্ভরি উদাসীন তাঁহারা সাধারণ মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে জড়বৎ স্থির থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে শান্তির অবস্থা বলা যায় না।

শান্তি অতি যত্নের ধন এবং উহা অতি যত্নে রক্ষিত হয়। বহু আয়াসে ঈশ্বর প্রসাদে একটু শান্তি উপার্জ্জন করিলে, পৃথিবীর একটী সামান্য ঘটনা আসিয়া তাহাকে নিমেষের মধ্যে বিনাশ করিল। কাহাকে উৎপীড়ন করিয়া কিম্বা আপনি উৎপীড়িত হইয়া, কাহার ক্ষতি করিয়া কিম্বা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যে কারণেই হউক, একবার মন বিরক্ত বা বিকৃত হইলেই সকল শান্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এই জন্য বোধ হয় যে, সর্ব্বাপেক্ষা তাহারাই আমাদের প্রকৃত শত্রু এবং ক্ষতিকারক যাহারা আমাদের হৃদয়ের শান্তি অপহরণ করিয়া আমাদিগকে বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলে। সকল ক্ষতি সহ্য করা যায়, কিন্তু বহু যত্নের ধন শান্তিরত্ন অপহৃত হইলে তাহা প্রাণে সহ্য হয় না। শত্রুরা আমাদিগকে বিধিমতে নির্যাতন করে করুক তজ্জন্য কিছু মাত্র ভয়ের কারণ নাই,কিন্তু তাহারা যেন অসাধু ভাবকে উত্তেজিত করিয়া আত্মাকে বিকৃত এবং অশান্ত করিতে না পারে। মন প্রশান্ত থাকিলে পৃথিবীর সকল প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণার মধ্যেও একবার সেই প্রেমময় পিতার প্রসন্ন মুখের পানে চাহিলে আর কোন কষ্ট থাকে না। ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর আমার আশ্রয়দাতা সহায় এই শান্তিপ্রদ বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে নির্জ্জনে এক বিন্দু অশ্রুজল বর্ষণ করিলে সকল সন্তাপ নিবারিত হয়।

আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া যদি চিত্তকে অবিচলিত এবং প্রশান্ত রাখিতে পারি তাহা হইলে আর কাহাকেও ভয় করি না। কিন্তু অশান্তির শত সহস্র কারণ প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে আসিয়া পরীক্ষার জাল বিস্তার করিতেছে। কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া নির্জ্জনে গিয়া শান্তি সম্ভোগ করিতে পারি না। অগ্নিময় সংগ্রাম ক্ষেত্রে বাস করিয়া নির্ভীক্ হৃদয় বীরের ন্যায় অন্তরের রিপু সকলকে বশে রাখিতে হইবে। দুঃখেতে ম্রিয়মাণ হইয়া ভয় ও নিরা-

শায় সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না, সুখ সম্পদে আহ্লাদিত হইয়া থাকিলেও হৃদয় কঠোর হইয়া যাইবে। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই পরীক্ষার অবস্থা। সত্য কিম্বা অসত্যের নামে অসাধু ভাব ক্ষণকাল মনে স্থান পাইলে সমস্ত জীবনকে বিকৃত করিয়া তুলিবে। হিংসানলে যাহার মন দগ্ধ হইতেছে সেখানে কি শান্তির সুখময় সমীরণ প্রবেশ করিতে পারে? পরদ্বেষ পরনিন্দা যাহার ব্যবসায়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে সর্ব্বদা ব্যাকুল, বিপক্ষের বিপদ শুনিলে যে ব্যক্তি আহ্লাদে পুলকিত হয়, যাহার অন্তর বিষে পরিপূর্ণ মুখে মধুর বাক্য তাহাদিগের মনে কেমন করিয়া শান্তি থাকিবে? যেখানে অসাধুতা ও অমঙ্গলের প্রাধান্য সেখানে বিন্দুমাত্র আরাম নাই। রিপুপরতন্ত্র নীচান্তঃকরণে কদাপি শান্তি থাকিতে পারে না।

সাধু চেষ্টা দ্বারা অশান্তি দূর করা যাইতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভর না থাকিলে কিছুতেই শান্তি উপার্জ্জন করা যায় না। আমার জীবনের যিনি সার তাঁহাকে যদি আমি সর্ব্বদা নিকটে পাইলাম এবং তাঁহার নিকট বসিয়া যদি ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি মঙ্গল ভাব রক্ষা করিলাম তবে আর ভাবনার বিষয় কি? ঈশ্বর এবং মনুষ্য সম্বন্ধে যাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় বিশুদ্ধ এবং মঙ্গলজনক তাঁহার আর ভয়ের কোন কারণ নাই। যে ব্যক্তি নির্জ্জনে বসিয়া সরল হৃদয়ে আপনার এবং অপরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে বাহিরের প্রতিকূল ব্যবহারে তাহার মনকে বিরক্ত করিতে পারে না। এই রূপ অবস্থা আমাদের অতীব প্রার্থনীয়। আমাদের পরীক্ষার অনল চিরদিনই প্রজ্বলিত থাকিবে, কিন্তু সমুদায় বিঘ্ন বাধার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের শান্তি যেন কেহ হরণ করিতে না পারে। দুঃখ বিপদের সময় আমরা ভক্তি বিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বরের দ্বারে যে ব্যক্তি নির্দ্দোষী সহস্র বিপদের মধ্যেও তাহার মানসিক শান্তি কি বিনষ্ট হইতে পারে? নারিকেল ফলাম্বুর ন্যায় তাহার শান্তি বিশ্বাসরূপ কঠিন আবরণে সর্ব্বদা আবৃত।

ব্রাহ্মদিগের কেন্দ্রবিমুখ গতি।

অধীন প্রেম এবং স্বাধীন প্রেম এই দুইটী সমাজ বন্ধনের রজ্জু স্বরূপ। সকল প্রকার কার্য্য সৌকর্য্যার্থ হয় কোন শাসন বিশেষের অধীন হইয়া না হয় স্বাধীন প্রেমে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে যোগ রক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম শাসন প্রচলিত আছে সকলকে অধীন করিয়া রাখাই তাহাদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। গুরু, অবতার অথবা ধর্ম্মপুস্তক এই কয়টী সাধারণ বিশ্বাসের ভূমি সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একত্র দলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বাস এবং ভক্তির একটী সাধারণ ভূমি না থাকিলে সমাজের শান্তি রক্ষা হইতে পারে না এই জ্ঞান যে বহুকাল পূর্ব্বে মনুষ্য মনে উদিত হইয়াছিল ইহা দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে সময়ে এই রূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল তখন মনুষ্যগণ স্বাধীনপ্রেম ব্যবহার করিতে জানিত না, সুতরাং পুস্তক বিশেষ বা অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য বিশেষকে মধ্যবিন্দু রূপে অবলম্বন করিতে স্বভাবতঃই বাধ্য হইয়াছিল। এখনই কি অধীন প্রেমের পরিবর্ত্তে লোকে স্বাধীন প্রেম ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে? না, তাহার সময় এখনও হয় নাই, তবে জ্ঞানচর্চ্চা ও বিচার শক্তির কিছু উন্নতি হওয়াতে লোকের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছে এই মাত্র। কিন্তু তাঁহারা অধীন প্রেমের অনিষ্টকারিতা দেখিয়া আবার বিপরীত দিকে কুসংস্কারাপন্ন হইতেছেন। স্বাধীন প্রেমের মর্ম্ম না বুঝিয়া অধীন প্রেম ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই জন্য নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। স্বাধীনচিন্তাশীলেরা স্বাধীন প্রেমের অর্থ এখন পশুবৎ বিবাহ প্রণালীতে কেবল সংলগ্ন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সর্ব্ববিধ অধীনতার বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া

ছেন। প্রকৃত স্বাধীনতার মর্ম্ম কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হউন আর না হউন, "আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন কার্য্য আমাদের প্রাণ," এই গর্ব্বিত উক্তির অনুরোধ ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকে অধীন প্রেম পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন এবং বলিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপ ঘোষণা করিলেন যে "তোমরা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও অধীন হইও না" ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মগণ ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গতিতে দিগ্‌দিগন্তরে ধাবিত হইলেন। কিছু দিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা একাকী বন্ধন মুক্ত হইয়া কোথায় যাইতেছ? ব্রাহ্মেরা বলিলেন কেন তুমিইতো আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ যে আমরা স্বাধীন। "আমরা স্বাধীন ব্রাহ্ম অতএব আমরা কাহারও কথা শুনিব না"। পুনরায় ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে বলিলেন স্থির হও, শ্রবণ কর। আমি যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া দিয়াছি তাহার মধ্যে দুইটী গতি নিহিত আছে যথা,—কেন্দ্র বিমুখ এবং কেন্দ্রাভিমুখ। তোমরা যে দেখিতেছি কেন্দ্র বিমুখেই কেবল গমন করিতেছে, ইহাকে তো স্বাধীনতা বলে না? অতএব তোমরা দুইটী গতির সামঞ্জস্য রক্ষা কর নতুবা মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

অধীন প্রেমকে ঘৃণা করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করা কিম্বা পুস্তক বা অবতার বিশেষের অধীন হইয়া স্বাধীন প্রেম দান করা এ উভয়ই সহজ; কিন্তু স্বাধীন প্রেমে বিগলিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে গমন করত সত্য ও সাধুতার অধীন হইয়া থাকা অতীব কঠিন কার্য্য। ব্রাহ্মেরা কুসংস্কার বিহীন হইয়া অধীন প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছেন সুখের বিষয়, তাঁহারা যে আবর্ত্তাভিমুখী তৃণের ন্যায় স্রোত বেগে ভাসিয়া যান না ইহাও অতি মঙ্গলের চিহ্ন, কিন্তু তাঁহারা যে কর্ণহীন তরণীর ন্যায় কল্পিত স্বাধীনতার ঘূর্ণিত বায়ুর আঘাতে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হন ইহা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না। স্বাধীনতার আকর্ষণে তাঁহারা যেমন আপনার দিকে আপনাদিগকে টানিয়া রাখিবেন, তেমনি কেন্দ্রাভিমুখ গতিতে পরিচালিত হইয়া মধ্য বিন্দুর দিকে যাইতে চেষ্টা করিবেন; তাহা না হইলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে। কেন্দ্রবিমুখে কে কত দূর যাইতে পারে? কোন না কোন একটী মধ্যবিন্দুর দিকে তাঁহাকে আসিতেই হইবে। আমাদের সাধারণ মধ্যবিন্দু সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে তাহার দিকে গমন করিতে আর অপমান কি আছে? সত্যই যদি সকলের লক্ষ্য হয় তবে আর স্বাধীনতা বিনাশের এত ভয়ই বা কেন? সারসত্য পরম সত্য পরমেশ্বর যাঁহাদের লক্ষ্য তাঁহাদিগকে এক স্থানে আসিয়া মিলিত হইতে হইবে। যদি সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকে তবে একত্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা বলিয়া থাকি ঈশ্বর আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু তাহা যদি সত্য হয় তবে সকলের গতি একদিকে হয় না কেন? অতএব এক ঈশ্বর সাধারণের লক্ষ্য নহেন, তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার ভাব বিদ্যমান আছে। সে যাহা হউক, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অন্ধের ন্যায় নিয়ত কেন্দ্রবিমুখে গমন করিলে কোন ব্রাহ্ম অধিক দিন ব্রাহ্মজগতের পরিধির মধ্যে থাকিতে পারিবেন না। তিনি কল্পিত স্বাধীনতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া গমন করিতে করিতে এক দিন হয় কুসংস্কার না হয় অবিশ্বাস জগতের সীমার মধ্যে গিয়া প্রাণ হারাইবেন।

অসভ্য জাতির ধর্ম্মভাব।

ক্যাপ্‌টেন গার্ডনিয়ার নামক কোন ভ্রমণকারী আফ্রিকার অন্তর্গত জুলুদেশ বাসীদিগের ধর্ম্মভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহাতে কোন প্রকার ধর্ম্ম জ্ঞানের চিহ্ন প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু কিছুকাল ডাক্তার কলওয়ে নামক কোন ব্যক্তি সে দেশ বাসীদিগের ভাষা শিক্ষা করিয়া এবং তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধু ভাবে মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত উত্তর পাইয়াছেন।

"আমরা শ্বেতবর্ণ মনুষ্যদিগের নিকট প্রথমে স্বর্গবাসী রাজার কথা শুনি নাই। গ্রীষ্মকালে যখন বজ্রধ্বনি হয় তখন আমরা বলি যে "রাজা ক্রীড়া করিতেছেন।" যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে ভীত হয় প্রাচীনেরা তাহাকে বলে যে, "ইহা ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে, রাজার কি দ্রব্য তুমি খাইয়াছ?

আর এক জন প্রাচীন বলিয়াছিল। যখন আমরা বালক ছিলাম তখন শুনিয়াছি যে "রাজা স্বর্গে থাকেন।" আমরা ক্রমাগত এই কথা শুনিয়া আসিয়াছি। প্রাচীনেরা স্বর্গের রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিত যে "আমরা তাঁহার নাম কি তাহা শুনি নাই, এই মাত্র শুনিয়াছি যে তিনি উপরের রাজা। ইহা আমরা শুনিয়াছি যে পৃথিবীর সৃজনকর্ত্তা যিনি তিনি রাজা, তিনি উপরে থাকেন।"

আর এক জন অতি বৃদ্ধের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে, (আমরা যখন শস্যের মুল বিষয়ে কথা কহি, "কোথা হইতে ইহা আসিল?" যখন জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীনেরা এই বলিয়া উত্তর দেন, যে, "যিনি সকল পদার্থ সৃজন করিয়াছেন সেই সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে ইহা আসিয়াছে কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানি না।" যখন আমরা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতাম, "সৃষ্টিকর্ত্তা কোথায়? আমাদের প্রধানদিগের দিকে চাহিব?" না, "ঐ সকল প্রধানেরাও সৃষ্টিকর্ত্তা দ্বারা সৃজিত হইয়াছে।" আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিতাম "তিনি কোথায় আছেন? কারণ যদি তিনি দৃশ্য বস্তু না হন; তাহা হইলে তিনি কোথায়?" আমাদের বৃদ্ধ পিতৃ পুরুষেরা স্বর্গের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, "সমুদায় পদার্থের সৃজন কর্ত্তা স্বর্গে থাকেন। এবং সেখানে এক জাতীয় মনুষ্যও আছে।" এই রূপ বারম্বার কথিত হইত যে, "তিনি রাজা দিগের রাজা" যখন আমরা শুনিতাম স্বর্গ অমুক গ্রামের গোবৎস মেষাদি পশুদিগকে ভক্ষণ করিয়াছেন (যখন বিদ্যুত বজ্রপাতে কোন পশু দল হত হইত) আমরা বলিতাম, "রাজা অমুক গ্রাম হইতে গো মেষ সকল গ্রহণ করিয়াছেন।

আর এক জন অত্যন্ত প্রাচীন এই রূপ বলিয়াছেন (প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি "স্বর্গে এক রাজা আছেন।" যখন বজ্রধ্বনি হইত তখন তাঁহারা বলিতেন, "রাজা যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন, তিনি দ্রব্যাদি সকল সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিতেছেন।" জীবগণের এক মাত্র জন্মদাতা যিনি তিনি স্বর্গে বাস করেন। ইহা কথিত আছে যে, চন্দ্র সূর্য্য বৃষ্টি সেই রাজা হইতে আসিয়াছে।

(বজ্রাঘাতে পশু নিহত হইলে প্রজাগণ বিপদ গ্রস্ত হয় না। এই রূপ লোকে বলিত, "রাজা নিজের আহারের জন্য উহাদিগকে মারিয়াছেন। ইহা কি তোমাদের? ইহা কি রাজার নয়? তিনি ক্ষুধার্ত্ত এই জন্য তিনি পশু হনন করেন। কোন গ্রামে কিম্বা গোরুর উপর বজ্রাঘাত হইলে, বলিত যে, "এই গ্রামের মঙ্গল হইবে।" যদি কোন মনুষ্য বজ্রাঘাতে মরিত তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইত যে "রাজা উহার কোন দোষ পাইয়াছেন।"

চীন ও তাতারবাসীদিগের পরলোক বিশ্বাস।

মৃত পিতৃ পিতামহদিগের আত্মাকে পূজা করা ও মান্য করা প্রথা অনেক স্থলেই প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু চীন ও তাতার প্রদেশের কোন কোন জাতীর এ সম্বন্ধে কিছু কৌতুকাবহ সংস্কার আছে। কেহ বিশ্বাস করে যে, যদিও মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব ধ্বংশ হয় না। যাহারা পরলোক বিশ্বাস করে না তাহারাও এমন সকল অনুষ্ঠান করে যাহাতে প্রকাশ পায় যেন পরলোক গামী আত্মার অস্তিত্বে তাহাদের বিশ্বাস আছে। মৃগয়া ও যুদ্ধ সজ্জা, এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী, পরিচ্ছদ, এবং গো মেষাদি পশু ইত্যাদি বস্তু সকল মৃত দেহের সঙ্গে তাহারা সমাধি নিহিত করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে এ সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাহার প্রয়োজন হইবে। কেহ কেহ বলে সমাধি নিহিত শরীর ধ্বংশ হইলে, পুনরায় নুতন শরীর প্রদত্ত হইবে। অন্যেরা বলে পরলোকগামীরা ভুত হইয়া হয় গোর স্থানে না হয় শ্মশানে অবস্থিতি করে, এবং গভীর রজনীতেও ঝড়বৃষ্টির সময় চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বৃক্ষপত্র সঞ্চালনে, বায়ুর নিস্বনে, এবং অগ্নির তেজে তাহাদের আবির্ভাবচিহ্ন লক্ষিত হয়। সাধারণ লোকের চক্ষে তাহারা অদৃশ্য কিন্তু ওঝারা তাহাদিগকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের মনের ভাব বলিতে পারে। প্রধানতঃ ঐ সমস্ত ভুতদিগকে লোকে অনিষ্টকারী বলিয়া বোধ করে, পুরোহিত ধর্ম্মযাজকদিগের আত্মা সকলের অপেক্ষা আরও ক্ষতিকারক। ভুতেরা

বিপদ ও পীড়া প্রেরণ করে, নিদ্রার সময় ব্যাঘাৎ দেয় এবং জীবিত আত্মীয়দিগের বিবেককে বিরক্ত করে ইহাদের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়া থাকে। মৃতদেহ যখন বাটীর বাহির করা হয় তখন মৃতের উদ্দেশে এক খণ্ড দগ্ধ প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করা হয় এই জন্য যে, সে আর ফিরিয়া আসিতে না পারে। সমাধি স্থানে যে পথের সম্বল খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি দেওয়ার রীতি আছে তাহা এই নিমিত্ত যে ঐ সকল বস্তুর ছল করিয়া মৃত ব্যক্তি পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয়দিগকে বিরক্ত না করে। পিতৃলোককে সম্বোধন করিয়া এই রূপ বলে, "দেখ এখানে আমরা তোমার জন্য রুটী এবং নানা প্রকার মাংস আনয়ন করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমরা তোমাকে সম্মান করি, কিন্তু তুমি আমাদিগকে বিরক্ত করিও না এবং নিকটে আসিও না।" কোন প্রকার উপহার না দিলে মৃতেরা বিপদ ও পীড়া প্রেরণ দ্বারা কষ্ট দিবে এ বিশ্বাস এক প্রকার সাধারণ। কোন কোন পুরাতন-জাতি যুদ্ধে বন্দীভূত কারা-বাসীকে তাহাদের প্রধান ব্যক্তির গোরস্থানে বধ করিত। প্রথমে সমাধি স্থানে পুষ্প দেওয়া হইত, ক্রমে ক্রমে দেশের সম্রাটকে ঈশ্বরের স্থানে স্থাপন করিয়া এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মিকা সমাজ।

ষষ্ঠ উপদেশ।

শুক্রবার, ১৯ শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বর যে বলিয়াছেন তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সেবা না করিলে কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে না, যদি ইহার গূঢ় অর্থ না থাকিত, ঈশ্বরের মুখে বার বার আমরা এই কথা শুনিতাম না। ঈশ্বর যখন বারম্বার এই কথা বলিতেছেন, তখন অবশ্য ইহার উপর আমাদের পরি-ত্রাণ নির্ভর করে। তোমরা যদি ভাই ভগ্নীদের সেবা না কর, তাঁহাকে মাতা বলিয়া ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারিবে না, এবং একেবারে স্বর্গরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। ঈশ্বর কেন ভাই ভগ্নীদের সেবাকে পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ করিয়া রাখিলেন? তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলেই পরিত্রাণ হইবে, হৃদয়ের পাপ তাপ দূর হইবে, এই সহজ কথা তিনি বলিলেন না কেন? তিনি পূর্ণ ঈশ্বর কেবল তাঁহার সেবা করিলেই আমাদের পরিত্রাণ হয় তিনি এরূপ বিধান কেন করিলেন না? তাঁহাকে পাইলেই সকলই হইল কেন এই কথা বলিলেন না? ভাই ভগ্নীর প্রয়োজন কি? পিতাকে পাইলে সকল আশা পূর্ণ হয়, ক্ষুদ্র মনুষ্য সেবার প্রয়োজন কি? কেন যে এ সকল কথা শুনিলাম না তাঁহার গভীর অর্থ আছে। তিনি জানেন যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করা, অথবা তাঁহার কীর্ত্তন করা অতি সহজ; কিন্তু ভাই ভগ্নীদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার পূর্ণধর্ম্ম সাধন করা, নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে, সেই জন্য তিনি আমাদিগকে পরিবার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব এই তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়। কিন্তু যাহারা সংসারের তরঙ্গে বার বার মুহ্যমান হইতেছে, এখানকার দুঃখ বিপদ যাহাদের মন অবসন্ন করিতেছে তাহাদের মধ্যে কে না বলে, পাপ সংসার থাক, আমি অরণ্যে গিয়া শান্তি লাভ করি। যখনই সংসার বিরক্ত করে তোমরা কি বল না, কেন উদ্যানে গিয়া দয়াময়ের নাম সাধন করি? যদি এই আশ্রমের কোন ভগ্নীর সঙ্গে কলহ হয় ইচ্ছা কি হয় না, যেখানে একাকিনী থাকিলে মনে সন্তোষ হইবে সেখানে যাই? যেখানে পরস্পরের সঙ্গে অমিল সেখানে থাকিলে মনে কষ্ট যন্ত্রণা হইবেই, সুতরাং স্বভাবতঃই সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে মনুষ্যের ইচ্ছা হয়। নর নারী উভয়েরই স্বভাব এইরূপ। সংসারকে জয় করা বড় কঠিন ব্রত। পৃথিবীর প্রলোভনে থাকিয়া রিপু দমন করা অপেক্ষা কঠিন আর কিছুই নাই। একত্র থাকিলে যখন কষ্ট হয় তখন পলায়ন করিতে কে না চায়? কিন্তু ঈশ্বরের এই ইচ্ছা একত্র থাকিলে ক্রোধ হিংসা ইত্যাদি রিপু সকল যত কেন প্রবল হউক না এ সমুদয়কে পরাজয় করিতে হইবে। সমুদয় পরীক্ষার মধ্যে বল, সাহস, এবং পরাক্রম লাভ করিতে হইবে। একাকী থাকিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। একত্র থাকিলে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। একাকী উপাসনা অনেক সময় কল্পিত হইয়া উঠে। যদি অহঙ্কার শত্রুকে পদানত করিতে চাও তবে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে একত্র থাকিতে হইবে। নর নারীর মস্তক উদ্ধত থাকে, যতক্ষণ না তাহা ভাই ভগ্নীদের চরণে নত হয়। একত্র থাকিলে অহঙ্কারে আঘাত পড়ে, এই জন্য অনেকে নির্জ্জনে যাইয়া কল্পিত এবং কপট ভাবে ঈশ্বরের পূজা আরাধনা করে; কিন্তু ঈশ্বর সেই নির্জন ঘর হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া যাঁহাদিগকে তাহারা ঘৃণা করিত, তাঁহাদের চরণ ধূলি আনিয়া তাহাদের মস্তকে দেন, কেন না তাঁহার ইচ্ছা যে আমাদের অহঙ্কার রিপু বিনাশ করিয়া, আমাদের সকলকে পরস্পরের চরণতলে

বিনয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া সুখী করিবেন। "আগে ভাই ভগ্নীদের পদতলে পড়িয়া অহঙ্কার চুর্ণ কর, পরে আমার ঘরে আসিতে পারিবে।" ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে এই কথা বলেন। আপনার প্রভুত্ব, আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া কেহ কখনই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারে না। যে ভাই ভগ্নীকে নীচ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করে সে কিরূপে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে স্থান পাইবে? ভাই ভগ্নীর পদ ধূলি গ্রহণ করি আর না করি ঈশ্বরের চরণে মস্তককে প্রণত করিলেই হইল, একথা যদি এত দিন বিশ্বাস করিয়া থাক ইহা এখনই দূর করিয়া দিতে হইবে; কেননা তাহা যথার্থ বিনয় নহে। যথার্থ শরণাগতের ভাব অন্যপ্রকার। ঈশ্বর তাকাইয়া দেখেন যে তাঁহার শরণাগতের মস্তকের উপর তাহার ভাই ভগ্নীর চরণ ধূলি কত দূর সঞ্চিত হইয়াছে। যাহার নৌকাতে ভাই ভগ্নীদের পদ ধূলি অধিক, তাহারই নৌকা অনায়াসে এবং শীঘ্র ভব নদী পার হইয়া যায়। আর যাহার নৌকাতে পদধূলি নাই, সামান্য মেঘে তাহার নৌকা আন্দোলিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ঈশ্বর কেবল শিক্ষার জন্য এই নিয়ম করিয়াছেন যে আমরা সকলের সঙ্গে থাকলে বিনয়ী হইব। একা থাকিলে আমরা অহঙ্কারী হই। আগে ভাই ভগ্নীদের সেবা কর তবে দয়াময়ের প্রসাদ পাইবে। যেমন অহঙ্কার তেমনই লোভ হিংসা স্বার্থপরতা, তেমনই কাম, ক্রোধ, এবং অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি, বিনীত হৃদয়ে ভাই ভগ্নীদের সেবা না করিলে এ সকল কিছুতেই দমন করা যায় না। অতএব তোমরা পরস্পরের সেবা করিয়া রিপুদিগকে দমন কর। পরস্পরের সেবা করিয়া মনুষ্যেরা পরিত্রাণ পাইবে এই জন্য ঈশ্বর আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। ভাই ভগ্নীদের পদধূলি লইয়া যিনি এই ঘরে আসিবেন তিনিই এখানে স্থান পাইবেন, যিনি ভাই ভগ্নীকে অগ্রাহ্য করেন তাঁহার জন্য এই ঘরে আসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বারবার উপাসনা স্থানে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে "অবনত না হইলে কেহই উন্নত হইতে পারিবেন না।" স্বার্থপরতা, লোভ, অহঙ্কার, তেমনই থাকিবে যদি ভাই ভগ্নীদের সেবা না কর। যে জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছ তাহা না করিয়া কেবল দুটী মধুর সঙ্গীত, কিম্বা মুখের দুটী প্রার্থনা জানাইলে কি ঈশ্বর ভুলিবেন? প্রভুর দৃষ্টি মস্তকের উপর, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার দাস দাসীদের মস্তকের উপর তাহাদের ভাই ভগ্নীদের পদধূলি কত দূর সঞ্চিত হইল। বিনয়ী হইয়া সকলের সঙ্গে সম্বন্ধস্থির কর, অচিরে তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। যে আপনার ভাই ভগ্নীদিগকে চেনে না, যে জগতের কল্যাণ অন্বেষণ করে না, সে ব্যক্তি কিরূপে স্বর্গে যাইবে? বুঝিলেত ভগ্নীগণ! আপনি কিসে বড় হইতে পারি, নিজে কিরূপে প্রভুত্ব করিতে পারি এ সকল চিন্তা ছাড়। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া আত্মাকে ভ্রাতা ভগ্নীর দ্বারে এক এক মুষ্টি পদধূলি ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করিবে। এই রূপে যদি তোমাদের আত্মা ঘরে ঘরে গিয়া ভাই ভগ্নীদের পদধূলি ভিক্ষা করিয়া আনে তাহা হইলে জানিব যে, আশ্রমের এবং ব্রাহ্মিকা সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আজ হইতে তোমরা এই ভিক্ষা ব্রত গ্রহণ কর। দীননাথ তোমাদের সকলের প্রাণকে বিনয়ী করুন!

হে কৃপাসিন্ধু দীনশরণ! তুমি জান যে দিন আমরা দেখি কোন ভাই কিম্বা কোন ভগ্নী বড় হইলেন সে দিন আমাদের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। পিতা! তুমি কি আমাদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দাও নাই? তুমি যে বলিয়াছ আমাদের বাড়ী ভাই ভগ্নীদের চরণতলে। যে দিন আমাদের মস্তকে ভাই ভগিনীদের পদধূলি গ্রহণ করি সেদিন আমরা যাহা বলি, তাহাই ধর্ম্মের কথা হয়, তাহাতেই সকলের শান্তি এবং পুণ্য বৃদ্ধি হয়, প্রেমময়! তুমি সব জান, তোমাকে আর কি বলিব? দীননাথ আমাদিগকে যথার্থ বিনয়ী কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২১ শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

আশ্রিত ব্যক্তির উপর মৃত্যুর কিছুমাত্র অধিকার নাই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রথম আশার কথা। যত কেন পাপী হই না, যদি বিনীত মনে আশ্রিতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি আর আমাদের ভয় নাই। আশার আর একটী কথা বলি, পাপ করা কখনই অসীম হইতে পারে না, পাপের অন্ত আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল পুণ্যই অসীম। মনুষ্য জীবনের মধ্যে দুটী পথ আছে,—একটী পাপের আর একটী পুণ্যের, যে দিকে পাপ সেই দিকে অন্ধকার, যে দিকে পুণ্য সেই দিকে জ্যোতিঃ। স্বাধীন মনুষ্য হয় ঈশ্বরকে লাভ করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হয়, নতুবা সংসারের অধীন হইয়া পাপের পথে গমন করে। উভয় পথেই শক্তি এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, কোন্ দিকে যাইবে তাহা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দুটী পথ যে আছে তাহা মানিতেই হইবে; কিন্তু দুই পথই কি সমান দীর্ঘ, এবং সমান দূরে? দুটীতেই কি মনুষ্য অনন্ত কাল চলিতে পারে? গূঢ় রূপে আলোচনা করিলে দেখিব একটী পথ অনন্ত, আর একটী যদিও দীর্ঘ! তথাপি ইহার সীমা আছে। পাপের পথে

তোমরা দেখিয়াছ একটী পাপের শেষ হইতে না হইতে আর একটী পাপ উৎপন্ন হয়, পাপের সোপান আছে, যতই নিম্ন স্থানে যাই, ততই দেখি গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্ক আছে। যখন মনে করিয়াছিলাম আর বুঝি ইহা হইতে জঘন্যতর পাপ নাই, তখন আবার দেখি আরও দুশ্চরিত্র হইতে পারি, এই রূপে মন্দ সাহস অবলম্বন করিয়া যতই পাপাচরণ করি, ততই দেখি সম্মুখে নূতন নূতন পাপক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে, এই জন্য মন নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে কোথায় গেলে পাপের শেষ হইবে? কিন্তু পাপের অন্ত নাই, পাপীর এই কথা বলিবার অধিকার নাই। বস্তুতঃ পাপের অন্ত নাই, ইহার অর্থ ইহা নহে, যে অনন্ত কাল আমরা পাপ করিতে পারি; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, অনেক কাল আমরা পাপে উন্মত্ত থাকিতে পারি। কেবল পুণ্যের পথই অনন্ত, পুণ্যের অন্ত নাই, অনন্ত কাল পুণ্য করিব, তথাপি ইহার অন্ত হইবে না, কেন না ঈশ্বর অনন্ত পুণ্যের আধার; কিন্তু ভূলোক কিম্বা দ্যুলোকে, অসীম পাপ কিম্বা অসীম দুঃখের মহাসাগর নাই। তবে যে, অনন্ত পাপ এবং অনন্ত নরকের কথা শুনিতে পাই, এ সকল কল্পনার কথা। অনন্তপুণ্য একটী পদার্থ আছে, তাহা হইতে চিরকাল পুণ্যের আলোক বাহির হইতেছে। অসীম পাপ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই, এবং কোন কালেও আসিবে না। কোন মনুষ্য অসীম পাপের আধার ছিল, আছে কিম্বা কখনও থাকিবে ইহা মানিতে পারি না। মনুষ্য যতই কেন গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্কে কলঙ্কিত হউক না, এক দিন তাহার অপরাধ নিশ্চয়ই সীমা প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি কে কত দিন অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারে? ১০ কিম্বা ৪০ বৎসর পাষণ্ডের ন্যায় যত দূর পার ঈশ্বরের অবমাননা করিবে এবং ভয়ানক নিষ্ঠুর হইয়া, ভাই ভগ্নীদিগকে মনের ভালবাসা দিবে না, বরং তাঁহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিবে। কিন্তু প্রত্যেক নিষ্ঠুর এবং পাপাচরণের সীমা আছে। তোমার মন পাপ চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইবে, তোমার রসনা নির্দ্দয় বাক্য বলিতে বলিতে বিরক্ত হইবে, তোমার চক্ষু নিষ্ঠুর ভাবে দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইবে। এই রূপে পাপ করিতে করিতে শরীর মন এক দিন নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু পুণ্যের দিকে অন্ত নাই। পুণ্য করিতে করিতে কেহই অবসন্ন হয় না। ভাই ভগ্নীকে যত দূর প্রেম দেওয়া উচিত, আমাদের মনে যদি তাহার এক বিন্দু আসিয়া থাকে, ঈশ্বরের কৃপায় সেই বিন্দু সিন্ধু হইবে, সিন্ধু কেন,সিন্ধু হইতেও প্রশস্ততর এবং গভীরতর সিন্ধু হইবে। সেই গভীরতর সাগর আবার ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের তুলনায় বিন্দু মাত্র। আবার সেই প্রকার সহস্র সাগর তুল্য প্রেম হইলেও ঈশ্বরের তুলনায় তাহা বিন্দু মাত্র হইবে; কিন্তু পাপ সেরূপ নহে। কেননা অনন্ত পাপের আধার কিছুই নাই। প্রেম পুণ্যের আদর্শ অনন্ত। যদি ইহা প্রতিবাদ করিবার জন্য তোমরা এই কথা বল যে,দেখ অমুক ব্রাহ্মের প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অমুকের পুণ্য, উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতেছে, এই কথা মানিব না। কেন না যদি কাহারও উৎসাহ, প্রেমের অন্ত হইয়া থাকে তাহা কদাচ ঈশ্বর সম্ভূত নহে। যেখান হইতে যাহা আসে সেখানে তাহা যাইবেই যাইবে। ঈশ্বর হইতে যাহা নিঃসৃত হয়, তাহা যাঁহার চরণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অনন্তকাল তাঁহারই দিকে যাইবে। এই জন্য সকল সাধু ভাব ঈশ্বরের দিকে যাইবেই। পাপ করিলে পাপের শেষ আছে; কিন্তু পুণ্যের শেষ নাই। রাশি রাশি পাপ করিয়া অসংখ্য দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছি; কিন্তু চিরকাল কাঁদিবার জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই। অনন্ত কাল মনুষ্য হাসিবে, অনন্ত কাল মনুষ্য প্রফুল্ল হইবে, এই জন্য তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে অশান্তির দিকে নিশ্চয় সীমা আছে; কিন্তু শান্তির দিকে অন্ত নাই। অনন্ত কাল আমরা সুখ শান্তি সম্ভোগ করিব ইহা কি সামান্য আশার কথা? ঈশ্বর যে প্রকার প্রকৃতি মনুষ্যকে দিয়াছেন,তাহা আলোচনা করিলে দেখিবে, তাহার প্রত্যেক পাপ যন্ত্রণার ভিতরে মৃত্যুর বীজ রাখিয়া দিয়াছেন। পাপ জন্মে মৃত্যুর জন্য কিন্তু পুণ্য উঠে চিরকাল বাঁচিবার জন্য। পুণ্যের ভিতর অনন্ত জীবন, পাপের ভিতর মৃত্যু; পুণ্যের চিরকাল, অনন্তকাল উন্নতি হইবে। এই যে, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রেমিকের মনে আজ একটী প্রেম-তারা মিট মিট্ করিতেছে, ক্রমে ক্রমে ইহা এত উজ্জ্বল হইবে যে, ইহার কিরণে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে অপ্রেম পাপ প্রবেশ করে সেখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু দেখিতে পাই। পাপকে ঈশ্বর অমর করিয়া সৃজন করেন নাই। আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা পাপকে বধ করিতে পারি। যাঁহারা মনে করেন পাপের জন্য অত্যন্ত নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাঁহারা জানেন না যে, পাপের ভিতরে মৃত্যুর বীজ রহিয়াছে। আপনি আপনার বুকের ভিতরে গরল ধারণ করিয়া পাপ জন্ম গ্রহণ করে। পরহত্যা করা যেমন পাপের স্বভাব, আত্মহত্যা করাও তেমনই তাহার অদৃষ্টে লেখা রহিয়াছে। পৃথিবী যদি বাস্তবিকই ঈশ্বরের সংসৃষ্ট হয়, পাপ নিশ্চয়ই আপনাকে আপনি মারিবে। পুণ্য জন্মিয়াছে পৃথিবীর সমুদয় পাপ শত্রুকে বিনাশ করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে। পুণ্যের জয় হইবেই হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র। এবং

ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সমস্ত জগতে যে এক দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে ইহা সেই প্রশস্ত আশার ক্ষেত্র দেখা দিতেছে। মনুষ্য চিরকাল পাপ করিতে পারে না, ঈশ্বর তাহাকে এরূপ স্বভাব দিয়াছেন, যে পাপ করিতে করিতে আপনা আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িবে। এক দিন তাঁহাকে এই কথা বলিতেই হইবে, হে ঈশ্বর! আর যে পাপ করিতে পারি না। তখন চক্ষু বলে, আর অভদ্র দর্শন কত করিব? কর্ণ বলে, আর অভদ্র কথা শুনিতে পারি না, প্রাণ বলে, আর কত কাল অসাধুতার মধ্যে থাকিব? কিন্তু একথা কেহ বলে না, পুণ্য আর কত দিন করিব? চক্ষু কত কাল আর ভদ্র দর্শন করিবে? কর্ণ কত কাল আর দয়াল নাম শুনিবে, মন কত কাল আর ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ থাকিবে? একথা যদি ব্রাহ্মসমাজ বলে তাহা ব্রাহ্মসমাজ নহে। আমি আর পুণ্য করিতে পারি না মনুষ্যের মুখ হইতে একথা বাহির হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরের কুসন্তান হই তাহা হইলে এই কথা বলিতে পারি যৌবন কালের ৫ বৎসর উৎসাহের সময়; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় একটু একটু ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের পুত্র হইতে এই কথা বাহির হইতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের পুণ্যের শেষ আছে, তবে মানিতে হইবে পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ ঈশ্বরেরও মৃত্যু আছে। এবং অবশেষে পাপ অন্ধকারের জয় হইবে। অথবা পৃথিবী পাপেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আর এতকাল দয়াময় নাম বহন করিতে পারি না, রোজ রোজ কেমন করে ঈশ্বরকে ভক্তি পুষ্প দিয়া পূজা করিব? সরস উপাসনা কেহই চিরকাল করিতে পারে না, এ ঘোর অপরাধের কথা কোন ব্রাহ্মের মুখে শুনিতে পারি না। যে ধর্ম্মরাজ্যে আছি, এখানে কেবল আশার কথা শুনিতেছি, সেই আশার কথা এই, চিরকাল পাপ করিতে পারিব না। পাপের অন্ত আছে, যে সংসারের চারিদিকে মরুভূমি ইহা হইতেই সেই প্রেম পুণ্য বীজ মস্তক উত্তোলন করিবে। কি আশার কথা, এই পাপ দুঃখময় পৃথিবীর মধ্যেই আমরা সশরীরে স্বর্গ সম্ভোগ করিব! ব্রাহ্মের সমক্ষে স্বর্গ হাসিতে লাগিল। স্বর্গ আপনার আকর্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল, স্বর্গ বলিল, আমারই রাজ্য চির দিনের জন্য। জন্মিয়াছি যে ধর্ম্ম পাইবার জন্য সেই ধর্ম্ম বলিয়া দিতেছে আমরা অমর। সুখী, পুণ্যবান্ হইব, অনন্তকালের জন্য অসুখী হইব কিয়ৎ ক্ষণের জন্য। চিরকাল ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়া হাসিব। তাঁহার মুখ দেখিতে দেখিতে এই চক্ষু হইতে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হইবে। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম!! এত আশার কথা আর কোথায়ও শুনি নাই।

নূতন সংগীত।

কেমন করিয়ে, নিদয় হইয়ে এখন ফিরায়ে দিব হে তোমারে।

করিয়াছ পণ দিবে পরিত্রাণ তাই এত দয়া দয়ার উপরে।

কত আর নাথ, করিব আঘাত, তোমার সরল মধুর ব্যাভারে।.

তোমার বিধান, না করে গ্রহণ, দুঃখেতে আমার হৃদয় বিদরে।

অধম মানবে কিরূপে জানিবে, তুমি যে কিছুতেই ছাড় না পাপীরে। ১।

সংবাদ।

১লা শ্রাবণের তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্ত ভাব ও মহত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের এক স্থানে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরকাল পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। *** ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও আকাশের ন্যায় উচ্চ।" ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এত দূর মুক্ত স্বভাব এবং অসাম্প্রদায়িক হয়, তাহা হইলে "হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম" কিরূপে হইতে পারে?" ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে চিরকাল বিদ্যমান আছে একথা যদি সত্য হইল তবে আর ইহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়িক ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে হয়। উদারতা ও সাম্প্রদায়িকতা এক স্থানে অবস্থিতি করা সম্ভব নহে।

"কতকগুলি ধর্ম্মকথা" নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা এই খানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবন উন্নত করিতে হইলে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক সংক্ষেপে সে সমুদায়ই ইহাতে লেখা আছে। এ খানি সকল ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুবিধার জন্য ইহার মূল্য দুই পয়সা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লণ্ডন নগরে কয়েকটী প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়া মাসাধিককাল মফস্বলে গিয়াছেন এবং তথায় স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় সদাক্তার বক্তৃতা এবং উপদেশে বিলাতের লোকেরা বিশেষ উপকৃত ও মোহিত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র ব্রষ্টল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া পুনরায় লণ্ডন নগরে আসিবেন এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জারমানি প্রভৃতি দেশ দর্শন করিয়া স্বদেশে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর তাঁহাকে পূর্ণ মনোরথ করিয়া সুস্থ শরীরে ও উন্নত মনে স্বদেশে আনয়ন করুন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার পাবনা, কুমারখালি, শিলাইদহ ওসমানপুর প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন তাঁহার উপদেশ, সংগীত ও উপাসনায় তথাকার লোকেরা উপকৃত হইয়াছেন, পাবনায় একটী প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। আমরা

আশা করি তথাকার উৎসাহি ব্রাহ্মগণ এই সমাজটীর স্থায়িপত্বের জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

রামপুরহাটস্থ কোন বন্ধু লিখিয়াছেন তথায় কয়েকটী বন্ধু একত্রিত হইয়া একটী উপাসনা সভা স্থাপন করিয়াছেন, কয়েক ব্যক্তির ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে প্রচারক মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিলে সভাটী স্থায়ী হইতে পারে।

শ্রীযুক্তবাবু অমৃতলাল বসু বাঙ্গালোর নগরে হিন্দিতে উপদেশ ও ইংরাজীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল্য সত্য সকল প্রচার করিতেছেন। তিনি আর এক মাস কাল তথায় থাকিয়া পুনবার মাঙ্গালোরে গমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় উত্তরপূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন, তিনি রাজসাহি, বগুড়া, ময়মন সিংহ প্রভৃতি স্থানে কিছু কালের জন্য অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলায় পল্লিগ্রাম সমূহে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার জন্য গত শনিবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মনিকেতনে আরও চারিটী লোকের থাকিবার স্থান অবশিষ্ট আছে যাঁহারা নিকেতনে বাস করিয়া আপন আপন আত্মার উন্নতির প্রত্যাশা করেন তাঁহারা যেন সত্বর হইয়া নিকেতনের অধ্যক্ষের নিকট আসিয়া প্রার্থী হন।

কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে নিম্ন লিখিত দান স্বীকার করিতেছি।

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়	...	১৫
" " কেদারনাথ কুলভি	...	২
" " প্রসাদদাস মল্লিক	...	২
" " কালীনাথ দেব	...	৩
" " উমানাথ দাস	...	৩
" " আনন্দমোহন বর্দ্ধন	...	৩
" " তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী	...	৫
" " শিবচন্দ্র নন্দী	...	৫
" " গিরিশচন্দ্র কুণ্ড	...	২
" " গুরুগোবিন্দ সরকার	...	৫
" " গোবিন্দ চন্দ্র সেন	...	২
" " বিপিনচন্দ্র চৌধুরী	...	।০
" " মথুরানাথ ঘোষাল	...	২
" " হরনাথ দাস	...	৫
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	...	১
" " কেদারনাথ দেব	...	১
" " কৈলাসচন্দ্র দাস	...	১
" " পূর্ণচন্দ্র বসাক	...	১
" " ফুল্লভচন্দ্র সরকার	...	২
" " গুরুচরণ মহলানীস	...	১।।০
" " একটী বন্ধু	...	২
ব্রাহ্মসমাজ নওগাঁ আসাম	...	২০
ঐ কুমারখালী	...	৫
ঐ দোরণ্ডা	...	৫
ঐ চুনপুকুর	...	৩।০
বাঁকিপুরস্থ কয়েকটী ব্রাহ্ম	...	৮
" " চন্দ্রমোহন ঘোষ	...	৩
" " গণেশচন্দ্র রক্ষিত	...	৫
" " হরচন্দ্র বসু	...	৸০
কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ	...	১৸০

ভিক্ষাপ্রাপ্তীর।

চুনপুকুর ব্রাহ্মসমাজ চাউল	...	১
কোন্নগর ঐ	...	১৸০
শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ দে ৭/ মণ চাউল		২৮
সিঙ্কুরিয়া পটী ব্রাহ্মসমাজ	...	।।/০

পাথেয়।

বারুইপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	৩
সেলাইদহ ঐ	...	৫
কোন্নগর ঐ	...	৩৸১০
মুদিয়ালী ঐ	...	২।।০
কুমারখালী ঐ	...	৩
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	...	১

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নৃপালচন্দ্র মল্লিক	...	২
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	৩
" " চন্দ্রকুমার দে	...	১
" " প্রসাদদাস মল্লিক	...	১
" " হরিদাস শ্রীমানি	...	১
" " কালীনাথ দেব	...	১২
" " নবীনচন্দ্র রায়	...	৪
" " মতিলাল সিল	...	।০
" " মাধবচন্দ্র সিংহ	...	।।০
" " কৈলাসচন্দ্র মিত্র	...	২
" " কৈলাসচন্দ্র সেন	...	২
শ্রীমতি কৈলাসকামিনী মিত্র	...	২
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	২
" " কেশবচন্দ্র সেন	...	৩০
" " মহেন্দ্রনাথ নন্দী	...	১
" " নরেন্দ্রনাথ সেন	...	৬
" " তারকনাথ দত্ত	...	৩।।০
" " নীলমণি ধর	...	২
" " ঈশানচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১
" " জয়গোপাল সেন	...	১১
" " গোপালকৃষ্ণ মিত্র	...	।০
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	...	৪
" " যদুনাথ দে	...	২
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক	...	১
" " মহাতাপচাঁদ চন্দ্র	...	২
" " কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১
" " রাজমোহন বসু	...	১
" " প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী	...	৸৵০
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	...	।০

" " শশীপদ বিশ্বাস ... ১
" " রাখালচন্দ্র রায় ... ৬০
" " গোবিন্দনাথ সেন ... ২
" " প্রহ্লাদচন্দ্র পাল ... ১
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ... ১৮৷৷০
চুনপুঁকুর ব্রাহ্মসমাজ ... ২
বেনেপুকুর পুকুর ঐ ... ৬
কোন্নগর ঐ ... ১২
লক্ষ্নৌ ঐ ... ১০
গয়া ঐ ... ৮'০
হাজারীবাগ ঐ ... ১৯৵০

প্রচারক সাহায্যকারী সভা ৩১ জুলাই } শ্রীতুকড়ি ঘোষ সম্পাদক

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

কলিকাতা নং ১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান ১
ঐ ঐ কাগজের মলাট ৸০
ঐ ঐ ২ য় ভাগ ৶০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কাগজের মলাট ৸০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড ৵০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক ... ... ⁄০
ব্রহ্মোৎসব ৶০
নির্ম্মলার উপাখ্যান ... ... ⁄০
ব্রহ্মময়ী চরিত ৵০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ... ... ।০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ ৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতনসংস্করণ) ... ৵০
ঐ ঐ হিন্দি ... ... ⁄০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ... ... ⁄০
ঐ ঐ (সংস্কৃত ... ... ⁄০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ১০
সংগীত মঞ্জরী ... ... ।০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪ র্থ ... পর্য্যন্ত ... ... ।০
অভিনব সঙ্গীত লহরী ৵০
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ ৶০
হিন্দি ব্রহ্মসঙ্গীত ৵০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ চতুর্থ সংস্করণ ৶০
সংগীত মঞ্জরী ৶০
সংগীত মালা ১০
কতক গুলি ধর্ম্ম কথা ১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ... ... ।০
প্রসন্নতা প্রদায়িনী ৵০
ধর্ম্ম ও নীতি ... ... ⁄০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ... ৸০
প্রবোধাবলী ৶০
চরিত মালা ৶০
জ্ঞান কুসুম ৵০
গীত জয় জগদীশ ... ... ।০
হিন্দি প্রার্থনা পুস্তক ... ... ⁄০

	Rs.	As.	P.
Baboo K. C. Sen's English visit complete in Large Thick Volume ...	5	0	0
Essays, Theological and Ethical best binding ...	1	0	0
Historical Sketch of the Brahmo Somaj ...	0	8	0
Regenerating Faith ...	0	4	0
Jesus Christ Europe and Asia ...	0	3	0
Future Church ...	0	3	0
Lecture at the Brahmo School ...	0	1	0
True Faith ...	0	2	0
Thiest's Prayer Book ...	0	1	0
Appeal to Yonng India ...	0	0	9
Brahmo Somaj Vindicated ...	0	2	0
Popular Tracts No. 1 to 4 ...	0	2	0
Destiny of Human Life ...	0	2	0
Reconstruction of Native Society ...	0	1	0
Welcome Soiree ...	0	1	0
Lecture on Inspiration ...	0	4	0
Essential Principles of Brahma Dharma ...	0	1	0
Proceedings of the Town Hall Meeting ...	0	2	0
Brahmo Pocket Diary 1872 ...	0	4	0
Ditto Ditto 1873 ...	0	4	0
Ditto Ditto 1874 ...	0	4	0
Thiestic Annual 1872 ...	0	8	0
Ditto Ditto 1873 ...	0	8	0
Ditto Ditto 1874 ...	1	0	0
Deism and Theiam ...	0	1	0
Lecture on Progress of Theism ...	0	2	0
Ditto Age of Enlightenment ...	0	3	0
Lecture on Brahmo Somaj India ...	0	2	0
Life of Educated Native ...	0	2	0
Lecture on Marriage Law ...	0	2	0
Ditto on the Jainas ...	0	2	0
Man the Son of God ...	0	1	0
Channing's Work complete ...	1	8	0
Religious and Social Reformation ...	0	1	6
Lecture on Alcohol ...	0	3	0
Epistles to the Theists in India ...	0	0	6
New Life ...	0	0	6
Lecture on Prayer ...	0	1	0
Order of Service ...	0	1	0
Prayer for Different Occasions of Life ...	0	3	6

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে ২০ শে শ্রাবণ মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ।
১৫ম সংখ্যা ১।

১লা ভাদ্র রবিবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় অভয়দাতা পরমেশ্বর! তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রকাশিত করিয়া রাখ। যেখানে গমন করিলে আমি তোমাকে দেখিতে পাই সেই স্থানই আমার গম্য, যে কার্য্য করিলে আমি তোমার শুভাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হই তাহাই আমার করণীয়। আমি তোমার দুর্ল্লভ চরণপ্রান্তে একটু স্থান পাইবার প্রয়াসী হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি, হে দয়াময় প্রভো! তুমি আমাকে আশ্রয় দান কর। হে চিরসহায় অনাথনাথ পাপীর গতি ঈশ্বর! তোমার প্রসন্নতা পাইলে আমি আর কিছুই চাহি না। হে দেব! যে কার্য্য করিলে আমি তোমার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই, যে সংসর্গে থাকিলে আমি তোমার সঙ্গ হারাই সেরূপ কার্য্য এবং সংসর্গ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর। বরং আমি একাকী তোমার সহবাসে অবস্থিতি করিয়া জীবনের ব্রত প্রতিপালন করিব, তথাপি এমন সংসর্গে যাইব না যেখানে তোমার প্রেম, তোমার সত্যের সমাদর নাই। যে দেশে তোমার প্রেম প্রবাহিত হয়, যেখানে থাকিলে আমি তোমার পদসেবা করিয়া এই অধম জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি সেই স্থানে আমাকে লইয়া যাও। হে জীবন সখা মঙ্গলদাতা পিতা, তোমার জন্য সংসারে আসিয়া কেন আমি হীন উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিব? আমার সমুদায় কার্য্যের মধ্যে যেন তোমার প্রসন্নতা সম্ভোগ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য থাকে। হে করুণাময় ঈশ্বর! তোমার পবিত্র সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে এই নিবেদন করিতেছি যেন আমি চিরদিন তোমার বিচারে নির্দ্দোষী থাকিতে পারি। পাপীর মর্ম্মব্যথা তোমা ভিন্ন আর কে জানিবে? তোমার উপর আমার সকল ভার, তুমি আমার জীবনকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিয়া দাও।

মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন।

এই মনুষ্য সমাজ চির বিবদমান পদার্থ রাশিতে নিয়ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। এখানে পরস্পর বিরোধী চিন্তা, রুচি, ইচ্ছা, কামনা ও ক্রিয়া সকল এক অন্যের উপর সর্ব্বদা আঘাত করিতেছে। মানবের চিত্ত জলধি ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইতে পারে,না, কত কুটিল জটিল ও সরল তরঙ্গ শ্রেণী সেখানে উত্থিত হইতেছে, প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরান্তঃকরণে এ সকল অনু-

ধাবন করা একটী অত্যাশ্চর্য্য আমোদ জনক শিক্ষণীয় ব্যাপার। বিশেষতঃ যাঁহারা মনো জগতের সংস্কার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা একটী গুরুতর পাঠ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া সময়ে সময়ে মানব প্রকৃতি সম্ভূত বিচিত্র ঘটনা রাজি অধ্যয়ন করিয়া তাহাদিগকে সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত করা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা দ্বারা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সত্যানুরাগিতা ভাবীবিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা জন্মে। চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তিরা ঈদৃশ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না। তাহারা বায়ু নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় নিরন্তর প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান। নিরপেক্ষ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্যাবরণ ভেদকরতঃ সত্যের প্রকৃত নিবাস ভূমিতে অবতরণ করা তাহাদের চিরাগত অনভ্যাস! অমূলক মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহাদের কিছুমাত্র ভয় হয় না। এ প্রকার স্থূলদর্শী অগভীর চিত্ত মনুষ্য যে, কেবল সত্য অবধারণ করিতে পারে না তাহা নহে, তাহার জীবন কখন এক দিকে কখন তাহার ঠিক বিপরীত দিকে চঞ্চল বেগে ধাবমান হওত বিজ্ঞজনগণের অত্যন্ত উপহাসাস্পদ হয়।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে বাস করি, এখানে বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের আবির্ভাব এবং তিরোভাব দেখিতে পাই, সে সমস্ত লোক যে, সাধারণ মানব প্রকৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ তাহা বলা বাহুল্য; সুতরাং আমরা অনেকানেক ব্রাহ্ম চরিত্র পাঠ করিয়া মানব চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই অভিজ্ঞতা দ্বারা বিপদের হস্ত হইতে যদিও আমরা সম্পূর্ণ রূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না, কেই বা পারে? সুতরাং বুদ্ধির মন্ত্রণায় কর্ণপাত না করিয়া যদিও অনেক সময় ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মের উপর নির্ভর করিতে আমরা বাধ্য হই, তথাপি ইহা দ্বারা এত দূর উপকার হইয়াছে যে, কোন একটী আন্দোলন উপস্থিত হইলে তাহার স্রোতঃ কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এ সকল সাময়িক আন্দোলন সত্যের বল পরীক্ষা করিবার জন্যই সংঘটিত হয়। ধৈর্য্যশীল প্রশস্ত চিত্ত ব্যক্তিরা সত্যের গতির প্রতি চাহিয়া থাকেন এবং অবিলম্বে ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হন। বহু দর্শনের গুণে অজ্ঞান ব্যক্তিরাও এই রূপে ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারে। সুতরাং কোন একটী অমূলক কোলাহলধ্বনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সহসা উত্থিত হইলে আমাদের আর কোন শঙ্কার বিষয় থাকে না। কিন্তু এই সমস্ত সাময়িক পরীক্ষায় পতিত ক্ষীণপ্রত্যয়ী ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণকে যখন বিকারী রোগীর ন্যায় অসত্য অন্যায়ের অনুসরণ করিতে দেখি তখন দুঃখেতে হৃদয় ক্রন্দন করে। সত্যানুরাগী সরল হৃদয় মনুষ্যগণ যখন বিকৃত বুদ্ধি হইয়া অসাধু উপায় দ্বারা সাধু অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন তখন আরও ক্লেশানুভব হয়।

সে যাহা হউক, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। আমাদের সুখ দুঃখের উপর তাঁহার কার্য্য নির্ভর করে না। এক্ষণে বিশ্বাসকে স্থির রাখিয়া ব্রাহ্ম জগতের ঘটনাবলী পাঠ করা যাউক। অস্থির চিত্ত হইয়া পলায়ন করিবার বা ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই। কাহার কি প্রকার স্বভাব, কে কত দূর কোন্ দিকে যাইতে পারেন, কাহার দ্বারাই বা কত দূর মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদিত হয় এ সকলের অন্তস্তল স্পর্শ করা যে, অতি দুরুহ কার্য্য তাহাও নহে। সহিষ্ণুতাই কেবল সত্য লাভের এক মাত্র উপায়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যখন যে আন্দোলন হয় তাহার মধ্যে নূতনত্ব অধিক কিছু থাকে না। মত গত প্রভেদ কিম্বা নিজের কোন স্বার্থ সম্বন্ধে যিনি যখন বিরক্ত হন তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষী সংবাদ পত্রে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন তাহা হইতে

ঐ সংবাদ দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়, আন্দোলনকারী ব্যক্তি নানা কৌশলে নিজের অভিযোগকে সাধারণ অভিযোগ করিয়া তোলেন, আর কতক গুলি লোক তাঁহার সঙ্গে ক্রমে যোগ দান করেন, এই রূপে একটী ক্ষুদ্র দল সংগঠিত হয়। এই সুযোগে আমাদের "পুরাতন বন্ধুগণের" সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা যে, জীবিত আছেন দুই এক খান "প্রেরিত পত্র" দ্বারা তাহার পরিচয় দেন। এ দিকে নূতন রচিত উৎসাহী দল দুই একটী সভা আহ্বান করেন, পত্রিকায় প্রশ্ন মুদ্রিত করেন, আবশ্যক বোধ হইলে পৃথক্ স্থানে উপাসনাও করিয়া থাকেন। কিছু দিন এই রূপে গত হইয়া শেষে উৎসাহ শিথিল হইয়া যায়, তখন যুথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় সকলকেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। এই সকল ঘটনার মধ্যে আমরা এই সত্য শিক্ষা করি যে, কোন কার্য্যের মূলে অসাধু ভাব থাকিলে তাহা ফলোপধায়ী হয় না। বারম্বার এই রূপ দেখিয়া শুনিয়া আমাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, অসাধুতা দ্বারা সাধুভাবকে কখন পরাজয় করা যায় না। গুপ্ত ভাবে যদি কোন পাপ আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে বিপক্ষের বাণ সে স্থলে নিশ্চয়ই বিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাকেও আমরা মঙ্গলের হেতু মনে করি। এ সকল পরিবর্ত্তনের অবস্থায় সত্য নিষ্ঠ ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে দুঃখ ও কাতরতার সহিত কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তোমরা পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? হিন্দুসমাজ ভ্রষ্ট ব্রাহ্মদিগের কি ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ সুহৃদ্ আছে?

ধর্ম্মজীবনের নিয়ামক।

মনুষ্যের আত্মা এক অদ্ভুত কৌশলবিশিষ্ট আশ্চর্য্য যন্ত্র, বিশ্বাস ইহার যন্ত্রী এবং ব্রহ্মোপাসনা রূপ আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ইহার নিয়ামক। বিধাতা-নির্ম্মিত এই অদৃশ্য যন্ত্র কখন কখন স্বাভাবিক নিয়মে অনুকূল অবস্থার প্রভাবে নিয়মিত হয়, কিন্তু ইহার সূক্ষ্ম গতি এবং অলৌকিক ক্রিয়া অতি অল্প লোকেই অবধারণ করিতে পারেন। আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ইহার প্রকৃতি ও লক্ষণ অনেক বুঝিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও সম্পূর্ণ রূপে ইহাকে আপনাদের শাসনাধীনে রাখিতে সক্ষম হন না। উপাসনা ব্যতীত এমন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সহজ প্রণালী বা অভ্রান্ত বিধান আবিষ্কৃত হয় নাই যদ্দারা ইচ্ছামাত্র এবং প্রয়োজনানুসারে আত্মার গতিকে সত্যের পথে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদের বিশ্বাস এবং উপাসনা নাই তাহাদের আত্মা ঘটনা স্রোতে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। কাল কেবল এক মাত্র তাহাদের জীবনের নিয়ামক। যে ঘটনার যত দূর শক্তি তাহা অপ্রতিহত প্রভাবের সহিত কার্য্য করে কালক্রমে আপনাপনি প্রশমিত হয়। যাহারা অবস্থার সম্পূর্ণ দাস তাহাদের মনের গতি এই প্রকার। কিন্তু বিশ্বাস যাঁহাদের আত্মার যন্ত্রী তাঁহারা অবস্থার প্রতিকূলে স্বাধীন শক্তি পরিচালনা করত উপাসনাপ্রসূত স্বর্গীয় বল দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে নিয়মিত করিতে পারেন।

আমাদের আত্মা যন্ত্র যখন পৃথিবীর ঘটনারাজির মধ্যে পতিত হইয়া ক্রমে শ্লথ হইয়া যায়, সংসারের পাপদূষিত বিকৃত বায়ুর সংযোগে তাহার আভ্যন্তরিক ক্রিয়া যখন বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন উপাসনাই এক মাত্র উপায়। যাঁহার বিশ্বাস যত প্রবল এবং প্রকৃত, তিনি তত বলের সহিত অবস্থার দুর্জ্জয় আকর্ষণ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে যথাস্থানে নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ব্বল বিশ্বাসীদিগকে প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত ঘোরতর রূপে সংগ্রাম করিতে হয়। প্রাণপণ যত্নে কিয়ৎক্ষণ সংগ্রাম করিলে অবশেষে তিনি জয় লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু পরীক্ষার প্রথম আঘাতে মহা বলশালী বীরপুরুষকেও ক্ষণকালের জন্য বিচলিত করিয়া ফেলে। মহাবীর অটল বিশ্বাসী ঈশাকে প্রথমে যখন শত্রুরা ক্রুশে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল তখন তিনিও ভয়ে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে আমার ঈশ্বর। হে আমার ঈশ্বর! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে"? পরক্ষণেই আবার যদিও তিনি বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" কিন্তু তথাপি মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিপদ্ ও প্রলোভনপূর্ণ এই পৃথিবীতলে বাস করিয়া এবং অবশীভূত রিপুকুলের সহিত প্রতিনিরত সংগ্রাম করিয়া কে কত দিন বাঁচিতে পারে? দুর্ব্বল অল্পবিশ্বাসী মানবের ভয় উদ্বেগ অশান্তির কি কোথাও সীমা আছে? যতই ভাবিবে ততই ভাবনার অকুল সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিবে। লোকের দুর্ব্যবহার ও নির্দ্দয় অত্যাচারে মন যতই বিচলিত হইবে ততই তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস অপ্রেম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং নিজের ততই দুর্গতি ও লাঞ্ছনা হইবে। দুঃখ যন্ত্রণা ভয় ভাবনা হিংসা দ্বেষ বিবাদ কলহ অশান্তি বিপ্লবের স্রোতে জীবনকে একবার ভাসাইয়া দিলে তাহা যে, কোথায় গিয়া কিনারা পাইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। চিত্তকে ব্যতিব্যস্ত করিতে এ সংসারে রোগ শোক দারিদ্র্য অপমান কতই আছে! এখনি তুমি নির্জ্জনে বসিয়া ভক্তি প্রীতি সহকারে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া মনকে বিনম্র এবং হৃদয়কে সরস করিলে, যাই কার্য্যক্ষেত্রে বাহিরহইলে অমনি তোমার হৃদয়রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সেখানকার সমস্ত শান্তি ভঙ্গ করিল। এইরূপ শত শত বার হইতেছে ও হইবে।

ঘটিকা যন্ত্রকে যেরূপ মধ্যে মধ্যে নিয়মিত করিতে হয়, আত্মা যন্ত্রকেও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ উপাসনা রূপ চাবি দ্বারা ফিরাইয়া দিতে হইবে সময়ে আপনিই সকল ঠিক হইয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত হন তাঁহাদের আত্মা দুষ্ট অশ্বযোজিত সারথী বিহীন রথের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। উপাসনা যাঁহাদের জীবনের নিয়ামক তাঁহারা কি তবে চিরকালই আত্মার চাবি ফিরাইয়া দিয়া ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় তাহাকে ঠিক পথে রাখিবেন? অবশ্য, যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের উপাসনার প্রভাব জীবনে অধিকক্ষণের জন্য বাস না করে তত দিন এইরূপে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। "আর উপাসনা করিতে পারি না যা হয় তাই হউক" এ প্রকার হতাশ বাক্য যাঁহার কণ্ঠ হইতে একবার বিনির্গত হইল তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে নরকে ডুবাইলেন। এইরূপে বিরক্ত হইয়া কত লোক জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা কি আমরা দেখিতেছি না? আমাদের ইহজীবন যদি ক্রমাগত আত্মা যন্ত্রকে নিয়মিত করিতে করিতে অবসান হয় তাহাতেও অনেক মঙ্গল আছে। এক মুহূর্ত্তকাল যদি ইহা দ্বারা স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে পারি তাহাই যথেষ্ট। এরূপ অধ্যবসায় থাকিলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত থাকিবে। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ বার বার উপাসনা করিয়া আত্মার গতিকে নিয়মিত করিয়া দিতে যেন আমরা শিথিল যত্ন না হই। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা ভিন্ন আত্মাকে সুস্থ রাখিবার আর অন্য উপায় নাই।

প্রাণদুর্গ *।

সহস্র অভেদ্য প্রস্তরময় প্রাচীরের মধ্যে প্রাণের দুর্গ। সেই দুর্গের মধ্যে ঈশ্বর আপনার আশ্রিত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্মমন্দির বল, আশ্রম বল, স্বর্গরাজ্য বল, সকলই সেই

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের উপদেশ রবিবার, ১১ ই শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক।

দুর্গের মধ্যে। যে মনুষ্য সন্তান সেই দুর্গের মধ্যে বাস করে তাহার ভয় কি? সহস্র অভেদ্য প্রাচীর মধ্যে শত্রুরা বাণাঘাত করে, যে ব্যক্তি প্রাচীরের বাহিরে বাস করে সুতরাং দুর্গের মধ্যস্থ ঈশ্বরের প্রেম মুখ দেখিতে পায় না সে ব্যক্তিই ভীত হয়। সামান্য বিভীষিকা দেখিয়া তাহারই প্রাণ অস্থির হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যে, সে ব্যক্তি কথনও থাকে না তাহা আমি বলি না, সে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের কাছে থাকে, এবং ঈশ্বরের পূজা করে; কিন্তু সে ঈশ্বরের নহে। এই জন্য সাধককে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইবার নিমিত্তই ঈশ্বর পৃথিবীতে বিপদ্ প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি কেবল উপাসনার সময় ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, এবং অবশিষ্ট সমস্ত সময় প্রাচীরের বাহিরে বাস করে তাহার দুঃখের সীমা নাই। সামান্য বিপদ আসিল, মেঘ উঠিল, তরঙ্গ সকল দেখা দিল, তাহার ঈশ্বর হৃদয় হইতে চলিয়া গেল; কেন না যথার্থ জীবনের ঈশ-রের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় নাই। কিন্তু যদি হৃদয়ের মধ্যে যথার্থ বিশ্বাস থাকে, বিপদে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীর যোগ গূঢ়তর এবং ঘনিষ্ঠতর হয়। ঈশ্বর কেন এই বিপদ এবং এত অন্ধ-কার প্রেরণ করিলেন এই বলিয়া সে ক্রন্দন করে। বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া ঈশ্বর সন্তান সেই সহস্র অভেদ্য প্রাচীরের প্রথম প্রাচীরের মধ্যে গিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করেন। সেখানে যখন সুখ সম্পদ আসিল, আবার বিপদের প্রয়োজন হইল, সেখানেও বিপদে আক্রান্ত হইয়া সেই ব্যক্তির মনে এই হইল, আরও নিরাপদ স্থানে না গেলে নির্বিঘ্ন হইতে পারি না। তখন সে দ্বিতীয় প্রাচীরের দ্বারে আঘাত করিল, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধক আবার আপনাকে নিরাপদ মনে করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি জানিত না যে, সেখানেও তাহার নিস্তার নাই। বিশ্বাসী মনুষ্য যখন এই রূপে বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়া সেই শত সহস্র প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই সে অভয় পদ লাভ করে। অতএব পৃথিবীতে যদি রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ না থাকিত ঈশ্বরের মূল্য কি মনুষ্য বুঝিত? সেই দুর্গের মধ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম মুখ দর্শন করে, এবং তাঁহাকে পূর্ণ অবিভক্ত প্রেম দান করিয়া তাঁহার শান্তিপূর্ণ সহবাস সম্ভোগ করে, সে ব্যক্তিই কেবল রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া উপহাস করিতে পারে। বিঘ্ন বিপদ আছে বলি-য়াই ঈশ্বরের অভয় পদের এত আদর। মৃত্যু কালে যখন মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন পাইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারি, ঘোর বিপদের মধ্যে যখন হৃদয় কন্দরে ঈশ্বর-হস্ত-নির্ম্মিত সেই প্রাণ দুর্গ মধ্যে তাঁহার সুন্দর প্রেম মুখ দেখি তখন অন্তরে কত উৎসাহ, কত প্রেম, কত বল, এবং কত সুখের উদয় হয়। বল ব্রাহ্ম! কত সুখ। বিপদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া তুমি যদি সুখী না হও তবে পৃথি-বীতে বাস্তবিক সুখী কেহই নহে। প্রাণ দুর্গের ভিতরে বসিয়া, প্রাণেশ্বরকে দেখিতেছে, সহস্র বিপদ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, ভয় নাই, অভয় দাতা অভয় দান করিতেছেন, যতই বিপদ ভয় দেখাইতেছে, ততই ঈশ্বর তোমাদিগকে আরও তাঁহার নিকটে ডাকিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের অবস্থা কি? চিরদিন যন্ত্রণার অনলে প্রাণ দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু ব্রহ্মসহবাসে প্রাণ শীতল হইয়াছে। এক্ষণে যতই বিঘ্ন বিপদে আক্রান্ত হইতেছি ততই গূঢ়তর ব্রহ্মসহবাসে অন্ত-রের প্রফুল্লতা বাড়িতেছে। বিপদ বন্ধু হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে লইয়া যাইতেছে। অতএব যিনি বিপদকে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন তিনি ধর্ম্ম জগতের অর্দ্ধেক বিশ্বাস করেন, পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহার হয় নাই। প্রত্যেক বিপদের অগ্নির মধ্যে মনুষ্যসন্তান বিশ্বাস পুণ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিপ-দের মধ্যে ব্রাহ্মের হৃদয়ের প্রসন্নতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি হয়। বিপদ তাঁহার পরম বন্ধু। বিপদকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি কেন? এই জন্য যে, আ-মরা প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম, বিপদ আমাদিগকে প্রহার করিতে করিতে সেই দুর্গের মধ্যে লইয়া আ-সিয়াছে। দুঃখের মধ্যে থাকিয়া যাহারা ঈশ্বরকে নি-কট দেখে তাহারাই জানে দুঃখ বিপদের কত মূল্য। বিপদের সময় যে ঈশ্বরকে দেখি, তিনি সেই সম্পদেরই ঈশ্বর, একই ঈশ্বর; কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখে কত। পূর্ব্বে যে মেঘ তাঁহার মুখ আচ্ছন্ন করিয়া-

ছিল, এখন আর সেই মেঘ নাই। বিপদের সময় ঈশ্বরকে দেখিলে যেমন প্রফুল্লতা ও সাহস হয় তেমন আর কখনও হয় না। জলত সর্ব্বদাই দেখি; কিন্তু তৃষ্ণার পর যে জল পান করি তখন জলের কত সৌন্দর্য্য। সেই রূপ আত্মার তৃষ্ণার পর যখন তাঁহার চরণারবিন্দের শান্তি বারি পান করি তখনই বুঝিতে পারি ব্রহ্মকৃপা কত মধুর। দুঃখের পর ঈশ্বর দর্শন অতি অপূর্ব্ব। যখন প্রাণ দুর্গের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখি, তখন বলি মৃত্যু! কোথায় তোমার ভয়ানক মূর্ত্তি, এবং কোথায় তোমার যন্ত্রণা দিবার ক্ষমতা? এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক বিপদ অনেক শত্রু। সর্ব্বদাই একটী না একটী বিপদ কণ্টকের মত আমাদিগকে বিদ্ধ করিতেছে; কিন্তু এ সমুদয় বাণ যদি আমাদিগকে ব্যথিত না করিত তবে ত প্রাণেশ্বর কত মধুময় আমরা বুঝিতে পারিতাম না। ব্রাহ্মগণ! বিপদ দেখিয়া ভীত হইও না। যখন ক্রমাগত এই ৪০ বৎসর বিপদের পর বিপদ, রাশি রাশি বিপদ ব্রাহ্মসমাজের মস্তকের উপর চলিয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক বিপদে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইয়াছে, তখন বিপদকে ঈশ্বরের বিধানের বহির্ভূত মনে করিও না। যখনই বিপদ আসিবে বিশ্বাস করিও, তোমাদের উপাসনা, ধ্যান আরও ভাল হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিপদ না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ মরিত। বিপদ কণ্টক স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া উপস্থিত হয়। বিপদের শত্রুতার মধ্যে স্বর্গীয় মিত্রতা রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যত বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ পথে লইয়া যাইতেছে। বিপদ আসে আসুক, ইহা ঈশ্বর সন্তানকে আরও বিশ্বাসী করিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে কিছু মাত্র বিচ্ছেদ থাকিতে দিবে না। যদি আরও বিপদ আসে ঈশ্বরের মূল্য আরও বুঝিতে পারিব। বিপদ দেখিয়া থাক, ভয় নাই, ঈশ্বরকে প্রাণ মন্দিরে নিকটস্থ দেখিয়া, তাঁহার জয় ধ্বনি করিতে করিতে সকল বিপদ শত্রুকে পরাস্ত কর। আমাদের পৌত্তলিক ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের অনেক প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর, এবং অবশিষ্ট গুলি ভয়ঙ্কর। কিন্তু বাণ বিদ্ধ ঈশ্বর শর শয্যায়, শয়ান, কোন কবি কি কল্পনা করিয়াছে? আমরা মূর্ত্তি পূজা করি না; কিন্তু এক বার ভাবিয়া দেখ ঈশ্বরকে আমরা যেরূপ অবিশ্বাস এবং অপমান করি এবং সমস্ত পাপী জগৎ একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি দিন দিন যেরূপ রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করে, তাঁহার যদি শরীর থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, বাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে ক্রমাগত রক্ত পড়িতেছে। মুক্তির ভাব পরিত্যাগ কর; কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর যিনি তিনি আমাদের এই জগতে অপমানিত ঈশ্বর। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিন্দা অপমান করিতেছে। তবে ব্রহ্ম সন্তান! তুমি কেন এই পৃথিবীতে গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? পৃথিবীর সহস্র তীক্ষ্ণবাণ তোমাকে বিদ্ধ করে করুক, তুমি কেবল পৃথিবীকে এই বলিবে, ঐ দেখ আমার পিতা যিনি নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর তিনি স্বয়ং তোমার সহস্র বাণে বিদ্ধ হইয়া শর শয্যায় শয়ান। আমার স্বর্গীয় প্রভু যাঁহার স্বভাবে কোন কলঙ্ক নাই, যখন তাঁহার এত অপমান, তখন আমি যে কত মহাপাপে কলঙ্কিত, আমাকে যে, লোকে অপমান করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে শর শয্যায় আমি শয়ন করিতেছি, ইহারই পার্শ্বে আমার স্বর্গীয় পিতার শর শয্যা। পিতার কাছে পুত্র, পুত্রের ভয় কি? যাঁহার চরিত্রে কোন দোষ নাই, পূর্ণ পবিত্রতা যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকেই যখন পৃথিবী অবিশ্বাস এবং অপমান করিল, তখন আমি কোথায় রহিলাম? কিন্তু ভয় নাই, কেন না ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যে ব্রহ্মসন্তানগণ অকারণে কখনই অপরাধী হইবে না, যাহারা জঘন্য, কলঙ্কিত, তাহারাই স্বর্গের দণ্ড পাইবে; কিন্তু যাহারা নিরপরাধী, সমস্ত পৃথিবী বিরোধী হইলেও, তাহাদের বিন্দুমাত্র শান্তি হরণ করিতে পারিবে না। প্রচারকগণ! তোমাদের নিন্দা হইয়াছে, আমার নিন্দা হইয়াছে, ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর নিন্দা হইয়াছে। সকল কুৎসা ঈশ্বর শুনিয়াছেন, সকলই তিনি জানিতেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে, তাল বৃক্ষ সমান বিপদ্ তরঙ্গ উত্থিত হয় হউক; কিন্তু বল, সমুদয় আন্দোলনের মধ্যে এই স্বর্গীয় আহ্বান শুনিতেছ কি না, এই সমাচার পাইতেছ কি না, যে ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার আরও নিকটে লইয়া গিয়া পৃথিবীতে বিশ্বাসের

পরাক্রম এবং ব্রাহ্মের বীরত্ব প্রকাশ করিবেন? দৃঢ় রূপে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি, এই বিপদের পর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পবিত্রতা কি,ভক্তি কি,স্বর্গীয় উম্মত্ততা কি,অচিরে প্রকাশিত হইবে। অতএবপৃথিবীতে যাহারা তোমাদের নিন্দা করে তাহাদিগকে শত্রু বলিও না। কেননা তাহারাই তোমাদিগকে মিত্রের ন্যায় ঈশ্বরের আশ্রয়ে লইয়া যাইতেছে। বল, মিত্রেরা এস, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ,অস্ত্র সকল লইয়া এস, কেননা যতই তোমাদের বাণে আমাদের জীবনের রক্তপাৎ হইবে, ততই আমাদের গূঢ়তর প্রাণের মধ্যে স্বর্গীয় প্রসন্নতা আসিবে। ঈশ্বরের অন্নে জীবিত থাকিয়া যদি কিছু দেখাইতে চাও, দেখাও বিশ্বাসের বল কত। "কোথায় দয়াময়" বলিয়া ডাকিলেই তিনি দেখা দেন জগৎকে ইহা জীবনে দেখাও। কেবলই সাধন কর; স্তব স্তুতি কর। তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া ঈশ্বর দূরে পলায়ন করেন নাই। যে বিপন্ন, সেই যথার্থ সুখী। তাহারই অন্তরে সর্ব্বদা প্রেম ভক্তি নদী প্রবাহিত হয়। সেই ঘোর বিপদের সময় আসিয়াছে যখন ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার অভেদ্য দুর্গ মধ্যে লইয়া গিয়া একটী সুন্দর পবিত্র শান্তি গৃহে আশ্রয় দান করিবেন। নিরাশ দুঃখী হইবার এই সময় নহে। এই বিপদের পর কি হইবে দেখিবে। মৃত্তিকা প্রস্তর হইবে, ঈশ্বর আছেন, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, দশ দিক হইতে ইহা প্রচারিত হইবে।

হে প্রেমসিন্ধু! তোমার কথা কি মিষ্ট নহে? তুমি কি সুন্দর নও? পিতা! তোমার উপাসনা যে করিতে পারে তাহার দুঃখ কোথায়? তুমি যাহাকে দেখা দাও সে কি কখনও দুঃখী হয়? পৃথিবীর বিপদে যদি উপাসনা ভাল হয় তবে তাহা যে স্বর্গীয় সম্পদ। বিপদে পড়িয়া যদি কোন দিন না কাঁদিতাম তাহা হইলে কি তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতাম। সেই দিন তোমার মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি যে দিন দুঃখী বলিয়া কাছে আসিয়া বলিলে, "সন্তান! ভয় কি? আমি যে তোমার কাছে, আমি যে তোমার সহায়।" সেই দিন তোমার মুখ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত দেখিয়াছি যে দিন বলিলে "সন্তান! যদি সমস্ত পৃথিবী শত্রু হইয়া তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তুমি যে ভাসিবে।" আবার সেই দিন তোমাকে সুন্দর দেখিয়াছি যে দিন সমুদয় পরিবারকে এই প্রাণের মধ্যে আনিয়া দিলে, এই ব্রহ্ম মন্দির তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। এই রূপে কত দিন তোমাকে দেখিয়া হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর হইয়াছে, এবং তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কতবার তাপিত প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি তাহা গণনা করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর? তোমাকে পাইয়া যখন সুখী হইয়াছি, এবং তোমাকে লইয়া যখন সুখী হইতে পারি তখন আর আমাদের কিসের ভয়? দুঃখ বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব যিনি যেখানে আছেন সকলের চিত্তকে সুখী কর। পিতা! আমরা যদি ব্রাহ্ম না হইতাম তবে কি তোমার মত এমন সুন্দর দেবতাকে দেখিতাম? হয়ত আজ এই রবিবার রাত্রে যখন তোমার মন্দির মধ্যে বসিয়া তোমার পবিত্র প্রেম সুধা পান করিতেছি, এমন পবিত্র সময়েই কত জঘন্য ভয়ানক কলঙ্কে আত্মাকে কলুষিত করিতাম। কিন্তু তুমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়া ডাকিয়াছ তাহারা কি তোমাকে না দেখিলে আর কোথাও সুখী হইতে পারে? "তুমি যারে কর সুখী কে তারে দুঃখী করিতে পারে? নাথ! তোমার সুখে, চিরকাল আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যখন সুখ দিবে বলিয়াছ তখন বিপদ আবার কি? কেবল পাপই শত্রু। যাঁহারা বাহির হইতে বাণ নিক্ষেপ করেন তাঁহারা যে পরম বন্ধু, কেননা তাঁহারা না জানি। আমাদিগকে তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেন। জীবন্ত ঈশ্বর! তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়ার সাগর! দীনশরণ! তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যেন অনন্ত জীবন তোমাকে লইয়া সুখী থাকি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ৫ঠা বৈশাখ, ১৭৯৩ শক।

মনুষ্য জীবন যুদ্ধ ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমেশ্বর নানা প্রকার যুদ্ধের উপকরণ দিয়া আমাদিগকে এই জন্য সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা তাঁহার সাহায্যে রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিব।

ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে রিপু-দিগকে পরাজয় করিয়া স্বাধীন ভাবে চিরজীবন ধর্ম্মের পথে বিচরণ করেন। ধন্য সেই ব্রাহ্ম যাঁহার মস্তকোপরি ঈশ্বরের জয়পতাকা সর্ব্বদা হিল্লোলিত হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির কত যন্ত্রণা ও দুর্দ্দশা যে আপনার কুপ্রবৃত্তি সকলকে জয় করিতে না পারিয়া অসত্যের হস্তে, অধর্ম্মের হস্তে আপনাকে অর্পণ করে এবং নিয়ত পাপের নির্য্যাতন সহ্য করে। তাহারা ভ্রমান্ধ যাহারা মনে করে আমাদের শত্রু বাহিরে। বাহিরের বস্তু কথনই শত্রু হইতে পারে না। আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকলই আমাদের যথার্থ রিপু। আত্মাই আত্মার মিত্র, আত্মাই আত্মার শত্রু। মন ভাল হইলে সকলই ভাল, মনে অসাধু ভাব থাকিলে বাহিরে নানা প্রলোভন দৃষ্ট হয়। আমাদের অন্তরে ভয়ানক রিপু সকল বাস করে এবং কোন কারণে উত্তেজিত হইলেই আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হয়। সেখানে দিবানিশি ধর্ম্মভাবের সহিত এসকল দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের সংগ্রাম চলিতেছে। কখন ধর্ম্মের জয়, কখন রিপুদিগের জয়। যদি ঈশ্বরের সাহায্যে তোমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পার, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যদি সেই সকল শত্রুদের যথার্থ ভাব বুঝিতে পার তবে কখন বলিবে না যে আমাদের শত্রু বাহিরে।

কাম ক্রোধ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রিপু সকল নানা প্রকারে মনুষ্যের হৃদয় আক্রমণ করিতেছে, এই জন্য সমুদয় দেশের এবং সমুদয় কালের ধার্ম্মিকগণ সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিয়াছেন, নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ চরিত্র না হইলে ঈশ্বরকে লাভ করা দুঃসাধ্য। যখন ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলেও অন্তরে নানা প্রকার কুচিন্তার উদয় হয় এবং রিপু সকল হৃদয়কে অধিকার করে তখন কিরূপে আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি? যে হৃদয় নিরন্তর রিপুদিগের সেবা করিতেছে সে হৃদয় কিরূপে ঈশ্বর দর্শন লাভ করিবে? অতএব রিপু দমন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। এই জন্য ঈশ্বর স্বয়ং বিবেককে সর্ব্ব প্রধান করিয়া আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিবেক সর্ব্বদাই আমাদের নিকট রাজাজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। মনুষ্য সাবধান, সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না বিবেক গম্ভীর সুস্পষ্ট ধ্বনিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন, সেই আজ্ঞা অবহেলা করিলে নিশ্চয়ই দণ্ডের উপযুক্ত হইবে। কাহার হৃদয়ে না বিবেক স্পষ্ট রূপে ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন?

সংসার কোলাহল মধ্যে ঈশ্বর বিবেকের দ্বারা যে যে উপদেশ দিতেছেন তাহা শুনিতে পারিলাম না এই কথা বলিও না। সুস্থির হইয়া শ্রবণ কর, স্পষ্টাক্ষরে তিনি কথা বলিতেছেন, স্পষ্ট বচনে তিনি ঈশ্বরের আদেশ প্রচার করিতেছেন। যদি পরিষ্কার রূপে শুনিতে চাও সেই রাজপ্রতিনিধির বিচারাসনে উপস্থিত হও। সেখানে স্পষ্ট রূপে ইহাঁর আদেশ শুনিতে পাইবে। আদেশ শুনিয়াও যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অবহেলা কর কিছুকাল পর আর বিবেকের স্পষ্ট বাক্য শুনিতে পাইবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ স্বভাব দিয়াছেন যে, যদি বারম্বার আমরা বিবেকের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, কিছুদিন পর আর বিবেকের কথা শুনিতে পাই না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে যে পরিমাণে আমরা বিবেকের বাক্য আলোচনা করি সে পরিমাণে আমরা ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়, এবং ধর্ম্ম বলের অভাবে আর অধর্ম্ম জয় করিতে পারি না, কেননা হৃদয় নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বিবেক এক দিকে মহারাজার পবিত্র আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন; অন্যদিকে অন্তরের কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। মধ্যস্থলে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। ইচ্ছা হইলেই ঈশ্বরকে কর দিতে পারি; কিম্বা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া জীবনকে কলুষিত করিতে পারি। এই জন্য আমাদিগের অন্তরে প্রতিদিন সংগ্রাম চলিতেছে। এক দিকে দয়াময় ঈশ্বর আমাদের হৃদয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; অন্যদিকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভয়ানক পাপ পোষণ করিতেছি। এই ভাবে আমরাই সর্ব্বদা আমাদের শত্রুতা সাধন করিতেছি। ব্রাহ্মগণ! যদি শান্তি চাও তবে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অনুগত হও, এবং কুপ্রবৃত্তি সকল শাসন কর।

সকল রিপু অপেক্ষা তোমরা অবশ্যই স্বীকার করিবে কাম রিপু অত্যন্ত প্রবল। ইহা সহস্র প্রকার ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা সাবধান হইবে যেন এই ভয়ঙ্কর রিপুর হস্তে কেহ না পড়েন। কুপ্রবৃত্তি সকল অল্পে অল্পে পাপ পথে লইয়া যায়। অতএব প্রথম অবস্থা হইতেই তাহাদিগকে দমন করিবে। বিশেষতঃ কাম রিপু এক বার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে ইহাকে পরাস্ত করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। এই রিপু দমন করিবার জন্য সকল দেশের আচার্য্যেরা বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা স্ব স্ব জীবনে এই রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন; তাঁহারা জানেন যে, মুখে উপদেশ দেওয়া সহজ; কিন্তু কার্য্যেতে এই রিপুকে দমন করা নিতান্ত কঠিন। সম্পূর্ণ রূপ যদি এই রিপুকে পরাস্ত করিয়া সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও তবে ঈশ্বরের অস্ত্র

ধারণ কর। সেই অস্ত্রের সাহায্যে নিশ্চয়ই রিপুকে সমূলে বিনাশ করিতে পারিবে। নতুবা যত ক্ষণ সেই রিপু কেবল গূঢ় ভাবে অন্তরের মধ্যে বাস করিতেছে তত ক্ষণ নিস্তার নাই। কিছু দিনের জন্য কোন পাপকে দমন করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিও না। পাপের পরিবর্ত্তে যে অবধি তাহার বিপরীত ভাব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত সাবধান থা, বস্তুত কে বলিতে পারে আমি কখনও ভগ্নীকে অপবিত্র নয়নে দেখি নাই, ভ্রাতাকে অপবিত্র নয়নে দেখি নাই। তিনিই বলিতে পারেন, যিনি প্রত্যেক ভ্রাতা ভগ্নীকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করেন। বাস্তবিক যত দিন আমরা প্রত্যেক ভ্রাতাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রত্যেক ভগ্নীকে ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া চিনিতে না পারিব ততদিন সংসাররূপ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমরা কখনই নির্ভয় হইতে পারি না। আলোক প্রবেশ না করিলে অন্ধকার চির দিনের জন্য চলিয়া যায় না। যে খানে ঈশ্বর বর্ত্তমান নাই সে খানে অসুরেরা বাস করিবেই করিবে। যে শরীর আলস্য এবং অত্যাচারের আধার তাহা রোগের আলয় হইবেই হইবে। যে হৃদয়ে পবিত্র ভাব নাই, সে হৃদয় নিশ্চয়ই রিপুদিগের অধীন। অতএব কেবল রিপু সকলকে বিনাশ করিলে হইবে না, কিন্তু তাহাদের বিপরীত ভাব সকল হৃদয়ে স্থাপিত করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত নারী আছে সমস্ত নারীদিগকে যদি পবিত্র ভাবে দেখিতে না পার ততদিন পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে সাবধান হইবে। ততদিন পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কোন কার্য্য করিও না। কেননা যখনই কোন প্রলোভন দেখিবে তখনই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। একবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, তোমাদের ব্রহ্মমন্দিরের উপার্জ্জিত ধন, প্রলোভনের সময়, রক্ষা করিতে পারিবে কি না, ইহার কি মীমাংসা হইল? যে ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রলোভন হইতে এক বার বাঁচিয়াছে সে সেই প্রলোভন হইতে বাঁচিতে পারে, কিন্তু সেই প্রলোভন হইতেও গভীতর প্রলোভন সকল তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। তিনিই কেবল সেই সকল অতিক্রম করিতে পারেন যাঁহার হৃদয়ে যথার্থই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম অবস্থিতি করে। অতএব তোমরা যদি নির্ভয় হইতে চাও, তবে হৃদয়ে ব্রহ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। যিনি সমুদয় নরনারীর প্রতি পবিত্র ভাবে দর্শন করিতে পারেন না তাঁহার ব্রাহ্ম নামে অধিকার নাই। যে পরিমাণে ভ্রাতা ভগ্নীর মুখ দর্শন মাত্র তোমাদের হৃদয় পবিত্র প্রেম এবং পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে সেই পরিমাণে তোমরা সাধু, এবং সেই পরিমাণে তোমরা ব্রাহ্ম। অতএব কেবল রিপু দমন করিলেই হইবে না। যদি তোমরা আপনাদিগের মধ্যে একটী সাধু পরিবার স্থাপন করিতে না পার তবে তোমরা নিশ্চয়ই রিপুর বশীভূত। যদি সকলের সঙ্গে একত্র হইলে তোমরা ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে না পাও, এবং যে ভগ্নী অধিক সুন্দরী, তাঁহাকে দেখিয়া যদি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য তোমাদের স্মরণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা রিপুর বশীভূত। রিপু সকল কেবল সুযোগ চাহিতেছে। অবকাশ পাইবামাত্র তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, অতএব সাবধান হইয়া হৃদয়কে পবিত্রতার আধার কর। ঈশ্বর যখন পিতা হইলেন, প্রত্যেক স্ত্রী আমাদের স্নেহাস্পদ ভগ্নী এবং প্রত্যেক পুরুষ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা। অতএব স্নেহ পূর্ণ হইয়া পিতার চরণ ধরিয়া বার বার তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। যাঁহার হৃদয় যথার্থ পবিত্র প্রেমের আধার তাঁহাকে দেখিলে অবশ্যই পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে। সংসারে পরিবার মধ্যে ভাই ভগ্নী পিতা মাতা প্রভৃতি কেমন পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ। কোন আচার্য্য কি কোন শিক্ষককে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে হয় না, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সহজেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত পবিত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষিত হন। দয়াময় ঈশ্বরের এই নিয়ম। পরিবারের যদি এই নিয়ম হইল সমস্ত জগতের মধ্যেও এই নিয়ম। পরিবার মধ্যে যেমন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, সমস্ত জগতের মধ্যেও সেই রূপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা হৃদয়কে প্রশস্ত কর, সমস্ত জগতের প্রতি পবিত্র ভাব ধারণ কর এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সমাদর কর। কাহারও প্রতি কোন প্রকার হীনভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিও না। যাই দেখিবে অল্পে অল্পে একটী রিপু অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তখনি জানিবে সেই সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে সাগরের জল প্রবেশ করিবে। শত্রুকে কখনও প্রশ্রয় দিও না। যার লক্ষ্য আমাদের বিনাশ করা তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি শত্রুকে বিশ্বাস করিলে জীবনে অনেক আঘাত পাইতে হয়। অতএব ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! তোমরা সাবধান হইয়া হৃদয়কে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা কর। কাম রিপু আর কিছুই নহে, ইহা কেবল পবিত্র প্রেমের অভাব। কাম বিহীন হইলেই যে সাধু হইলাম তাহা নহে। যিনি পবিত্র ভাবে প্রত্যেক ভগ্নীকে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার অন্তরে নিশ্চয়ই পাপ গূঢ় রূপে অবস্থিতি করিতেছে। কেবল অপবিত্র ভাব বিনাশ করিলেই সাধু হওয়া যায় না; কিন্তু অপবিত্র ভাবের পরিবর্ত্তে পবিত্র ভাব সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তোমরা নিষ্কাম হইয়া কাহারও প্রতি অপবিত্র নয়নে দৃষ্টি কর না,

ইহাতেই যে, তোমরা নিরাপদ হইয়াছ তাহা মনে করিও না। ঈশ্বরকে দেখাইতে হইবে, জগৎকে দেখাইতে হইবে তোমাদের হৃদয় যথার্থই পবিত্র প্রেমের আধার। যেখানে যে জীবকে দেখিবে, যে ভাই ভগ্নীকে দেখিবে সেখানে তখনই তোমাদের চক্ষু স্বর্গীয় প্রেমজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। ঈশ্বর দত্ত পবিত্র প্রেম তোমাদের চক্ষুর অঞ্জন হইবে। কিন্তু ব্রাহ্ম এখানেও ক্ষান্ত হইতে পারেন না, তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন, যতক্ষণ না এই মন কাম রিপুকে বিনাশ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীদের পদসেবা করিতে নিযুক্ত হইবে; যত ক্ষণ না এই রসনা পাপ প্রলাপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের প্রেম ঘোষণা করিবে এবং যতক্ষণ না এই হৃদয় নারীর বিষয় ভাবিতে গিয়া পবিত্র প্রেমে বিগলিত হইবে ততক্ষণ আমি স্থির থাকিতে পারি না, ততক্ষণ আমি আমার হৃদয়কে বিশ্বাস করিব না। এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মার মধ্যে তোমরা এ সমুদয় সাধন আরম্ভ কর। অন্তরে যাহা সাধিত হইবে জগতে তাহা যথা কালে প্রকাশ হইবেই। স্বামী স্ত্রীর প্রতি, ভাই ভগ্নীর প্রতি যদি উপযুক্ত রূপ ব্যবহার করেন আর আমাদের ভয় নাই। যেখানে যাই, দেখিব, দক্ষিণে ভ্রাতা, বামে ভগ্নী। তখন ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের হৃদয় সিংহাসন গ্রহণ করিবেন তখন সেই সিংহাসনকে আর রিপুগণ আক্রমণ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য দেখিব। যখন আমাদের পরিবার মধ্যে সেই শান্তির রাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন যুগে যুগে জগতের ধার্ম্মিকগণ যে জন্য জীবন দান করিয়াছেন, প্রচারক সকল যে জন্য জগতে ভ্রমণ করিতেছেন এবং যে জন্য ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে। যাঁহারা এই মহাকার্য্যে যোগ দান করিবেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সকলেই অনুকরণ করিবে। ব্রাহ্মগণ! নববর্ষে তোমরা এই কার্য্যে নিযুক্ত হও। আপনাদিগকে পাপিষ্ঠ এবং হেয় জানিয়া ভাই ভগ্নীদিগের পদ সেবা কর; এবং আপন আপন ক্ষমতা ও উদ্যম অনুসারে পিতার প্রেম রাজ্য বিস্তার কর।

নূতন সংগীত।

তুমি যারে করহে সুখী সেই সুখী হয় এ সংসারে।
বিপদ প্রলোভনে নাথ তারে কি করিতে পারে।

কত ভাবের প্রসঙ্গ, প্রেমের তরঙ্গ উথলে তার অন্তরে, মত্ত হয়ে সুধা পানে বিহরে তোমার সনে, অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার তার হৃদয় কন্দরে।

আপন আনন্দে সদানন্দ সেই জন, করে সন্তরণ সুখ সাগরে, নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব, চির সুখ শান্তি তার হৃদয়ে বিরাজ করে।

ওহে প্রেম সিন্ধু এক বিন্দু প্রেম দানে, সুখী কর নাথ যদি আমারে; তবে তো সার্থক মম, হয় এ পাপ জীবন গাই তব নাম গুণ, মনের আশা পূর্ণ করে॥

সংবাদ।

বর্ত্তমান ৭ সভাকেই উপাসকমণ্ডলীর সভা বলা হয়, কিন্তু সঙ্গতের সভা অল্প, এজন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত উপাসক লইয়া উপাসক মণ্ডলীর সভা গঠন করা কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবানুসারে কতিপয় ব্রাহ্মউপাসকমণ্ডলীরসভা গঠন করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, আবেদন কারীদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।

আগামী ব্রহ্মোৎসবের জন্য যাহাতে সকলের মন প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মনিকেতনে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মোৎসবকে জীবনের বিশেষ শুভ দিন বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, উৎসবের জন্য তাঁহাদিগের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের বালেশ্বরস্থ বন্ধু এই রূপ লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি আমি একটা জঙ্গলময় রাজ্যে গমন করিয়াছিলাম এই স্থানটী বালেশ্বর হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ অন্তরে, এখানে একটী রাজার বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম এখানে কেহ কখন শ্রবণ করে নাই; এ নূতন স্থান, তথাপি অনেকেই শ্রদ্ধার সহিত আমার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে অনেক কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। এই সকল স্থান অতিশয় ভয়ানক, প্রায় ১৮ ক্রোশ মহা অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; ইহার মধ্যে ভদ্রলোক নাই, সাঁওতালেরাই স্থানে স্থানে বাস করে কিন্তু অনেক ভদ্রলোক হইতে সাঁওতালদিগের ব্যবহার উত্তম। এই বনে হস্তিব্যাঘ্র ও ভল্লুকের অভাব নাই, পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় এই সকল স্থান নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া অদ্য বালেশ্বর উপস্থিত হইলাম। আসিবার সময় এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িয়াছিলাম, সে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। এখানে অত্যন্ত বন্যা হইয়াছে, বন্যার জলে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইয়াছি। ২৬শে শ্রাবণ এখান হইতে কটকে যাত্রা করিব উড়িষ্যার সকল স্থানই ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আচার্য্য মহাশয় বিগত ২৮শে শ্রাবণ রাত্রিকালে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৩১শে শ্রাবণ রাত্রিতে হাজারিবাগে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি তথাকার স্বাস্থ্যকর বায়ু

সেবন করিয়া সুস্থ শরীরে শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করুন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় অদ্যাপি বাঙ্গোলোরে অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। বাঙ্গোলোরে ইংরাজীতে উপাসনা বক্তৃতা প্রভৃতি শুনিবার জন্য প্রতিদিন ছয় সাত শত লোক উপস্থিত হইয়া থাকেন। লোকদিগের অতিশয় আগ্রহ দেখা যায়, এক দিন একটী বক্তৃতাতে অনেক গুলি ভদ্র সাহেব উপস্থিত ছিলেন, একটী উচ্চ পদস্থ সাহেব বক্তৃতার পর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বক্তাকে প্রশংসা করতঃ হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তথাকার রোমান কাথলিক পুরোহিতগণ তাঁহাদিগের শিষ্যগণকে অমৃত বাবুর বক্তৃতাদি শুনিতে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ধন্য বিশ্বাসের বল! এক জনের কথায় যে ধর্ম্মবিশ্বাস চলিয়া যায় সে বিশ্বাস থাকা না থাকা সমান।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু পুনা হইতে এই পত্র খানি লিখিয়াছেন।

"মহীশূরে ২ দিন থাকিয়া ৪টা আগষ্ট বাঙ্গোলোর ছাড়িয়া মান্দ্রাজ আসি। মান্দ্রাজেও আমাদের অনেক গুলিন বন্ধু আছেন, দক্ষিণ ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব ও কোমলতা যতই দেখিতেছি ততই মোহিত হইতেছি, ক্ষেত্র সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত, এখন কৃষকেরা প্রস্তুত হইলেই হয়, এমন সুযোগ আর প্রায় দেখি নাই। মান্দ্রাজে প্রায় কেহই হিন্দি বুঝেন না। ইংরাজী ব্যতীত আর গতি নাই সুতরাং ইহাতেই ৩ই দিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা ও উপদেশ এবং স্বতন্ত্র স্থানে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। অবশিষ্ট দিবসে আলোচনা হইত। তথায় ৫ দিন মাত্র ছিলাম। এখানেও অধিক দিন থাকিব না ১২।১৪ দিনের মধ্যে এলাহাবাদ যাইব। পাঞ্জাবে যাইবার জন্য ব্যস্ত আছি। বম্বে ৪.৫ দিনের অধিক থাকিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু চারি দিকে সুবিধা হইলে কি হয় বলা যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীধরালুর পরিবারকে দেখিলাম তাঁহার বৃদ্ধ মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁদের আর আহারের উপায় নাই। একটী বিষয় স্থির করিতেছি। পরে আপনাদের লিখিব।"

আগামী ৮ই ভাদ্র রবিবারে নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোৎসব হইবে।

		সময়	
প্রাতঃকাল			
সঙ্গীত	...	৬॥	৭॥
উপাসনা	...	৭॥	১০
মধ্যাহ্ন কাল	...		সময়
উপাসনা	...	২	৩
পাঠ ও প্রার্থনা	...	৩	৪॥
রচনা পাঠ	...	৪॥	৫
সায়ং কাল	...		সময়
ধ্যান ও প্রার্থনা	...	৫	৬
সঙ্কীর্ত্তন	...	৬	৭॥
উপাসনা	...	৭॥	১০

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পত্র খানি প্রকাশ করিয়া উপকৃত করিবেন।

ভারতাশ্রমত্যাগী কয়েক জন ব্রাহ্ম, কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী ব্রাহ্মদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া প্রচারক মহাশয় দিগের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন। এই আন্দোলনে, প্রচারক মহাশয়েরা যে, দোষী ইহাই প্রতিপন্ন করা তাঁহাদের আন্তরিক দুরভিসন্ধি। দুঃখের বিষয়, অনেক সরল হৃদয় ব্রাহ্ম তাঁহাদের বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ফেলিতেছেন। ভারতাশ্রমে হরনাথ বাবু সম্বন্ধে আশ্রমের অধ্যক্ষ বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয় কি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ কান্তি বাবু, মহেন্দ্র বাবু, দীন বাবু, বিজয় বাবু, গৌরগোবিন্দ বাবু, ত্রৈলোক্য বাবু প্রসন্ন বাবু জানেন, অপর পক্ষে কেবল হরনাথ বাবু ও কালীনাথ বাবু জানেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ দুই ব্যক্তিই প্রচারক মহাশয় দিগের নিন্দা প্রচার করিতেছেন, এবং ঐ দুই জনের মুখে শুনিয়া আর আর সকলে নিন্দা করিতেছেন। এক্ষণে ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা প্রচারক মহাশয়দিগের বিরুদ্ধে যাহা শুনিবেন তাহাতে যেন হঠাৎ বিশ্বাস না করেন। প্রথমে দেখিতে হইবে যে, বিপক্ষে ক্রোধ করিয়া নিন্দা করিতেছে, তাহার পর দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা যাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা জীবিত আছেন এবং নিকটেও আছেন, সুতরাং যাঁহাদিগের নিন্দা হইতেছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। যাঁহারা প্রচারক মহাশয়দিগের নিকট কিছু মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বিপক্ষের নিকট নিন্দা শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কেহ কোন নিন্দা করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, আপনি যে ঘটনা লইয়া নিন্দা করিতেছেন, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না? যদি প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আর কথা বলিতে দেওয়া উচিত নহে কারণ তাহাতে অনেক ভ্রম থাকিতে পারে। যদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রচারক মহাশয়দিগের নিকট গিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা এরূপ না করিয়া প্রচারক মহাশয়দিগকে দোষী মনে করেন, তাঁহারা শিষ্টাচার ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধী।

দেশীয় বিদেশীয় ব্রাহ্ম মহাশয়দিগকে বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, এই আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচারক মহা-

শয়েরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিয়াছি, যদি চন্দ্র সূর্য্য ভূমিতে খসিয়া পড়ে, তথাপি আমার কথা মিথ্যা ও ভ্রম পূর্ণ নহে। প্রচারক মহাশয় দিগের মুখে না শুনিয়া কেহ যেন কোন কথায় বিশ্বাস না করেন।

আমি অনেক দিন ব্রাহ্ম সমাজে থাকিয়া দেখিয়া আসিতেছি, ব্রাহ্ম সমাজে যখন যে আন্দোলন হইয়াছে, তাহা মতভেদ ও স্বার্থ লইয়া হইয়াছে। আন্দোলন কারীরা প্রচারকদিগকে গালি দিয়া সরিয়া পড়েন তাহার পর তাঁহাদিগকে আর ব্রাহ্মসমাজে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁহারা প্রচারক মহাশয়দিগকে যে বিষাক্ত বাণ মারিয়া যান, তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে তাঁহাদিগকে অনেক দিন কষ্ট পাইতে হয়।

যাঁহারা পৌত্তলিক মতে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ করেন কেবল সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া চলিয়া যান, ব্রাহ্মসমাজের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহারা প্রচারক মহাশয়দিগের কষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারেন না। যাঁহারা অনায়াসে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক খৃষ্টান্ মুসলমান্ অথবা নাস্তিক হইতে পারেন তাঁহারাও প্রচারক মহাশয় দিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আত্মবিক্রয় করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের দাস হইয়াছেন, প্রাণান্তেও যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িতে পারেন না ব্রাহ্ম সমাজই যাঁহাদিগের এক মাত্র সুখ শান্তির আলয়, তাঁহারাই প্রচারক মহাশয় দিগের যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারেন।

প্রচারক মহাশয়েরা ব্রাহ্মদিগকে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে বলেন, মদ খাইতে নিষেধ করেন, মদের ব্যবসা করিতে নিষেধ করেন, শুনিলাম তজ্জন্য কতক গুলি ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রচারকদিগের দোষ অন্বেষণ করেন, সুতরাং কেহ প্রচারকদিগের নিন্দা করিলে তাঁহারা যে হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন তাহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। নিন্দাকারীরা যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ভদ্রলোক মাত্রেরই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। সে দিন দুই জন নিন্দাকারী শ্রীরামপুরে গিয়া সেখানকার এক জন ব্রাহ্মের সঙ্গে যোগ দিয়া যেরূপ অশ্লীল ভাবে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা শুনিলে মৃতেরও শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। তাঁহারা প্রচারক মহাশয়দিগকে অপদস্থ করিবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন নির্দ্দোষীকে দোষী করা সোজা কথা নহে। সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে অসত্যকৌশল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভাই সকল! তোমাদের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আর নির্দ্দোষীকে দোষী বলিয়া আপনার ও অপরের সর্ব্বনাশ করিও না। দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ব্রাহ্ম মহাশয়গণ! ইহা নিশ্চয় জানিবেন প্রচারক মহাশয়েরা সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারা যে, আপনাদিগের জীবন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবেন ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড হইবে তথাপি তাঁহাদের জীবন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে না। এক জনের সামান্য স্বার্থ লইয়া বর্ত্তমান আন্দোলন, তিনিই এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু প্রচারকদিগের নিন্দা করিতেছেন ইহা অবগত হইয়া সকলে যেন সতর্ক থাকেন। সত্যের জয় অবশ্যই হইবে।

এক জন ব্যথিত হৃদয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

কলিকাতা ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

	মূল্য
সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান	১
ঐ ঐ কাগজের মলাট	৸০
ঐ ঐ ২য় ভাগ	৶০
সংগীত মঞ্জরী	৷৴০
অভিনব সঙ্গীত লহরী	৶০
সংগীত মালা	১০
হিন্দি ব্রহ্মসঙ্গীত	৶০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কাগজের মলাট	৸০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড	৷৶০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক	৴০
ব্রহ্মোৎসব	৶০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	৷৴০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৶০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	৷০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ)	৷৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতন সংস্করণ) ...	৶০
ঐ ঐ হিন্দি	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার	৴০
ঐ ঐ (সংস্কৃত)	৴০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	১০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪ র্থ পর্য্যন্ত	৷০
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ	৵০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ চতুর্থ সংস্করণ	৵০
কতক গুলি ধর্ম্ম কথা	১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	৷০
প্রসন্নতা প্রদায়িনী	৶০
ধর্ম্ম ও নীতি	৴০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ...	৸০
প্রবোধাবলী	৵০
চরিত মালা	৵০
জ্ঞান কুসুম	৶০
গীত জয় জগদীশ	৷০
হিন্দি প্রার্থনা পুস্তক	৴০
শিশু পালন	৷০

এই ৷৶০ পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে ৩রা ভাদ্র মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ।
১৬ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র সোমবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে অনন্ত মহিমাপূর্ণ বিশ্বপালক পরমেশ্বর! তুমি কি সুচারু কৌশলে এই ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছ,তাহা কেবল প্রশান্ত চিত্ত বিশ্বাসীর চক্ষু দেখিতে পায়। তুমি বিপদ্‌কে সম্পদে পরিণত কর এবং ঘোর অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গলের স্রোতকে প্রবাহিত কর। সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যে তোমার ইচ্ছার জয় হইতেছে। তুমি অখণ্ড মঙ্গলকর স্থিরসংকল্প চিরকল্যাণদাতা পিতা তোমাকে আমরা নমস্কার করি। হে মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ! তোমার সূক্ষ্ম গতি কে বুঝিবে? তোমার বিধানের গভীর মর্ম্ম কেবল তুমিই জান। আমরা মোহ বশতঃ শোকে তাপে ভগ্নহৃদয় হইয়া কত পরিতাপ করি, দুঃখেতে মুহ্যমান্ হইয়া দুশ্চিন্তায় আকুল হই,কিন্তু শোক করিয়া ভাবিয়া আমরা কি করিতে পারি? তুমি যাহা করিতেছ তাহাই হইতেছে। আপনার দুর্ব্বলতা হীনতা দেখিয়া যাহারা তোমার চরণে আত্ম বিক্রয় করে এ জগতে কেবল তাহারাই ভাগ্যবান্ এবং সুখী! বারম্বার বিপদে পতিত হইয়া কে আর তোমার উপর জীবনের ভার না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? তুমি ভিন্ন হে নিরুপায়ের উপায়! তুমি ভিন্ন পাপীর স্থান আর কোথায় আছে বল। আমরা নির্ব্বোধের ন্যায় আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কত বার কত কষ্ট সহ্য করিলাম, যখন বিপথগামী হইয়া অসৎসংসর্গে প্রাণে মরিতে ছিলাম, তখন তুমি রক্ষা করিলে। তুদি যদি পিতা হইয়া এতদিন রক্ষা না করিতে তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইত বলা যায় না। ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা যে,তুমি কিছুতেই পাপীকে পরিত্যাগ কর না। মূঢ় মানবের অসারতা অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া কত বার কত রূপে তুমি তাহাকে শিক্ষা দিলে। তুমি সন্তানের অমঙ্গল দেখিতে পার না তাই তাহার প্রতি এত দূর স্নেহ প্রদর্শন কর। এমন করিয়া আর কে পারিবে? হে চির সুহৃদ্ পরমন্যায়বান্ পিতা! তোমার প্রেমের শাসনে আমরা পরাস্ত হইলাম। তোমাকে অতিক্রম করিয়া আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। তুমি এখনও যে, আমাদিগকে তোমার পদতলে স্থান দিয়া রাখিয়াছ, তজ্জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমার অপার করুণাগুণে আমরা ঘোর অপরাধী হইয়াও তোমাকে যে, পিতা বলিয়া ডাকিতে অধিকার পাইয়াছি তজ্জন্য তোমাকে বার বার প্রণিপাত করি।

প্রচারকদিগের দাসত্বব্রত এবং প্রচার কার্য্যের স্বাধীনতা।

জন সাধারণের দাসত্ব করা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জীবনের ব্রত, কিন্তু সে দাসত্ব প্রেমের দাসত্ব, সুতরাং তাহা স্বাধীন। যে প্রেমের মধ্যে স্বাধীনতা নাই তাহা কখন প্রকৃত প্রেম হইতে পারে না। অকৃত্রিম প্রেম স্বাধীন, তাহা ভয় লজ্জা কিম্বা স্বার্থ হইতে কদাপি উৎপন্ন হয় না। এই রূপ স্বাধীন প্রেম-মূলক দাসত্ব প্রচারকদিগের ব্রত। আমাদের ঈশ্বর যেমন অনন্ত উদার, তাঁহার রাজ্য যেমন সুবিস্তীর্ণ, মনুষ্যের স্বভাব যেমন স্বাধীন, প্রচারকদিগের কার্য্যও তেমনি মুক্ত স্বভাব। এই জন্য ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য মহা প্রতিকূল নরপতিদিগের প্রবল বাধাকেও অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে। এই পবিত্র কার্য্যের নিয়োগকর্তা এবং দণ্ডবিধাতা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি তাঁহার স্বাধীন মানবসন্তানদিগকে প্রচার ব্রতে ব্রতী করেন, কাহাকেও অপরাধী দেখিলে তিনিই তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করেন। ইহার উপর রাজার বা সমাজের কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের প্রভুত্ব চলিতে পারে না। সহৃদয় মনুষ্যসমাজ ইচ্ছা হইলে স্বাধীন ভাবে প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিতে পারে, সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য বিস্তার হইতে পারে, কিন্তু কেহই ইহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না, বিনাশ করিতেও সক্ষম হয় না। যাহারা প্রতারক, ধর্ম্মের নামে আপনাদের নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তাহাদের বিনাশের বীজ তাহাদের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং সে জন্য অন্য কাহাকেও আর কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু যাহারা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট সাংসারিক বন্ধনে বদ্ধ নহে, লোকের নিন্দা ও প্রশংসায় যাহাদের মন অবিচলিত থাকে, যাহারা জন সাধারণের দয়া ও অকৃত্রিম প্রেমের ভিখারী এবং চিরকৃতজ্ঞ স্বাধীন দাস তাহাদের কার্য্য ক্ষেত্র অসীম, যেমন তাহাদের উপাস্য দেবতা অসীম অনন্ত মহান্। ঈদৃশ ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট প্রচার কার্য্যের সহস্র সহস্র দ্বার চারি দিকে উন্মুক্ত রহিয়াছে কাহার সাধ্য যে, তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। স্বয়ং ঈশ্বর যাহাদের প্রভু তাহাদের আর কি কার্য্যের অভাব হইতে পারে? দয়াময় পিতার প্রকাণ্ড পরিবার সমস্ত জগৎময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, দুর্ব্বল মানব কতই কার্য্য করিবে? যাহার যত ইচ্ছা তাঁহার সেবা করুক, যে যে ভাবে তাঁহার সত্য, তাঁহার প্রেম প্রচার করিতে চায় করুক, তাহাদের গতি রোধ করিবার কাহারও অধিকার নাই। প্রেমময় ঈশ্বরের পুণ্য ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম করিবে সেই পুরস্কার পাইবে। যাহার যাহা কিছু করিবার আছে তাহাকে তাহা করিতে দাও। যাঁহারা ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার করেন তাঁহারা মনুষ্যের অসার চঞ্চল ইচ্ছার অধীন হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্বাধীন দাস হইয়া চির দিন সেবা করিতে পারেন। প্রচারকেরা ঈশ্বরের আদেশে মনুষ্যের সেবা করেন, কিন্তু তাঁহারা মনুষ্যের ইচ্ছার ক্রীতদাস নহেন। উপরে প্রচার কার্য্যের ও প্রচারকের যে লক্ষণ বর্ণিত হইল উহাকেই আদর্শ করিয়া আমাদের এই প্রচারক দল সংগঠিত হইয়াছে। আদর্শের সহিত জীবনের যে, অনেক প্রভেদ রহিয়াছে তাহা আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন রাখে না। কেমন সময় কিরূপ প্রণালীতে এই প্রচারক দল সংগঠিত হইয়াছে তাহা কাহার অবিদিত নাই। ইহাঁদিগকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া কিম্বা বাধ্য করিয়া এ কার্য্যে কেহ আহ্বান্ করেন নাই। ইহাঁরা আপনাপন সাধু ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া একত্রিত হইয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত আছেন, কেহ ইহাঁদিগকে নি-

য়োগ করে নাই, ইহাঁরাও কাহার নিকট সে জন্য প্রার্থী হন নাই ; স্বভাবের নিয়মে সময়ের অভাবানুসারে আপনাপনি সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ পিতাস্বরূপ হইয়া প্রচারকদিগকে যে প্রচুর সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন তজ্জন্য প্রত্যেক প্রচারক তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ পাশে বদ্ধ আছেন এবং থাকিবেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা অবগত আছেন যে, প্রচারকেরা কাহারও অধীন নহে, এবং তাঁহাদের স্বাধীন পদ ও কার্য্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যাঁহার প্রতি যাঁহার যত দিন শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকিবে তিনি তত দিন তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন। ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্ম, প্রচারককে পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু প্রচারক কখন কোন ব্রাহ্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই প্রকার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ। কাহাকে প্রচারক পদে অভিষিক্ত করা কিম্বা কাহাকে সে পদ হইতে বিচ্যুত করার ভার কোন ব্রাহ্মের হস্তে নাই! দুর্ভাগ্য বশতঃ যিনি যখন প্রচার কার্য্যের অনুপযুক্ত হইবেন তিনি আপনিই ব্রাহ্ম জগৎ হইতে বিদায় লইবেন এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে এবং আসিবে! সম্প্রতি এই স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের এক নিভৃত কন্দর হইতে এই বাক্য উপস্থিত হইয়াছে যে, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া কোন কোন প্রচারককে পদচ্যুত করিতে হইবে। অপরাধ কি ? না, তাঁহারা মিথ্যা বলিয়াছেন। তাঁহারা যে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহার বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ কি? না, অমুক অমুক ব্রাহ্ম স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। তাঁহারা যে ভ্রমে পতিত হন নাই অথবা অসত্য বলেন নাই তাহার প্রমাণ কি ? তাহার আর প্রমাণ কি হইবে? অমুক অমুক ব্রাহ্মকে অভ্রান্ত সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যে হেতু তাঁহারা প্রচারক নহেন। এইরূপে অভিযোগ করিয়া প্রমাণের পূর্ব্বেই কেহ কেহ বিচার আজ্ঞা ঘোষণা করিতেছেন, কেহ বা কিঞ্চিৎ দয়া ও ন্যায় পরবশ হইয়া কতিপয় ব্রাহ্ম প্রতিনিধির হস্তে বিচার ভার অর্পণ করিবার জন্য সভা আহ্বান্ করিতেছেন। বালকোচিত এই সকল কোলাহলধ্বনি শ্রবণে কেবল মনে হাস্যোদয় হয়! কেইবা অভিযোক্তা এবং কেইবা বিচারকর্ত্তা এবং কেইবা অভিযুক্ত এবং কেনইবা এই ভয়ানক অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে ইহা আমরা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। এক্ষণে আমরা ইহাই ভাবিতেছি যে, যে ব্যক্তি সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিতে পারে কিম্বা স্থূল চুরি করিতে পারে সে কি কখন প্রচারক হইতে পারে? যাহা দ্বারা এ প্রকার কার্য্য হয় সে বাস্তবিকই প্রতারক, প্রচারক নহে ; অন্ততঃ সেই সেই কার্য্যের সময় সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু প্রচারকদিগের পক্ষে ইহা আমরা অসম্ভব মনে করি। একদিকে "শ্রদ্ধাস্পদ" বলিয়া সম্বোধন করিব অথচ অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে প্রতারক মিথ্যাবাদী মনে করিব ইহা হইতে পারে না। অথবা তর্কের অনুরোধে আমরা স্বীকার করিলাম যে, এক জন ধর্ম্মপ্রচারক একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই অপরাধে কি কখন তিনি পদচ্যুত হইতে পারেন? অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকভিন্ন এরূপ কথা আর কেহই বলিতে পারেন না। কোন প্রচারক যদি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিতে হয় এবং তাঁহাকে সেই দোষে পদচ্যুত করিতে হয় তবে তাঁহার অভিযোক্তা বিচারকর্ত্তাগণ কিরূপ উন্নত ভাবের লোক হইবেন? অবশ্য যাঁহারা কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই তাঁহাদিগকেই বিচারের ভার লইতে হইবে। বিচার কালে মহাজ্ঞানী ঈশার নিকট আনীত ব্যভিচার দোষে অভিযুক্ত সেই নারীর গল্পটী যেন সকলে একবার মনে করেন। যদি কেহ বলেন বিচারকগণের চরিত্র যেরূপ কেন হউক না তাঁহারা কেবল সত্যানুসন্ধান

পূর্ব্বক বিচার করিবেন ইহাতে আর আপত্তি কি? ইহার উত্তরে আমরা এই বলি যে, তবে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি বিচারকদিগকে না ডাকিয়া ধর্ম্মাধিকরণের বিচক্ষণ বিচারপতিদিগের হস্তে এ কার্য্যের ভার দিলে আরও ভাল হয়, কেননা তাঁহারা সর্ব্বতো ভাবে নিরপেক্ষ এবং সুদক্ষ বিচারক। সে যাহা হউক, এক্ষণে অভিযোক্তাগণের প্রতি আমাদের এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যেন এরূপ কল্পিত অভিযোগ এবং অসার কথা লইয়া আর বৃথা সময় ক্ষেপণ না করেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য আরও বলিতেছি, প্রচারকদিগের প্রতি যদি কাহারও কোন অভিযোগ থাকে তবে তিনি বন্ধুভাবে তজ্জন্য প্রার্থনা করিবেন কিম্বা প্রচারক সভার সম্পাদককে জানাইবেন সেইখানে রীতিমত ইহার বিচার কার্য্য নিষ্পত্তি হইবে। প্রচারকগণের সমস্ত জীবন প্রচারসভার হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহারা যেমন এক ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকে প্রভু স্বীকার করেন না, তেমনি প্রচারক-সভা ভিন্ন কাহাকেও সামাজিক শাসনকর্ত্তা স্বীকার করেন না। যাহারা প্রভুত্ব করিতে চায় তাহাদের পদ সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লোকের মতামত আবশ্যক, কিন্তু স্বাধীনভাবে দাসত্ব করা যাহাদের ব্রত তাহাদের আবার পদচ্যুতি কি? কেহ সেবা গ্রহণ করুন আর না করুন প্রচারকগণ সকলকে সেবা করিতে বাধ্য। কেহ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করে নাই কেহ পদচ্যুত করিতেও পারে না, অথচ তাঁহারা ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলের স্বাধীন সেবক এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন তিনি প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

স্বাধীন ধর্ম্মোৎসাহ।

এই চঞ্চল জগতে যাঁহারা কেবল এক মাত্র সেই নিত্য অখণ্ড স্থির-স্বভাব সত্য সঙ্কল্প ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ,আশা, ভরসা কোন কালে হীন-তেজ হয় না। কিন্তু বাহিরের অনুকূল অবস্থার উপর যাঁহাদের জীবন নির্ভর করে, বিপদ্ ও পরীক্ষার অবস্থায় যাঁহারা অন্ধকার দেখেন তাঁহাদের প্রতি পদে পদে বিঘ্ন। চির সহায় মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বর ভিন্ন চিরকাল কেহ মনুষ্যকে আশা উৎসাহ দিয়া ধর্ম্ম পথে রাখিতে পারে না। তিনিই সকলের গতি, মুক্তি, তিনিই জীবনের নেতা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি অনুদিন সাধন ভজন করিতে পারে, তাঁহার পদ সেবা তাঁহার গুণগান, তাঁহার তত্ত্ব সমালোচনা যাহাদের সুখের অনুষ্ঠান হয় কেবল তাহারাই সদা কাল উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া নির্ভয় অন্তরে জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে। শত্রুমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া সাধু মহাত্মাগণ যে মূল প্রস্রবণ হইতে জীবনীশক্তি লাভ করিতেন, অসহায় বন্ধুহীন সংসারে একাকী বাস করিয়া যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন সেই মূল প্রস্রবণ পরমাশ্রয় ঈশ্বরকে সহায় করিয়া যদি আমরা ধর্ম্ম ব্রত প্রতিপা[illegible] করিতে পারি তবেই মঙ্গল, নতুবা বাহিরের [illegible]হায্যে জীবিত থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সাধকের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহ চিরকাল সমান ভাবে প্রজ্বলিত রাখিতে কেবল সেই ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরই পারেন। যে উৎসাহ প্রেমময় পিতার সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রজ্বলিত হয়, তাঁহার পবিত্র প্রসাদ রাখিতে যাহা সঞ্জীবিত থাকে যাহা বাহিরের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়। কৃত্রিম উপায়ে মানবীয় সাহায্যে কি স্বর্গের অগ্নি চির দিন প্রভা বিস্তার করিতে পারে? যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মোৎসাহ বাহ্যোপায়ের উপর নির্ভর করিবে, কেবল ঈশ্বরকে সর্ব্বস্বধন হৃদয়রঞ্জন বলিয়া যত দিন আমরা তাঁহাকে জীবন দান না করিব, তত দিন পৃথিবীর মায়া জালে পড়িয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। সাধন দ্বারা আত্মাকে এমনি করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে যে, সে আরাম শান্তি, উৎসাহ ও জীবনের জন্য ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের মুক্তির জন্য যে সমস্ত বাহ্যো-

পায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এখনি সাবধানে সে সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে যে, তাহারা যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে তখন কোন ক্ষতি করিয়া যাইতে পারিবে না, যাহা কিছু উপকার করিয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যোগে সাধকের জীবন রক্ষিত হয়, তাঁহারই উপর নির্ভর রাখিয়া নির্লিপ্ত ভাবে যাঁহারা মানবীয় সহায়তা গ্রহণ করেন তাঁহারাই সুচতুর বুদ্ধিমান।

আমাদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম অধিক পরিমাণে বাহ্য ব্যাপারের উপর অবস্থিতি করে। যে পরিমাণে তাঁহারা পরকীয় সাহায্য সাপেক্ষ সেই পরিমাণে তাঁহারা মৃত্যুর অধীন। মাঘ মাসের একাদশ দিবসে যিনি উৎসাহান্বিত, তৎপর দিবসে তিনি প্রবৃত্তির দাস। রবিবাসরে যাহার মন ব্রহ্মানন্দ রসে উৎফুল্ল হয় সোমবাসরে তাঁহাকে আর সেরূপ দেখা যায় না। এরূপ অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের কারণ কেবল অন্তঃসার বিহীনতা। স্বর্গের রাজা স্বয়ং ব্রহ্ম যাহাকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারেন না, তিনি যাহার কামনার বস্তু নহেন, তাঁহার অনুপম প্রেম ও সৌন্দর্য্যে যাহার জীবন উত্তেজিত হয় না, তাঁহার অপার যত্ন এবং সান্ত্বনা বাক্যে যে আশ্বাসিত না হয় তাহাকে কে বাচাইয়া রাখিবে? এই অনিত্য সংসারে আমরা কি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? আমাদের কিসে মঙ্গল হয় তাহা কেবল তিনিই জানেন। সংসার যদি নিতান্তই প্রতিকুল হয় তবে কি আমরা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিব? কখনই না। যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অনন্ত জীবনের ব্রত, পালন করিতেই হইবে। অভয়দাতা ঈশ্বর অন্তরে আশা বাক্য প্রেরণ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার শরণাগত ভৃত্যকে পরিত্রাণ করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন ইহাতেও কি আমাদের উৎসাহ চির দিন জীবিত থাকিবে না? তাঁহার এই আশা বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এত দূর পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে, যদি তিনি আমাদিগকে পৃথিবীর সকল প্রকার সাহায্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাকী বন্ধুবিহীন অসহায় অবস্থায় রাখেন সে অবস্থাতেও উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে আমরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিব। তাঁহার এক বিন্দু প্রেমই যথেষ্ট। যাহারা তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে, তাঁহার আশ্চর্য্য লীলা সন্দর্শন করে, এবং তাঁহাকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করে, জল স্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায় তাহাদের জীবন সর্ব্বদা শান্তি রসে পরিপূর্ণ। আমরা যেন আর কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল তাহাকে নিরন্তর ডাকি, তাঁহাকে দেখি, তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া দিবা নিশি তাঁহার প্রেমরস পান করত উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া থাকি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণোপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব।

রবিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

কৃপাসিন্ধু ন্যায়বান্ ঈশ্বর চিরকালই এক একটী পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ বিধান সকল প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের প্রিয়তম ব্রহ্মোৎসব এ সমুদয়েরই অন্তর্গত একটী উচ্চতম স্বর্গীয় ব্যাপার। বস্তুতঃ, ব্রহ্মোৎসব কি,তাহা মনুষ্যের কোন ভাষা ব্যক্ত করিতে পারে না, যে সকল বিশ্বাসী ভক্ত ইহা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল কিয়ৎ পরিমাণে জানেন, ব্রহ্মোৎসব, অন্ধ দুর্ব্বল আমাদিগের পক্ষে সেই "এক পুরাতন" দয়াময় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত এবং উন্মত্ত হইবার জন্য কেমন একটী আশ্চর্য্য উপায়। ইহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম জগতে কত সহস্র অলৌকিক ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে নিতান্ত কঠোর হৃদয়ও ঈশ্বরের পূর্ণ কৃপা এবং তাঁহার পূর্ণ ন্যায়ের দুর্জ্জয় ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা রসে দ্রবীভূত হয়।

অদ্য আমরা যে উৎসবের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহার উৎপত্তি স্মরণ করিলে, হৃদয় স্বভাবতঃ গভীর স্বর্গীয় ভাবে উদ্বেলিত হয়। যে দিন স্মরণার্থ আমরা শত শত ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়া গত রবিবার, ৮ই ভাদ্র সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎ-

সব করিলাম, সেই ১৭৯১ সপ্তদশ এক নবতি শতাব্দের ৭ই ভাদ্র রবিবাসরে আমাদের এই মধুময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকাল ৬॥০ হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া যদি ব্রাহ্মের হৃদয় গাঢ় কৃতজ্ঞতা ভরে ঈশ্বরের চরণে বারম্বার প্রণত না হয়, তবে সেই হৃদয় ঈশ্বরের নহে। সেই দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, অদ্য তাহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু সকলের স্মরণার্থ ইহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"প্রাতঃকালের উপাসনা সংগীত চিরদিনই সকলের হৃদয় তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এদিনে সকলই নূতন এবং জীবন্ত। নূতন ব্রহ্মমন্দির নূতন উদ্যম, দিবসের নবভাব সকলই অনুকূল হইয়া পিপাসার্ত্ত উপাসক মণ্ডলীর আশাতিরিক্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। শেষে যখন বক্তৃতা আরম্ভ হইল সে সময়ের স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শন করিলে বোধ হয় না যে, মর্ত্ত্যলোকে এই সকল মহা কাণ্ড হইতেছে। যেন কোন পবিত্র লোকে বসিয়া দেবতারা সকলে পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন। সম্মুখে এবং চতুস্পার্শ্বে শত শত যুবা নিস্তব্ধ ভাবে আশ্চর্য্যের সহিত প্রত্যেক শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন; মধ্যস্থলে সুন্দর মনোহর বেদীর উপর আচার্য্য অনর্গল বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ অমূল্য বাক্য এবং ভাব সকল প্রকাশ করিতেছেন। বক্তৃতা যতই শেষ হইতে লাগিল, ততই বোধ হইতে লাগিল যেন সমুদায় উপাসকের হৃদয়ে পবিত্র ব্রহ্মাগ্নি প্রবলতার সহিত প্রজ্বলিত হইয়া শতধা বিকীর্ণ হইতেছে। যখন কতকগুলি ভ্রাতা সেই সমুদয় হৃদয় ভেদী বাক্যে উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অনেকানেক ধীর প্রকৃতি প্রশান্ত চিত্ত ব্রাহ্মেরাও অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে যখন অন্তরের পরিপূর্ণ ভাবের সহিত অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যখন সম্মুখস্থ আচার্য্যের নয়ন দ্বয় হইতে কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উৎসাহ পূর্ণ মুখশ্রীতে স্বর্গীয় উৎসাহের জ্যোতির্দীপ্তি পাইতেছিল, সে সময়ে বোধ হইতে লাগিল যেন কলিকাতা নগর ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তিতে—বিশাল বিক্রমে টলমল করিতেছে। বক্তৃতার অগ্নিময় বাক্য সকল তখন যেন বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ঈশ্বর বিদ্রোহী মনুষ্যদিগকে বিকম্পিত করিতেছিল। তখন এক এক বার মনে হইতে লাগিল যেন অদ্যই এই সকল নব্য যুবকেরা বজ্র নিনাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মন্দির হইতে উন্মত্ত ধর্ম্মবীরের ন্যায় বহির্গত হইবে। হায় এমন আনন্দের দিন কি আর শীঘ্র দেখিতে পাইব। তৎকালকার ভাব লিখিতে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে সময়ে অনেকানেক পাষাণ তুল্য হৃদয় হইতেও ভক্তিরস উথলিয়া উঠিয়াছিল।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণ উপলক্ষে, ১৭৯২ শকাব্দের ৬ই ভাদ্র রবিবার প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় সেই দিন সায়ংকালের উপাসনায় "ব্রাহ্ম জীবনের দায়িত্ব।" বিষয়ে একটী সার গর্ভ এবং সতেজ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার এক স্থানে লিখিত রহিয়াছে—

"মনে করিয়া দেখ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের দুর্ব্বলতা ও দেশ কাল অবস্থার সমুদায় প্রতিকূলতা দেখিয়া এত দিন ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমাদের অঙ্গীকৃত সেবা কি প্রার্থনা করিতে পারেন না? এক্ষণে আর তিনি প্রতারিত হইবেন না। অনেক ব্যক্তি ধূর্ত্ততা করিয়া শেষে পলায়ন করিয়াছে। আর কি অপেক্ষা করিবার সময় আছে? বিগত বর্ষে অদ্যকার দিনে যে ব্যাপার হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে কি মনে হয়? অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়া অজস্র ধারে স্বর্গের সুধা কি ঢালিয়া দেয় নাই?"

এই কএক পংক্তি পাঠ করিলেই বিলক্ষণ রূপে প্রতীতি হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের জন্য কেমন আশ্চর্য্য রূপে তাঁহার দয়া প্রকাশ করেন, আর আমরা এত দয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কেমন নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করি। বাস্তবিক ব্রাহ্ম জীবনে আর এই প্রকার বিড়ম্বনা সহ্য করা যায় না। ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে পলায়ন করিবার সমুদয় দ্বার বদ্ধ করিয়া দিন।

১৭৯৩ শকে ৫ই ভাদ্র রবিবার এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস স্মরণোপলক্ষে দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসব হয়। ঐ মাসের শেষ পক্ষের ধর্ম্মতত্ত্বে ইহার বৃত্তান্ত বর্ণিত রহিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের সেই দিনের প্রাতঃকালের মধুময়, গভীর এবং জীবন্ত উপদেশটীও ঐ ধর্ম্মতত্ত্বের এক স্থানে অপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। নিকটস্থ এবং দূরস্থ সমুদয় ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে

বিনয় এবং প্রীতির সহিত অনুরোধ করি, একবার ভক্তিভাবে ঐ উপদেশটী পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

১৭৯৪ শক, ৩রা ভাদ্র রবিবার, এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণার্থে তৃতীয় ব্রহ্মোৎসব হয়। এই দিবস ভক্তবৃন্দ অতি গভীর রূপে ঈশ্বরের কৃপা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। এই দিবসের স্বর্গীয় ব্যাপার দেখিয়াই আমাদের কোন বন্ধু এই মধুময় সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছেন—" ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং সবে বল ভাই, ব্রহ্ম কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই, সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই। দয়াময় পিতার রাজ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, মন পীড়া আর রবে না, আজিকার আনন্দ ছবি গৃহে লয়ে যাই।" এই উৎসবে আচার্য্য মহাশয়ের প্রাতঃকাল এবং সায়ং কালের দুটী উপদেশই ১৬ ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত রহিয়াছে। ঐ দুটীপাঠ করিলেই সেদিনের ব্যাপারের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিগত বর্ষে কিম্বা ১৭৯৫ শকের ৯ই ভাদ্র রবিবাসরে উপরোক্ত দিবস স্মরণোপলক্ষে চতুর্থ ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল। এই উৎসব দ্বারা কৃপাসিন্ধু নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর আশ্রিত ভক্ত মণ্ডলীর অন্তরে গূঢ় ভাবে তাঁহার যে স্বর্গীয় অগ্নি উদ্দীপন করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। সেই দিন অপরাহ্নে আলোচনার সময় "ধর্ম্মরাজ্যে ভাই ভগ্নার অর্থ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের পবিত্রাত্মা দ্বারা যে অগ্নিময় স্বর্গীয় বাক্য নকল বিনিঃসৃত হইয়াছিল, ঐ সমুদয় প্রত্যেক সাধকের আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় জীবনের আশ্চর্য্য পবিত্র প্রভা প্রকাশ করিতেছে। ১৭৯৫ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে ঐ স্বর্গীয় জীবন্ত উত্তর প্রকাশিত রহিয়াছে।

গত ৮ই ভাদ্র রবিবার আমরা সমস্ত দিন আমাদের প্রিয়তম ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এই দিবস স্মরণোপলক্ষেই পঞ্চম ব্রহ্মোৎসব করিয়া জীবন পবিত্র করিলাম। ইহা দ্বারা পুণ্যময় পিতা তাঁহার জন্ম দুঃখী নিরাশ্রয় সন্তানদিগের এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও জগতের পরিত্রাণের জন্য কি সম্বল করিয়া দিলেন তাহা তিনিই পূর্ণ ভাবে জানেন। কিন্তু আমরা অন্ধ এবং অল্প বিশ্বাসী হইয়াও যাহা দেখিয়াছি, যাহা আস্বাদ করিয়াছি, এবং যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, ইহাতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মজগতের এক পার্শ্বে যে স্বর্গের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, শত সহস্র জ্ঞানাভিমানী পাষণ্ড, নাস্তিক অথবা ব্রাহ্মনামধারী স্বার্থান্বেষী শত শত দাম্ভিক ব্যক্তি প্রাণপণ যত্ন করিলেও এই পবিত্র অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না বরং তাঁহাদের আক্রমণে ইহা আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। জগতের পাপ জঘন্যতা দগ্ধ করিয়া আপনার পূর্ণ পবিত্র প্রেমের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সন্তানদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া আসিবেন, এই জন্য পবিত্র ঈশ্বর স্বয়ং এই অগ্নি উদ্দীপন করিয়াছেন। কাহার সাধ্য এই দুর্জ্জয় ব্রহ্মাগ্নি নির্ব্বাণ করে? এই উৎসবের দ্বারা ঈশ্বর স্পষ্ট রূপে দেখাইলেন যাহারা যথার্থ নিঃস্বার্থভাবে তৃণের ন্যায় নীচ এবং দীনাত্মা হইয়া সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার কৃপার উপরে নির্ভর করে তাহাদের দ্বারা তিনি স্বর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্য এবং তাঁহার অসীম গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করেন। অহঙ্কারীর হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন না, কেননা সে দিবা রাত্রি আপনার স্বার্থ এবং আপনার গৌরব অন্বেষণ করিতেছে, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ঈশ্বরের প্রেমের উজ্জ্বলতা এবং তাঁহার পুণ্যের মোহিনী শক্তি প্রচার করিবার জন্য তাহার তেমন জীবন্ত এবং স্থায়ী আগ্রহ নাই; সে আপনার রাজ্য এবং আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্যই ব্যস্ত। যাহা হউক দয়াময় ব্রহ্মরাজ্যে কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই, কেননা তিনি ঘোর অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক সন্তানকেও তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া এক দিন তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া সুখী করিবেন। উৎসবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের আকাশের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হইতেছিল; কিন্তু এই উৎসবে ব্রহ্মকৃপা হিল্লোলে সেই মেঘ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, শীঘ্রই ব্রাহ্ম জগতের আকাশ পবিত্র প্রেম সূর্য্যোদয়ে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হউক! ফলতঃ উৎসবের

দিন হইতেই আমরা এই মহা নগরীর কতিপয় ব্রাহ্মের জীবনে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহাতে গূঢ় রূপে এই আশা হইতেছে যে, শীঘ্রই ব্রাহ্মজগতের চারিদিক ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম ও তাঁহার শান্তিরাজ্য বিস্তারের অনুকূল হইয়া উঠিবে।

ঢাকা, মৈমনসিং, এবং শ্রীহট্ট হইতে আগত কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু, এই উৎসবে যোগ দান করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।

উৎসবের পর ভারতাশ্রম, ব্রাহ্ম-নিকেতন এবং এই মহা নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাসক মণ্ডলীদিগের মধ্যে উপাসনা স্রোত সুমধুর এবং গভীরতর হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ মনে উৎসবের কর্ত্তা কৃপাসিন্ধু মুক্তি দাতা ঈশ্বরকে আমরা বারম্বার ধন্যবাদ করিতেছি।

উৎসবের কার্য্য প্রণালী সম্পর্কে গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান মিরারে বিজ্ঞাপিত প্রণালী অনুসারেই উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়ের অনুপস্থিতে সঙ্গীত সম্পর্কে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অনেকেরই মনে তৃপ্তি হয় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রাতঃকাল এবং সায়ং কাল দুবেলাই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাতের উপদেশটীর সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল। উৎসবের অবশিষ্ট বিবরণ আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

পঞ্চম ভাদ্রোৎসব *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

এই ব্রহ্ম মন্দিরে প্রতি রবিবারে আমরা দয়াময় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি। অদ্য এই রবিবাসরে সমস্ত দিন আমাদের সেই চির পরিচিত পিতাকে লইয়া উৎসব করিব এই আশা করিয়া সকলে এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে এখানে সমবেত হইয়াছি। ব্রাহ্মদিগের উৎসব কি? এবং আমাদের উৎসব কর্ত্তা কে? যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সেই অতীন্দ্রিয় মহাপুরুষের উজ্জ্বল প্রেমে উন্মত্ত হওয়া আমাদের উৎসব, এবং তিনি স্বয়ংই এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা এবং উপাস্য দেবতা। ভ্রাতৃগণ! কোথায় তিনি? তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী সকলে কি দেখিতেছেন? যদি আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন না হইলাম, তবে আর আমাদের উৎসব কোথায়? তাহা হইলে যে আমাদের পক্ষে চারি দিক্ শূন্য, অন্ধকার। আমাদের প্রত্যেকের নিকট তিনি আজ্ বিশেষ রূপে উপস্থিত, যদি তাঁহাকেই না দেখিলাম, তবে কাহাকে লইয়া উৎসব করিব? আমাদের দয়াময় পিতা যিনি এই উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার মহিম কীর্ত্তন করিতেছে। পৃথিবীর বৃক্ষ লতা সকল তাহাদের স্বজাতীয় ভাষায় বলিতেছে এই দেখ প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর প্রাণ রূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত পুষ্প সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা বলিল "তোমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিবে, এই দেখ সেই দেবতা আমাদিগকে কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। চন্দ্রমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিব তিনি কোথায়? চন্দ্রমা বলিল, "এই যে আমার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, ইহার মধ্যে তোমাদের পরম সুন্দর পিতা অধিবাস করিতেছেন।" এই রূপে প্রত্যেক বস্তুই, কেহ বলে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রাণ রূপে বর্ত্তমান, কেহ বলে আমাদের মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্যের আকর রূপে বর্ত্তমান, কেহ বলে তিনি আমাদের মধ্যে পুণ্য সিন্ধু রূপে বর্ত্তমান, তথাপি আমাদের এই পাপ চক্ষু কেন তাঁহাকে দেখিতেছে না? সকল স্থানেই তিনি আছেন, সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব তবে কেন এই নাস্তিক হৃদয় তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইল না? এই নাস্তিক চক্ষুকে আমরা সংশোধন করিলাম না, বিশ্বাসী ভক্ত হইয়া কেমন করে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মত্ত হইতে হয় আমরা জানিলাম না। ব্রহ্মমন্দিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যে মাতার ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ, তুমি কি জান আমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিব তিনি কোথায়? ব্রহ্ম মন্দির বলিল, এই যে আমার মধ্যে তিনি পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিতেছ না? তোমরা কি অন্ধ হইলে? তোমাদের কি দৃষ্টি শক্তি নাই? এই যে তিনি তোমাদের সকলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। যদি তাঁহাকেই না দেখিলে তবে কাহাকে লইয়া তোমরা উৎসব করিবে? প্রেমময় দেবতা আমাদের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য এখানে আছেন তবে কেন আমরা তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইতেছি না? আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য তিনি এই

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ।

উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তবে কেন আমাদের কঠোর হৃদয় আগ্রহ করিয়া এবং উৎসাহী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছে না? নাস্তিক হৃদয় বলিতেছে আমি কত দিকে ধাবিত হইব, আমি যে বিষয়কে ভাল বাসি, বিষয়ের জন্য আমি সর্ব্বদা লালায়িত। হৃদয়ের এই কঠোর কথা শুনিয়াও দয়াময় ঈশ্বর আমাদের কাছে আসিলেন, আমরা তথাপি তাঁহার অপমান করিলাম, পিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলাম না, তাঁহার মধুর আহ্বান শুনিলাম না। বাস্তবিক কি ভ্রাতৃগণ! এই জগতে পিতা হইতে আমাদের অন্য কোন ব্যক্তি অধিক আদরণীয় কিম্বা অধিক ভাল বাসার আস্পদ আছে? ঐ শুন প্রেমময় পিতা আমাদিগকে কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন "সন্তানগণ! আজ তোমরা আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি উপস্থিত, এখন আমাকে লইয়া উৎসব কর।" কিন্তু আমাদের পাষণ্ড হৃদয় বলিতেছে, ব্রাহ্মগণ! তোমরা যাঁহাকে লইয়া উৎসব করিবে মনে করিয়াছ তাঁহাকে আমি ভাল বাসি না। কি ভয়ানক নিদারুণ কথা!! সেই প্রেমদাতা ঈশ্বর হৃদয়ে বর্ত্তমান; কিন্তু আমরা কিনা তাঁহাকে ভাল বাসি না বলিয়া তাঁহাকে লইয়া উৎসব করিতে পারিতেছি না। ভ্রাতৃগণ! এই দয়াময় পিতা যাঁহাকে তোমরা পরিত্যাগ করিতেছ, এত অপমান করিতেছ, তিনিত তোমাদিগকে এক নিমিষের জন্যেও পরিত্যাগ করেন নাই, ঘোর বিপদের মধ্যে এবং মৃত্যুর সময়েও তিনি আমাদিগকে তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া থাকিবেন। অদ্য তোমাদের চরণ ধরিয়া বলিতেছি, এমন দয়াল পিতাকে আজ তোমরা পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিও না। ইহাঁ অপেক্ষা আর কাহাকেও অধিক ভাল বাসিও না। যে জঘন্য নরাধম আমরা যাহারা তাঁহার বারম্বার অপমান করিল এবং যিনি বিলক্ষণ রূপে জানিয়াও যে, ইহাদের কাছে গেলেই আমার অপমান হইবে, তথাপি তিনি আমাদের হৃদয় দ্বারে আসিয়াছেন। আমাদের উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া তিনি আসিয়াছেন, এখন কি আমরা "নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব?" যদি পিতাকে ডাকিয়া আমরা তাঁহার এত অপমান করিতে পারি, তবে এখনই আমরা বিনষ্ট হইয়া যাই। (এ সমুদয় কথা বলিতে বলিতে ভক্তের হৃদয় গূঢ় রূপে স্বর্গীয় গাঢ় প্রেমে দ্রবীভূত হইতেছিল, বারম্বার বাক্যরুদ্ধ হইতে লাগিল, এবং এই সময়ে একটী ব্রাহ্মিকা ভগ্নী এবং ব্রাহ্ম ভ্রাতাও স্বর্গীয় প্রেমের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন) সেই উৎসবকর্ত্তা আমাদের হৃদয় কুটীর দ্বারে আসিয়াছেন, এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রাণ সিংহাসনে ধারণ করি। তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হই এবং তাঁহাকে লইয়া সমস্ত দিন উৎসব করি। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনিত সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনি দূরে নহেন, তিনি সম্মুখে, তিনি হৃদয়ে বর্ত্তমান। সেই প্রেমদাতা ঈশ্বরকে লইয়া প্রমত্ত হইব, এই আশা করিয়া আমরা উৎসবে প্রবৃত্ত হই। দয়াময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহাকে লইয়া সমস্ত দিন আমরা তাঁহার উৎসব করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

রবিবার, ১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

শরীরের পক্ষে আহার যেমন প্রয়োজন, তেমনই আত্মার পক্ষে উপাসনা প্রয়োজন। শরীরের রোগ হইলে আহারে অরুচি হয়, সেই রূপ যখন উপাসনাতে অরুচি হয়, তখন নিশ্চয়ই জানিবে আত্মার কোন পীড়া হইয়াছে। অন্নে অরুচি হইলে মনুষ্য একেকালে আহার পরিত্যাগ করে না, সেই রূপ উপাসনাতে অরুচি হইলে যদি আমরা একেকালে উপাসনা পরিত্যাগ করি, ভয়ানক রূপে আমাদের আত্মার দুর্গতি হইবে। উপাসনাতে অরুচি হইয়া যদি আত্মা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, সেই উপাসনা করিলেই পুনর্ব্বার তাহা সবল হইবে। শরীর রক্ষার জন্য চিরকালই অন্নাহার করিয়া আসিতেছি, ২ দিন রোগ বশতঃ আহার না করিলে অন্ন অন্ন করিয়া প্রাণ অস্থির হয়। শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, অত্যন্ত পুরাতন হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। সেই রূপ ভক্তের পক্ষে, জীবাত্মার প্রাণের পক্ষে যে উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা পুরাতন বলিয়া পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই যে আত্মায় অমঙ্গল হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? উপাসনা ভিন্ন আত্মা জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে বস্তুর যত প্রয়োজন সেই বস্তুর সহিত তত ঘনিষ্ঠ এবং মধুর সম্পর্ক। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু অতি পুরাতন; কিন্তু কে এ সকলকে পুরাতন বলিয়া ঘৃণা করে? তবে ঈশ্বর পুরাতন বলিয়া কি আমাদের নিকট অবজ্ঞার আস্পদ হইবেন? যখন আহারে অরুচি থাকে, তখন সুস্বাদু খাদ্য পাইলেও আহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে সামান্য শাকান্ন দাও তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইবে। সেই রূপ যাহার উপাসনায় অরুচি তাহার নিকট যদি কোন ভক্ত প্রেমযোগে মধুর ভাবে উপাসনা করেন, এবং মৃদঙ্গ করতাল সহিত অতি সুমিষ্ট সংকীর্ত্তন হয় তাহাতেও তাহার

মন মুগ্ধ হইবে না। উপাসনায় যাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা তাঁহার নিকট কেবল দয়াময় নামটী উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার মন প্রেমরসে গলিয়া যাইবে। যাহারা বলে ভাল গান হইল না, ভাল বাদ্য হইল না, ভাল বক্তৃতা হইল না বলিয়া আমার উপাসনা হইল না তাহার উপাসনায় অরুচি হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের দয়াল নামের যে মহিমা, তাহাতে যদি প্রেমরস উথলিত না হয়, তবে জানিবে আত্মাতে রোগ জন্মিয়াছে। ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার নামে অরুচি নিশ্চয়ই আত্মার পতনের কারণ। অতএব যখনই নামে অরুচি দেখিবে, তৎক্ষণাৎ অন্তরের পীড়া অনুসন্ধান করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে। উপাসনা ভিন্ন আত্মা বাঁচিতে পারে না। প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের সহবাসে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ আত্মা সরস থাকে। মৃত্তিকা হইতে বৃক্ষকে উৎপাটিত কর, অচিরে তাহা মরিয়া যাইবে, সেই রূপ রসস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে যদি আমাদের আত্মা বদ্ধমূল না হয়, কদাপি তাহা সজীব হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মগণ! যাহাতে ঈশ্বরে নিহিত হইয়া আমরা প্রতিদিন তাঁহার প্রেমরস পান করিতে পারি, এই জন্য বিশেষ সাধন কর। উপাসনা দ্বারা তাঁহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে হইবে। যদি যথার্থ ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইতে চাও তবে উপাসনা তোমাদের প্রাণের আহার হইবে। যতকাল জীবন ধারণ করিবে, যতদিন আত্মা থাকিবে, অনন্তকাল তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা বাহিরের কোন ব্যাপার নহে। বাদ্য নহে, সঙ্গীত নহে, বাক্য নহে, সুললিত শব্দও নহে। সম্মুখে এই জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বর আত্মজ্যরূপে, জীবনরূপে, অভয়দাতা রূপে বর্ত্তমান, সেই পুরাতন সুন্দর পুরুষ আত্মাকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া যখন জীবাত্মা স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিত হয় তখনই তাহার প্রকৃত উপাসনা হয়। প্রকৃত উপাসনাতে আত্মা যতই স্পষ্ট রূপে ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে পায়, ততই ইহা পবিত্র প্রেমে আর্দ্র হইয়া উজ্জ্বলতর হয়। সেই পবিত্র পুরুষের সঙ্গে আমরা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছি, তিনি নিমেষের জন্যও কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বিশ্বাস নয়নে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণতলে বাস করিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করা ও পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার চরণ তলে বসিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাই যথার্থ উপাসনা। ইহা ভিন্ন উপাসনা আর কিছুই নহে। এই উপাসনায় অধিকার লাভ করিবার জন্য সঙ্গীত করিতে হইবে, উপাসকদিগের সংসর্গে থাকিতে হইবে এবং অন্য যে সমুদয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিলে সরস এবং সত্যভাবে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়, সে সকলই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব সাবধান সকলে সতর্ক হইয়া যাহাতে প্রতি দিন ভালরূপে উপাসনা করিতে পার তাহার জন্য বিশেষ রূপে যত্নশীল হও। প্রতিদিন অন্যূন ৩ বার উপাসনা করিবে। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল, এই তিন কাল উপাসনার প্রশস্ত সময়; কিন্তু কেবলই এই তিন বার উপাসনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। সর্ব্বদা সমস্ত দিন যাহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে পার তাহার জন্য সাধন ভজন করিবে। কার্য্যের সময়, পাঠের সময়, যে কোন বিষয়ে নিযুক্ত থাক বারম্বার সেই স্বর্গীয় প্রভুকে স্মরণ করিবে। উপাসনাতে এতদূর দৃঢ় থাকিবে যে, কোন দিন ভ্রমবশতঃ উপাসনা না করিয়া মহা সৎ কার্য্য করিলেও, মহাপাপ করিয়াছ মনে হইবে। উপাসনা আত্মার অন্ন পান হইবে, ক্রমে ক্রমে উপাসনা এত দূর আয়ত্ত হইবে যে, প্রতি নিঃশ্বাসে উপাসনা হইবে। যথা সময়ে উপাসনা কর নাই ইহা স্মরণ মাত্র যদি অন্তরে গ্লানি এবং গভীর দুঃখ না হয় তবে নিশ্চয় জানিও আত্মাতে কোন গূঢ় পীড়া প্রবেশ করিয়াছে। উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া অন্তরে পুণ্য শান্তি সম্ভোগ করিব, এই জন্য তিনি আমাদিগকে এই উচ্চ অধিকার দান করিয়াছেন। অনেকে বলেন আমরা কার্য্যালয়ে যাই, সুতরাং কার্য্যের অনুরোধে অনেক সময় উপাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু আমরা কোন ব্রাহ্মের মুখে এই কথা শুনিব না। কার্য্যের অনুরোধে কোন ব্রাহ্ম উপাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন না; বরং উপাসনার অনুরোধে নিশ্চয়ই আর সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। উপাসনা প্রাণের আহার, রীতি পূর্ব্বক এই আহার গ্রহণ না করিলে কোন ব্রাহ্ম বাঁচিতে পারিবেন না। কল্পনা দ্বারা আহার হয় না। সেই রূপ যতক্ষণ আমরা নিজের বুদ্ধি কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের চরণে আরাম লাভ না করিব ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত উপাসনা হইবে না। আমরা ভিক্ষুক আমাদের কোন অধিকার নাই, যতক্ষণ দাতার দান করিতে ইচ্ছা না হইবে ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যদি যথার্থ সরল ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, চতুর্দ্দিকে ও অন্তরে তাঁহার অতুল সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইব। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ব্যক্তি সমস্ত জগৎ তখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিবে। পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, চন্দ্রমার লাবণ্যে, এবং অবশেষে নিজের প্রাণের মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পবিত্র হইব। অতএব সকলেই সরল প্রার্থী এবং উপাসনা শীল হইয়া

ঈশ্বরের মধ্যে নিমগ্ন থাক। উপাসনা না করিলে প্রাণ অস্থির হইবে, আত্মা শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা সকলেই প্রতিদিন উপাসনা দ্বারা আত্মার চির মঙ্গল সাধন করিতে পারি।

নূতন সঙ্গীত।

রাগিণী আলেয়া—একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তাহার। তুমি যার যে তোমার, অভয় পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, নিজে রক্ষা কর যারে নিরন্তর।

মাতৃ কোলে শিশু সন্তান যেমন, তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ। নাহি ভয় কালে, ব্রহ্ম নামের বলে, করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।

তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন, ওহে দয়াময় পরম সহায়, প্রাণে বধে তারে সাধ্য কার।

ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্, তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ, সুখী তার হৃদয় নিশ্চিন্ত নির্ভর; তুমি লয়েছ যার সকল ভার।

সংবাদ।

এক জন পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মপরিবারের সাহায্যের জন্য কোন প্রকার উপায় করা কর্ত্তব্য। পত্র প্রেরক আরও লিখিয়াছেন যে, ভাণ্ডারা নিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক জন ব্রাহ্ম উপবীত ত্যাগ করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এবং নানা প্রকার সামাজিক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার স্ত্রীও তিনটী শিশু সন্তান নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে না, এখন যদি ব্রাহ্ম মহাশয়েরা সেই নিরাশ্রয় পরিবারের ভার গ্রহণ না করেন তবে তাহাদিগের যে দুর্গতি হইবে তাহা ভাবিতেও প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। যাঁহারা দয়া করিয়া এই দুঃখী পরিবারের সাহায্য জন্য অর্থ প্রদান করিবেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দেয় অর্থ প্রচার কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন।” এই প্রস্তাবটীতে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্রাহ্ম পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটী সভা স্থাপন করা আবশ্যক। সেই সভার সম্পাদক অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুঃখী ব্রাহ্ম পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এ সভা হইতে অনেক বি[illegible]ম্ব, ব্রা[illegible] ব্রাহ্ম [illegible]রিবার-টীকে শী[illegible] সা[illegible]য্য [illegible] রক্ষা করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

[illegible] কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগো[illegible] চৌধুরী মহাশয় “ লাষ্ট ডেজ্ অফ্ রামমোহন রায়” নামক ছয় খানি পুস্তক, প্রচার কার্য্যালয়ে প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২ টাকা। যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট প্রচার কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিবেন।

‘ কতক গুলি ধর্ম্মকথা ” নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন। “ কতক গুলি ধর্ম্মোপদেশ ” নামে আর এক খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে ইহারও মূল্য দুই পয়সা। ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই এ পুস্তিকা খানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। “আদর্শ পরিবার” নামে আর এক খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছে ইহার মূল্য /০ আনা। এই তিন খানি ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য অতি অল্প, কিন্তু এমন বহুমূল্য পুস্তক আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে চান, তাঁহারা এই তিন খানি পুস্তক পাঠ করিবেন।

১ লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে এক জন ব্যথিত হৃদয় যে প্রেরিত পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীরামপুর সম্বন্ধে যাহা লি[illegible]ত হইয়াছে, আমরা তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতেছি। ঘটনাটী এই—শ্রীরামপুরের এক জন ব্রাহ্ম, বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন যে, “ এখানকার লোকেরা *** এই রূপ অশ্লীল নিন্দা করিয়া থাকে। এ জন্য আমার বড় কষ্ট হয়।” ইহা শুনিয়া শিবনাথ বাবু ও নগেন্দ্র বাবু হাস্য করিয়া উঠিলেন। অল্প ক্ষণ পরে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে যত নিন্দা প্রচার হইতেছে, শ্রীরামপুরের লোকেরা কি তাহা বিশ্বাস করে না? শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মটী বলিলেন, কৈ, না। নগেন্দ্র বাবু পুনর্ব্বার বলিলেন এক জনও না? উক্ত ব্রাহ্ম বলিলেন এক আধ জন বিশ্বাস করিতে পারে। শিবনাথ বাবু ইংরাজিতে বলিলেন যোড়পুকুরের প্রসন্ন বাবু না, প্রচারকদিগের বন্ধু, প্রচারকদিগের এত নিন্দা শুনিয়াও যে, তিনি প্রচারকদিগের বন্ধু আছেন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শিবনাথ বাবু ও নগেন্দ্র বাবু নিজে কোন অশ্লীল নিন্দা করেন নাই।” পত্র প্রেরক বলেন “ শিবনাথ বাবু ও নগেন্দ্র বাবু যেরূপ জঘন্য অশ্লীল নিন্দা শুনিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া হাস্য করা অস্বাভাবিক। সে কথায় হাস্য করিলে পোষকতা করা বুঝাইতেপারে। বিশেষতঃ তাঁহারা নিন্দা করিয়া থাকেন। এজন্য আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাঁহারা নিন্দায় যোগ দিয়াছেন। তাঁহারা পরে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতেই আমার কথার পোষকতা করিতেছে। সুতরাং আমার শ্রীরামপুর সম্বন্ধে লেখাকে অসত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।”

আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, শিবনাথ বাবু ও নগেন্দ্র বাবু শ্রীরামপুরে অশ্লীল ভাবে নিন্দা করেন নাই, তবে সেই জঘন্য অশ্লীল নিন্দার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। প্রতিবাদ না করাতে কাহার কাহার মনে সন্দেহ হইয়াছে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত “ ধর্ম্মতত্ত্ব ” সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, বিগত ৮ই ভাদ্র রবিবার এখানকার ব্রাহ্মসমাজে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সাংবৎসরিক

উপলক্ষে উৎসব হইয়া গিয়াছে। হাজারীবাগে ভাদ্রোৎসব একটী নূতন ব্যাপার। ইতি পূর্ব্বে আর কখনও এ অঞ্চলে ইহার অনুষ্ঠান হয় নাই, এই নিমিত্ত ইহা বিশেষ উৎসাহের বিষয় হইয়াছিল, অধিকন্তু ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ও শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় দ্বয়ের আপাতঃ এ স্থলে অবস্থান নিবন্ধন আরও সুবিধা হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে এতদ্বিষয়ের কোন সূচনাই ছিল না। কিন্তু শনিবার প্রাতঃকালে আচার্য্য মহাশয় কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন "অদ্য এত ক্ষণ কলিকাতায় কত উদ্যোগ হইতেছে। ছয় মাস কাল ব্যাকুল হৃদয়ে যে বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, কল্য মহা সমারোহে তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না, এখানে কি কোন রূপ উৎসব হইতে পারে না?" তাঁহার এ প্রকার অভিপ্রায় অবগত হইবা মাত্র অত্রত্য ব্রাহ্মমণ্ডলী এককালে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। এবং ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া সকলেই সম্মত হইলেন। এরূপ স্থানে এত শীঘ্র কোন প্রকার বিশেষ আয়োজন হইবার অবশ্যই কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের উৎসবের জন্য বাহিরের উদ্যোগ এবং আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ইহাঁদের উৎসবের প্রধান বস্তু ঈশ্বর সর্ব্বদা সঙ্গেই রহিয়াছেন। এবং উৎসাহ, প্রেম, ভক্তি, আনন্দ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্বেষণেও দূরে যাইতে হয় না। সুতরাং এ জন্য অধিক সময় ছিল না বলিয়া কোন বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কি।

শনিবার অর্দ্ধরাত্রি হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। উৎসবের দিবস প্রাতঃকালেও ইহার শেষ হয় নাই। বরং অধিকতর অন্ধকার করিয়া মেঘমালা গগণ মণ্ডল আচ্ছন্ন করত অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন দেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে। এরূপ দৈব দুর্ব্বিপাকসত্ত্বে, উপাসনা মন্দিরে অধিক লোক জনের সমাগম হইবার আশা ছিল না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, প্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় মন্দিরের সমস্ত উপাসক এবং অপরাপর দর্শকগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিবা ৮৷৷০ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় যৎকালে বেদীতে আসীন হইলেন, তখন এক প্রকার অকৃত্রিম আনন্দে মন্দিরস্থ সমস্ত ব্যক্তির হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার নাম একত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, আমাদের সহিত সেই প্রধান আচার্য্য মহাশয় উৎসব করিতে বসিলেন দেখিয়া, প্রত্যেক ব্রাহ্মের প্রসন্ন মুখ এক প্রকার আশ্চর্য্য গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। "ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের উপদেশ" নামক যে সমস্ত জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বক্তৃতা ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠ করিয়া আমাদিগের মধ্যে অনেকের ব্রাহ্ম জীবন সংগঠিত হইতেছে, অদ্য সেই রূপ উপদেশ আচার্য্য মহাশয়ের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে পাইব, এই আশাতে সকলের অন্তঃরণ পুলকে নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর উপাসনা আরম্ভ হইল। এক প্রকার স্বর্গীয় নিস্তব্ধতা মন্দিরের আকাশকে পূর্ণ করিল। তখন আচার্য্য মহাশয়ের ভক্তির উৎস উৎসারিত হইয়া গেল। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, সমাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে অনেক বার সহৃদয় ভাবে কলিকাতার ভ্রাতা ভগিনীদের নাম উচ্চারিত হইল। কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ভ হইল সে সময়ের কথা আর কি বলিব? ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের সহিত একত্রে উৎসব করিতে পারিলেন না বলিয়া, শোকে অভিভূত হইলেন। চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্য নিঃসারিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। "কোথায় প্রাণসম কলিকাতার ভাই ভগিনীগণ" বলিয়া আকুলিত হইতে লাগিলেন। উপাসকগণও অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কলিকাতার উপাসক মণ্ডলী, এখানকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাঁহার পবিত্র স্বর্গরাজ্য, যেন এক যোগ সূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, প্রার্থনার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া এই রূপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ের যোগ আমরা কখনই দেখি নাই। দুঃখ পাইবার সময় একাকী তাহা সহ্য করিব, কিন্তু পিতার নিকট বসিয়া তাঁহার প্রেমমুখ অবলোকন করতঃ যখন সুখের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে না দেখিলে হৃদয় কাঁদিয়া অস্থির হইবে। এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের উদাহরণ এই স্বার্থপর পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। অনন্তর "ব্রাহ্মসমাজে বহুদিবস থাকিয়াও অনেকানেক লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা যায়। যাহাতে এরূপ হৃদয় বিদীর্ণকর ব্যাপার না ঘটিয়া, আজীবন ইহার মধ্যে তিষ্ঠিয়া যাইতে পারা যায়, ইহার উপায় করা কর্ত্তব্য।" এই বিষয় লইয়া একটী সুদীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপদেশটী যে, বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে কেহই ইহা লিখিয়া লইতে পারি নাই। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলীর পক্ষে ইহা কোন উপকারে আসিল না। বৈকালে ৪৷৷০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। প্রায়ই উপাসনা তত্ত্বের কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তৎপরে ৬৷৷০ টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর ৭৷৷০ টা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার উপাসনা হয়। সমস্ত দিবস আচার্য্য মহাশয়ের পরিশ্রমের আতিশয্য হওয়ায়, এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আচার্য্য মহাশয় এ সময়েও একটী অত্যুৎকৃষ্ট এবং সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর সাধনের তিন প্রকার অবস্থা" ইহার বিষয় ছিল। অবশেষে কএকটী সংগীত এবং সংকীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হয়। এই অপ্রত্যাশিত উৎসবে এখানকার ব্রাহ্ম মণ্ডলীর অন্তঃকরণ যে প্রকার আর্দ্র হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে ভাবে এবং যেরূপ উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে ভরসা করিতে পারা যায় যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জীবনের বিশেষ কার্য্য সাধন করিয়া লইতে পারেন।

১১ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক। } নিতান্ত অনুগত
হাজারিবাগ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই ভাদ্র মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১ম ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন বুধবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পরমশান্তির আলয় পরমেশ্বর! সংসারের দুর্গম পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ক্লেশ কণ্টকে হৃদয় মন ক্ষত বিক্ষত হয় তখন সতৃষ্ণ নয়নে একবার তোমার পানে চাহিলে আর কোন দুঃখ থাকে না। পাপী সন্তানের দুঃসহ অন্তর জ্বালা কেবল তুমিই নিবারণ করিতে পার। নাথ! কত বার ঘোর বিপদের মধ্যে পড়িয়া ছিলাম কিন্তু তোমার কৃপা গুণে ত্রাণ পাইয়াছি। তোমার শান্তিপূর্ণ প্রেমমুখ ছবি সন্দর্শনে সকল সন্তাপ চলিয়া গিয়াছে। তথাপি হে প্রাণের ঈশ্বর! কেন আমি তোমাকে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ভাল বাসিতে পারি না। তোমার প্রতি যাহার প্রকৃত ভালবাসা থাকে তাহার হৃদয়ে যে অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া যায়। হে অধমতারণ পিতঃ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া কত কষ্ট যন্ত্রণা পাই, এক বিন্দু শান্তির জন্য হাহাকার করি, অথচ তুমি অনন্ত প্রেমের সাগর হইয়া আমার অতি নিকটে রহিয়াছ। হায় আমি কি দুর্ভাগ্য! সংসারে এত দুঃখ সহ্য করি তথাপি তোমার প্রেমে অনুরক্ত হই না। আমি অন্ধ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া সংসারকে ভাল বাসিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে পদে পদে আঘাত পাইয়া হৃদয় শোক ভারে অবসন্ন হইয়াছে, এখন হে দয়াময়! তোমাকে ভাল না বাসিলে যে প্রাণ বাঁচে না। অপ্রেমিক হইয়া আর যে জীবন যাপন করা যায় না। হৃদয়নাথ, তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দাও। আমি তোমার প্রেমালোকে বাস করিয়া অনিমেষ নয়নে কেবল তোমারই সৌন্দর্য্য দর্শন করিব। হে আনন্দময় সুখের সাগর পিতঃ! তোমার প্রেম সমীরণের সুখকর হিল্লোলে আমার হৃদয় সরোবরকে উদ্বেলিত কর। আমার তৃষিত চিত্ত তোমার প্রীতি সুধা লোভে নিতান্ত লোলুপ হইয়াছে একবার কৃপা কর। করুণাময়, বল আমার সমস্ত জীবনকে কবে তুমি প্রেম রসে অভিষিক্ত করিয়া দিবে। হে দুঃখীর পিতা মাতা! কবে আমার দারিদ্র্য কষ্ট মোচন করিয়া তোমার চিরপ্রেমে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমি তোমাকে ভাল বাসিব বলিয়া আশা ও ব্যাকুলতার সহিত ডাকিতেছি, তুমি এ দুঃখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমি কেবল তোমাকে ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হইব। তোমার প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিলে সকল অপবিত্র কামনা ধ্বংস হইয়া যায়।

গভীর রহস্য।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য এই রূপ উপদেশ বিহিত হইয়াছে যে, "পৃথিবী ও রিপুদিগের নিকট মৃত হও এবং ঈশ্বরে জীবিত হও" ইহাই উচ্চতম ধর্ম্মজীবনের বিধান। সকল ধর্ম্মালম্বীরা ইহাকে সর্ব্বোচ্চ সাধন বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সাধু মাত্রেরই ঐক মত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের মধ্যে দুই এক জন ভক্তের এই উপদেশের অনুরূপ জীবনও কতক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু আর সকল লোকে মানবীয় ধর্ম্মের স্বাভাবিক নীতি ও ভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা পরিত্রাণের পথে দণ্ডায়মান নহে। স্বর্গীয় ধর্ম্ম ইহাদের নিকট বহু দূরে।

যে ব্যক্তি পৃথিবীর নিকট ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট মৃত নহে তাহার জীবন পূর্ণ ধর্ম্মের অনেক অন্তরে। যাঁহারা ধর্ম্মের উত্তাপের ভিতর সর্ব্বদা বাস করেন, মনুষ্যের সেবাই যাঁহাদের ব্রত, উপাসনাই যাঁহাদের সুখ শান্তি; সাধু সঙ্গই যাঁহাদের স্বাস্থ্যকর বায়ু; যাঁহাদের চক্ষু তাঁহারই মহিমা নিয়ত দর্শন করে, যাঁহাদের রসনা সেই মধুর নাম কীর্ত্তন করে ও যাঁহাদের কর্ণ সেই শ্রুতি সুখকর নাম শ্রবণ করে তাঁহাদের মধ্যেই কি প্রকৃত জীবন দেখিতে পাওয়া যায়? তাঁহাদের মন কি আন্তরিক ও বাহ্যিক রিপুদিগের নিকট মৃত? তাঁহারা কি সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবদিগের হুঙ্কারে এস্ত ও শশঙ্কিত হইয়া উহাদের দাসত্বে বদ্ধ হন না? এমন কি তাঁহারা ধর্ম্মের নামে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কত পাপে পতিত হন। কিন্তু এ দিকে এ কথাও সত্য, একবারে পৃথিবীর নিকট না মরিলে কেহ নবজীবন লাভ করিতে পারে না, এবং সেই জীবনের জ্যোতি ও ক্ষমতা ভিন্ন কোন ধর্ম্মসমাজ অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। শত শত পাপভারাক্রান্ত মনুষ্য কি দেখিয়া ধর্ম্মে উন্মত্ত হইবে? এদিকেও দেখা যায় যে লোকে উপাসনা করিয়া থাকেন তাহাতে জীবন কতক পরিমাণে ভাল থাকে, কিন্তু সেই কাম সেই লোভ সেই অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদয় শত্রুই প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহাদের হৃদয় কন্দরে বাস করে। তবে এরূপ উপাসনাতেও মনুষ্যকে প্রকৃত ধার্ম্মিক করিতে পারিল না। আবার দেখি একটী পাপ দমন করিতে গিয়া আর একটী পাপ উত্তেজিত হয়। সুতরাং এ সকল পন্থা এক প্রকার সমুদায় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি দ্বারা অবলম্বিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে।

উপাসনার গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লক্ষিত হইল যে ঈশ্বরে পূর্ণ আসক্তিই সমুদয় পাপ বিনাশের মূলীভূত কারণ। ঐ আসক্তিতেই মনুষ্য প্রলোভন পরীক্ষার নিকট মৃত হয় উহাতেই অন্তরস্থ প্রবল রিপুগণ নিপীড়িত হইয়া যায়। শরীরের পক্ষে শোণিত প্রবাহ যেমন সমুদায় জীবনের মূল, ঐ আসক্তি সেই রূপ আধ্যাত্মিক জীবনের নিদান। শোণিতের দ্বারা যেমন স্বাস্থ্য, বল, সুখ হয় ও শারীরিক সমুদায় যন্ত্র স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সেই রূপ ঈশ্বরে পূর্ণ আসক্তি আত্মাতে বল, আনন্দ, পবিত্রতা, শান্তি প্রেম ভক্তি আনয়ন করে। যেমন এক শোণিত কোথায় অস্থি রূপে, কোথায় বা মাংসরূপে ও কোথায় বা পুষ্টি রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ এক এই আসক্তিই ঈশ্বরদর্শন রূপে, কখন বা প্রেম ও ভক্তি রূপে, কখন বা পুণ্য রূপে, কখন বা ভাব রূপে, কখন বা আনন্দ ও শান্তি রূপে পরিণত হয়। ইহা আত্মার অগ্নি বিশেষ। ইহার উত্তাপে সমুদায় অন্তরস্থ পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই আসক্তি একটী স্বর্গীয় অদ্ভুত পদার্থ। ইহা কখন ভ্রাতৃভাব রূপে, কখন মনুষ্যের সেবা রূপে, কখন বা নর নারীর প্রতি পবিত্র প্রেম রূপে, কখন বা স্ত্রী পুরুষের পবিত্র যোগ রূপে, কখন কঠোর কর্ত্তব্য পালনরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এক

শোণিত যেমন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য্য সংসাধন করে; তদ্রূপ এক আসক্তি মানব-জীবনের সমুদায় প্রয়োজনীয় বিষয় সাধন করিয়া দেয়। সমগ্র ও পূর্ণ ধর্ম্মজীবন কেবল ইহার দ্বারাই মনুষ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মগণ কি এই আসক্তিতে উন্মত্ত হইয়াছেন? এই স্বর্গীয় রত্ন লাভ কর সমুদায় দুঃখ দূর হইবে। প্রকৃত নবজীবন দর্শন করিয়া ঈশ্বরের প্রেম পরিবারে চির সুখ সম্ভোগ করিবে।

ধর্ম্মের দুর্লক্ষ্য গতি।

কখন কোন্ শুভযোগে মনুষ্যের পাপ তমসাবৃত আত্মা সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে সেই প্রেম সূর্য্যের জীবন্ত জ্যোতিঃ প্রবাহের সম্মুখীন হইয়া সমুজ্জ্বলিত হয়,কি দুর্ব্বোধ্য নিয়মে পিতা পুত্রের নয়নে নয়নে সংগতি হইয়া এই পৃথিবীতলে স্বর্গীয় ব্যাপার সম্পাদন করে, কেমন সহজে জীবাত্মা পরমাত্মার সমসূত্রপাতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দেখিতে দেখিতে কেমন সহজেই আবার উভয় উভয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয় এ সকল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। কৃপাময় ঈশ্বরের কৃপা সমীরণ কোন্ দিক্ দিয়া কখন চলিয়া যাইতেছে তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারে না। এক নিমেষের মধ্যে মনুষ্য জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই আমরা দেখিতে পাই! আমরা পাপ অপরাধে কলঙ্কিত হইয়া এই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি এখানেও সেই পুণ্যময়ের শুভ্র কিরণ সময়ে সময়ে আসিয়া পতিত হইতেছে। কিন্তু সাধ্য নাই যে আমরা অস্পৃশ্য হৃদয়ে তাহা অধিক ক্ষণ ধরিয়া রাখি। বিদ্যুতের ন্যায় উহা এক একবার প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যের পাপান্ধকার কেমন ভীষণ তাহা দেখাইয়া দিতেছে। পাপের অপবিত্র সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য যাহার মন ব্যাকুল কেমন করিয়া সে দেব প্রসাদ হস্তে পাইয়াও রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে? কর্পূর যেমন বাহ্য বায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, ঈশ্বর প্রদত্ত প্রীতি ভক্তিও তদ্রূপ অল্প সময়ের মধ্যে সংসারের পাপ দূষিত বায়ু সংযোগে তিরোহিত হয়। কল্য যাঁহার মুখ মণ্ডলে ধৈর্য্য শান্তি ক্ষমা প্রেমোন্মত্ততা বিরাজ করিতেছিল অদ্য দেখি তিনি শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মতের সারবত্তা নাই,কথায় রস নাই, ব্যবহারে সরলতা নাই সমস্ত যেন এককালে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। একটু অহঙ্কার কিম্বা স্বার্থ আসিয়া যাই হৃদয়কে স্পর্শ করিল অমনি প্রেমের স্রোতঃ বন্ধ হইয়া গেল। সামান্য অপরাধে মন কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে কি অমনি সকল অন্ধকারময়। আত্মবিস্মৃতির ছিদ্র দিয়া পুরাতন বন্ধুগণও হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন,ঈশ্বরও অপর দিক্ দিয়া পাপ কোলাহলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। হাঃ পুরাতন পাপী আত্মন্! তুমি কি স্বর্গের দেবতাকে নরকের মধ্যে ভুলাইয়া রাখিতে পার? বহুদিনের স্বাস্থ্য সুখ যেমন এক দিনের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন্ জনিত অপরাধে বিলুপ্ত হয় তেমনি বিংশতি বৎসরের উপার্জ্জিত প্রেম পুণ্য এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কলঙ্কিত হইয়া যায়। পাপ কুমন্ত্রণায় অন্ধবিবেক হইয়া কত লোকে মনে করেন আমি সত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, কিন্তু এই অবসরে পুরাতন পাপ রিপু সকল ধর্ম্মের বেশে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে শেষে তাঁহাদের সঞ্চিত পুণ্যরাশি লইয়া সুদূরে প্রস্থান করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কল্পিত ধর্ম্মান্ধতায় মনুষ্যকে এমন বিকৃত করিয়া ফেলে যে, সে তখন পাপকেই পুণ্য বলিয়া আলিঙ্গন করে। অধিক ক্ষণ সে ভ্রম থাকে না, অল্প কাল পরেই সে দেখিতে পায় কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপে পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়া কত ধার্ম্মিক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেহ স্বীকার করুন আর না করুন, ধর্ম্মের বেশে পাপ প্রবেশ

করিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রথমে কিছু দিন এই মহা রোগের যন্ত্রণা কাহারও প্রায় অনুভূত হয় না, কিন্তু দৈনিক উপাসনা যখন নিরাশার গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, দেহ পাত করিলেও আর ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিবার সম্ভাবনা থাকে না, তখনই রোগের প্রকৃত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। যখন কোন ব্রাহ্ম এই রূপে ব্রহ্ম দর্শনে এবং ব্রহ্মানন্দ রস পানে বঞ্চিত হন তখন তাঁহার প্রিয় ধর্ম্মমত হইতে ভ্রান্তিরূপ গরল উঠিতে থাকে। যে হৃদয় ঈশ্বর প্রেম-শূন্য হইল তাহা যে অচিরে পাপের আবাস-ভূমি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? তখন কল্পিত উদার মত সকল অবিশ্বাসের মধ্য দিয়া সেই চির প্রসারিত সংসারের সুখময় শয্যায় শয়ন করে, উৎসাহ উদ্যম শিথিল হইয়া যায়, রসনা অকৃতজ্ঞ হইয়া ঈশ্বর ও মনুষ্যের নামে অভিসম্পাৎ প্রদান করে। অতএব ঈশ্বরের প্রসাদ অতি কোমল পদার্থ তাহাতে পাপের কিছু মাত্র সহ্য হয় না। পাপ এবং পুণ্য দুইটী বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তু, কোন মতেই পরস্পরের একত্র সমাবেশ কিম্বা মিলন হয় না। সাধুতা এমন সামগ্রী নয় যে কেহ তাহাকে উৎকোচ দিয়া ভুলাইয়া রাখিবেন। কোন একটী মনুষ্যের বিরুদ্ধে যদি অমঙ্গলেচ্ছা অন্তরে নির্ব্বিবাদে স্থান পায়—যতই ন্যায় এবং যুক্তিসঙ্গত কেন তাহা হউক না—অন্যায়কারী শত্রুর বিরুদ্ধেও যদি তাহা পোষণ করা হয়, তৎক্ষণাৎ যবনিকা পতন হইবে, হৃদয় নীরস হইয়া যাইবে। দয়াময় মঙ্গল বিধাতা ঈশ্বর শুভ সময় দেখিয়া সকলকেই তিনি তাঁহার পবিত্র প্রেম সুধা দান করেন, কিন্তু দিলে কি হইবে? অযতনে সেই মহারত্ন হইতে লোকে সহজেই বঞ্চিত হইতেছে। পাপ অত্যাচারে তাহা তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাঁহারা এই মহারত্নকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারাই সুচতুর ধনী এবং সুখী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

প্রতিষ্ঠোপলক্ষে ৫ ম ভাদ্রোৎসবের অবশিষ্ট বিবরণ।

শ্রদ্ধা দ প্রচারক শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় অপরাহ্ন ২ টা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত উদ্বোধন এবং সঙ্গীতের পরঈশ্বরের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া অন্তরে স্বর্গীয় জ্বলন্ত অগ্নি লাভ করিয়া প্রত্যহ স্বর্গরাজ্যের ভয়ানক শত্রু পাপ ও অসত্য বিনাশ করিবার জন্য একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বেদীর নিম্নস্থ শ্বেত প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট হইয়াবিশ্বাস এবং অনুরাগ পূর্ণ অন্তরে এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত "কতক গুলি ধর্ম্মোপদেশ" এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় ১৭৯৩ শকের ভাদ্রোৎসবে প্রাতঃকালে যে উপদেশটী প্রদান করিয়া ছিলেন তাহা পঠিত হইল। যাঁহার বিশ্বাস এবং ভক্তি বলে ব্রাহ্ম জগতে যথার্থ উপাসনা এবং উৎসব তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে বর্ত্তমান উৎসবে তিনিই অনুপস্থিত, ইহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উক্ত উপদেশ পাঠের সময় আমাদের এক জন শ্রদ্ধেয় প্রাচীন বন্ধু বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপদেশ পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র "এস হৃদয়ে হৃদয়ে বাধি পিতার প্রেম ডোরে, পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধরে কাঁদি যদি মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে।" এই সঙ্গীতটী গান করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভক্তি ভাবে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে সাধক এবং উপাসক দিগের মধ্যে অনেকেই উহাতে যোগ দান করিলেন। বস্তুতঃ তখন স্বর্গের একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার হইতেছিল, প্রেমময় পবিত্র ঈশ্বর গূঢ় ভাবে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিবার সময় আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। ইহার পর মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত, অনুতাপ, জীবন্ত উপাসনা এবং অন্ধ আত্মানুরাগ (খোদ পসন্দি) ইত্যাদি কএকটী বিষয়ে কত গুলি সারগর্ভ বাক্য পঠিত হইল। ইহার পর শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় পুনর্ব্বার বেদীতে উপবেশন

পূর্ব্বক জ্বলন্ত ভাবে উদ্বোধন করিয়া আমাদিগকে দীনবন্ধু পিতার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত করিলেন। ধ্যানের পর বেদীর সম্মুখে গভীর বিশ্বাস এবং জীবন্ত উৎসাহ পূর্ণ ভাবে পিতার দয়াল নাম সংকীর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং ইহার অব্যবহিত পরেই রাত্রির উপাসনা আরম্ভ হইল। রাত্রির উপাসনাতে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইতেছে। এই উপদেশটী দান করিবার সময় ব্যাকুলতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা এবং বিনয় রসে বারম্বার উপদেষ্টার কণ্ঠরোধ এবং অশ্রুপাৎ হইতেছিল; যাঁহারা মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের পক্ষে, কেবল এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠের দ্বারা সেই সময়ের অবস্থা অনুভব করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই উপদেশটী শ্রবণ করিয়া আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বন্ধু অতীব সুমধুর ভাবে এই সঙ্গীতটী করিয়াছিলেন।

সংগীত।

সুর, আউলে।

ফকিরী লওয় বড়ই কঠিন।
ফকির পথের তৃণ, হতে দীন।

বেশেতে হয় না ফকিরী, বাক্যের ফকিরী কেবল শঠের চাতুরি; ও মন! ষড় রিপু দমন করে, হতে হয়রে দীন হীন।

নিত্য সুখে সদাই তার আশ, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট সম বিষয় ভোগ বিলাস; মন! অন্ন বস্ত্রের অভাব হলেও, হয় না তার বদন মলিন।

মান অপমান হইবে সমান, মিষ্ট বাক্য পরুষ বচন হবে সমজ্ঞান; ও মন! বিনয় প্রণয় হৃদয় ভূষণ, করে রাখিতে হবে চির দিন।

ব্রাহ্ম হওয়া সামান্য তো নয়, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিনয়ী হতে হয়; ও মন! পিতার ক্ষমা স্মরণ করে, হতে হয় প্রেমের অধীন।

সেই ফকিরী করিব গ্রহণ, সদানন্দে ভবের মাঝে কাটাব জীবন; এখন ত্বরায় এনে দাও দয়াময়, সেই প্রার্থনীয় শুভ দিন।

* সায়ংকাল, রবিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

অদ্য সমস্ত দিন যে অপার আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা কি বিস্মৃত হইব? এই নিকৃষ্ট জীবনে ঈশ্বর এত দয়া করিবেন, ইহাত স্বপ্নেও জানিতাম না। পিতা তাঁহার নিজগুণে হৃদয়ে আসিলেও যে, হৃদয় তাঁহাকে গ্রহণ করে না, হৃদয়ের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে করিয়া ছিলাম, অদ্য হয়ত নিরাশ হইতে হইবে; কিন্তু এই পাপ-হৃদয়ে দয়াময় যে আজ অশাতীত সুখ দিলেন। প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলাম। যাঁহাকে অদ্য প্রাণ মন, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম, আবার কি তাঁহাকে দূর করিয়া দিব? সেইত পাতকী আমি, আমার অসাধ্য কি? হৃদয় কঠিন, অনায়াসে আবার পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। তবে কি উপায়ে পিতাকে হৃদয়ে রাখিব? ইহার জন্য ব্যাকুল হইয়া কোন প্রাচীন সাধকের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যিনি প্রাণকে অধিকার করিলেন, তাঁহাকে কি প্রকারে, চিরকাল, হৃদয়ে রাখিব? সেই মলিন বেশধারী সাধক বলিলেন, ইহা সহজ কথা নহে, দেখ আমি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিবার জন্য শরীর শীর্ণ করিয়াছি, সংসার পরিবার পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, তথাপি তাঁহাকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না। যাঁহাকে হৃদয়ে স্থির রাখিবার জন্য সহস্র সহস্র ভক্ত, কঠোর সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকে কি উপায়ে হৃদয়ে রাখিবে, ইহা সামান্য প্রশ্ন নহে। এই কথা শুনিয়া, আবার তাঁহাকে বলিলাম, প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে রাখিতে না পারিলে প্রাণ যে বাঁচে না, ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন; আমি ২৪ বৎসরের সাধনের পরীক্ষায় এই জানিয়াছি, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিবার জন্য বাস্তবিক যদি কোন উপায় থাকে আত্মার দীনতা। অহঙ্কারীর হৃদয়ে তিনি থাকেন না, যদি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে চাও, তৃণের ন্যায় নীচ হইতে হইবে, এবং সকলের পদ ধূলি হইয়া হৃদয়ের সমস্ত অভিমান দাম্ভিকতা চূর্ণ করিতে হইবে। প্রকৃত বৈরাগী হইয়া সকলের দাস না হইলে, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিবার অধিকার জন্মে না। এই কথা শুনিয়া নিরাশা এবং দুঃখে আমার হৃদয় আরও বিদ্ধ হইল। মনে করিলাম, এত বড় ভক্ত যিনি ২৪ বৎসর সাধন করিয়াও ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না, আমার এই দাম্ভিক মন কিরূপে তাঁহাকে ধারণ করিবে। আমি কি করিব? পিতার কৃপা ভিন্ন আমার আর আশা ভরসা নাই। ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি সকলেই আমার মস্তকে পদধূলি দেন, তবেই আমি বাঁচিতে পারি। তৃণের ন্যায় নীচ হইবার জন্য মহাত্মা চৈতন্যের যে উপদেশ শুনিলাম তাহা সহজ কথা নয়। দয়াময় পিতার আশীর্ব্বাদ এবং সমুদয় ভাই ভগ্নীদের পদ সেবা করিয়া যদি তৃণের ন্যায় নীচ হইতে পারি তবেই এই জীবন সার্থক হয়।

* বিগত উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

* রবিবার, ১৫ ই ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

আমরা বিগত উৎসবে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সকলকে তৃণের ন্যায় বিনয়ী হইতে হইবে। যাঁহারা তৃণের ন্যায় আপনাদিগকে হীন মনে করিয়া সকলের পদতলে পড়িয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ হস্ত স্থাপন করেন। আমরাও ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং আমরা মহৎ, অতএব আমরা কেন অপরের নিকট অবনত হইব, বিনয় কি এই কথা বলে? যখন দেখিবে অহঙ্কারে ভাই ভগ্নী স্ফীত হইয়া কিম্বা স্বার্থপরতায় বিকৃত হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছেন তখনও তাঁহাদের নিকট বিনীত থাকিতে হইবে। যে সকল ভাই ভগ্নী স্বার্থপর, অহঙ্কারী রাগান্ধ,হীন মলিন বেশে আমাদের নিকট আসিবেন, তাঁহাদিগকে বলিব, তোমরা এই বেশে আমাদের সম্মুখে আসিও না, কেননা ঈশ্বর তোমাদিগকে এই বেশ গ্রহণ করিতে বলেন নাই, এবং তোমাদের ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতাদির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু যদিও ভাই ভগ্নী রিপুর পরবশ হইলেন তথাপি তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারি না। কেননা ঈশ্বর তাঁহাদিগের অন্তরে স্বর্গের রত্ন সকল নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং তিনি স্বয়ং অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন যদি তুমি ধনী হইতে চাও তবে এ সকল রত্ন গ্রহণ কর। পাপে নিতান্ত কদাকার ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিলেও এই কথা বলিব যে তোমাদের এ বিকট রূপ দেখিলে আমাদের ক্লেশ হয়, উহার সঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী সম্বন্ধ নহে; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে সকল অমূল্য রত্ন রাখিয়াছেন সে সকল রত্ন দিয়া এই ভিখারীদিগের অন্তর পূর্ণ কর। আমরা কিরূপে তোমাদিগকে ছাড়িব, তোমরা যে আমাদের আত্মীয়, তোমাদিগকে মনে হইলে ইচ্ছা করে তোমাদের পায়ে পড়িয়া তোমাদিগকে পিতার গৃহে লইয়া আসি। তবে এই বলি তোমরা বিকৃত বেশ লইয়া আর আমাদের কাছে আসিও না। কেন তোমরা বিকটাকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে এত বিভীষিকা দেখাইতেছ? কোথায় তোমাদিগকে দেখিলে আমাদের প্রীতি, আনন্দ, অনুরাগ বাড়িবে, না, এখন তোমাদিগকে দেখিলে ভয় করে। যদি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে চাও, তবে তৃণের ন্যায় বিনয়ী হও, অহঙ্কার চূর্ণ কর; তোমরা আর ঐ প্রকার বিকট বেশে আমাদের নিকট আসিও না। তোমাদের পায়ে পড়ি ঈশ্বরের উপযুক্ত সন্তানের বেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হও। তোমাদিগকে প্রণাম করিয়া আমরা ধন্য হই কেননা তোমাদিগকে প্রণাম করিলে ঈশ্বরসন্তানদিগকে প্রণাম করা হইল। তোমাদের মধ্যে আমাদের ঈশ্বর রহিয়াছেন। আমরা মনে করিতে পারি না তোমরা রিপুর অধীন হইয়াছ বলিয়া ঈশ্বর তোমাদিগকে ছাড়িয়াছেন। স্বর্গের বিনয় বসন পরিধান করিয়া এস, আমরা সকলে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিয়া পরমেশ্বরের পদানত হই এবং তাঁহার নিকট এই বলিয়া উপস্থিত হই, যে, আমরা ভাই ভগ্নীর চরণে প্রণত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। ভাই ভগ্নীরা যে, স্বর্গের ধন লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়াছেন। ভাই ভগ্নীগণ! যদি তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ কর তবে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, পদাঘাত কর, সহ্য করিব, তোমাদের সঙ্গে এত সম্বন্ধ ছিল তাহাত পূর্ব্বে জানিতাম না। তোমরা সকলে আমাদিগকে পিতার চরণে লইয়া যাও। এ সকল স্বর্গীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া যাহাতে তোমাদের সঙ্গে নিত্য পিতার আশ্রয়ে বাস করিতে পারি তোমরা এই দয়া কর। তোমরা আমাদের অত্যন্ত আত্মীয়, এই জন্য যে, ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে আশ্চর্য্য রত্ন সকল নিহিত রাখিয়াছেন। ইহাতে তোমাদের অহঙ্কার হইতে পারে না, বরং ইহাতে ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি হয়। এস সকল ভাই ভগ্নীতে অতি পবিত্র মিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া নিত্য তাঁহার পূজা করি, সকলে তাঁহারই হইয়া এস আমরা জীবন সার্থক করি। চিরকাল প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারই হই। তাঁহাকে ডাকি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপদেশ।

মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক বিশেষের অনুবাদ।

জীবন্ত উপাসনা।

জীবন্ত উপাসনা তাহাকেই বলে যে উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দীনতা ও প্রাণের যোগ রক্ষা হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে হৃদয়ের সরল সত্য যোগ স্থাপন ও মহা সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত ঈশ্বরকে ধারণা করাই উপাসনার উদ্দেশ্য। যথা ঈশ্বরের বাক্য "আমাকে অন্তরে ধারণ করিবার জন্য উপাসনা কর। প্রেরিত মহর্ষি মহম্মদ বলিয়াছেন যে এরূপ অনেক উপাসক আছেন উপাসনাতে যাঁহাদের শ্রান্তি ও অবসন্নতা ব্যতীত অন্য কিছুই ফল হয় না। ইহা একারণ হয় যে, তাহারা শুদ্ধ শরীর দ্বারা উপাসনা করে, উপাসনাতে তাহাদের মন উদাসীন থাকে। সেই মহাত্মা বলিয়াছেন যে, অনেক উপাসকের উপাসনার ষষ্ঠাংশ কি দশমাংশ মাত্র ঈশ্বরের গৃহীত হয়। অর্থাৎ ততটুকু উপাসনাই ঈশ্বর তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া রাখেন,

যে পরিমাণে হৃদয়ের যোগ থাকে। তিনি বলিয়াছেন যে, এই ভাবে উপাসনায় যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। অর্থাৎ উপাসনাতে আপনার আমিত্ব ও রুচি (ঈশ্বর ভিন্ন যাহা কিছু) হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উপাসনাতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। মহম্মদের এক প্রিয়-শিষ্য বলিয়াছেন যে, আমি এবং প্রেরিত মহাত্মা পবসধার এই আলাপ করিয়াছিলাম যে উপাসনার সময়ে তুমি আমাকে জান না, আমি ও তোমাকে চিনি না। অর্থাৎ উপাসনা কালে উপাস্য দেবের মহান্ ভাবও প্রতাপ অন্তর বাহির সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, অন্য কিছুই দেখা যায় না, জানা যায় না। প্রেরিত গুরু বলিয়াছেন, যে উপাসনায় হৃদয়ের যোগ হয় না ঈশ্বর সেই উপাসনাতে কটাক্ষ পাত করেন না। মহাত্মা খলিলউল্লা যখন উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহার হৃদয় এরূপ উচ্ছ্বসিত হইত যে, দূর হইতে সেই উচ্ছ্বাসের শব্দ শুনা যাইত। প্রেরিত গুরু মহম্মদ যখন উপাসনা আরম্ভ করিতেন, যেমন অগ্নির উত্তাপে ধাতুময় ভাঁণ্ডের জল ফুটিয়া উঠে, সেই রূপ তাঁহার সত্য নিকেতন হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও শব্দায়মান হইত। মহর্ষি আলি যখন উপসনা করিতেন তখন তাঁহার সর্ব্ব শরীর বিকম্পিত ও বিবর্ণ হইয়া যাইত। কোন সাধক বলিয়াছেন উপাসনাতে যাহার দীনতার উদয় না হয়, তাহার উপাসনা প্রকৃত নহে। বসোরা নিবাসী মহাত্মা হোসেন বলিয়াছেন, যে, যে উপাসনায় হৃদয়ের যোগ থাকে না তাহা শাস্তির নিকবর্ত্তী। অপর কোন সাধক বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উপাসনার সময় তাহার বামে দক্ষিণে কে দণ্ডায়মান নিরীক্ষণ করে, তাহার সেই উপাসনা উপাসনাই নহে। মহাত্মা আচার্য্য আবুখলিফা এবং অন্য অন্য সাধকগণ বলিয়াছেন যে, যদি উপাসনার প্রথমাংশে হৃদয়ের যোগ হয় তাহা হইলেই উপাসনা সম্পন্ন হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবল মনুষ্য প্রকৃতি ঔদাসিন্য প্রবণ বলিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। এই যে বলা হইয়াছে যে উপাসনা সম্পন্ন হইল তাহার মর্ম্ম এই যে, শাস্তির অস্ত্রাঘাত হইতে সেই উপাসক রক্ষা পাইল। কিন্তু পর লোকের সম্বল সে উপাসনাই হয় যাহাতে প্রাণের যোগ থাকে! পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি উপাসনা করে এবং উপাসনার ১ম স্তোত্র পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের যোগ থাকে তথাপি আশা আছে যে সম্পূর্ণ উপাসনা-শূন্যব্যক্তি অপেক্ষা তাহার অবস্থা উত্তম হইবে। একারণে মহাত্মা হোসেন বলিয়াছেন যে, প্রাণযোগবিহীন উপাসনা শাস্তির নিকটে, ফল হইতে দূরে। বরং ধর্ম্ম পুস্তকেও লিখিত আছে যে উপাসক উপাসনাকে বৃথা বাক্য উচ্চারণ ও অযোগ্য চিন্তা হইতে রক্ষা না করে তাহার ঈশ্বর হইতে বিচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কিছুই ফল নাই। হে প্রিয়! এ সকল আলোচনা, শাস্ত্রীয় উক্তি এবং মহাপুরুষদিগের বাক্যে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে যে সেই উপাসনাই জীবন্ত ও সতেজ যাহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের যোগ থাকে। এবং যে উপাসনায় শুদ্ধ প্রথম স্তোত্র পর্য্যন্ত হৃদয়ের যোগ সে উপাসনায় বিন্দু পরিমাণের অধিক প্রাণ নাই। এ প্রকার উপাসনা তদ্রূপ রোগীর অনুরূপ, যে মুহূর্ত্তের জন্য জীবিত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

আমরা এই মাত্র শুনিলাম "সত্যমেব জয়তে, আর চিন্তা নাই।" দয়াময় পিতার রাজ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃ পীড়া আর রবে না। তোমাদের চিন্তা নাই, আমার চিন্তা নাই, মহাপাপীর চিন্তা নাই, জগতের চিন্তা নাই। কেননা ঈশ্বরের সত্য এবং তাঁহার প্রেমের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বর যখন এ সকল কথা বলিতেছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা, চিন্তা কি? অতএব জগতে অসত্য এবং অপ্রেম দেখিয়া, সাবধান কেহই আর ভীত হইও না। ঈশ্বরের কৃপা বলে এ সকলই চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং এ সমুদয়ের পরিবর্ত্তে অচিরে তাঁহার সত্য এবং প্রেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা দেখিতেছ নানা-প্রকার জঘন্য দুর্দ্দান্ত রিপুসকল অন্তরে উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যের জীবন কলঙ্কিত করিতেছে এবং সৃষ্টি অবধি এ সকল ভয়ানক রিপুদিগের আক্রমণে মনুষ্য-জাতি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত এবং যার পর নাই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি ভয় নাই, ভাবনা নাই, কেননা

স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বলিতেছেন, তাঁহার স্বর্গের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বরের মুখ হইতে যখন এ সকল কথা শুনিতেছি যে “ সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং তাঁহার প্রেম রাজ্য বিস্তৃত হইবেই হইবে।” তখন যদি সমুদয় পৃথিবীর লোক ইহার বিরোধী হয় তথাপি আমাদের কোন ভয় নাই। কেননা ঈশ্বর যেমন সত্য, তাঁহার কথাও তেমনই সত্য। তিনি যখন বলিতেছেন সমুদয় অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার সত্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবে, এবং সমুদয় বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া এই পাপী জগতে তাঁহার প্রেম সূর্য্য উদিত হইবে। তখন কত গুলি ভ্রমান্ধ, চঞ্চলচিত্ত, স্বার্থপর বালকের দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া কি আমরা ভীত হইব? পৃথিবীতে অসত্যের জয় হইবে, প্রেম পরিবার হইতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, যাঁহারা অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা কি এ সকল অলীক কথা বিশ্বাস করিতে পারেন? অবিশ্বাসী জগৎ বলিতেছে। ব্রাহ্মগণ! তোমরা ৫ জনে কি করিতেছ? তোমরা এই ভাগিরথী তীরের একটী ক্ষুদ্র দল কি করিতে পার? আবার যখন তোমাদের এই অল্প কএক জনের মধ্যেই নানা প্রকার মত ভেদ, অসত্য, অপ্রেম, বিবাদ এবং এত বৎসরের সাধনের পরেও যখন তোমরাই সামান্য সামান্য রিপু দমন করিতে পারিতেছ না, তখন তোমাদের ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে কিরূপে এই অহঙ্কার করিতেছ? কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর বিশ্বাসী দুর্জ্জয় সাহসের সহিত অবিশ্বাসীদিগকে এই বলিতেছেনঃ—“ যখন ঈশ্বর স্বয়ং আপনার মুখে এই কথা বলিতেছেন যে, তাঁহার সত্য এবং তাঁহার প্রেমের জয় হইবেই হইবে, তখন কিরূপে তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিব। এই যে সঙ্গীত হইল “সত্যের জয় হইবেই হইবে, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে না।” সাধকগণ! তোমরা কি ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুন নাই? যদি না শুনিয়া থাক তবে ব্রহ্ম মন্দিরে আসিবার প্রয়োজন কি? যদি তাঁহার মুখে এ সকল কথা না শুনিয়া থাক, তবে কাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমরা এত কাল ভ্রম, কুসংস্কার পাপ এবং স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছ? এত বৎসরের সাধনের পর যদি বলিতে হয় আমরা ঈশ্বরের আদেশ শুনি নাই তবে এত কাল আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, না আপনার কথা ঈশ্বরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলাম? যদি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া আমরা তাঁহার সত্য ঘোষণা করিয়া থাকি তবে আমাদের ভয় কি? পৃথিবীর পাপ অন্ধকার, বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া যে ভীত হয় সে কাপুরুষ। পরিত্রাণার্থী হইয়া যখন কাতর প্রাণে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সাধকগণ! তখন কি তাঁহার এক একটী জ্বলন্ত কথা শুনিয়া তোমাদের নিতান্ত নিরাশ এবং অবসন্ন মন উত্তেজিত হয় নাই? ব্রাহ্মগণ! বিপদের সময় তোমাদের প্রত্যেককে দেখিতে হইবে, ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট রূপে শ্রবণ করা হইয়াছে কি না? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তোমাদের অন্তর বিমোহিত হইয়াছে, এবং তোমাদের প্রাণের গভীর পাপতাপ দূর হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই সকল হইল না, তাঁহার মুখ-নিঃসৃত এক একটী অগ্নিময়, উৎসাহ কর এবং সুমিষ্ট কথা শুনিয়া চিরকাল নির্ভয়ে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। তাঁহার মুখের এক একটী কথা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তরের এবং চারিদিকের সমুদয় পাপ অন্ধকার দগ্ধ করিবে। যদি ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাই, তবে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। পরীক্ষাতে বরং অন্তরের উৎসাহ, বল আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার কথা শুনিয়া যদি স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য প্রাণ দান করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা মৃত্যু শয্যায় বলিব, ঈশ্বর ধন্য তুমি!! আমাদের এই অনিত্য জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। “যাহবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।” “ যায় যদি যাক্ এ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে ” এ সমুদায় বীর বাক্য বলিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য প্রাণ দান করেন তাঁহাদের কত সৌভাগ্য। ঘোর বিঘ্ন বিপদের মধ্যে সাধকেরা কেবল তাঁহাদের বিশ্বাসকর্ণে ঈশ্বরের অগ্নিময় কথা সকল শুনিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছেনঃ—“ নির্ভয়ে তোমরা আমার আদেশ পালন কর, অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না এবং কোন রিপুই তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে, এবং আমাদের আপনাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিলাম; কিন্তু ব্রাহ্মগণ! তোমাদের মধ্যে কি কেহই শুন নাই যে ঈশ্বর মেদিনী এবং ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া বলিতেছেন, সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং তাঁহার প্রেমরাজ্য নিশ্চয়ই আসিবে। যদি ঈশ্বর যথার্থই তাঁহার প্রেম পরিবার স্থাপন করিবেন মানস করিয়া থাকেন তবে কাহার সাধ্য তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারে? জগতের সমুদয় লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া তাঁহার বিরোধী হইলেও তাহাদের চেষ্টা বিফল হইবে; কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় হইবেই হইবে। আমরা কি বিশ্বাস করি, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের নিকটে আছেন, ডাকিলেই দেখা দেন, এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলেই তিনি প্রার্থীর সঙ্গে কথা কহিয়া তাহার উত্তর দান করেন? যদি ঈশ্বরের প্রেমমুখের অভয়প্রদ কথা না শুনিয়া থাক, তবে এত

দিন কি আমরা নিদ্রিত ছিলাম? ব্রাহ্মসমাজের ৪০ বৎসরের ঘটনাবলী উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে ঈশ্বরের ব্যাপার স্বপ্ন নহে। বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ, এ সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের সত্য জ্যোতিঃ এবং প্রেমজ্যোৎস্না প্রকাশ করিতেছে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই কেবল নিরাশার কথা শুনিয়া ভীত হয়। অমুক ব্যক্তি যত্নশীল হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিল, আবার কেন সে ঘোর বিষয়ী হইল? অমুক ব্যক্তির অন্তরে যে কত প্রকার সাধুতা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, শীঘ্রই কেন সে সমুদয় মলিন হইয়া গেল? অল্প বিশ্বাসীদিগের মুখে কেবলই এ সকল ভয়ের কথা শুনিতে পাইবে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের মুখের আশা শাস্ত্র পড়িতে শিখিয়াছেন এই ঘোর বিস্ময়ময় সংসারে তাঁহাদের কিছু মাত্র ভয় ভাবনা নাই। কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই এই স্বর্গীয় বাক্য শুনিতেছেন "সত্যমেব জয়তে।" যাঁহারা এই অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের আর ভয় ভাবনা কি? প্রকাণ্ড দাবানলেও যদি তাঁহারা পতিত হন তথাপি তাঁহাদের কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। সম্পদে বিপদে, সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা অভয়দাতা ঈশ্বরের আশ্রয়ে আশ্রিত। ঈশ্বরের নিকট তাঁহারা চির জীবনের মত অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে এই লেখা আছে:—'তুমি উপাস্য, আমি উপাসক; তুমি গুরু, আমি শিষ্য; তুমি রাজা আমি প্রজা; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য; তুমি পিতা, আমি, সন্তান।" ঈশ্বরও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন:— "সন্তানগণ! তোমরা অমর হইয়া আমার এই ধর্ম্মসাধন কর।" এই অঙ্গীকার পত্রে যাঁহারা একবার স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা কি আবার পাপে পতিত হইয়া সুখী হইতে পারেন? প্রেম পরিবারে বদ্ধ হইয়া যাঁহারা একবার ইহার পবিত্র শান্তি আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্বর্গীয় প্রেমনদী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পবিত্র গৃহে পুনরানয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এবং তাঁহার প্রেমিক ভক্তেরাও তাঁহাদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস বিপথগামী ভ্রাতারা নিশ্চয়ই পিতার গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগকে আসিতেই হইবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের অধোগতি হইবে। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার অচেতন সন্তানদিগকে জাগাইয়া দিবেন, এবং মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন। আমাদের নিজের নয়, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রের বলে আমরা সকলেই বাঁচিয়া যাইব। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে পাপের গরল, এবং বিষয়—লালসা কাহাকেও বধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। সংসার সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউ ব্রহ্ম সন্তানকে ডুবাইতে পারে না। ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তানের কিছুতেই মৃত্যু নাই। অতএব এই কথা কাহারও মুখে শুনিতে চাই না যে, কিছু দিন প্রেমের পবিত্র সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আবার আমরা তাহা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি। এক বার যথার্থ ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অমর হইয়া আবার পাপ বিষ পান করিয়া সুখী হইতে পারি, যে এই ভয়ে ভীত হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সেই ভীরু সন্তানের প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মগণ! অতএব তোমাদিগকে বারম্বার বলিতেছি যদি তোমরা একবার পিতার প্রেমরস পান করিয়া অমরত্বের আস্বাদ পাইয়া থাক তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। এক্ষণে তোমরা সকলে একত্র হইয়া এবং নির্জ্জনে ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া এই কথা বল:—"পিতঃ! এই যে আমরা তোমার চরণতলে আমাদের মস্তক রাখিলাম, আর পুনর্ব্বার ইহা উত্তোলন করিতে পারিব না, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল যেন ইহা ঐ স্থানে থাকিয়া শীতল এবং পবিত্র থাকে।" বন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যে কে কে এই চির দাসত্ব পত্রে নাম দিতে প্রস্তুত? ঈশ্বর যদি জানিতে চাহেন, (এবং কে বলিল তিনি জানিতে চাহেন না,) এই উপাসকদিগের মধ্যে কে কে চিরকাল তাঁহারই পূজা এবং সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কয় জন সাহস করিয়া এই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে পার? ঈশ্বরের প্রেমমুখ কি তোমরা দেখ নাই? দুই মিনিট ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হয় না কোন্ সাধক এই কথা বলিতে পারে? ঈশ্বরকে দেখিয়া যদি প্রাণ গূঢ় রূপে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর নহেন, অথবা সেই সাধক যথার্থ ঈশ্বর সন্তান নহেন। ঈশ্বরের মুখ দেখিলে কি কেহ মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে, না তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে? যিনি একবার ঈশ্বরের প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, সংসার কি আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? অতএব বন্ধুগণ! জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে কে কে অনন্তকালের জন্য এই নিত্য ধর্ম্মের যাত্রী কয় জন বলিতে পার আমরা কখনই ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িব না? যদি বুঝিয়া থাক তিনি ভিন্ন আর গতি নাই তবে এখনই, মনুষ্যের নিকটে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট চির দাসত্ব ব্রতের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। এই বর্ত্তমান বিধানের সমস্ত নূতনতা এই কথার মধ্যে। যিনি এই নিত্য ব্রতের ব্রতী হইবেন অঙ্গীকার করিয়া এই পত্রে স্বাক্ষর করিবেন, তিনিই এবার অমরত্ব এবং অভয়

পদ লাভ করিবেন। হে ঈশ্বর! স্বপ্ন আর দেখিব না। বিচ্ছেদ যেখানে নাই, যেখানে আজ উল্লাস কল্য বিষাদ, সেখানে আর থাকিব না। যাহারা আজ ব্রাহ্ম সমাজে আছে; কিন্তু কাল পলায়ন করিবে, তাহাদিগকে চাহি না। পৃথিবীর মমতায় আর ভুলিব না। পৃথিবী কলঙ্ক দিতে চায় দিক্। পৃথিবী! দূর হও, নানা প্রকার মোহিনী শক্তি দেখাইয়া তুমি জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছ। ধিক্ তোমার মায়া জাল!! একি ভয়ানক ব্যাপার, পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন! কাল যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, আজ তাঁহারা পরস্পরের শত্রু হইলেন। এখন সেই রাজ্যে যাইব, যেখানে পরিবর্ত্তন নাই। সেখানে দুটী ভাই কিম্বা দুটী ভগ্নী যাঁহারা এক বার ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ঐ অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দিয়াছেন, আর তাঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যদি আমরা ২।৫ জন এই রূপে চিরকালের সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিতে পারি, তাহা হইলে জয় ব্রহ্মের জয় বলিয়া আনন্দ মনে তাঁহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। ঈশ্বরের দয়াময় নাম মহা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর আমাদের সহায়, তাঁহারই সাহায্যে আমরা তাঁহার নিত্য ধামে বাস করিব। আর পরিবর্ত্তনের রাজ্যে থাকিব না। আজ উৎসবের উন্মত্ততা, কল্য ভয়ানক অবসন্নতা, আজ অগ্নিময় উৎসাহ, কল্য ভয়ানক নিরাশা এবং শিথিলতা, ব্রাহ্ম জীবনে আর এ সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করা যায় না। যদি নিত্য সুখে সুখী হইবে, তবে বন্ধুগণ! আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার প্রতি চির দাসত্ব ব্রতের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। নিত্য ধামে চল, সেখানে অভয় দাতা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া আমরা সকলে ভয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।

হে প্রেম সিন্ধু কৃপাময় পরমেশ্বর। তোমার কথা শুনিয়াছি, তোমার কথা মানিব, পিতা! তুমি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছ, ইহাতে রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু যাঁহারা কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিবেন না তাঁহাদিগের মধ্যে আমাদিগকে পরিগণিত কর। যে তোমার কথা শুনিতে পায় না সে ব্যক্তিই মৃত্যুকে ভয় করে। তুমি আমাদিগকে প্রাণের পথে অমরত্বের পথে রক্ষা করিতেছ তুমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই ব্রহ্মমন্দিরে তুমি বর্ত্তমান থাকিয়া দুঃখীদের কথা শুনিতেছ। পিতা! সেই প্রেম শিক্ষা দাও, যাহা চির দিন রক্ষা করিতে পারিব। অনন্ত প্রেমসাগরে অনন্ত পুণ্য সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া আমাদিগকে সুখী কর তোমার নূতন বিধান তোমার নূতন অঙ্গীকার পত্র দেখাইয়া দাও। তুমি আমাদিগকে গোপনে এবং একত্রে ডাকিয়া আর তাহাতে আমাদের কাহারও পতন না হয়. ইহার উপায় করিয়া দাও। প্রভু! অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিত্য পরিবার ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। দয়া করিয়া দীন বন্ধু! আমাদিগকে নিত্য প্রেমের অধিকারী করিয়া আমাদের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

উপাসক মণ্ডলীসভা।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ শনিবার সভাপতির ভবনে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে উপাসকমণ্ডলীর সভা কি এবং তাহার সভ্য কে কে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয় এবং উক্ত অধিবেশনে যে প্রস্তাব ধার্য্য হয় তাহাতে এমত কাহার কাহার মত লওয়া হয় যাঁহারা "উপাসক মণ্ডলী' সভার সভ্যশ্রেণী-বদ্ধ নহেন; এই কারণে এ সমুদায় ব্যাপার সম্যক্ রূপে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে অদ্য ধার্য্য হইল যে,—

"উপাসক মণ্ডলী সভা" বলিলে কেবল ভূতপূর্ব্ব সঙ্গত সভা নামক সভা বুঝায়, এবং যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন এবং সভার কার্য্যবিবরণ সময়ে সময়ে "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "ধর্ম্মসাধনে" প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল উপাসকমণ্ডলী সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের যে সকল নিয়মিত উপাসক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত মন্দিরের নিয়মিত উপাসক রূপে গণ্য হইবেন এবং পূর্ব্বে তাঁহারা সমবেত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা উপাসকমণ্ডলীর কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান উপাসকমণ্ডলী সভার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। যদি তাঁহারা উহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে যথা নিয়মানুসারে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন।

যতদিন শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় না আসেন, প্রতি রবিবার ৯॥ টার পর উপাসক মণ্ডলীর সভা হইবে এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিবেন।

১২৮১ }
২১এ ভাদ্র }

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

[প্রথম পত্র]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন।

ইতঃপূর্ব্বে যখন উপাসকমণ্ডলীর সভা ও সঙ্গত সভা সম্মিলিত হয় তৎকালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উক্ত সভা দ্বয়ের কাহার সত্ত্বা এক কালে বিলুপ্ত হইবে না। তদবধি আমাদের এই রূপ সংস্কার আছে যে পূর্ব্বে যাঁহারা উপাসক মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন এখনও তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু বিগত ২৪শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার পর আপনার ভবনে যে সভা আহুত হইয়াছিল তাহার পর আপনি সঙ্গত সভার সভাপতি স্বরূপ এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে সঙ্গত সভার সভ্য ভিন্ন আর কেহ উপাসক মণ্ডলীর সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত নহেন। কি কারণে এবং কি প্রণালীতে তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বিবেচনায় উপাসক মণ্ডলীকে অবগত না করিয়া তাঁহাদের নাম সভ্য শ্রেণী হইতে বিযুক্ত করিবার সঙ্গত সভার কোন অধিকার নাই।

২। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গত সভার অল্প সংখ্যক সভ্যের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং উপাসকমণ্ডলীর পূর্ব্বের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা কখন বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক পুনর্গঠিত করিবার জন্য আপনি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সত্বর উপাসকদিগের একটী সভা আহুত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক. কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত। শ্রীনবীনচন্দ্র রায় পাইন প্রভৃতি ২২ জন। | ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ২১ জন।

শকাব্দা ১৭৯৬ শক ২৫ শ্রাবণ।
কলিকাতা

[উত্তর।]

প্রিয় নগেন্দ্র ও কালীনাথ,

সে দিবস তোমরা যে আবেদন পত্র আমার হস্তে অর্পণ করিলে তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এই রূপ সংস্কার যে "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী সভা" নামে একটী সভা ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গত সভার সহিত সম্মিলিত হয় প্রথমোক্ত সভার সত্ত্বা ও উহার সভ্যদিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২ জন এ কথায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন যে উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যের ভার বর্ত্তমান সঙ্গত সভার অল্প সংখ্যক সভ্যের হস্তে ন্যস্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভা সত্বর আহ্বান করিয়া ঐ উপাসক মণ্ডলীর সভা বিধি পূর্ব্বক গঠন করা হয়। উভয় দলই "পুনর্গঠন" উদ্দেশে আমাকে সভা আহ্বান করিতে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রথম শ্রেণী স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণ "পুনর্গঠন" চান ও অপর কয়েক জন নূতন সংগঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই রূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিরূপে সভা আহুত হইবে তাহা অবধারণ করা কঠিন। সঙ্গত সভা নামে যে উপাসক মণ্ডলী সভা আছে তাহার যদি কেবল পুনর্গঠন করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ কেবল ঐ সভার সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ডাকিতে হইবে। আর যদি একটী সম্পূর্ণ নূতন সভা সংস্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সাধারণ রূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। এ অবস্থায় যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতের ঐক্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনার মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আমার পক্ষে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। যদি বর্ত্তমান সঙ্গত সভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কি রূপ সম্বন্ধ ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকে উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদায় জানা যাইবে। আবেদন স্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমার সসম্মান নিবেদন যে, তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া এক মত হইয়া আমার নিকট প্রস্তাব করিলে আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটী সভা ডাকিতে সচেষ্ট হইব।

হাজারীবাগ
১লা ভাদ্র,
১৭৯৬ শক। } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[দ্বিতীয় পত্র]।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ৪৩ জন উপাসকের স্বাক্ষরিত ২৫শে শ্রাবণ দিবসের আবেদন পত্রের উত্তরে আপনি ৩১ শ্রাবণ [১ ভাদ্র] হাজারীবাগ হইতে লিখিয়াছেন যে স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে 'মত ভেদ দেখিতেছি'।

আমাদের মধ্যে বস্তুতঃ মতভেদ নাই। যাঁহারা উপাসক মণ্ডলীর সভার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন তাঁহারা আবেদন পত্রের ঐতিহাসিক অংশ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া 'কেবল শেষ প্রস্তাবে' অর্থাৎ উপাসক মণ্ডলীর সভা পুনর্গঠিত হউক এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গত সভা নামে যে উপাসক মণ্ডলীর সভা আছে আপনি বলিয়াছেন তাহার পুনর্গঠন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের প্রার্থনা এই যে ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত উপাসকের একটী সভা হয়। অতএব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক সংগঠন করিবার জন্য আপনি সত্বর প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত উপাসকদিগের একটী সভা আহ্বান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

কলিকাতা
৮ই ভাদ্র ১৭৯৬ } শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ৩৬ জন

[উত্তর]

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী সভার পুনর্গঠন জন্য প্রথম পত্রে যে আবেদন

করা হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ নামে একটী নুতন সভা সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীরা দ্বিতীয় পত্রে আমাকে একটী সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীরা উপাসক বলিয়া স্বাক্ষর করেন নাই এবং অন্য কোন প্রকারে আত্ম পরিচয় দেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্দিরে উপাসনা করেন না,সুতরাং মন্দিরের উপাসক বলিয়া এখন পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহা হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে অবগত করিতেছি যে,

আগামী ৪ আশ্বিন শনিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত মন্দিরে অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময় একটী সভা হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম নিয়মিত রূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাদি করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।
৩১ ভাদ্র ১৭৯৬ শক।　　শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সংবাদ।

বিগত দুই রবিবার হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত বুধবার রজনীতে কলিকাতা স্কুল গৃহে 'ধর্ম্মসাধন' বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণ অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই রূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্মগণের নিজ নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং সকলে নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের প্রতিও মনুষ্যের প্রতি প্রেম সাধনে উৎসাহী হন তৎপক্ষে এ সময় কিছু বিশেষ মনোযোগী না হইলে অনেকের বিষম অনিষ্ট হইবে। ব্রহ্মোপাসনা ধ্যান ধারণা আত্মচিন্তা সদাচার এবং লোক সমাজে শান্তি বিস্তার এই সমস্ত বিষয়ে যাঁহারা পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁহারাই ধন্য। আমরা ভরসা করি ব্রাহ্মবন্ধু সভার সভ্যগণ এসম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন।

আমরা গত বারের পত্রিকাতে যে 'আদর্শ পরিবার' নামক পুস্তিকার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম সেই খানির নামই 'সুখী পরিবার' হইয়াছে, এবং মূল্য এক আনার স্থানে দুই আনা করা গিয়াছে।

মেডিকেল কলেজের উত্তর কলিকাতা স্কুলের পুরাতন বাটীতে 'ব্রাহ্মনিকেতন' উঠিয়া গিয়াছে। ১৩ নং মৃজাপুর ভবনে কেহ পত্রাদি পাঠাইবেন না। ১ নং মিরার আফিশে পাঠাইলে হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু দাক্ষিণাত্য হইতে পঞ্জাব গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মান্দ্রাজ সমাজ পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালোর যাইবেন। ব্যাঙ্গালোরের খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারকগণ তাঁহার আগমনে কিছু উৎসাহিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংলণ্ডের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি বোল্টন হইতে যে এক উৎসাহকর পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠে জানা গেল তথাকার অনেক লোক তাঁহার উপাসনা বক্তৃতা শুনিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

আমাদের পরলোকবাসী বন্ধু শ্রীধর আলুর পরিবার এবং প্রাচীনা মাতা অতিশয় দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন। সহৃদয় ব্রাহ্মগণ এই অনাথাদিগের প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করিলে আমরা পরমবাধিত হইব।

আগামী রবিবার ব্রহ্মমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান সংগ্রহ হইবে। এবার হইতে ৭ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে।

আগামী শনিবার অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর এক সাধারণ সভা হইবে তদ্বৃত্তান্ত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত এক্ষণে দিল্লী নগরে এবং বাবু গৌরগোবিন্দ রায় ময়মনসিংহে অবস্থিতি করিতেছেন।

নুতন পুস্তক।

কতকগুলি ধর্ম্মকথা ... ... (১০
কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ... ... (১০
সুখী পরিবার ৵০
ডাক মাসুল. ৴০

১নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী শুক্রবার ৩ রা আশ্বিন রজনী ৭।।০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় পুরাতন প্রেসিডেন্সি কলেজ গৃহে অথবা কলিকাতা স্কুলের ১৫ নং নুতন ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল "ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিবেন।

আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসরের এই ৯ মাস হইতে চলিল। দুঃখের বিষয় আজও অনেক গ্রাহকগণের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য পাওয়া গেল না, সামান্য মূল্যের পত্রিকার টাকা দিতে গ্রাহকগণ কেন যে এত অমনোযোগী হন আমরা তাহার কারন বুঝিতে পারি না। ভরসা করি তাঁহারা আর আমাদিগকে অকারণ কষ্ট দিবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ ইস্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা আশ্বিন মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

ঈশ্বরের নূতন বিধান।

সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির পরিত্রাণের জন্য সময়ে সময়ে নূতন বিধান প্রচার করেন কি না এই প্রশ্ন লইয়া অনেকে অনেক প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মজ্ঞানীরা বলেন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মাদি বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সেই নিয়ম হইতে মনুষ্যের যাবতীয় অভাব পরিপূর্ণ হইতেছে। ধর্ম্মানুরাগী বিশ্বাসীরা বলেন অনন্ত উন্নতিশীল মনুষ্যাত্মার পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি বিশেষ বিধান প্রেরণ করেন। কেবল তিনি সাধারণ অখণ্ড নিয়মে বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন তাহা নহে, স্বয়ং প্রাণ হইয়া নিয়ম সকল পরিচালিত করিতেছেন। নিয়ন্তার ইচ্ছা এবং শক্তি ব্যতীত কোন নিয়ম কার্য্যকর হইতে পারে না। মনুষ্য স্বভাব যেমন দিন দিন উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতেছে, এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যেমন তাহার নূতন নূতন অভাব বোধ হইতেছে, মঙ্গলময় বিধাতা তেমনি নূতন বিধ উপায় বিধান করিয়া তাহা মোচন করিতেছেন। বুদ্ধি এবং যুক্তি যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা সেই সকল ধর্ম্মজ্ঞানীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন এরূপ মত পোষণ করিলে অনুদারতা আইসে এবং ঈশ্বরকে অপূর্ণ মনুষ্যের ন্যায় করিয়া ফেলা হয়। এই রূপ মনে করিয়া তাঁহারা নিয়ন্তাকে কতক গুলি নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মনুষ্যাত্মা হইতে তাঁহাকে বহু দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা নিয়ন্তাকে বিদায় দিয়া কেবল কতিপয় মৃত নিয়ম লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। যে সকল সাধারণ নিয়ম পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান প্রচারিত হইয়া যে সহস্র সহস্র মনুষ্যকে সত্যের পথে অগ্রসর করিয়াছে এবং করিতেছে ইহা তাঁহারা দেখিতে পান না। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারাতে এই প্রকার ভ্রমের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এই দুইটী মত চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা সংসারের প্রতিনিধি তাঁহারা প্রশংসা করিতে গিয়া ঈশ্বরকে নিন্দা করেন, যাঁহারা মুক্তি পথের যাত্রী তাঁহারা ঈশ্বরকে সঙ্গের সঙ্গী জীবনের উপজীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করেন। প্রাচীন কালের গ্রীস্‌দেশীয় পণ্ডিত ও যিহুদাগণের মধ্যে এই রূপ ভিন্ন মতের প্রাদুর্ভাব ছিল। এক্ষণকার কালে অধিকাংশ লোক উক্ত গ্রীস্‌দেশীয়

পণ্ডিতগণের শিষ্য, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারেন না। সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যে যে রূপ প্রভেদ এই দুই মতের মধ্যেও সেই রূপ প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞানীদিগের ঈশ্বর ভূতকালের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি বর্ত্তমান কালের পালনকর্ত্তা নহেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম নিয়ম সকল অতি নিৰ্জ্জীব। কিন্তু ধর্ম্মের ইতিহাস এবং ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগের জীবন ইহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মনুষ্যজাতি যে প্রথমে অতি অজ্ঞান শিশু তুল্য ছিল, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ বিশেষ বিধান প্রকাশিত হইয়া যে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছে এবং করিতেছে তাহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? পূর্ণধর্ম্ম মনুষ্য এককালে প্রাপ্ত হয় নাই,ক্রমশঃ যেমন তাহার আধ্যাত্মিক অভাব বোধ হইতেছে তেমনি তাহা নূতন বিধ উপায়ে পূর্ণ হইতেছে; অত্যন্ত নিকৃষ্ট জড়োপাসনা প্রণালী হইতে সে ক্রমে এক ঈশ্বরের পূজা করিতে শিক্ষা করিয়াছে! ধর্ম্মোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপানে এই যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নয়ন গোচর হয় তাহাকে কি বলা যাইবে? ঘোর পৌত্তলিকতা ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন মানবকুল হইতে এক এক জন অলোকসামান্য ধর্ম্মবীর উত্থিত হইয়া যে সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত ও নূতন প্রকার সাধনবিধি প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার কি কোন অর্থ নাই? সহস্র সহস্র লোক অন্ধেরন্যায় চিরাগত কুসংস্কার ও দূষিত দেশাচারমিশ্রিত উপধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছে, এবং সংসারকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া তাহারা দিবানিশি সুখান্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে তাহার মধ্যে দুই একজন লোককেই বা কেন পাপ পৌত্তলিকতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান দেখা যায়? এ সকল ঘটনা কি অসাধারণ এবং বিশেষ ঘটনা নহে? সত্য বটে যিনি যখন যে সত্য প্রচার করেন তাহা সাধারণেরই জন্য, কিন্তু সেই সত্য যে দেশে যে কালে যে জাতির মধ্যে প্রথম প্রচারিত হইয়া শত শত মনুষ্যকে প্রাণ দান করিল এবং জীবন্ত উৎসাহের সহিত যত দিন তাহা সাধকদিগের জীবনে প্রকাশিত হইল তত দিন তাহাকে কি বিশেষ বিধান বলিলে কোন প্রত্যবায় আছে? এখানে আমাদের বলা আবশ্যক যে কোন বিশেষ বিধি সাধারণ বিধিকে অতিক্রম কিম্বা প্রতিবাদ করে না, বিশেষ বিধান সকল সাধারণ বিধানেরই অন্তর্গত, সুতরাং এজন্য ঈশ্বরকে কোন পুরাতন নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয় না; সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল বিশেষ উপায় আবিষ্কৃত হয় প্রকৃতার্থে তাহাকেই বিশেষ কিম্বা নূতন বিধান বলা যাইতে পারে। অতএব নূতন বিধানকে যদি আবিষ্কার কিম্বা সাধারণ নিয়মের বিকাশ বলা হয় তাহাতেও আমাদের বিশ্বাসের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না; কারণ দেশে দেশে কালে কালে মনুষ্যের উন্নতি কল্পে যে সকল অভিনব এবং উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্ত আছে, তিনি স্বয়ং আমাদিগকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার কৃপা বলে মনুষ্য পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সৎপথে আগমন করিতেছে, বিশ্বাসীর হৃদয় ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। যে মহামূল্য সত্য প্রথমে আমাদের দেশে প্রচারিত হইল তাহার মধ্যে কি কিছু অসাধারণতা নাই? অবশ্যই আছে। ধর্ম্মরাজ্যে যখন যে মহৎ সত্য প্রচারিত হইয়াছে কিম্বা হইবে, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশানুসারে তাহা যত দিন মানবাত্মার মধ্যে বিপ্লব উৎপাদন করিয়াছে কিম্বা করিবে তাহাকে বিশেষ বিধান বলিয়া মান্য করিতে হইবে। ধর্ম্মোন্নতির প্রত্যেক সোপানকে আমরা এক একটী বিশেষ

বিধান বলিয়া শিরোধার্য্য করিব। অতীত এবং অনাগত কালের সাধু মহাত্মারা মুক্তির যে সকল নূতন সংবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং করিবেন সে সমস্ত বিশেষ বিধান বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই অর্থে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা বিশেষ এবং উচ্চতর বিধান বলিয়া বিশ্বাস করি। যদিও ইহা সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গল সংকল্পের অন্তর্গত তথাপি আমরা ইহাকে সাধারণ নিয়ম হইতে পৃথক করিয়া বিশেষ সম্বন্ধে এবং বিশেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণ সংকল্প সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে নূতন সত্য ও পুরাতন সত্যের উন্নত অর্থ এবং নূতন ব্যাখ্যান যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহাকেও নূতন বিধান বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত আমাদের এই প্রভেদ যে, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব স্বীয় ধর্ম্মমতকে শেষ বিধান এবং শেষ প্রত্যাদেশ বলিয়া উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন আমরা তাহা করি নাই; ব্রাহ্মসমাজের বিধান সকল শেষ বিধান নহে। স্বয়ং ঈশ্বর যে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, অনন্ত যাহার উন্নতি তাঁহার পক্ষে কোন বিধানই শেষ বিধান হইতে পারে না। পুরাকালের ধর্ম্মবিধান সমুদায় যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা দ্বারা উক্ত শাস্ত্রকে আরও উজ্জ্বল এবং উন্নত করিবে। আমাদের জীবন যেমন চির উন্নতিশীল তেমনি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও চির উন্নতিশীল। ঈশ্বরপ্রণীত এই সকল ধর্ম্মবিধান একত্রিত হইয়া উদার ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। এখন যে সকল মূল সত্য আমরা পাইয়াছি তাহা নূতন নূতন বিধানের দ্বারা প্রসারিত হইয়া জীবনে আয়ত্তীকৃত হইবে।

এ স্থলে যে অর্থে নূতন বিধানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল তাহার সহিত জগতের সাধারণ নিয়মের কিছু মাত্র বিসম্বাদিতা নাই। আমরা ঈশ্বরকে প্রাণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং তাঁহার সহিত মনুষ্যের ব্যক্তিগত বিশেষ সম্বন্ধ আছে স্বীকার করি, সেই জন্য আত্মার পরিত্রাণের মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ মঙ্গল হস্ত এবং বিশেষ কৃপা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। এই বিশেষ এবং অসাধারণ ঐশিক ক্রিয়া জগতের সাধারণ মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছি তাহা মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম; কিন্তু দেশ কাল জাতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে বিশেষ নূতন বিধান না বলিয়া থাকা যায় না। এই বিশেষ বিধান যেমন কতকগুলি লোকের দ্বারা প্রথমে প্রচারিত হয় তেমনি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যক্তি বিশেষের জীবনে কার্য্য করে। কিন্তু এ উভয়ই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। এ প্রকার মত দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত হয়, তাঁহার সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ মধুময় ভাব ধারণ করে। যাঁহারা নিয়ন্তাকে কএকটী নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতে চাহেন, এবং সাধারণ সম্বন্ধে জগতের পিতা বলিয়া কেবল তাঁহাকে সম্বোধন করেন, ধর্ম্মরাজ্যের জীবন্ত ক্রিয়া, বিধাতার বিশেষ বিধান তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। নিয়মই তাঁহাদের ঈশ্বর, নিয়মই তাঁহাদের পরিত্রাতা। এ প্রকার নিয়মবাদীদিগের প্রার্থনার ফলোপধায়িতায় বিশ্বাস থাকে না। তাঁহারা অবিলম্বে সাধারণের কোলাহল মধ্যে ঈশ্বরকে হারাইয়া শেষ ঘোর অবিশ্বাসী হন; তাঁহার সহিত বর্ত্তমান নিকট সম্বন্ধ তাঁহারা কিছুই দেখিতে পান না, সুতরাং ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহাদের ধর্ম্ম থাকে। ইঁহাদের এই মত যে নূতন তাহা নহে, নূতনত্বের মধ্যে এই মাত্র যে, তাঁহারা উৎসাহের সহিত ইহাকে নূতন বলিয়া প্রচার করত সময়ে সময়ে স্থূলদর্শী ব্যক্তিদিগের নিকট উদারচেতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা ভাজন হন। ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মজীবনে যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ দয়া দেখিতে না পান

তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং ব্রহ্মের মহত্ত্ব এবং সারবত্ত্বা অদ্যাপী অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল নূতন বিধান প্রচারিত হইতেছে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের শেষ গতি কোথায় তাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। মুক্তির ব্যবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে অচিরে শুষ্ক হৃদয় বৌদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয় লইয়া বাগ্বিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মদিগের জীবনই তাঁহাদের মতের বিশুদ্ধতা প্রকাশ করিবে। জীবনের উৎকৃষ্টতার উপর মতের সারবত্ত্বা প্রতিফলিত হয়।

পৃথিবীর বাল্য ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলে যত কিছু পদার্থ আমরা দেখিতেছি ইহাদের প্রত্যেকের এক একটী আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। আমাদের পদতলস্থ প্রচুর ফলশস্যপ্রসূতা এই ভূমিখণ্ড, ভূগর্ভনিহিত প্রস্তর লৌহ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ ধাতুদিগের আকর, নয়নস্নিগ্ধকর হরিদ্বর্ণ বনরাজি, অসংখ্য প্রকার কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী, এবং কালত্রয় দর্শী পৈত্রিক বৃত্তাধিকারী বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য এ সকলের উৎপত্তি স্থিতি এবং উন্নতি-বিষয়ক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অশেষ গুণ কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পথপার্শ্বস্থ অতি ক্ষুদ্র উপলখণ্ড বা একটী সামান্য বৃক্ষপত্রের মধ্যে জ্ঞানীরা কত আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হয়েন। সামান্য জড় বস্তুর মধ্যে যদি এত গভীর পুরাবৃত্ত অবস্থিতি করিতেছে তবে মহাপ্রাণী তত্ত্বদর্শী চিন্তাশীল মনুষ্যের ইতিহাসতত্ত্ব কিরূপ বিস্ময়কর এবং মনোহর তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখ। পৃথিবীর কোন পুরাতন কিম্বা কোন আধুনিক সভ্যজাতির ইতিহাস মধ্যে নানাবিধ ঘটনা পাঠ করিয়া আমরা কতইনা জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু যে ইতিহাস পাঠ করিলে ইতিহাসের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়, যদ্দ্বারা আমরা মনুষ্যজাতির আদিমাবস্থা অবগত হইতে পারি, তাহা আবার আরও অদ্ভুত ব্যাপার। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর পুরাবৃত্তের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, মনুষ্যের জ্ঞানদৃষ্টি অনন্ত ভূতকালের গর্ভস্থ সত্য সকল বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে যতদূর দেখিতে পাইয়াছে তাহারই সহায়তা লইয়া মানবজাতির শৈশবাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালের ক্রমোন্নতির ঘটনা সকল সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

ভূতত্ত্ব বিদ্যার দ্বারা এক্ষণে ইহা প্রমাণীত হইয়াছে যে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবার বহু কাল পূর্ব্বে এক প্রকার উত্তপ্ত সূক্ষ্মতর বাষ্পময় পদার্থ ছিল, সেই সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ বিধাতার চক্রে পতিত হইয়া অনন্ত আকাশ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে স্তরে স্তরে এই বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যেখানে কানন বেষ্টিত প্রকাণ্ড গিরিচূড়া নয়ন গোচর হইতেছে, সে স্থান হয়তো এক সময় দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্রের ভীষণ কল্লোলে বিকম্পিত হইত। বিশ্বনিয়ন্তার পরমাশ্চর্য্য সুকৌশলে ক্রমে ইহা প্রকাণ্ড দেহধারী জীব জন্তুদিগের আবাস স্থান হইল। তদনন্তর কিছুকাল পরে আমাদিগের আদি পিতা মাতাগণ এখানে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু মনুষ্য জাতির লিখিত পুরাবৃত্তের কতকাল পূর্ব্বে আদিম মনুষ্যগণ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

পৃথিবীর আদিমাবস্থা অর্থাৎ ইহার প্রথম সংগঠন বৃত্তান্ত যতদূর জানিতে পারা যাউক আর না যাউক, এক সময় যে ইহাতে মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত এই সমস্ত বিচিত্র রচনা পুঞ্জের কিছু মাত্র নিদর্শন ছিল না, কেবল জড়প্রকৃতি ও জ্ঞানের অভ্যন্তরে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু শক্তিরূপে অবস্থিত ছিল সহজ জ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যের আগমনের পূর্ব্বে ধরাতলে মৃত্তিকা ধাতু উদ্ভিজ্ জল বায়ু নিকৃষ্ট জীব জন্তু এবং নভোমণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি এ সমস্ত সৃজিত হইয়াছিল তাহাও অনুমিত এবং যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু এই মনোহর সরোবর

উপবন রাজপথ এবং সুসজ্জিত অট্টালিকাময় সুন্দর নগর বিবিধ প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ বিপনী শ্রেণী, কিম্বা নানারস সংযুক্ত রাসায়নিক ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি সঞ্চিত প্রকাণ্ড বাণিজ্যাগার ইত্যাদি যাহা কিছু দেখিতেছি প্রথমে ইহার চিহ্ন মাত্র ছিল না। এক্ষণে যে এক খণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ব্বেকার শত শত গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করা যায় এমন এক সময় ছিল যখন ইহার একটী বর্ণও সৃজিত হয় নাই। এই সকল বিদ্যা-মন্দির, শিল্পাগার, ভজনালয় প্রভৃতি জ্ঞানমন্দিরের এক খানি ইষ্টকও যখন নির্ম্মিত হয় নাই, তত্ত্বদর্শী মহাবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণের আদি পুরুষগণ যৎকালে বর্ণ জ্ঞান শিক্ষা করেন নাই, বিপুল শস্য প্রসবিনী এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ যখন হল সংস্পর্শ হয় নাই, মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্ম্মাণের যন্ত্র সকল যখন কেবল মূল পদার্থের মধ্যে নিদ্রিত ছিল, কাহারও কোন প্রকার দৃষ্টান্ত বা সাহায্য ছিল না, কোন এক জন পথ দর্শকের জন্ম হয় নাই, এমন সময় অনন্ত উন্নতিশীল মানব মানবী সুন্দর দেহ ধারণ করিয়া অবনীমণ্ডলে দর্শন দিলেন। সেই অচিরস্নিগ্ধ ভূমিতলে যখন তাঁহারা আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে কি ছিল? অতি সামান্য সম্বল ছিল অথবা যাহা কিছু আবশ্যক তাহার বীজ ছিল। আমরা এই সুসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়াও নিজ নিজ বংশ জাতি দেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক কত সময় বিধাতার মঙ্গল স্বরূপে দোষারোপ করি, কিন্তু আদিম মনুষ্যগণের নিঃসম্বল অবস্থার সহিত আমাদের নিতান্ত হীনাবস্থার তুলনা করিয়া যদি দেখি তাহা হইলেও বুঝিতে পারিব যে আমাদের অবস্থা কত অনুকূল। থাকুক, সে কথা পরে হইবে, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

যখন আদিম মনুষ্যগণ এখানে আসিলেন তখন তাঁহাদের কেবল চক্ষু কর্ণ নাশিকা হস্ত পদ প্রভৃতি কতিপয় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট একটী জড় শরীর, এবং অপরিস্ফুট বুদ্ধি বিবেক স্মৃতি প্রভৃতি কতিপয় মহোপকারী শক্তিসম্পন্ন একটী চৈতন্যময় নিরাকার আত্মা, আর তাহার যন্ত্র স্বরূপ মহামূল্যবান্ এবং মানব দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ মস্তিষ্ক এই মাত্র সঙ্গে ছিল। তাঁহাদের অন্তরস্থ মানসিক প্রবৃত্তি নিচয়ের মধ্যে কিরূপ অসাধারণ শক্তি সকল বীজরূপে অবস্থান করিত তাহা তখন তাঁহারা কিছুই জানিতেন না, এবং বহির্জগতের পঞ্চষষ্টি জাতীয় ভৌতিক পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ বিয়োগে যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও অবগত ছিলেন না। তখন তাঁহারা নিজের ছায়া দেখিয়া নিজেরা ভয় পাইতেন, এবং বজ্র বিদ্যুৎ বায়ু বৃষ্টি চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র পর্ব্বত যাহা কিছু দেখিতেন তাহাই অভিনব আশ্চর্য্য রস উদ্দীপক এবং ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা জনসমাজের যে শ্রী সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছি তাহা এক খানি চিত্রিত ছবি রূপে তাঁহাদের মনোমন্দিরে বর্ত্তমান ছিল ক্রমে তাহা দৃশ্যমান আকার ধারণ করিতেছে। এইরূপ অপরিস্ফুট পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর বাহিরের পঁয়ষট্টি প্রকার ভৌতিক পদার্থ এই সকল লইয়া তাঁহারা এখন এতদূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমে সম্পূর্ণরূপে অনন্যসাপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হইয়াছিল। ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে মনোবৃত্তি ও বাহ্য পদার্থের গুণ সকল বিকশিত হইল, বনবাসী মনুষ্য দেবতার তুল্য হইলেন।

এই আদিম মনুষ্য বা মনুষ্যগণ কি রূপে উৎপন্ন হইলেন, প্রথমে শিশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন কি একবারে পরিণত বয়স্ক যুবা প্রকৃতি ধরিয়া আসিলেন, কাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাহার দ্বারা কি রূপে প্রতিপালিত হইলেন, এ সকল তত্ত্ব মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই। সুদৃঢ় অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত ডারুইন সাহেব এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া এই রূপ স্থির করিয়াছেন যে প্রথমে মূল পদার্থ হইতে ধাতু, ধাতু হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে নিকৃষ্ট জীব জন্তু, নিকৃষ্ট জীব জন্তু হইতে এপ অর্থাৎ হনুমান অথবা বনমানুষ, সেই হনুমান কুলশ্রেষ্ঠ বনমানুষ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। পণ্ডিত ডারুইনের এই মত শ্রবণে অনেকে হাস্য করেন, কিন্তু তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া অতি গম্ভীর ভাবে এ কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। বানর দেহের গঠনপ্রণালী এবং তাহাদিগের দন্তের সহিত মনুষ্যশরীর ও দন্তের অতিশয় সৌসাদৃশ্য আছে, এবং কোন কোন শ্রেষ্ঠতম বানর জাতির স্বভাবে

কিছু কিছু বুদ্ধি ও ভদ্রতার পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় এই জন্য তাঁহার মনে এই বিশ্বাসটী বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু হনুমান বংশ হইতেই যদি মানবজাতির জন্ম হইয়া থাকে, এবং পরমেশ্বর যদি ডারুইনের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারেই জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন, তাহাতেও আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি বা ক্ষতি কিছু দেখা যায় না; কারণ আমরা এখন আরতো হনুমান নহি। তথাপি ডারুইনের এরূপ মত সত্য বলিয়া প্রতীত হইবার পক্ষে এই একটী বিশেষ আপত্তি দেখা যাইতেছে যে, যদি হনুমান কিম্বা বনমানুষ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে তাহা এখন হয় না কেন? সে সকল পুরাতন আদি পিতামহ বানর বংশ কি ইহারা নহেন যাঁহাদিগকে অরণ্যে ও পর্ব্বতগহ্বরে কিম্বা জনসমাজে আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি? যদি হন তবে ইহাঁদের গর্ভে এখনও মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিত সন্দেহ নাই। ডারুইন সাহেব যদি এরূপ বলেন যে ইহারা সে পরিবারভুক্ত নহে, তাহারা মনুষ্য প্রসব করিয়া দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পর এখন ক্রমে মনুষ্য হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইলে আমাদের আর বলিবার কিছুই থাকে না। যদি কল্পনা দ্বারা এই রূপ স্থির করা হয় যে আমাদের আদি পুরুষ বানর বংশ ধ্বংশ হইয়াছে, তাহা হইলে মনুষ্যের আদি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহারাও যেখানে গতিরোধ হইল আমাদেরও সেই খানে হইয়াছে।

প্রথমে কয় জন মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও অনেক কল্পিত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন আদিতে কেবল এক পুরুষ এক স্ত্রী, কেহ বলেন কেবল এক পুরুষ বা এক স্ত্রী ছিল তাহা হইতে ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোন জাতির মধ্যে এ বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক কথা প্রচলিত ছিল এবং আছে। কিন্তু এ সমস্তই কল্পনা সম্ভূত প্রবাদ মাত্র। কোন সন্তোষকর যৌক্তিক প্রমাণ এ সম্বন্ধে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাসাগর গর্ভে যে সকল দ্বীপ আছে সেখানে অসভ্য মনুষ্যগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। অতএব প্রথমে এক পুরুষ বা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে, কিম্বা কতকগুলি নর নারী জন্মিয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ইদানীন্তন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কোন কোন শব্দের মূল অবলম্বন করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এসিয়া খণ্ড হইতে মনুষ্যগণ পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডে গিয়া বাস করিয়াছে, এবং আর্য্যজাতিই সমস্ত মানবজাতির পূর্ব্ব পুরুষ। পুরাকালের প্রকৃতাবস্থা জানিবার পক্ষে লিখিত ইতিহাস, অস্ফুট ভাষা কিম্বা কোন কোন পুরাতন কীর্ত্তি ইহাই একমাত্র উপায়। লিখিত ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু আদিমাবস্থার ইতিহাস সকল এতদূর ভ্রম কল্পনা ও রূপক বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। লিখিত ইতিহাস সত্ত্বেও পুরা কালের যথার্থ বৃত্তান্ত স্থির করা যদি এত কঠিন হইল, তবে যে দীর্ঘকাল ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যে সময়ের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে খোদিত প্রস্তর, অপরিস্ফুট ভাষা এবং প্রস্তরনির্ম্মিত কোন কোন অস্ত্র বা যন্ত্র অধ্যয়ন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ করা যে এক প্রকার মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য হইবে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সে যাহউক, এক্ষণে ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক কালের মানবীয় কীর্ত্তিকলাপ অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে আধুনিক পণ্ডিতগণ পৃথিবীর শৈশব কালের বৃত্তান্ত যতদূর অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহার স্থূল ইতিহাস বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মবন্ধু সভার বক্তৃতা।

ধর্ম্মশাসন।

বিগত ৩রা আশ্বিন শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল ব্রাহ্মবন্ধু সভায় ধর্ম্মশাসন বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন তাহার সার মর্ম্ম এই স্থলে বিবৃত হইল।

মনুষ্যের পুরাতন ধর্ম্মজীবনের বিরুদ্ধে অনেক দিন হইতে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, চারিদিক্ হইতে নানাবিধ অস্ত্র তাহার উপর আসিয়া পড়িতেছে, এই অস্ত্রাঘাতে তাহার পুরাতন ভিত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফলতঃ ভাঙ্গিবার কার্য্য অনেক দূর হইয়াছে, এত দূর হইয়াছে যে ধর্ম্মের জীবনীশক্তি পর্য্যন্ত ধ্বংশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু এখন আর ভাঙ্গিবার সময় নয়, এখন কিছু সংগঠন

করিতে হইবে। ইহা করিও না, উহা করিও না, অমুক মত অমুক বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, অভাব পক্ষে এইরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে পক্ষে কিছু চাই। একেশ্বরবাদীরা কি করিবেন, কি ধরিবেন, কি গঠন করিবেন তৎসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে নগদ কিছু দিতে হইবে কেবল পুরাতন মত ছাড়িতে বলিলে চলিবে না। আত্মার গভীর ধর্ম্মপিপাসা যাহাতে শান্তি হয় তাহার কোন উপায় করিয়া দিতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন কেন আমরা যেমন পুরাতন অসত্য কল্পনা ভ্রম কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি তেমনি আর এক দিকে এক অনন্ত সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মের কথাও তো বলিয়া দিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে কোন বাধা নাই, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরিচয় হইতে পারে ইহাও তো বলিয়াছি? এ কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ উপদেশটী অতি সরল সহজ রাজপথের ন্যায় নহে। এক নিরাকার ঈশ্বর জলে স্থলে শূন্যে বিরাজ করিতেছেন অতএব তুমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া লও এই কথা বলিয়া কোন ব্যক্তিকে অনন্ত আকাশে ছাড়িয়া দিলে কি তাহার হৃদয়ের পিপাসা নিবারিত হয়? দুই পদ অগ্রসর হইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়। কেবল পৌত্তলিকতার পুরাতন বাস ভাঙ্গিয়া দিলে চলিবে না যাহাতে ব্রহ্মনগর সংস্থাপিত হয় তাহা করিতে হইবে। ব্রহ্মরাজ্যে যাঁহাদিগকে আনা হইবে তাঁহাদিগকে চির-স্থায়ী বাসের জন্য বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ স্থির ভূমি দিতে হইবে। সেই বিশ্বাস ভূমির উপর ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম এই দুইটী অটল স্তম্ভ আর ধর্ম্মশাসন তাহার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর। এই রূপে নূতন বিশুদ্ধ অনন্ত জীবন সংগঠনের আয়োজন করিতে হইবে। এই অনন্ত জীবন গৃহের অন্যতর প্রধান উপা-দান ধর্ম্মশাসন, ইহাই অদ্য আমার বলিবার বিষয়।

শাসন কথাটী অনেকের ভাল না লাগিতে পারে, ইহা দ্বারা প্রাচীনকালের শাসনের কথা মনে আসিতে পারে, কিন্তু শাসন শব্দ আমি সে অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। শাসন অর্থ ধর্ম্ম জীবনের রক্ষক, ঈশ্বর নিয়োজিত পুলিস প্রহরী। যাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্ম রক্ষা পায় তাহারই জন্য শাসন আবশ্যক, সুতরাং ইহাতে কোন অবমাননা নাই, নীচতা নাই।

শাসনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার প্রয়ো-জন রাখে না। মনুষ্যসমাজের অতি শৈশবাবস্থায় ইহার আবশ্যকতা যেমন অনুভূত হইয়াছিল, বর্ত্তমান শতাব্দীর সুসভ্য জাতির মধ্যেও তেমনি অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের বিদ্যা সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির পরিমাণ অনুসারে শাসনের উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা, উদা-রতা সঙ্কীর্ণতা, স্বাধীনতা অধীনতার তারতম্য হয়। রাজ্যতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র বা প্রধানতন্ত্র কিম্বা সাধারণতন্ত্র, যে কোন প্রকার প্রণালী হউক, কোন না কোন প্রকার শাসন সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। যাহারা ধর্ম্ম মানে না তাহারা জনসমাজের শান্তি রক্ষার জন্য অন্ততঃ ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

এই শাসনকে আমি চারি ভাগে বিভক্ত করিব। রাজশাসন, সামাজিক শাসন, ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের শাসন, বিবেকের অথবা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ শাসন। সমস্ত শাসনই ধর্ম্মশাসনের অনুগামী। শাসনকর্ত্তাদিগের ব্যবহার দোষে যদিও শাসন বিধি সকল কালসহকারে অনিষ্টকর হইয়া উঠে, কিন্তু সকলের মূলেই ন্যায়পরতা ও মঙ্গলভাব অবস্থিতি করিতেছে। মনুষ্য স্বভাবের উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উক্ত চতুর্ব্বিধ শাসনপ্রণালী কার্য্যকারী হইয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত বিকৃত চিত্ত নিকৃষ্ট স্বভাব, ধর্ম্ম নীতির শাসন মানে না, লোকলজ্জাহীন, অভদ্র যথেচ্ছা-চারী তাহাদের পক্ষে নিকৃষ্ট শাসনপ্রণালী যথা—রাজ শাসন বিশেষ ফলোদায়ক। কারণ তাহারা অর্থহানি কিম্বা শারীরিক দণ্ডকে কেবল ভয় করে, রাজ শাসনের দ্বারা সে কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পাদিত হয়, সুতরাং ইহা দ্বারা তাহারা কতক পরিমাণে সৎপথে আসিতে পারে। কিন্তু এই নিকৃষ্ট শাসনের সহিত ভদ্রতার শাসনের যোগ না থাকিলে মনুষ্যের মন সংশোধিত হয় না। সে যাহা হউক, রাজশাসনের কঠোর দণ্ডে যখন দুশ্চরিত্র লোক-দিগের মস্তক কিছু অবনত হয় তখন তাহাদিগের পক্ষে সামাজিক শাসন বিধি কার্য্যকর হইতে পারে। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সমুন্নত হইলে ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের সাধু দৃষ্টান্তে এবং মিষ্ট ভর্ৎসনায় মন বিনম্র হয়। সর্ব্ব শেষে আপ-নার বিবেকের শাসনই যথেষ্ট। যাহার বিবেক জাগ্রত সে অন্যায় কার্য্য করিলে আপনার নিকটই লজ্জিত হয়। কিন্তু সে রূপ উন্নত বিবেকী লোক অতি বিরল। যাঁহারা ঈশ্বরের বাণী বিবেকের মধ্যে শ্রবণ করেন তাঁহাদিগের পক্ষেও বন্ধুদিগের শাসন প্রয়োজন। কেবল যাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহারাই স্বয়ংসিদ্ধ। সাধারণের জন্য প্রাগুক্ত মানবীয় ত্রিবিধ শাসন প্রণালী চির দিন চলিয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মেরা এখন কোন্ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করি-বেন? তাঁহাদিগকে কেইবা শাসন করিবে? সকলেই স্বাধীন, শাসনের কথা মুখে আনিলে অধিকাংশ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া উঠেন। যাঁহারা ব্রহ্মনগরে বাস করিবেন না কেবল কিছু দিনের জন্য বাসা করিয়া আছেন তাঁহা-দিগের নিকট শাসনের কথা বলা বৃথা, কেন না তাঁহাদের পলায়নের দ্বার চারিদিকে উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটু পীড়াপীড়ি করিলেই তাঁহারা হয়তো বাসা উঠাইয়া অন্যত্র

চলিয়া যাইবেন। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মনগরের চিরঅধিবাসী হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সে নগরের রাজার শাসন মান্য করিতেই হইবে। অনেকে ভাবেন আমরা স্বাধীন ব্রাহ্ম আমাদের আবার শাসন কি? বায়ু যেমন মুক্তভাবে যথেচ্ছা বহমান হয় আমরাও সেই রূপ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিব। বাস্তবিক তাঁহারা বায়ুর ন্যায়ই স্বাধীন! সর্ব্বদা বায়ুভরেই উড়িয়া বেড়াইতেছেন! কোথায় কখন উড়িতেছেন তাহা জানেন না কেবল এই মাত্র জানেন যে তাঁহারা স্বাধীন, ইহাতেই তাঁহাদের মন সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের যত স্বাধীনতা কি কেবল ব্রাহ্মদিগেরই নিকট? এ রূপ স্বাধীনতা পরিবার ও সমাজ মধ্যে কেন দেখা যায় না? ধর্ম্মহীন কৃতবিদ্য সমাজে যখন কোন ব্রাহ্ম গমন করেন তখন তাঁহার মত সকল অসীম উদারতার মধ্যে মিলাইয়া যায়, সেখানে তিনি অম্লান বদনে স্বীয় মতের বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করেন, লজ্জায় পড়িয়া তাহাতে যোগ দিতেও বাধ্য হন। ব্রাহ্মসমাজের নিকট তাঁহাদের উদ্ধত মস্তক কিছুতেই অবনত হইতে চাহে না, কিন্তু পরিবার মধ্যে তাঁহারা কি করেন তাহা কি আমরা জানি না? পিতা মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহাদের গর্ব্বিত মস্তক পৌত্তিকতার চরণে অবনত হয়। যদি এরূপ হইল তবে প্রীতির শাসন, মঙ্গলের শাসন মান্য করিতে এত অবমাননা কেন বোধ হয় আমি বুঝিতে পারি না।

ব্রাহ্মসমাজের শাসন কাহাকেও বদ্ধ করিবার জন্য নহে, নির্যাতন বা অপদস্থ করিবার জন্যও নহে। এক ব্যক্তি বিপথগামী হইলে যদি তাহাকে একটা ভাল কথা বলিবার কেহ না থাকে তাহার তুল্য দুর্ভাগ্য জীব কি আর আছে? এই জন্য আমি বলিতেছি এমন একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হউক যাহার সভ্যগণ পরস্পরের জন্য দায়ীত্ব অনুভব করিবেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাল বাসিবেন। যাঁহারা চিরকাল ব্রাহ্ম থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই দুই সত্য স্বীকার করিয়া একটী মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সকলে মঙ্গল ইচ্ছার বশীভূত হইয়া প্রেমের সহিত সকলকে শাসন করিবেন। প্রতি দিন যে ব্যক্তি উপাসনা না করে, এবং ভক্তি ও উৎসাহের সহিত সাধন ভজন না করে, চরিত্র সংশোধনের জন্য বিশেষ রূপে যত্নশীল না হয় তাহাকে শাসন করিতে হইবে। যথেচ্ছাচারী উদার এবং সত্য, পবিত্রতা এবং প্রেমের বন্ধন বিহীন স্বাধীন হইয়া যাঁহারা চঞ্চলতা প্রকাশ করিবেন তাঁহাদিগকে শাসন কর। প্রকৃতিস্থ থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের নিকট মত সম্বন্ধে এক অঙ্গীকার পত্র লওয়া হউক, পরে যদি এমন দুর্গতি কখন হয় যে সে মতে আর তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার পত্র প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। পরস্পরের উপর যদি এরূপ শাসন না থাকে তবে কে কোন্ দিন কোথায় চলিয়া যাইবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এ প্রকার শাসন প্রচলন করা অতি গুরুতর ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া আশা পরিত্যাগ করা যায় না। যদিও আমরা পুনঃ পুনঃ বিফল যত্ন হইয়াছি, তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সহস্র গণ্ডগোলের মধ্যে যদি একটু অটল শান্তির স্থান থাকে,—লোক সংখ্যা কম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই—সমস্ত পরিবর্ত্তন ও চঞ্চলতার মধ্যে একটী স্থায়ী নিত্য সারবান্ ভ্রাতৃমণ্ডলী যদি থাকে, তবে বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে আমরা সেখানে আশ্রয় লইব। অতএব সকলে মনোযোগী হইয়া এইরূপ একটী প্রকৃত সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাতে মঙ্গল ও প্রেমের শাসন প্রবর্ত্তিত করুন এবং সেই শাসনে সকলে সকলের নিকট শাসিত হউন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

সাধারণ সভা।

উপাসকসভা সঙ্গঠনের কার্য্যবিবরণ।

পূর্ব্বে প্রচারিত বিজ্ঞাপন অনুসারে বিগত ৪ঠা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ব্রাহ্ম ও দর্শক সর্ব্বশুদ্ধ অনুমান চারি শত ব্যক্তি তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে আরাধনা প্রার্থনা এবং কএকটী সঙ্গীত হইল, পরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতা দ্বারা অতি গম্ভীর এবং সরসভাবে প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য সকলকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

অদ্য যে জন্য আমরা ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় মহৎ এবং লক্ষ্য অতি উচ্চ। যেমন ব্রহ্মমন্দির প্রশস্ত এবং উচ্চ, তেমনই ইহার একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উপাসক সভা গঠিত হইবে। যেমন উপাসনা করিবার জন্য এই গৃহে অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হন, তেমনই সাধন করিবার জন্যেও কতকগুলি সাধক একটী সভাবদ্ধ হইবেন। উপস্থিত ভ্রাতাদিগের জানা কর্ত্তব্য ১৭৯১ শকের ৩০শে কার্ত্তিক রবিবার এই উপাসক মণ্ডলী সভার সূত্রপাত হয়। (ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উক্ত সভার বৃত্তান্ত পঠিত হইল।) যাহা পঠিত হইল ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে ঐ সভা বিধিপূর্ব্বক গঠিত হইয়াছিল, এবং সভার সভ্যেরা তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে উপাসকদিগের মধ্যে সামান্য সামান্য মত সম্পর্কে অনৈক্য সত্ত্বেও তাঁহারা

সভাবদ্ধ থাকিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সকলে এক পরিবার হইয়া পরস্পরকে ধর্ম্মনৈতিক শাসনে শাসন করিবেন, সকলের যাহাতে উপাসনা ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই দুই বিষয়ে পরস্পরকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে যত্নবান্ থাকিবেন, এই উদ্দেশে এই সভা সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই দুইটী নিয়ম এই উপাসক সভার প্রাণ এবং ভিত্তি ভূমি। অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মেরা এই সভাবদ্ধ হন নাই। এই সভার প্রার্থিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই; কিন্তু ইহার কিয়দংশ যে লাভ করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক সভা দ্বারা যে কার্য্য হইতেছে ইহা আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে এই নূতন সভা গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নূতন বিধানের বিরোধ নাই। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা গঠন করিবার জন্য আমরা আহূত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসনা প্রগাঢ় জীবন্ত সুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই দুই উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিন্ন উপাসক সভার অন্য কোন কার্য্য নাই। পুরাতন উপাসকমণ্ডলী সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কার্য্য করিবার জন্য অন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং অন্য অন্য সভা হয়; কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত ও জীবনে বদ্ধমূল হইল উপাসক সভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমাদের মধ্যে প্রকৃত উপাসক অল্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্য এবং চরিত্রের পবিত্রতা না থাকিলে সামান্য মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যেও তাঁহারা উপাসক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক সভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের একতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা না থাকে তাহা হইলে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ব্রহ্মমন্দির একটী পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিচ্ছেদ ইহার কারণ। সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বিস্তার, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধণ এই ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য। এখানকার উপাসনা প্রণালী ও নিয়মাদি এরূপ যে ভ্রাতাদিগের সঙ্গে যত মত ভেদ থাকুক না কেন, এখনই তাঁহারা আসিলে আদরের সহিত এই মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুভাবগ্রাহী। এই মন্দির কোন কালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। যে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে ইহা সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে! ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মন্দিরে যে ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, যাঁহারা এ সমুদয়ে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সাক্ষী। জাতি নির্ব্বিশেষে, সামান্য মতভেদ সত্ত্বেও উপাসকেরা কেবল প্রেম শান্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মূল সত্য লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে অসম্ভব। যদি হয় ইহা ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় কিম্বা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্তু তথাপি এই ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে। এই যোগ স্বর্গীয় এবং পবিত্র। অবিশুদ্ধ যোগ কোন কাজেরই নহে। যে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহা অতি জঘন্য। তুমি আমাকে শাসন করিবে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি অথচ আমি উপাসক সভার এক জন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাপীকে শাসন করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে উপাসক সভার প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। উপাসক সভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, কেননা আমরা সকলেই দুর্ব্বল মনুষ্য। কিন্তু পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই হইবে। পবিত্র হইব যাঁহার ইচ্ছা নহে, তিনি এই উপাসক সভার সভ্য নহেন। যদি তিনি অঙ্গীকার না করেন যত পুণ্য করিয়াছি আরও পুণ্য অর্জ্জন করিব, দিন দিন উপাসনা সাধনা দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে কেহই ইহার প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনাশীল, এবং চরিত্র নির্ম্মল হয়, তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের পক্ষেই পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। যাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে জঘন্য দোষ আছে তাঁহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দিন ইহলোকে থাকিবেন, তত দিন তাঁহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অদ্য এই প্রশস্ত উপাসক সভা গঠিত হইতেছে। মূল সত্যে বাদানুবাদ অসম্ভব। যদি ইহার একটী পরিত্যাগ কর উপাসক সভা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কিসে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আচার্য্য, উপাচার্য্য, উপদেষ্টা, বক্তা প্রভৃতি উপাসক সভার সেবকদিগকেও পবিত্র চরিত্র হইতে হইবে। যদি কোন উপদেষ্টা মনে করিয়া থাকেন যে উপদেশ দেওয়াই কেবল তাঁহার কার্য্য কিন্তু উপদেশ-

পালন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগ পত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। যাঁহারা বেদীর কার্য্য করিবেন, তাঁহারাও উপদেশানুসারে জীবনে উন্নত হইবেন।

যাঁহারা ধনে এবং বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে এই মন্দিরের অর্থের ভার দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তিগণ এই গৃহের অর্থের ভার লইবেন, তাঁহাদিগকে ইহার পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ, এবং বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ রূপে দায়ী হইতে হইবে। ইহার প্রায় ৫০০ টাকা ঋণ আছে; কিন্তু যখন আমি প্রথম হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি তখন আমিই ইহার জন্য বিশেষ রূপে দায়ী। যদি উপাসকমণ্ডলী ভার গ্রহণ করেন তবে এই ঋণ পরিশোধের ভার তাঁহাদেরই হস্তে থাকিবে। তাঁহারাই দায়ী হউন, আর আমিই দায়ী হই, ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্য যে ঋণ হইয়াছে তাহা থাকিবে না। এই মন্দিরের ট্রিষ্টডিড্ হয় নাই, এবং যত দিন ঋণ আছে তত দিন হওয়া উচিত নহে, যাঁহারা এই ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত, যে অন্যান্য প্রকার ধর্ম্মের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেন না।

আধ্যাত্মিক বিভাগ, বিষয় বিভাগ, হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে। ধর্ম্মসাধন, প্রেম, পুণ্য ও শান্তি উদ্দেশে, এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে। যাঁহাদের প্রতি সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে বেদীর উপাসনা সম্পর্কে সে সকল সাধকদিগের উপরে ভার থাকিবে। যাঁহাদের মধ্যে অল্প বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ দেখা যায়, আমরা এই নিয়ম করিতে পারি না যে তাঁহারা উপাসনা সম্পর্কে কোন কথা কহিবেন। উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিতে প্রস্তুত,—৫০ জনই হউক আর দুই জনই হউক,—যতদিন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম না হয় তত দিন তাঁহারা কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন না। যাহাতে অনন্ত জীবনের সম্বল হয় প্রত্যেককে এরূপ সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। কীর্ত্তন দ্বারা, উপাসনা, ধ্যান দ্বারা, প্রচার দ্বারা জীবনকে পবিত্র করিতে হইবে। সাবধান, যিনি অনন্ত কালের জন্য পবিত্র হইতে ইচ্ছুক নহেন তিনি যেন ইহার সভ্য না হন। যাহাতে উপাসনা সুমিষ্ট হয়, চরিত্র পবিত্র হয় এবং কি প্রকার সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা নির্ম্মল হইয়া চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদয় বিষয় উপাসক সভা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। উপাসকদিগকে একটী পরিবার হইতে হইবে। মতভেদ আছে বলিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ৫ জন হও, ১০ জন হও কিম্বা সহস্র জন হও, সকলে এক প্রাণ হইয়া থাকিতে হইবে। উদারতা এবং পবিত্রতা এই উভয়ের সামঞ্জস্যের অভাবেই ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ৪০ বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিতেছে। উপাসক সভার মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা কিম্বা দলাদলি হইতে পারে মনে থাকে তবে উপাসক সভার প্রয়োজন নাই। যদি যথার্থ নির্ব্বিবাদ পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবারে বিবাদ অসম্ভব) প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধীদিগকে দণ্ড দাও; কিন্তু সাবধান, কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে দিন ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্রদায়িকতা নির্ম্মূলিত হইয়াছে। এই মন্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হইতে পারে না। আমি জানি আমাদের হস্তে এমন অস্ত্র আছে যাহা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়। আমরা প্রেম দ্বারা পরস্পরকে বশীভূত করিব। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক সভার ভিতরে সম্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত এই কথা বলিতেছি কেন? আমি জানি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র উদারতার ধর্ম্ম। বাহিরে সহস্র প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্তু প্রেমই উপাসক সভার প্রাণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, আজ যে প্রেম হইল, অনন্তকাল এই প্রেম থাকিবে। অনন্ত জীবনের জন্য এই পবিত্র প্রেম ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হইবে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব।

বক্তৃতা শেষ হইলে আচার্য্য মহাশয় ৫৮ জন (৪৬ জন বলা ভুল হইয়াছিল) উপাসকের নাম স্বাক্ষরিত এক খানি আবেদন পত্র সম্বলিত নিম্নলিখিত ছয়টী প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

১। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদন এবং উহার উপাসকদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন উদ্দেশে "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-সভা" নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

২। ইহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য ভার আচার্য্যের হস্তে থাকিবে।

৩। ইহার অর্থ সম্বন্ধীয় কার্য্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের উপর অর্পিত হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন অথবা তৎকালীন আচার্য্য
শ্রীজয়গোপাল সেন
শ্রীকানাইলাল পাইন
শ্রীঅমৃতলাল বসু অথবা তৎকালীন অধ্যক্ষ।

৪। অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষবিমুক্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন এবং নিয়মিত রূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনাতে যোগ দেন তাঁহারা উক্ত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অন্যূন ।০ চারি

আনা প্রতি মাসে অথবা ৩ টাকা প্রতিবর্ষে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও সভ্য হইতে পারিবেন।

৬। ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনের জন্য অন্ততঃ প্রতি মাসে এক বার উপাসক সভার অধিবেশন হইবে।

৭। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সভার সম্পাদক হইবেন।

উক্ত প্রস্তাব গুলি পঠিত হইলে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া এই ভাবে বলিলেন, যে যখন আমরা এই মন্দিরের বিষয়ে অর্থ কিম্বা পরিশ্রম দ্বারা কিছুমাত্র সাহায্য দান করিতাম না আমি নিজেও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম তখন প্রচারক মহাশয়গণ ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহারাই ইহার সমস্ত ভার বহন করিতেছেন এ জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু যে কয়েকটী প্রস্তাব পঠিত হইল তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই "যে, মন্দিরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য ভার আচার্য্যের হস্তে থাকিবে।" আচার্য্য মহাশয়ের উপর আমার সম্পূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু এক জনের হস্তে সম্পূর্ণ ভার না দিয়া কএক জন সাধক ব্রাহ্মের উপর এই ভার থাকিলে ভাল হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক উপাসকের এ বিষয়ে অধিকার থাকে এই আমার ইচ্ছা। কারণ এক জন অপেক্ষা পাঁচ জনের বিচার বিশুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব সমস্ত উপাসকের মধ্যে যাঁহাদিগকে সকলে ধার্ম্মিক সাধক বলিয়া মনোনীত করিবেন এমন কএক জন ব্যক্তির উপর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যের ভার অর্পিত হউক। আমার নিজের আত্মার সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান আচার্য্য মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য এই রূপ একটী কমিটি থাকা আবশ্যক।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে অর্থ সম্বন্ধীয় কার্য্য ভার নির্ব্বাহের জন্য আরও কএক জন ব্রাহ্মকে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে সাধারণের হস্ত থাকা আবশ্যক, নতুবা কেহই ইহার জন্য দায়িত্ব অনুভব করেন না।

চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ প্রস্তাবে আমার কিছু আপত্তি নাই, শেষ প্রস্তাব সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রতাপ বাবু যে সম্পাদক হইবার উপযুক্ত তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু যে উমেশ বাবু এত দিন পর্য্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন তাঁহাকে সম্পাদকের পদে কেন মনোনীত করা হইবে না? অতএব আমার ইচ্ছা যে উমেশ বাবুই সম্পাদক হন।

তদনন্তর ইহার উত্তরে আচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, আচার্য্য মনোনীত করার ক্ষমতা সভ্যমণ্ডলীর হস্তে আছে বলিয়াই তাঁহারা আচার্য্যের উপর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য ভার দিতেছেন, তাঁহারা যেখানে এক জনের উপর ভার দিতেছেন তখন তাঁহাদের অধিকার আছে ইহা বুঝিতে হইবে। ক্ষমতা না থাকিলে কেহ কি কাহার উপর কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারে? অতএব উপাসকগণের মধ্য হইতে কএক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহাদের উপর আচার্য্য মনোনীত করিবার ভার দেওয়াতে প্রত্যেক উপাসকের যে অধিকার থাকে ইহাতেও তাহাই থাকিল। বিশেষতঃ কতকগুলি উপাসকের মধ্য হইতে জন কএক ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক সাধক বলিয়া বাছিয়া লওয়া অতিশয় দুরূহ কার্য্য। কতকগুলি এক জনকে ধার্ম্মিক বলিয়া স্থির করিবেন আর কতকগুলি তাঁহাকে ধার্ম্মিক সাধু বলিবেন না, এ প্রকার হইলে বৃথা বাদানুবাদ হইবার সম্ভাবনা। আচার্য্য যদি উপাসকদিগের কখন বিরাগভাজন হন তাহা হইলে উপাসকমণ্ডলী তাঁহার স্থানে অপর কাহাকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

পরে বাবু ঠাকুরদাস সেন বলিলেন বর্ত্তমান আচার্য্য মহাশয়ের উপর যদি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে তবে তাঁহার হস্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভার দিতে আপত্তি কি? শিবনাথ বাবুর নিকট আমি ইহার উত্তর প্রার্থনা করি। বাবু নবীনচন্দ্র রায় এ প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলেন যে প্রত্যেক সভ্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আচার্য্যের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকা উচিত। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন এ প্রকার অধিকার থাকিলে আচার্য্যের স্বাধীনতা থাকিবে না, উপাসনার যাহার যে অংশটী ভাল লাগিবে না তিনি তাহার জন্য আচার্য্যকে লইয়া টানাটানি করিবেন, অতএব ইহা হইতে পারে না। আচার্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া স্বাধীনতার সহিত তাঁহাকে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া উচিত। অবশেষে শিবনাথ বাবু ঠাকুরদাস বাবু নবীন বাবু তিন জনের মীমাংসায় শিবনাথ বাবুর প্রস্তাবিত সংশোধন রহিত হইয়া মূল প্রস্তাব এই আকারে ধার্য্য হইল;— ইহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য ভার আচার্য্যের হস্তে থাকিবে।

অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্যভার আরও কএক জনের উপর দেওয়া হয়, শিবনাথ বাবুর এই প্রস্তাবে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষকতা করিয়া কএক জন ব্রাহ্মের নাম করিলেন, আর বলিলেন যাঁহাদের নাম ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাব হইয়াছে তাঁহারা এ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী বিশেষতঃ ইহাঁদের মধ্যে যে একজন (শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন) এই মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার ভাজন। অনেক

আলোচনার পর বাবু উমানাথ গুপ্তের প্রস্তাবে এবং বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের পোষকতায় এই ধার্য্য হইল যে, পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

চতুর্থ প্রস্তাবের "অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষ বিমুক্ত" এই শব্দ পরিবর্ত্তনের জন্য ক্ষণ কাল আলোচনা হইল—শেষ অপর কোন উৎকৃষ্ট শব্দ সংগ্রহ করিতে না পারায় উহাই স্থির থাকিল। "মূল সত্যে বিশ্বাস" এ কথায় বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন মূল সত্য কি কি তাহা স্থির করা হউক। আচার্য্য মহাশয় বলিলেন মূল্য সত্য কি কি তাহা ব্রাহ্ম মাত্রেই অবগত আছেন, বিশেষতঃ ইহা ব্রাহ্মদিগের সভা, এবং এখানে যিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন তিনি এই মূল সত্যে বিশ্বাসী বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করেন। অতএব ধর্ম্ম গ্রহণের সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিস্তারিত বিবরণ স্থির করিতে যাওয়া অতিশয় লজ্জার বিষয়। অধিকাংশের সম্মতিতে এ প্রস্তাবও স্থির থাকিল। কেবল "উপাসনাতে যোগ দেন" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "উপাসনাতে যোগ দেন অথবা দিতে ইচ্ছা করেন" এই রূপ লেখা হইবে স্থির হইল।

বাবু কৃষ্ণবিহারী সেনের প্রস্তাবে পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া এই আকারে ধার্য্য হইল,—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলে অথবা প্রচারকার্য্যের অনুরোধে নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন।"

ষষ্ঠ প্রস্তাবের উপর কাহার কোন বিশেষ আপত্তি হয় নাই কেবল বাবু নীলমণি ধর বলিলেন মাসান্তর সভা না হইয়া বৎসরান্তে একবার হউক। ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনের জন্য প্রতি রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে যাহা হইয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট। মন্দিরে যাহা হয় তদ্ব্যতীত বিশেষ সাধন প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে সাধারণের মতে নীলমণি বাবুর কথা অগ্রাহ্য হইল।

শেষ প্রস্তাব সম্বন্ধে শিবনাথ বাবুর আপত্তি খণ্ডন করিয়া আচার্য্য মহাশয় বলিলেন পুরাতন সম্পাদকের সহিত এ সভার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ইহা একটী নূতন সভা ইহার জন্য নূতন সম্পাদক নিয়োগ করাতে পুরাতন উপাসকমণ্ডলী সভার সম্পাদকের অবমাননা হইতে পারে না। বাবু নবীনচন্দ্র রায় বলিলেন প্রত্যেক সভায় বর্ষে বর্ষে সম্পাদক পরিবর্ত্তনের যেমন রীতি আছে ইহাতেও সেই রীতি থাকা উচিত। এ কথায় কেহ আপত্তি করিলেন না, যে হেতু সকল সভাতেই এরূপ রীতি আছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন প্রতাপ বাবু এক্ষণে এখানে নাই উমেশ বাবুই সম্পাদক হউন। বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন উমেশ বাবুকে তবে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা হউক। এমন সময় উমেশ বাবু উঠিয়া বলিলেন আমি যেখানে উপস্থিত আছি দুই একটা কথা আমারও বলা আবশ্যক। প্রথমে তিনি বলিলেন এই সকল প্রস্তাব যে ধার্য্য হইল তাহা কোন্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা হইল? অদ্য উপাসকসভা সংগঠিত হইবে, অগ্রে সভা না হইলে কে প্রস্তাব স্থির করিবে? ইহাতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন সেই সভ্যদিগকেই বা কে স্থির করিবে? আচার্য্য মহাশয় বলিলেন উপাসকদিগকে বিধিপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা যেখানে এ সকল ধার্য্য হইতেছে সেখানে আর কোন আপত্তি আসিতে পারে না। তদন্তর সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ সম্বন্ধে উমেশ বাবু বলিলেন আমি এখন এখানে থাকিনা দূরে অবস্থিতি করি, সুতরাং সম্পাদকের কার্য্য আমার দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর মূল প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইল।

শেষ সর্ব্ব সম্মতিতে স্থির হইল যে, যত দিন পর্য্যন্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেশে প্রত্যাগমন না করেন তত দিন তাঁহার স্থানে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদকের কার্য্য করিবেন। উমেশ বাবু প্রথমে ইহাতে স্বীকৃত হন নাই শেষে অনেকে অনুরোধ করাতে তিনি এ ভার গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর বাবু নীলমণি ধর একটী নূতন প্রস্তাব করিলেন যে, প্রতি বর্ষে বর্ষে আচার্য্য নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে শিবনাথ বাবু পোষকতা করিলেন। বাবু নবীনচন্দ্র রায় ইহাতে বলিলেন যে, বর্ত্তমান আচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে এ নিয়ম কখনই হইতে পারে না। পরে সাধারণের মত লওয়াতে নীলমণি বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

সভার স্থিতি প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ছিল, কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই গাম্ভীর্য্য এবং ভদ্রতার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন। এ প্রকার শান্ত ভাবের সভা আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। যাঁহার যাহা বলিবার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত তিনি তাহা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাব তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে সকলে যখন নির্ব্বাক হইয়াছেন। তখন হস্তোত্তোলন করিতে বলা হইয়াছে। এ সভায় যে কেবল নির্ব্বিঘ্নে এবং সুচারু রূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা নহে, ইহা দ্বারা অধিকাংশের মনে একটী অপূর্ব্ব শান্তি রসের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের পরেও তাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন বোধ হইল। অবশেষে সভ্য শ্রেণীর মধ্যে আর ১৭ জন নাম স্বাক্ষর করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ ইস্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই আশ্বিন মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible]ম ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক শনিবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে অকিঞ্চন ধন, প্রেমময় পিতঃ! আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণামপূর্ব্বক তোমার চরণে এই মিনতি করিতেছি তুমি আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর। এমন করিয়া দর্শন দাও যে আমার জীবনের মূল পর্য্যন্ত এককালে বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং আনন্দে হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। হায়! আমার অন্তরের গূঢ় পাপ বাসনা সকল এখনও উন্মূলিত হইল না। বাহিরে ভদ্র বেশে আমি বিচরণ করি, কিন্তু আমার চিত্ত তাদৃশ নহে। অবসর পাইলেই নিকৃষ্ট রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া জীবনকে কলঙ্কিত করে। তাই নাথ তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার স্বর্গীয় পুণ্য প্রভাবে আমার প্রকৃতিকে নূতন রূপে তুমি সংগঠন করিয়া দাও। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রাখ। দীনবন্ধু দয়ার সাগর ঈশ্বর! তোমার উজ্জ্বল সত্তা যাহাতে আমি হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখিতে পারি এবং তোমাতেই সদাকাল আনন্দিত থাকিতে পারি এমন করিয়া তুমি আমাকে দেখা দাও। তোমাকে দেখিয়া ভুলিয়া যাইব আর পাপ করিতে ইচ্ছা হইবে না। হে পতিতপাবন ঈশ্বর! এই পুরাতন পাপী সন্তানকে তুমি নিজ গুণে উদ্ধার করিয়া লও।

সাকারোপাসনা অসম্ভব।

অধ্যাত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ জড়বুদ্ধি পৌত্তলিক উপাসকেরা বলিয়া থাকেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না; কিন্তু আমরা বলিতেছি সাকারের উপাসনা হইতে পারে না। পরমাণু সমষ্টিতে যে মূর্ত্তি বিনির্ম্মিত হইয়াছে, এবং পরমাণুতে যাহা বিলীন হইতে পারে তৎপ্রতি কেমন করিয়া মানবাত্মার প্রীতি ভক্তি সমুত্থিত হইবে? চৈতন্যের ভাব চৈতন্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, আধ্যাত্মিক যোগাকর্ষণে জীব ব্রহ্মের মিলন সম্পাদন করে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। পৌত্তলিকেরা নিজ মুখে যাহা বলেন এবং যেরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করেন তাহারই দ্বারা সাকারোপাসনার অসম্ভবনীয়তা আমরা প্রতিপন্ন করিব।

এ কথা সকলেই অবগত আছেন যে, দেব প্রতিমা যখন সঙ্গঠিত হয় তখন তাহাকে দেবতা বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না, যখন বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত এবং বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জীভূত হয় তখনও কেহ তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে না, এমন কি পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহাকে শূদ্রে স্পর্শ করিয়া থাকে; কিন্তু পুরোহিত যখন গললগ্নীকৃত-বাসে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক "ইহাগচ্ছ, ইহ-

তিষ্ঠ, ইহ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজা গৃহাণং" এই প্রাণপ্রদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন হইতে লোকে ঐ প্রতিমাকে জীবন্ত জাগ্রত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে যাহাকে কেবল মাত্র ক্রীড়া পুত্তলিকা বলিয়া বোধ ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাতে এত ভক্তি শ্রদ্ধা উদিত হইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে কেবল বিশ্বাস। শ্রীরাম পাল যখন তৃণ গুচ্ছের উপর মৃত্তিকা সংলেপন করিল এবং তদুপরি হলধর আচার্য্য চিত্র করিল এবং রামকান্ত মালী সাজ বসাইল তখন এ সকল ব্যাপারের মধ্যে কেহই দেবত্ব দেখিতে পায় নাই, সুতরাং তত ক্ষণ উহা ভক্তির আস্পদ পূজনীয় হয় নাই; যাই বিশ্বাস করিল যে ইহার মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে অমনি ভোগ নৈবিদ্য, পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে লাগিল। বাহিরের কোন বস্তু এতক্ষণ এই ভক্তি উৎপন্ন করিতে পারে নাই, কিন্তু বিশ্বাসের বলে এক পলকের মধ্যে দৃষ্টি শক্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, প্রাণহীন জড় পদার্থ সকল সঞ্জীবিত এবং মহৎ শক্তির আধার বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু এই বিশ্বাস কাহার উপর হইল? কোন নয়নমনোহর ভৌতিক পদার্থের উপর না অদৃশ্য নিরাকার চৈতন্য শক্তির উপর? অবশ্য নিরাকার প্রাণময় জ্ঞানময় পদার্থের সত্তায় বিশ্বাস হইল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন সে প্রাণকে কি কেহ চক্ষে দর্শন করিলেন? কখনই না, কেবল বিশ্বাস করিলেন যে প্রাণের আবির্ভাব হইল এই মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাকারকে কেহ পূজা করিলেন না! দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য কেবল একটী পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করা হইল। এস্থলে আমাদের সঙ্গে পৌত্তলিকদিগের এই প্রভেদ যে, তাঁহারা অনন্ত সর্ব্বব্যাপী প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ দেব প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমরা বলি যে তিনি সর্ব্বত্র প্রাণ রূপে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, "ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ" এ বাক্য তাঁহার প্রতি সংলগ্ন হয় না। আরও দেখুন, পুরোহিত যখন বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করেন তার পর হইতে দেবতার দেবত্বে কেহ আর বিশ্বাস করে না। এমন কি কত লোকে সেই প্রতিমাকে পদতলে দলিত করিয়া তাহার অঙ্গসজ্জা সকল উন্মোচন করিয়া লয়। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ভাবুকদিগের বিশ্বাসই দেব প্রতিমার দেবত্ব সংস্থাপন করে; প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং বিসর্জ্জনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিশ্বাসীর চক্ষু জড়ের মধ্যে চৈতন্যরূপী পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। তত্ত্বদর্শী ধীরেরা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত সেই নিরাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করত ঘোর সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন। হে ভ্রান্ত পৌত্তলিক! তুমি এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার গূঢ় অর্থ অবধারণ করিয়া অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হও, নির্ম্মল আনন্দ পাইবে, এবং প্রেমময়ের অরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইবে।

ধর্ম্মনিষ্ঠা।

পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারের প্রতি যে রূপ নিষ্ঠা লক্ষিত হয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশ আছে কি না সন্দেহ। চিত্তশুদ্ধি পূজা অর্চ্চনা ধ্যান ধারণা এই সকল উচ্চতর বিষয় প্রভৃতরূপে সমালোচিত হইতেছে, অনেকের মধ্যে ইহার কিছু কিছু অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি সদনুষ্ঠান কিম্বা আধ্যাত্মিক সাধনের প্রতি ঐকান্তিক একটী নিষ্ঠা দেখা যায় না। অপবিত্র উদারতা, এবং মিথ্যা স্বাধীনতার প্রভাবে এই প্রকার শিথিলতার উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা সত্যের প্রতি অনুরাগ শূন্য হইয়া উদার হন, এবং প্রেমকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন হইতে চাহেন, কোন প্রকার সদাচারের প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠা থা-

কিতে পারে না। নিয়মিত রূপে উপাসনা করা কিম্বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যত্নশীল হওয়া এ সকল তাঁহাদের নিকট সঙ্কীর্ণতার কার্য্য বোধ হয়। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উপাসনা করিবার আবশ্যক কি, বৎসরান্তে কেন করি না? ব্রহ্মমন্দিরেই বা কি জন্য বিশেষ প্রণালী অনুসারে উপাসনা করিব? এই রূপে তাঁহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় ইহাঁদের ধর্ম্মানুরাগ কত গভীর। বিশ্বাসের অস্থিরতা এবং অন্যায় সংসারাসক্তি হইতে যে এইরূপ শিথিলতা ঘটে তাহা বলা বাহুল্য। পরব্রহ্মেতে যাঁহার আন্তরিক প্রেম থাকে তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিবেনই করিবেন। কারণ সাধু কার্য্যের বাহ্য প্রণালীর প্রতি পবিত্র অনুরাগ থাকিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। আমাদের মধ্যে এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা দৈনিক উপাসনা বিহীন হইয়া অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারেন। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় যে মহাশয় প্রতিদিন উপাসনা করেন কি? ইহাতে হয়তো তাঁহার অবমাননা বোধ হইবে; অথচ তিনি উপাসনা করেন কি না সন্দেহ। যে সকল ব্রাহ্ম নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করেন অথচ সামাজিক ক্রিয়াদি কিম্বা হিন্দুপর্ব্বোপলক্ষে দেব দেবীর পূজাও করিয়া থাকেন তাঁহাদের কোন ধর্ম্মের প্রতিই নিষ্ঠা নাই। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে এক ঈশ্বরের উপাসক তাঁহারাই কি নিষ্ঠার সহিত প্রত্যহ ধর্ম্মসাধন করেন? কোথায়? নিষ্ঠা দূরের কথা, সাধারণ ভাবে উপাসনাই অনেকে করেন না। এ বিষয়ে পৌত্তলিকদিগের নিকট আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। ঈশ্বরসাধনা কিম্বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় তাঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদগদ্ চিত্তে আয়োজন করেন এবং অনুরাগের সহিত ধর্ম্মবিধি সকল প্রতিপালন করেন তাহা অনুকরণীয়। সাধু ক্রিয়ার উদ্যোগে যাঁহাদের অনুরাগ প্রেম ভক্তি প্রকাশ পায় তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য হইতে নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে। আমরা যদি পৌত্তলিকদিগের মত প্রগাঢ় নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মোপাসনা এবং চিত্তশুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে উপযুক্ত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইব। কিন্তু শিথিলভাবে অল্প বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মসাধন করায় বিশেষ কোন ফল নাই। যে উপায়ে এবং অনুষ্ঠানে আমরা ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রেমালোক সম্ভোগ করিতে পারি সেই সেই উপায় এবং অনুষ্ঠান আমাদের পরম আদরের বস্তু। অতএব প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানকে ভক্তির সহিত হৃদয়ে পোষণ করা কর্ত্তব্য।

পাপের বিচিত্রলীলা।

পাপ যে কত ভাবে কত রূপে মনুষ্যকে লইয়া ক্রীড়া করে তাহা আর গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু অদূরদর্শী লোকে সহসা এই বহুরূপ ধারিণী পাপ নিশাচরীর অদ্ভুত ক্রিয়া বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় মনুষ্য বিশেষকে আপনার পতনের কারণ মনে করে।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পক্ষীয় ব্যক্তিগণের গুপ্ত দোষ দর্শনে ব্যথিত হইয়া এবং তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া বহু সংখ্যক লোক ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের উপর তাঁহারা অনেক আশা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সকল ব্যক্তির জীবন যখন ঘৃণিত এবং সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হইল তখন তাঁহারা অত্যন্ত আঘাত পাইয়া চলিয়া গেলেন। এ কথার মধ্যে সত্য আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু সেই সত্য কোন ব্রাহ্মের সমাজ ত্যাগ করিবার মূল বা প্রধান কারণ রূপে যে আছে তাহা আমরা কখন স্বীকার করিব না। কার্য্যোৎপাদনের অব্যবহিত পূর্ব কারণ কিম্বা উপলক্ষ রূপে ইহা গণ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন সামান্য উপলক্ষ কারণে কি অতি গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হয় না? প্রধান এবং মূল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে যে কোন সামান্য উপলক্ষে তা[illegible] কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের প্রধা[illegible] আমরা

উপলক্ষ মাত্র যদি হন তবে তাঁহাদের উপর এ অপবাদ কখনই আসিতে পারে না। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা ঐ সকল পতনোন্মুখ ব্রাহ্মের মনোবেদনার কিম্বা ঘোরতর পরীক্ষার কারণ হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ ছাড়িবার কারণ তাঁহারা নহেন।

যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে কোন ব্যক্তির চরিত্রের গুপ্ত দোষ অথবা কঠোর ব্যবহারে এক জন সমাজ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অবিশ্বাসী, কপট, পৌত্তলিক, দুশ্চরিত্র হইতে কে বলিয়াছিল? সমাজের বাহিরে থাকিয়া তাঁহাকে কি কেহ ধার্ম্মিক হইতে নিষেধ করিয়াছে? যখন পাপের প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয় তখন সে ব্যক্তি আপনার পতনের উপলক্ষ আপনি অন্বেষণ করে এবং আপনিই আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এই যে শত সহস্র ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা এখন কোথায়? চরিত্র সংশোধন, ঈশ্বরোপাসনা, ন্যায় ভক্তি দয়া হিতৈষণা এ সকল কি তাঁহাদের নিকট হইতে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে? যদি ইহা জানিতে পারিতাম যে তাঁহারা যে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন অন্যত্র গিয়া তদপেক্ষা প্রেম পুণ্যে দয়া সৌজন্যে মহৎ লোক হইয়াছেন, তাহা হইলে পুর্ব্বোক্ত অপবাদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত। তাহা যেখানে দেখিতে পাই না, বরং দিন দিন অধগতি দেখিতে পাই সেখানে আর অন্যের স্কন্ধে দোষ ভার কি রূপে অর্পণ করা যাইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া যদি কোন ব্রাহ্ম উন্নত সাধু হইতে অভিলাষী হন হউন, সমাজ তাঁহার চরণ ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আমাকে সাধু হইতে দিল না অতএব আমি সংসার কুপে ডুবিব এই অসঙ্গত কথা কেহ না বলিলে ভাল হয়। এপ্রকার পরীক্ষায় পতিত বন্ধুগণের দুঃখের অবস্থার সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে, কিন্তু তাঁহাদের চেতনা না হইলে তাহা দ্বারা কিছু হইতে পারে না। যাহা হউক, আমরা সমাজত্যাগী ব্রাহ্মদিগের পতনের মধ্যে নুতন কারণ কিছুই দেখিতে পাই না। সেই পুরাতন বহুরূপী পাপের বিচিত্র লীলা ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে চির দিন লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অতএব আপনার দোষ পরের স্কন্ধে প্রদান করিয়া কেহ যেন আর একটী নুতন পাপ না করেন।

গুরু নানকের ব্যবসায়। *

গুরু নানক প্রচারব্রত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে মুদিখানার দোকান করিতেন, কিন্তু সেই বিষয় কার্য্যের মধ্যেই তাঁহার মনের গতি, এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া সকলেরই প্রতীত হইয়াছিল যে তিনি এক জন অসাধারণ মনুষ্য। কথিত আছে যে এক দিন তিনি ছোলা বিক্রয় করিতে ছিলেন; সকল দেশের মুদিদিগের এই প্রকার রীতি আছে যে দাঁড়ি পাল্লায় দ্রব্যাদি ওজন করিবার সময় এক এক পাল্লা ওজন করিয়া যত সের ওজন হইল বিস্মৃত হইবার ভয়ে তাহা বার বার মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকে; নানক এই রীত্যনুসারে ওজন করিতেছেন, "একে রে এক" "দো রে দো" তার পর "বারা রে বারা" পর্য্যন্ত বলিয়া যখন "তেরা রে তেরা" এই কথা বার বার বলিতেছিলেন তখন ঈশ্বরকে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।" "তেরা রে তেরা", ইহার পূর্ব্বে "মৈ" কথা যোগ করিয়া "মৈ তেরা রে তেরা", (আমি তোমারই হে তোমার) এই রূপ বার বার বলিতে লাগিলেন। এই সুমিষ্ট কথাতে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অপূর্ব্ব ভাব মনে হইয়া তাঁহার চিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ব্যবসায় বাণিজ্য সকলই পড়িয়া রহিল, "মৈ তেরা হৈ রে তেরা" এই মধুর কথা গুলিন অবিশ্রান্ত বলিতে বলিতে তিনি ঈশ্বরপ্রেমে এককালে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সেই স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া আর আর সকলে অবাক্ হইয়া রহিল।

পৃথিবীর বাল্য ইতিহাস।

মনুষ্যের প্রথম অভাব।

(২০৮ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্য এই পৃথিবীতে প্রথমে যখন আগমন করিল তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়, বিবস্ত্র, নিরাশ্রয় এবং সম্বল বিহীন; কোথায় কি আছে তাহা কিছুই জানিত না। বহুকাল পরে ক্রমে এই ধরাতলকে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে, এবং ভূগর্ভ খনন করিয়া

* এই আখ্যায়িকাটী গুরু নানকের জীবনবৃত্তান্তে লিখিত আছে।

আকর হইতে প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ সকল উত্তোলন করিয়াছে।

প্রথমে কেবল শারীরিক অভাব সম্বন্ধে মনুষ্যের মনে চিন্তার উদ্রেক হয়। তদনন্তর আহারের জন্য খাদ্য, উত্তাপের জন্য অগ্নি, রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্য এবং চতুর্দ্দিকস্থ ভীষণ গর্জ্জনকারী বন্য জন্তুদিগের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। এই চিন্তা এবং এই ইচ্ছাটী মনুষ্য মনের প্রথম ক্রিয়া। পশু হইতে মনুষ্যের স্বভাব কেমন বিভিন্ন তাহার নিদর্শন এইখান হইতেই অবলোকন কর।

বিশ্বপালক ঈশ্বর পশুদিগকে যে কোন স্থানে স্থাপন করিয়াছেন সেখানে তাহাদিগের জীবন ধারণের জন্য আহারের বস্তু সকল নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন, এবং শীতাতপ নিবারণার্থে তাহাদিগকে উপযুক্ত গাত্রাবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে তিনি এ রূপ সুবিধা করিয়া দেন নাই। পৃথিবীর যে অংশে মনুষ্য বাস করিবে তথাকার উপযোগী অন্ন বস্ত্র তাহাকে নিজেই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, এই জন্য তাহাকে তিনি বিবস্ত্র করিয়া এখানে পাঠাইলেন। পরমেশ্বর যদি তাহার শরীরকে লোমযুক্ত কোন স্থূল চর্ম্মে আবৃত করিয়া দিতেন তাহা হইলে সে স্বচ্ছন্দে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিত না। এই নিমিত্তে তিনি তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে তিনি এমন বুদ্ধি শক্তি এবং শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা সে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পশুরা চিরকাল পশুই থাকিয়া যায় তাহাদের আর কোন উন্নতি হয় না; কিন্তু মনুষ্য সেরূপ নহে, সে ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহাকে আবার সে আরও উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।

অতি দূরদর্শী খেচরের ন্যায় মনুষ্যের দৃষ্টি শক্তি যদিও তীক্ষ্ণ নহে, তথাপি এ প্রকার আশ্চর্য্য যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিবার তাহার ক্ষমতা আছে যে, তাহার দ্বারা বহু দূরস্থিত নক্ষত্রদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল তাহা নহে, সূর্য্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীতে কি প্রকার পদার্থ আছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। প্রবল বেগগামী হরিণের ন্যায় দৌড়িবার শক্তি কিম্বা ভীমবলধারী অশ্বের ন্যায় পরাক্রম যদিও তাহার নাই, কিন্তু সে বুদ্ধি বলে এবং জ্ঞান কৌশলে এমন সকল বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে যাহা দ্বারা এক ঘণ্টায় ত্রিশ ক্রোশ পথ চলিয়া যাওয়া যায়, এবং শত অশ্বের কার্য্য করিয়া লওয়া যায়।

শারীরিক বা মানসিক যে কোন শক্তি মনুষ্যের আছে ব্যবহার দ্বারা তাহার উন্নতি হইয়া থাকে। অসভ্য মনুষ্য আহার আহরণার্থ পুনঃ পুনঃ শারীরিক শক্তি পরিচালনা করিয়া যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং দ্রুতগামী হয়, জ্ঞানী সভ্য ব্যক্তি মানসিক শক্তি পরিচালনা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধে সেই রূপ তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়।

উপরে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে খাদ্য সামগ্রী, উত্তাপ এবং বাসস্থান এই তিনটী বিষয়ে মনুষ্যের প্রথমে অভাব বোধ হয়।

পৃথিবীতে মনুষ্যের পদার্পণ হইবার পূর্ব্বে পর্ব্বত গাত্র হইতে নির্ম্মল জল স্রোতঃ নিঃসারিত হইয়া উপত্যকা ভূমিকে সিক্ত করত অবিশ্রান্ত বেগে প্রবাহিত হইত, সুতরাং তাঁহাকে এখানে আসিয়া পিপাসা নিবারণের জন্য আর কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। এই জন্য তিনি প্রথমে জল স্রোতের নিকট বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু সকল এরূপ সহজে লব্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ক্ষুধা শান্তির জন্য তিনি প্রথমে বন্য ফল ভোজন করিতে লাগিলেন। পান ভোজনের তো ব্যবস্থা হইল

এখন রাত্রিতে থাকেন কোথায়? দূরে বা নিকটে কোন গ্রাম বা বসতি নাই, চারি দিক্ অরণ্যময়। প্রকৃতি আপন ক্ষমতানুসারে নবাগত অতিথিকে পান ভোজন করাইয়া রাত্রিবাসের জন্য তাঁহাকে শৈল কন্দর এবং বৃক্ষের তল দেখাইয়া দিলেন। ক্রমে এক একটী করিয়া যে পরিমাণে তাঁহার অভাব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল সেই পরিমাণে প্রকৃতিদেবী সাধ্যমত দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। জল স্রোতের সঙ্গে মৎস্যগণ ভাসিয়া যাইতেছে, নিকট দিয়া ক্রীড়াশীল হরিণের দল লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে ঘোর বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ইহা দেখিয়া তাঁহার মৎস্য মাংস ভোজনের ইচ্ছা যে উত্তেজিত হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু হইলে কি হইবে? কোন প্রকার যন্ত্র বা অস্ত্র ব্যতীত সে ইচ্ছা তো চরিতার্থ হইতে পারে না।

ইহা সত্য যে ভূমণ্ডলে এরূপ কার্য্য অতি অল্পই আছে যাহা মনুষ্যের হস্ত দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে, কিন্তু কোন যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। কেবল হস্তের দ্বারা বৃক্ষ ছেদন বা পশু বধ করা যায় না। এই রূপ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য যন্ত্র নিতান্ত আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১১ বৈশাখ ১৭৯৩ শক।

মন যদি আমার না হইল তাহা হইলে এ জীবন বৃথা। অনেক কষ্ট পরিশ্রমের পর ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। মনকে বলিলাম, তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, মন যদি বলে সংসারে আমার অনেক আকর্ষণ রহিয়াছে; এবং সংসারের অনেক কষ্ট যন্ত্রণায় আমি জর্জ্জরিত; কিরূপে আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যদি মনকে বলি তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহার আরাধনা, প্রার্থনা কর, সকল কষ্ট দূর হইবে। মন যদি সেই সময়ে নীমিলিত নয়ন হইয়াও সেই উপাসনার সময়ে কেবল আপনার কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিবার উপায় চিন্তা করে তাহা হইলে আর কোথায় গিয়া শান্তি পাইব। এমন সময়ে উপাসনার অধিকারী হইয়াও যদি আমরা মনকে কুভাব এবং কুটিল চিন্তার আলয় করিয়া রাখি তবে আমাদের দুঃখের সীমা কোথায়? উপাসনার সময়েও যদি মন সংসার চিন্তায় নিমগ্ন রহিল তবে আর কেমন করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিব? আমাদের এই দুরবস্থা ভাবিয়া কি আমরা অনেক সময় কষ্ট পাই নাই? মনে হইতেছে কুভাবকে হৃদয়ে আসিতে দিব না, কুচিন্তা করিব না, হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিব; কিন্তু অভ্যাসের দাস হইয়া কিছুই সাধন করিতে পারি না। এই রূপে কত কত ব্যক্তি মনকে জয় করিতে না পারিয়া অবশেষ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিলাম হৃদয় শাসিত হইল না, অবশেষে বিফল-যত্ন হইয়া মন নিরাশ হইতে লাগিল। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই; এক এক বার মন ঈশ্বরের নিকট ধাবিত হইয়াও আবার সেই অভ্যস্ত পাপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। এই জন্য সকল সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন—"মনকে শাসন কর, মনকে শাসন করিতে না পারিলে কখনই সুন্দর রূপে পিতার মুখ দেখিতে পাইবে না।" বারম্বার আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি, পুরাতন বলিয়া ইহাকে যেন অবহেলা না করি।

মনকে জয় করিতে হইলে ইহার সমুদয় রিপুগুলিকে পরাস্ত করিতে হইবে। কাম রিপুকে যেমন দমন করিবে তেমনি ক্রোধকে শাসন করিতে হইবে। যেখানে যাই দেখি, ক্রোধ ভয়ানক বেশ ধারণ করিয়া জনসমাজকে উৎপীড়িত করিতেছে। যেখানে সদ্ভাব এবং ভ্রাতৃভাব ছিল সেখানে ক্রোধ, অপ্রণয় এবং শত্রুতা উৎপাদন করিল; যে পরিবার শান্তি এবং সুখে পরিপূর্ণ ছিল ক্রোধ সেই পরিবারকে কলহ এবং অশান্তির আধার করিয়া তুলিল। এই রূপে ক্রোধ প্রতি দিন জন সমাজকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে বন্ধুতা, শান্তি এবং সুখ বিরাজ করিতে ছিল, ক্রোধ রূপ মহা শত্রু আসিয়া সেখানে ভয়ানক বিবাদ এবং যন্ত্রণা উপস্থিত করিল। আমরা জীবনে ইহার কত শত শত দৃষ্টান্ত দেখিলাম। শতবার অপরাধী হইলেও ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করিব না, ঈশ্বরের সন্তান আমার ভ্রাতা ভগ্নী, সহস্র দোষ করিলেও তাঁহাদিগকে দূর করিব না; ক্রোধের সময় এই প্রকার প্রতিজ্ঞা চলিয়া গেল। একটী সামান্য অপমানের বিষয় উপস্থিত হইল, মন একেবারে ক্রোধ সাগরে পতিত হইয়া গেল; ভাসিতে ভাসিতে আপনি কোথায় যাইয়া পড়িবে ভাবিল না। সেই ব্যক্তি আত্ম বিস্মৃত হইয়া গেল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া আপনার মন কলঙ্কিত করিল, ভাইকে বিনাশ করিল এবং পরিবার-

কেও দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিল। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই পরীক্ষায় পড়িলে কত কত ধার্ম্মিক ব্যক্তি-রাও সামান্য শাসন প্রণালী পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া পশু অপেক্ষাও আপনাদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম, যেমন কামরিপুকে কেবল সময়ে সময়ে দমন করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না; কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব পবিত্র প্রেমকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাকে নিরাপদ করেন, এবং তখনি অভয়পদ পাইলাম মনে করেন, সেই রূপ ক্রোধকেও সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া তাহার বিপরীত ভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিছুকাল উত্তম পুস্তক পড়িয়া এবং সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিয়া ক্রোধকে দমন করিলে; এবং সামান্য সামান্য কারণে অনেক বার ক্রোধ সম্বরণ করিলে; কিন্তু তাহা হইলে অভয় পদ পাওয়া হইল না। কেননা পূর্ব্বাপেক্ষা যদি ক্রোধ প্রবলতর হইয়া আসে তখন কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। পুস্তক এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা আর তাহা দমন করিতে পারিবে না। তবে ক্রোধের ঔষধ কি? কামের শত্রু যেমন পবিত্র প্রেম, তেমনি ক্রোধের শত্রু ক্ষমা। যে হৃদয়ে পবিত্র প্রেম প্রতিষ্ঠিত, তাহা যেমন আর কাম রিপুর অধীন নহে, তেমনি ক্ষমা যে হৃদয়ের আধার তাহাতে ক্রোধ উত্তেজিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তির ক্ষমা নাই সেই ব্যক্তিকে ক্রোধের হস্তে পড়িতে হইবেই হইবে।

এক ব্যক্তি আমাকে অপমান করিল, আমার উপায় নাই, কোন ক্ষমতা নাই যে তাহার দণ্ড বিধান করি; আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, কিন্তু উপায় থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধান করিতাম। অতএব যদি বুঝিতে পারি যখন ভ্রাতা ভগ্নী আমাকে নির্য্যাতন করিতেছেন, যখন তাঁহাদের উৎপীড়নে আমার শরীর মন অবসন্ন হইতেছে, তখনও আমার হৃদয় ক্ষমাশীল, এবং সেই উৎপীড়ক ভ্রাতা ভগ্নীদিগের মঙ্গলের জন্য ইহা ব্যাকুল, তখন বুঝিতে পারিব, আর ক্রোধ আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, এবং তখন সম্পূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব। নতুবা শান্ত চিত্ত হইয়া ১০ বৎসরের জন্য অপমান সহ্য করিয়াছি, অত্যাচারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছি, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা পরাজয় করিয়াছি, কেবল ইহা বলিলে ব্রাহ্ম হওয়া হইল না। অনিষ্ট হইবে কি ইষ্ট হইবে, উপকার হইবে কি অপকার হইবে, উচিত কি অনুচিত ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধকে সম্বরণ করিতে পারে জগতে এই প্রকার লোকের সংখ্যা অনেক।

ফলাফল বিচার করিয়া ১০ বৎসরের জন্য অবশ্যই ক্রোধকে দমন করিতে পার; কিন্তু তোমরা যে ব্রাহ্ম। এই জন্য কি জগৎ তোমাদিগকে সুখ্যাত করিবে যে তোমরা ৫ দিন কটূক্তি সহ্য করিলে, অধার্ম্মিকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিলে না এবং বাহ্যিক কোন ব্যাপারে তোমাদের ক্রোধ প্রকাশিত হইল না? তোমরা ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। প্রত্যেক ভাই যিনি তোমাদের প্রতি অধর্ম্ম আচরণ করিবেন, তোমাদের প্রিয় বস্তু সকল হরণ করিবেন, তোমাদের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিবেন, যিনি তোমাদিগকে অজ্ঞানের পথে, পাপের পথে সতত লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে ভয়ানক শত্রু জানিয়াও যদি ভাই বলিয়া, ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ক্ষমা করিতে না পার তাহা হইলে কিরূপে ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিবে? পাপী ভ্রাতাকে ঘৃণা করিলে না, তাঁহার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করিলে না; কিন্তু তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পার না, ভাই বলিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে পার না, মনুষ্য হয়ত এই জন্য তোমাদিগকে প্রশংসা করিবে; কিন্তু অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের নিকট কি তোমরা নিরপরাধী বলিয়া পরিচিত হইতে পার? তাঁহার সন্তানকে পাপী বলিয়া হৃদয় হইতে দূর করিলে ইহা দেখিয়া কি তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? পাপী ভাইকে ঘৃণা করিলে না, তাঁহার প্রতি কোন আঘাত করিলে না, ইহাতে কি তোমরা ক্ষান্ত হইতে পার? অনেক বিষয়ী লোকেরাওত এই প্রকার করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বিষয়ী লোক কোথায় যে শত্রুকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে? যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অধর্ম্মের পথে লইয়া গেল তাহার চরিত্রকে ঘৃণা কর, ধর্ম্মক্রোধে উৎসাহিত হইয়া তাহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি বিধান কর; কিন্তু সাবধান, সে ক্রোধ, সে উৎসাহ যেন তাহার মন্দ ভাবের প্রতি, তাহার মন্দ বাক্যের প্রতি, এবং তাহার মন্দ কার্য্যের প্রতি নিয়োজিত হয়; সেই মনুষ্য যেন কখনও ঈশ্বরের সন্তান হইয়া তোমাদের প্রীতি হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। শত্রুর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার চেষ্টা করিবে। হৃদয়ের সহিত শত্রুকে প্রীতি করিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সকল সাধন করিতে হইবে। এখনই হয়ত বিরোধ উপস্থিত হইবে। অনেকেই হয়তবলিবেন "শত্রুকে প্রীতি করা অসম্ভব"। শত্রুর দুষ্কর্ম্ম দেখিলে ক্রোধ উত্তেজিত হইবেই হইবে। যদি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস কর তাহা হইলে হয়ত মন সাধু থাকিতে পারে; কিন্তু পরিবার মধ্যে থাকিয়া বিষয়ী লোকদের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কিরূপে ক্রোধ জয় করিব?" কিন্তু ব্রাহ্মগণ! ইহা নিশ্চয় রূপে বিশ্বাস করিও যদি বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমরা ক্রোধকে পরাজয় করিতে না পার তাহা হইলে ইহা তোমাদেরই দুর্ব্বলতা, ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্ট রূপে উপদেশ দিতেছেন কেবল যে তোমরা শত্রুকে দূর করিয়া দিবে না তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার শরীর, মন, আত্মা ভাল আছে কি না, তোমাদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। জগতের হিতসাধন

তোমাদের উদ্দেশ্য। উপকারের নিয়ম নিঃস্বার্থ। প্রীতির নিয়ম নিঃস্বার্থ। শত্রুতা, মিত্রতা বিচার করা ইহার লক্ষণ নহে। স্বর্গের প্রেম শত্রু, মিত্র, উপকারী, অপকারী সকলের প্রতি প্রবাহিত হয়, সাধ্য কি মনুষ্য তাহার প্রতিরোধ করে। ঈশ্বর হইতে যে প্রণয়-স্রোত আসিতেছে কে তাহার বেগ নিবারণ করিবে? সহস্র মতের অনৈক্য ইহার নিকট পরাস্ত হয়। কোন ভ্রাতার সঙ্গে পাঁচ বিষয়ে মতের ঐক্য হইল এই জন্য তাঁহাকে সেই পরিমাণে প্রীতি করিব। এবং আর একটী ভ্রাতার সঙ্গে পাঁচ বিষয়ে মতের অমিল হইল, অতএব তাঁহাকে সেই পরিমাণে অশ্রদ্ধা করিব; ইহা নিতান্ত নীচ সাংসারিক ভাব। এই প্রকার যুক্তি স্বর্গের প্রণয়ের নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। যে হৃদয় স্বর্গীয় ক্ষমার আধার তাহা ভ্রাতার সহস্র মতের অমিল এবং সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবে। ঈশ্বর যদি আমাদের অপরাধ গণনা করিয়া আমাদিগকে প্রীতি অপ্রীতি করিতেন, তাহা হইলে আমরা কোথায় থাকিতাম? কিন্তু দেখ ঈশ্বরের করুণার ব্যাপার কি। শত শত অপরাধ করিতেছি, একবারও কি তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "কুপুত্রগণ! আর তোমাদের ঐ দুর্ম্মুখ দেখিব না; তোমরা আমার গৃহ হইতে দূর হও, আর তোমাদের জন্য অন্ন জল পরিবেশন করিব না।" ভ্রাতৃগণ! যদি এমন দয়াল পিতার সেবা করিতে চাও তবে তাঁহার স্বভাব অনুকরণ করিতে হইবে। যদি মনে কর ভাই একটী পাপ করিয়াছেন আর তিনি আমাদের প্রীতি ভাজন হইতে পারেন না তাহা হইলে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ হইল কেননা তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়াছ। কিন্তু ব্রাহ্মগণ! তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সহস্র বার শত্রুতা করিলেও সেই দ্বার অবারিত থাকিবে; যেহেতু ঈশ্বরেরর এমন প্রেম আছে যে তোমাদের শত অপরাধ সত্ত্বেও তাহা অবিচলিত থাকিয়া অবিশ্রান্ত তোমাদের মঙ্গল সাধন করিবে। অতএব যখন রাশি রাশি পাপ সত্ত্বেও আমাদের উপর পিতা অজস্র দয়া বর্ষণ করিতেছেন, তখন এস আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুতা, মিত্রতা, পাপ পুণ্য নির্ব্বিশেষে ভাই ভগ্নীর প্রতি প্রীতি এবং ক্ষমা পূর্ণ ভাব ধারণ করি। যিনি আমাদের পিতা তিনি আমাদের গুরু; তিনিই আমাদিগকে প্রেম, ক্ষমা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ক্রোধ ভস্মীভূত হয়। অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মগণ! ক্ষমা তোমাদেরই ভূষণ। তোমরা যদি ক্রোধকে সমূলে বিনাশ করিয়া ক্ষমাশীল না হও তবে জগতে আর কে এই সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে? সাবধান, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যেন কখন অক্ষমা প্রবেশ না করে। যখন ব্রাহ্ম ক্রোধান্ধ হইয়া ভ্রাতার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করেন, তখন জগৎ তাঁহাকে কি বলিবে? যে ব্যক্তি কত উপদেশ দান করিয়া কত ব্যক্তির উপকার করিল সে ব্যক্তি যদি সামান্য কটূক্তি সহ্য করিতে না পারে, তবে তাহার উপদেশ কে গ্রহণ করিবে? শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারি না; ব্রাহ্মের মুখে আর এই কথা শুনিব না। ক্রোধান্ধগণ! জিজ্ঞাসা করি; ক্রোধ জয় করিবার জন্য কি কখন তোমরা চেষ্টা করিয়াছ, শত্রুকে প্রীতি করিবার জন্য কি কখন তোমরা ইচ্ছা করিয়াছ? শত্রুকে তোমরা ক্ষমা করিতে পার না, ক্রোধ তোমাদের বশীভূত হয় না, তাহা এই জন্য যে তোমরা ঈশ্বরের নিকট শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা কর না। একবার যদি হৃদয়ের সহিত সেই শত্রুর জন্য প্রার্থনা করিতে পার সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়ের পাপমলা প্রক্ষালন করিবে। এই ভাবে তোমরা শত্রুর জন্য প্রার্থনা করিতে অভ্যাস কর, দেখিবে হৃদয় সহজেই ক্ষমাশীল হইবে। ক্রোধ রিপুকে পোষণ করিয়া আর ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিও না। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীকে শান্তিনিকেতন করিয়া তোল। আপনাদিগের জীবন পরীক্ষা কর। হৃদয়ের কঠোরতা এবং অক্ষমা দূর করিয়া ঈশ্বরের নিকট কোমলতা এবং প্রেম প্রার্থনা কর। যখন নিতান্ত দীন ভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আপনার দোষ জানিতে পারিবে, তখন সাধ্য কি ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ কর। বন্ধুগণ! রাগ করিবার প্রধান কারণ এই যে আমরা আপনাদের দোষ দেখি না। দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তির দোষ আলোচনা করিবার সময় সেই ভ্রাতার সদ্গুণের প্রতি দৃষ্টি করি না। অতএব ব্রাহ্মগণ! যখন ভ্রাতার দোষ দেখিবে তখন মনে মনে ভ্রাতার গুণ গুলিও স্মরণ করিবে। যদি তোমাদের মধ্যে অনৈক্যের কারণ থাকে, যাহাতে সকলের সঙ্গে মিল হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। যদি মতেতে মিল না থাকে সেই মতের অনৈক্য সত্ত্বেও ভ্রাতা ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করিবে। কোন কারণে যেন ক্রোধ তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়া না ফেলে। যে ব্যক্তি হিংসা বা ক্রোধে অন্ধ হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে তাহার কার্য্যকে ঘৃণা কর, তাহার কুপ্রবৃত্তি সকল দমন করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু আক্রমণকারীর প্রতি কখনও ক্রোধ করিও না। ঈশ্বরের সন্তান আমাদের ভ্রাতা ভগ্নী সহস্র প্রকারে অধার্ম্মিক হইলেও কৃপা পাত্র এবং কৃপাপাত্রী। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের সেই রূপ দয়া প্রকাশ করিতে হইবে যেমন প্রেমপূর্ণ পিতা তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন।

প্রার্থনা।

হে দয়াময় পরমেশ্বর! দেখ আমাদের কত দূর স্পর্দ্ধা। একেত আমরা কত অপরাধ এবং পাপে

জর্জ্জরিত। আবার ক্রোধ পরিপূর্ণ হইয়া আমরা সেই অধার্ম্মিক ভ্রাতা ভগ্নীদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে যাই, যাঁহাদিগকে তুমি অন্তরের সহিত ভাল বাস। এই প্রকার যাহাদের মন তাহাদের কি গতি হইবে? অধার্ম্মিকদিগকে ঘৃণা করা যদি তোমার নিয়ম হইত; এবং যদি তুমি আমাদিগের প্রতি সেই নিয়মকে প্রয়োগ করিতে তাহা হইলে কত কাল পূর্ব্বে তোমাকে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত যন্ত্রণার কূপে নিক্ষেপ করিতে হইত এবং তাহা হইলে কেবা আর এখন তোমার নিকট আসিয়া "পিতা! দয়া কর। পিতা দয়া কর বলিয়া ভিক্ষা করিত।" পিতঃ কত বার বলিলে এই পথে যাও, শুনিলাম, বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলাম। ভাই ভগ্নী গুলিকে ভাল বাসিতে বলিলে, কিন্তু তাহা বারম্বার শুনিয়াও তোমার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। আমরা জানি যে আমাদের মন পাপে দগ্ধ; কিন্তু তথাপি আমরা সংসারের প্রতি ক্ষমাশীল হইলাম না। ইচ্ছা হয়, পিতা, ভাই ভগ্নী গুলিকে লইয়া একটী পরিবার হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি; কিন্তু পিতা, কেবল কু অভ্যাসের দাস হইয়াছি তাই ক্রোধ রিপুকে দূর করিতে পারিলাম না। নাথ! শত্রুকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় বলিয়া দাও। হে দয়াল পিতা! বল এ জীবন থাকিতে থাকিতে কেমন করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্নীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিখিব। তুমি স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধ রিপুকে বিনাশ কর। হে দয়াময় পরমেশ্বর! একটু একটু ক্ষমা আমাদের প্রতি জনের হৃদয়ে প্রেরণ কর। আর পিতা ভাল করিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখাও। ঐ মুখ না দেখিলে, পিতা! কেমন করিয়া ভাই ভগ্নীদের ভাল বাসিতে শিখিব। পিতঃ! এমন ক্ষমতা দাও, যখন ভাই ভগ্নীগণ আমাদের প্রতি নির্য্যাতন করিবেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া যেন তোমার কাছে অভিযোগ করি। তুমি আমাদের মধ্যস্থ হইয়া শান্তি সংস্থাপন করিতেছ ইহা দেখিয়া যেন পুলকিত হই। যাঁহারা আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য যেন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি। জগতে আমাদের প্রতি যত লোক শত্রুতা করেন তুমি সকলের মঙ্গল বিধান কর। তাঁহারা যদি প্রাণে বধ করেন তথাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতি হিংসা করিবার অধিকার নাই ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। পিতা! তুমি যে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছ যে "কাহাকেও হিংসা করিতে পারিবে না।" হে দয়াল পিতা! তুমি আমাদের প্রতিদিনের অত্যাচার সহ্য করিতেছ; কত বার তোমার প্রাণ বধ করিতে গেলাম তথাপি তুমি আরো স্নেহের সহিত আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলে; অতএব, পিতা! দেখ ঘোর পরীক্ষায় পড়িলে যেন তোমার ক্ষমা ভুলি না। পিতা! তোমার মত আর কে এমন ক্ষমা করিতে পারে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা রূপ খড়্গ দ্বারা ক্রোধকে বিনাশ করিতে শিক্ষা দাও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

শুষ্কতা।

রবিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক।

"জল স্রোতের নিকটে রোপিত রক্ষ যেমন
সময়ে ফল প্রসব করে, এবং তাহার পত্র
যেমন কখন শুষ্ক হয় না, ব্রহ্মভক্ত সেই রূপ।"

যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ কি না তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা সরস। শুষ্কতা তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। ইহকাল, পরকাল, সকল সময় তাঁহার হৃদয় সরস ভাবে পরিপূর্ণ। কয়েক দিন ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া হৃদয় সরস হইল, আবার কিছুকাল পর উপাসনা ভাল লাগে না, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ধর্ম্মের সমুদয় ব্যাপার নীরস হইল ইহা প্রকৃত ব্রাহ্মের লক্ষণ নহে। পৌত্তলিকেরা যেমন নিয়মিত প্রণালী অনুসারে আপনাদের দেব দেবীর পূজা না করিয়া অন্ন জল গ্রহণ করে না, সেই রূপ যথার্থ ব্রাহ্মও প্রতি দিন উপাসনার আনন্দ না লাভ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। কিন্তু পৌত্তলিকদিগকে উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিতে হয় না। তাহাদের পূজা অর্চ্চনা কতগুলি বাহ্যিক ব্যাপারে নিবদ্ধ, কতকগুলি দ্রব্য এবং ফল পুষ্প দ্বারা পৌত্তলিকদিগের উপাসনা নিঃশেষিত হয়। আরাধ্য দেবতা কোথায়, নিকটে কি দূরে, বর্ত্তমান কি মৃত এ সকল গূঢ়তম বিষয়ে তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারা আপনাকে দেবতার নিকটে এবং দেবতাকে আপনার নিকটে দেখিতে না পাইলে উপাসনা করিতে পারেন না; কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত ব্রাহ্ম সন্তুষ্ট নন; দেবতাকে কেবল নিকটে দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন না; ঈশ্বর নিকটে কিন্তু বাহিরে রহিলেন এই অবস্থায় তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারেন না; এই জন্য যখন তিনি আপনার দেবতাকে আত্মার এবং জীবনের সঙ্গে গ্রথিত দেখেন তখনই তাঁহার সকল আশা পূর্ণ হইল মনে করেন। আমরা ব্রহ্ম মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; এখানে সেই দারু স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ কর, তাঁহাকে কেবল বাহিরে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইও না, যিনি চির কালের সঙ্গী, তাঁহাকে বাহিরে দুই চারিটী কথা বলিয়া কেমন করিয়া বিদায় করিবে। তাঁহাকে অন্তরে ধারণ কর এবং হৃদয়ের মধ্যে

প্রাণের প্রাণ করিয়া রাখে। আত্মা যখন পরমাত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাঁহার সহিত যখন জীবন যোগ সম্বদ্ধ হয়, এবং তিনি যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করেন, সেই অবস্থা আমাদের প্রতিজনের প্রার্থনীয়; এবং ইহা ব্রাহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ।

আমরা বাহিরের আড়ম্বরে অনেক সময় অন্তরের বিষয় ভুলিয়া যাই। বাহিরে বৃক্ষের নবীন পত্র, সুমিষ্ট ফল এবং সৌরভ পূর্ণ সুন্দর ফুল সকল দেখিলে কাহার না মন উল্লসিত হয়? সেই রূপ জীবন বৃক্ষের ফল ফুল প্রস্তুত হইয়া আমাদের অহঙ্কার ও সুখাসক্তি উদ্দীপন করে। আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, অনেক সাধু কার্য্য করিয়াছি, এই সকল আলোচনা করিয়া কত সময় সন্তুষ্ট হই। বৃক্ষের ফল ফুল যেমন বাহিরের চক্ষুকে আকর্ষণ করে, তেমনি মনুষ্য বাহিরে সুপক্ক জ্ঞান এবং ভাল ভাল কার্য্য দেখিয়া মোহিত হয়। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবান্ হইতে চাহেন, তাঁহাকে বাহিরের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করিতে পারে না, তিনি বৃক্ষের মূলে গমন করেন। সেই স্থান মনুষ্যের অদৃশ্য, সেই ভূমিকে বিদীর্ণ করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আত্মা যাই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন তখনি তাঁহার নিকট একটী নূতন রাজ্য প্রকাশিত হয়। সেই গোপনীয় স্থানে বাহিরের প্রশংসা প্রবেশ করিতে পারে না; লোকের দৃষ্টি যেখানে যায় না, লোকের প্রশংসা কি রূপে সেখানে যাইবে? সেই বৃক্ষের ফল ফুল সকল তিনি বিনাশ করিলেন না; আত্মার সুপক্ক জ্ঞান, জীবনের সাধু অনুষ্ঠান, কিছুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল না; এ সকল জগতের কল্যাণের জন্য বাহিরে প্রকাশিত রহিল; কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম, সুসূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া জীবনের মূলে গমন করিলেন। সেখানে দেখেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেখেন যে রস উপরিভাগের বৃক্ষকে রক্ষা করিতেছে তাহা সেই বৃক্ষের মূলে সঞ্চিত রহিয়াছে; সেই রস বৃক্ষের উপরিভাগে অবিশ্রান্ত প্রেরিত হইয়া কোন স্থানে পত্র রূপে, কোন স্থানে শাখা রূপে, কোন স্থানে ফল ফুল রূপে বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু কোথা হইতে সে রস আসিতেছে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মেরা তাহা দেখিলেন না। তাঁহারা বাহিরের ব্যাপার সকল দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন। কোন ব্যক্তি সত্যবাদী, এবং জিতেন্দ্রিয় হইলেই তাহাকে তাঁহারা প্রশংসা করেন; কিন্তু যেখানে এক দিকে জীবাত্মা, এবং অন্যদিকে পরমাত্মা; মধ্যে কেবল রসের যোগ সেই গোপনীয় স্থান তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর। জীবাত্মা যখন সেই রূপ যোগের মধ্যে, সেই রূপ সমাধির মধ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের প্রেম রস পান করে, তখনি সেই রস সাধুতার এবং মহৎ কার্য্য রূপে প্রকাশিত হয়। জীবনের [illegible] ঈশ্বরের রস জীবাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মনুষ্যের চক্ষু সেখানে যায় না। যাঁহারা সেই স্থানে গমন করেন শুষ্কতা তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারে না। "রসোবৈসঃ" ঈশ্বর রস স্বরূপ। আমরা ঈশ্বরের বিশেষ একটী স্বরূপ দেখিতে পাই যে তিনি আনন্দ ময়। যাঁহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু এবং ব্রহ্মকে কিয়ৎ পরিমাণে জানিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন, যে, যেমন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তিনি আনন্দময়। সেই আনন্দ রস যিনি এক বার পান করিয়াছেন, তিনি আপনাকে কখনই শুষ্ক হইতে দেন না। যদি ব্রাহ্ম এক দিনের জন্য আপনাকে শুষ্ক হইতে দেন, তাহা হইলে তিনি জল স্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় হন নাই। সাধন করিয়া যিনি সেই বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছেন তাঁহার জীবনে মৃত্যু নাই, শুষ্কতা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, কারণ জীবনের মূলে অবিশ্রান্ত সেই জল-স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমস্ত জীবনকে সরস রাখে। যে বৃক্ষের মূলে ঈশ্বর বিদ্যমান, তাহা কেমন করিয়া শুষ্ক হইবে? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বলেন হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল উপাসনাতে আর তৃপ্তি নাই, আর সঙ্গীত ভাল লাগে না, সাধু সহবাসে তখন যেমন আনন্দ হইত এখন আর তেমন হয় না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি মধ্যে মধ্যে এই কথা বলেন না। যখন ব্রহ্মদর্শন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মধ্যে নিমগ্ন হয়, ভক্তের সহবাস, আরাধনা, সঙ্গীত, যখন এ সকলই নীরস হয়, যখন বাহিরের উপায় একে একে সকলই চলিয়া যায়, তখন নির্জ্জনে বসিয়া ব্রাহ্ম কি বিলাপ করেন না। তখন কিছুই ভাল লাগে না, না ভ্রাতার সহবাসে সুখ, না ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় আনন্দ হয়। ঐ দেখ কত শত ব্রাহ্ম ব্রহ্মনাম শুনিবা মাত্র যাঁহাদের ভক্তি অশ্রু বর্ষণ হইত, এখন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় জীর্ণ শীর্ণ এবং চক্ষু শুষ্ক হইয়াছে। যাঁহাদের ভক্তিভাব কত লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিত, এখন কি জন্য তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা হইল? যে হৃদয় ভাতৃভাবে পরিপূর্ণ থাকিত এখন কেন তাহা শুষ্ক হইল? কারণ সেখানে পরমাত্মা নাই, পরমাত্মা আকাশে, পরমাত্মা ব্রহ্মমন্দিরে, পরমাত্মা এখনও বাহিরে রহিয়াছেন, এই জন্য সেই হৃদয়ে শুষ্কতা, এই জন্য সেখানে শান্তির অভাব। যত দিন ঈশ্বর বাহিরের বস্তু থাকিবেন, তত দিন সুখ নাই, শান্তি নাই; সহস্র সহস্র সাধু কার্য্য করিলেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন ব্রহ্ম হৃদয়ের রস স্বরূপ হইবেন, তাঁহাকে যখন প্রাণের মূলে দেখিতে পাইবে তখন বাহিরের প্রতিকূল ঘটনাও তোমাদের অন্তরের শান্তি হরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই অবস্থা

আমরা কি পাইয়াছি? কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা, যদি তোমাদের রিপু হয়, তাহা হইলে শুষ্কতাও তোমাদের ভয়ানক রিপু। অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদির হস্তে পতিত না হইয়াও কেবল শুষ্কতার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মজীবন হারাইয়াছেন। কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে তাঁহারা উপাসনা করিতে যান, শুষ্ক ব্রহ্ম আসিয়া তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। দিবসের দিবস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল; বাহ্যিক কোন পাপ করিলে না, কিন্তু অন্তরে শুষ্কতা এবং ক্রমে ক্রমে অবিশ্বাস এবং ঘোর নাস্তিকতায় তোমার হৃদয়ের সমুদয় রস শুষ্ক হইয়া গেল। ঐ দেখ হৃদয় পাষাণের মত শক্ত হইয়া আসিতেছে। ধন্য তিনি যিনি এই ভয়ানক অবস্থার মধ্যেও বলিতে পারেন; আমার হৃদয় পাষাণবৎ হইল, কিন্তু ইহার নিম্ন ভাগ ঈশ্বরের কৃপাজলে পরিপূর্ণ; পাষাণ চূর্ণ হইলেই সেই জল সবেগে উৎসারিত হইয়া আমার সমস্ত জীবন প্লাবিত করিবে। ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যেমন বল ও জ্ঞানের যোগ তেমনি তাঁহার সঙ্গে ভক্তি রসের যোগ। সেই যোগের মধ্য দিয়া সুখ স্বরূপ হইয়া তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে চান। তাঁহার সঙ্গে এই ভক্তি যোগ সাধন কর। যদি বল তোমাদের ভক্তি-ফুল শুষ্ক হয় নাই, তবে তোমরা নির্ব্বোধ, ভক্তির উপর অভিমান স্থাপন করিলে নিশ্চয়ই পতন। এই জন্য বার বার বলিতেছি শুষ্কতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। অন্য অন্য রিপু সকল যেমন সাবধান হইয়া বিনাশ করিবে তেমনি যখন দেখিবে পিতা করুণার সহিত তোমাদের সঙ্গে কথা বলিলেন; প্রেমপূর্ণ হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু কিছুতেই তোমাদের ভক্তি অশ্রু পতন হইল না, তখনই সচকিত হইবে। শুষ্কতা আসিয়া বিনাশের সম্বাদ প্রচার করিল মাত্র। অতএব শুষ্কতা হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। যেমন কামকে পবিত্র প্রেম এবং ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা পরাজয় করিবে, তেমনি শুষ্কতাকে ব্রহ্মের সরস সহবাস দ্বারা বিনাশ করিবে। ব্রহ্মরূপ শান্তি সরোবরে অবগাহন করিয়া জীবাত্মার সমুদয় গ্লানি প্রক্ষালন করিবে। ব্রহ্মের সহবাসে আত্মাকে শীতল করিতে না পারিলে আর কিছুতেই শান্তি পাইবে না, তিনিই এই হৃদয়ের একমাত্র বন্ধু; তাঁহারই শীতল ছায়ায় সমুদয় অগ্নি নির্ব্বাণ হয়; অতএব তাঁহারই সঙ্গে মধুময় ভক্তি যোগ সাধন কর। বাহিরের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করিও না, গোপনে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, গোপনে তাঁহার নিকট মনের বেদন, প্রকাশ কর; তিনিও গোপনে তোমাদের সমুদয় দুঃখ দূর করিবেন। যেখানে মনুষ্যেরা বলে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মভোগ করিতেছে সেখানে ভয়ের কারণ রহিয়াছে; কিন্তু যেখানে মনুষ্যের চক্ষু প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে কেবল সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মের চক্ষু প্রেম বর্ষণ করিতেছে সেখানে গমন কর দেখিবে সন্দেহ অন্ধকার কিছুই নাই। সেই আলোক দেখিলে হৃদয় পুলকিত হইবে এবং মনের ভয় দুঃখ চলিয়া যাইবে। যদি সেই স্থানে বদ্ধ-মূল হইয়া বাস করিতে পার তবে নিশ্চয়ই আত্মা পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হইবে। অশ্বত্থ বৃক্ষ যেমন গৃহমধ্যে একবার বদ্ধমূল হইলে আর সমূলে বিনষ্ট হইবার নহে, তেমনি আমরা যদি ব্রহ্মের চরণে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে কাহার সাধ্য আমাদিগকে বিনাশ করে? অশ্বত্থ বৃক্ষ যখন প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখায় সমস্ত গৃহকে অধিকার করিতে চায়, তখন ইহার বাহিরের সমুদয় অংশ বিনাশ কর; কিন্তু ইহার যে ভাগ ভিত্তির অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে কাহার সাধ্য সেই মূল সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংশ করে? উপরিভাগের সমুদয় বৃক্ষ বিনাশ করিলে; কিন্তু কিছুকাল পর সেই মূল হইতে আবার নূতন শাখা পল্লব উৎপন্ন হয়। সেই রূপ আমাদের জীবন যদি ব্রহ্মের চরণে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে দুই পাঁচ দিনের জন্য হয়ত তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি; কিয়ৎ কালের জন্য হয়ত হৃদয় মৃতবৎ থাকিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের বলে আবার সেই মৃত হৃদয় নবজীবন রূপে পরিণত হয়। অতএব পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের গৃহে বদ্ধ-মূল হইয়া থাক মৃত্যুভয় থাকিবে না। যদিও বাহিরের রৌদ্র উত্তাপ সময়ে সময়ে আত্মার সমুদয় রস শোষণ করে; কিন্তু আবার সেই মূল হইতে আনন্দ শান্তি আসিয়া জীবন শীতল করিবে।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! কত কাল আমরা এ অবস্থায় থাকিব, যে অবস্থায় এক এক বার তোমাকে দেখি, আবার তোমাকে দেখিতে পাই না। এক বার তোমার কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল হইল, আবার তোমার কথা অগ্রাহ্য করিলাম। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থা হইতে কবে পরিত্রাণ পাইব? সাধুদিগের নিকট শুনিয়াছি তুমি নাকি রস স্বরূপ। তুমি যদি শান্তি সরোবর হইয়া অন্তরে রহিয়াছ তবে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া যাই। পথিকেরা যেমন রৌদ্রে নিতান্ত অস্থির হইলে যেখানে জল এবং শীতল ছায়া দেখিতে পায়, দৌড়িয়া সেই স্থানে গমন করে, এবং সেই জল পান করিয়া শরীর শীতল করে তেমনি আমরাও সংসারের রৌদ্রে অস্থির হইয়া তোমার শান্তি সরোবরের নিকট বসিয়া, আশা করিয়াছি, অঙ্গের অস্থিরতা গ্লানি দূর করিব। আর বাহিরের সুখ চাহি না। বিষয় সুখে কি কখনও তোমার সৃষ্ট জীবাত্মা শান্তি পাইতে পারে? পিতা!

তোমার কৃপায় অন্তরে কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম রস প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা পাপের রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। তাই, আমরা তোমাকে এক মাত্র আশ্রয়দাতা বলিয়া ডাকিতেছি। সংসারের সকল সুখের পথ একে একে বন্ধ হইল। এই অবস্থায় যদি চিরসুখ না পাই তবে কেমন করিয়া বাঁচিব। তুমি একটী একটী কথা বলিবে, আমরা তাহা শুনিবা মাত্র আনন্দে নৃত্য করিব, এই প্রকারে আমাদিগকে তোমার প্রেমিক এবং অনুগত দাস করিয়া লও। তোমার কাছে বসিলে যে, পিতা হৃদয় শীতল হয়; এমন শান্তি সরোবরের কাছে থাকিতে কেন হৃদয় শুষ্ক হয়? পিতা! শুষ্ক উপাসনা বিদায় করিয়া দাও। সেই উপাসনাত তোমার উপাসনা নয়। তুমি যখন রসস্বরূপ, তখন তোমার উপাসনা নিশ্চয়ই সুখময় হইবে। ঐ দেখ. পিতা! শুষ্ক উপাসনা কত লোকের সর্ব্বনাশ করিল, কেবল ইহারই জন্য অবিশ্বাস এবং সংসারের শত শত প্রলোভন তোমার সন্তানদিগকে গ্রাস করিতেছে। কাম ক্রোধকে ভয় করি তাই অনেক সময় তোমার নাম করিয়া বাঁচিয়া যাই; কিন্তু শুষ্কতা রূপ ভয়ানক পাপ যে তস্করের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ধর্ম্মরস শোষণ করে তাহা দেখিয়া ভয় করি না। তাই, পিতা ডাকিতেছি, শুষ্কতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমার আনন্দ উপভোগ করিতে দাও; তোমার রসস্বরূপে বিশ্বাস করিতে দাও, এবং তোমার নামামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে শীতল কর।

সংবাদ।

বেহার বিভাগের প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার কিছু দিন হইতে মুঙ্গের এবং জামালপুরের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি জামালপুরের ব্রাহ্মদিগের উপর তথাকার কএকটী যুবা কিছু অত্যাচার করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন সেই উপলক্ষে উপাসনা হয়। ব্রাহ্মেরা উপাসনা করিতেছেন এমন সময় একখানি ইট পড়িল। ক্ষণকাল পরে কএকটী অভদ্রবেশধারী যুবা তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক চিৎকারধ্বনি করিয়া সকলকে গালি দিতে লাগিল এবং নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আস্ফালন করিতে লাগিল। দীন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিতেছিলেন অত্যাচারী ব্যক্তিরা তাঁহার দিকেও এক একবার ধাবিত হইতে লাগিল। শেষে কার্য্যের ব্যাঘাত দেখিয়া এক জন ব্রাহ্ম তাহাদিগকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহারা তাঁহাকে এক মুষ্টাঘাত করিল। ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল দেখিয়া সভাস্থ সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। দীন বাবু আর কি করিবেন, একটী প্রার্থনা করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া লইলেন। এই সময় অন্যায়কারীরাও চলিয়া গেল। তদনন্তর ব্রাহ্মেরা যাঁর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমন সময় অপরাধী যুবকেরা অনুতাপের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মেরা যে সহিষ্ণুতার সহিত আঘাত ও অপমান সহ্য করিয়াছেন এবং অপরাধীরা যে স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমরা প্রীত হইলাম। বিলম্বে কিম্বা অবিলম্বে সৎ ভাবের জয় হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাঁহারা উপাসক সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার সম্পাদকের নিকট আপনাপন নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ব্যাঙ্গালোর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সপরিবারে ম্যাঙ্গালোর নগরে গমন করিয়াছেন। ব্যাঙ্গালোরবাসী খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়া আপনাদের মত সমর্থন জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। তত্রত্য অধিবাসী হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারে না। অমৃত বাবু যাইবার কালে এক সুদীর্ঘ ইংরাজি বক্তৃতার দ্বারা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের অসার অংশ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় সেখানকার শ্রোতৃবর্গ যথেষ্ঠ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এখানে তিনটী সমাজ আছে। দেশীয় সৈন্যদিগের মধ্যে একটী সমাজ আছে। তথকার ব্রাহ্মগণ অমৃত বাবুর প্রতি যথেষ্ঠ সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু সম্প্রতি লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে দুটী প্রকাশ্য ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তথায় রবিবারে রবিবারে হিন্দী ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকেন।

"ধর্ম্মসাধন" নামক সঙ্গত সভার পত্রিকাখানি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে, প্রতি রবিবারে ইহা বাহির হয় মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় এক পয়সাই আছে। বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ একত্রে ২৪ খানা করিয়া লইলে /০ এক আনা মাসুলে পাইতে পারেন। এখানিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক গূঢ় কথা লেখা থাকে সকলের পক্ষেই এখানি সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এই পত্রিকাখানি সকল স্থানে ভাল করিয়া প্রচারিত হয় এই অভিপ্রায়ে প্রচার সভার কার্য্যাধ্যক্ষ ইহার বিক্রয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রহণেচ্ছুক মহোদয়গণ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্রকে মূল্য সহ পত্র লিখিলে নিয়মিত রূপে পত্রিকা পাইবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ ইস্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা কার্ত্তিক মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে আনন্দময় জগদীশ্বর! আমি সংসার মোহে অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, তুমি যে কি পরম ধন তাহা এখনও চিনিতে পারি নাই, আমাকে মায়ার বন্ধন হইতে তুমি বিমুক্ত কর। হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয় স্থান এবং পরম গতি, আমি তোমাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে চাহি না। আমাকে তুমি সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত করিয়া সর্ব্বদা কেবল তোমার প্রেমে মত্ত করিয়া রাখ। যে সকল পার্থিব সুখ কামনা আমাকে তোমা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, এবং যাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আমি তোমাকে ভুলিয়া অনায়াসে থাকিতে পারি, সে সকল অনিত্য অসার কামনার বিষয় আমাকে আর তুমি সম্ভোগ করিতে দিও না। নাথ! আমি যদি তোমাকে হারাই তবে সংসার লইয়া আমি কি করিব? হে দুঃখীর ঈশ্বর! আমি তোমার নামে চির বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসার সুখ বাসনাকে জলাঞ্জলি দিব তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে সাহায্য বিধান কর। তোমাকে লইয়া সুখে কাল যাপন করিব, নিগূঢ় যোগে সংযুক্ত হইয়া গোপনে তোমাকে সম্ভোগ করিব, আর তুচ্ছ বিষয় সুখে মোহিত হইব না, তোমাকে ভুলিব না তুমি আমাকে এই সাধু সংকল্প সাধনে আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। হে যোগীজন বন্দন ভক্ত-বৎসল পিতঃ! আমি ভক্তিযোগ সাধনপূর্ব্বক তোমাতে আত্মসমর্পণ করিব, বৃথা আমোদে মজিব না, সামান্য সুখ অন্বেষণ করিব না, কিন্তু দিবানিশি তোমাতেই আমোদিত থাকিব এবং সজন নির্জ্জনে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিব। দয়াময়, তুমি আমার হৃদয় হইতে সকল প্রকার আসক্তি উন্মূলিত করিয়া দাও। আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মনের সাধে তোমার চরণ পূজা করিব, এবং তোমার সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইব।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

সেই অনন্ত জ্ঞান জলধি জীবনাধার ঈশ্বরের তত্ত্ব সুধা সৃষ্টির বিবিধ প্রণালীর মধ্য দিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহার মনশ্চক্ষু যে দিকে উন্মীলিত তিনি সেই দিক্ হইতে জ্ঞানময়ের জ্ঞানামৃত পান করত অন্তরাত্মাকে সুখী করিতেছেন। যে সকল যোগী তপস্যা

বলে পরম জ্ঞানী ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগে সম্বন্ধ হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করেন তাঁহারাই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। যাঁহারা তাদৃশ উন্নত পদবীতে আরোহণ করেন নাই তাঁহারা সাধুদিগের জীবনের শীতল ছায়াতলে বাস করিয়া বিনীত শিষ্যের ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসরণ করেন। আর এক শ্রেণীর ধর্ম্মানুসন্ধায়ী লোক আছেন তাঁহারা সাধন বলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে জ্ঞানালোক লাভ করিতেও সক্ষম নহেন, মহাজনদিগের প্রদর্শিত পথেও চলিতে লজ্জিত হন। ইহাঁদের কেবল চির দিন মস্তিষ্ককে নিষ্পীড়ন করাই সার হয়। এই অবস্থায় পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবস্থাপিত রহিয়াছেন। ইহাঁদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং অধ্যবসায় নাই যে পার্থিব সুখ লালসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সাধনের দ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেন, আবার তেমন বিনয় ঔদার্য্যও নাই যে অভিমান শূন্য হইয়া সাধুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। স্বয়ং কিছু করিবেন এমন ক্ষমতাও নাই অথচ অন্যের সাহায্য লইতে সম্পূর্ণ অবমাননা বোধ আছে, সুতরাং ধর্ম্মরাজ্যে ইহাঁদের তুল্য কৃপা পাত্র আর দ্বিতীয় নাই।

প্রত্যেক ব্রাহ্মের এই রূপ উচ্চ লক্ষ্য থাকা উচিত যে, পবিত্রাত্মা সাধুরা যে প্রস্রবণ হইতে প্রেমবারি পান করিয়া আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যেরূপ প্রত্যক্ষ যোগে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতেন, তাঁহারাও সেই রূপ মূল প্রস্রবণ হইতে জ্ঞান প্রেম লাভ করিয়া প্রকৃত রূপে স্বাধীন হন। যত দিন পর্য্যন্ত আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী স্পষ্টরূপে বুঝিতে ক্ষমতা না জন্মিবে তত দিন নিম্ন সোপানে অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শন যোগে যোগী দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের আশ্রয়ে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কেন না দুর্ব্বলদিগের পক্ষে এমন নিরাপদের অবস্থা আর কিছুই নাই। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিবার উপযুক্ত হন নাই তাঁহাদের পক্ষে সাধুসহবাস ভিন্ন অন্য উপায় আর কি আছে? অভাব পক্ষে এইটিই উৎকৃষ্ট উপায়; তবে যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্য আপনার অধিকার আপনি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়া লইতে না পারিবে তত দিন সে মৃত্যুর অধীন। কিন্তু অল্পজ্ঞানী মধ্যবিধ পথাবলম্বীদিগের অবস্থা যেরূপ বিপজ্জনক তেমন আর কাহারো নহে। অল্প জ্ঞানে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। এ অবস্থায় মনুষ্যের দীনতা এবং মহত্ত্ব এ দুইয়ের কিছুই প্রায় থাকে না। সুতরাং ইহাঁদের তুলনায় মহাজনদিগের পশ্চাদানুবর্ত্তী সরল চিত্ত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। মুক্তিজ্ঞান লাভের প্রণালী একটী, উপায় দুইটী; সেই প্রণালীর সহিত জীবনের যোগ না হইলে কেহই চির দিন ধর্ম্মপথে থাকিতে পারিবেন না। সেখান হইতে আলোক না পাইলে কোন কালে মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। অখণ্ড রূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যোগে যখন সেখান হইতে প্রত্যাদেশ আসিবে তখন হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে! প্রেমিক ভক্তদিগের জীবনের মধ্য দিয়া যে সকল মুক্তির বিধান প্রকাশিত হয় তদ্দারা পথ ভ্রান্ত পথিকগণ সৎপন্থা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে ধর্ম্মবল পাইতে পারে না; ঈশ্বর হইতে প্রত্যক্ষ যোগ দ্বারা যে উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে জ্ঞান এবং বল উভয়ই অবস্থিতি করে। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরোক্ষ জ্ঞানের কার্য্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে আমরা সেই ব্রহ্মপদ নিঃসৃত পবিত্র স্রোতস্বতী তীরে উপনীত হইতে পারি এবং সেই মহাতীর্থের পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারি সর্ব্বদা তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে।

নিবন্ধন পত্রী।

ধর্ম্ম কি, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল প্রকা-

রের লক্ষণ মধ্যে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া গণ্য এক জন সভ্যতার ইতিবেত্তা যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমাদিগের নিকট সেইটী প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হয়। ধর্ম্ম আশ্বস্ততা মূলক এ কথা সত্য, কিন্তু এইটী মনুষ্যের হৃদয়নিহিত ভাব; এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া উহা উদ্ভূত হয়, কিন্তু উহা যখন সাধক এবং উপাস্য দেবতা এ দুয়ের মধ্যে চির নিবন্ধন পত্রী রূপে পরিণত হয়, তখনি উহা প্রকৃত বেশ ধারণ করে এবং তখন উহার লক্ষণ এই হয়—“ঈশ্বর এবং মনুষ্য এতদুভয় মধ্যে নিবন্ধন পত্রী—ধর্ম্ম।”

এই নিবন্ধন পত্রী কি? এই নিবন্ধন পত্রী লিখিত নিবন্ধ কি? “চির দিন তোমারই থাকিব, চিরদিন তোমারই আদেশ পালন করিব, এ রসনা তোমারই গুণ কীর্ত্তন করিবে, এ হৃদয় তোমারই পূজায় ব্যাপৃত থাকিবে, তোমার এবং আমার মধ্যে ব্যবধায়ক আর কিছুই আসিতে পারিবে না।” ঈশ্বর সাধকের এই নিবন্ধন পত্রী গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার উহা গ্রহণের কি কোন নিবন্ধ নাই? তিনি তখনি আর এক খানি নিবন্ধন পত্রীতে স্বাক্ষর করিতে বলিলেন এবং প্রচার করিলেন, “আমার সহিত যে নিবন্ধন তাহা সেই পরিমাণে রক্ষিত হইল জানিবে যে পরিমাণে দ্বিতীয় নিবন্ধন পত্রীর নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধ সকল রক্ষিত হইবে। এই দুই নিবন্ধন পত্রীর কোনটীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেহ যেন আশা না করে যে, উহার একতর চিরদিন সুরক্ষিত হইতে থাকিবে।

এই দ্বিতীয় নিবন্ধন পত্রী কি? এ নিবন্ধন পত্রী কাহার বা কাহাদিগের সহিত নিবন্ধ করিতে হইবে? ইহার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধই বা কি? এ নিবন্ধন পত্রী মনুষ্য মণ্ডলীর সঙ্গে। ইহার নিবন্ধ এই, “অদ্য হইতে আমি সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ইহাঁরা আমার প্রাণের অভ্যন্তরে স্থান পাইলেন। কখন কোন দিন ইহাঁদের বিরোধে আমি কোন অসদ্ভাব পোষণ করিতে পারিব না। ইহাঁরা শত অপরাধে অপরাধী হইলেও আমার কোন অধিকার রহিল না যে আমি ইহাঁদিগকে প্রাণের মধ্য হইতে বিদায় করিয়া দিব। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট চির নিবন্ধন পত্রী অর্পণ করিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে তজ্জন্য বিশেষ সম্বন্ধ হইল। আমি তাঁহাদিগকে চিরবন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলাম। আমরা একই কার্য্যে আহূত, একই নিয়মে আবদ্ধ, সুতরাং আমাদিগের পরস্পরকে পরস্পরের হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দিবার কোন সামর্থ্য রহিল না।”

এই নিবন্ধনপত্রী দ্বয়ের দ্বারা মনুষ্যের পূর্ব্বাবস্থার কি কিছু পরিবর্ত্তন হইল? সুমহৎ পরিবর্ত্তন হইল। তিনি এতদ্দ্বারা প্রেম, পবিত্রতা, ন্যায় সত্য বিস্তারে কৃতসংকল্প হইয়া স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, পাপ, অসত্যের বিরোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাতে এই দুই নিবন্ধন পত্রীর অধীন সমুদায় পৃথিবী হয়, এই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হইল। যে পর্য্যন্ত পৃথিবী এই নিবন্ধন পত্রীদ্বয়ে স্বাক্ষর না করিতেছে, তত দিন তাঁহার নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। তিনি সাংসারিক সুখ,ধন মান যশঃ প্রতিপত্তি সকলি পরিহার করিলেন, আর সকল বিষয়ের উচ্চাভিলাষই তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিল; কেবল এই ধ্যান, এই চিন্তা, এই তাঁহার ব্রত, এই তাঁহার উচ্চতর অভিলাষ। ইহার সন্নিধানে সকলই ব্যর্থ, অসার, অলীক। যাহা কিছু সারবত্ত্ব, তাহা এই উচ্চতর ব্রত সাধনে।

এখন জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মমণ্ডলী কি এই নিবন্ধপত্রীদ্বয়ে স্বাক্ষর করিয়াছেন,অথবা স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি তাঁহারা এখনও উহাতে স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন, অথবা অচিরে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে তাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহেন।

আমরা ভরসা করি ব্রাহ্মমণ্ডলী এই নিবন্ধন পত্রীদ্বয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করিবেন, এবং নিশ্চয় জানিবেন এই দুই নিবন্ধন পত্রীতে স্বাক্ষর না করিয়া আর ব্রাহ্মসমাজে দণ্ডায়মান থাকিবার কাহার আশা নাই।

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র।

বিগত ১৪ই জুলাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৩০ তারিখে মহীসুরে উপস্থিত হই। ভারতবর্ষ যে প্রকার প্রশস্ত স্থান ইহার সমস্ত বিভাগ ভ্রমণ করিলে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়া অনুভুত হয়; এবং ইহাতে যে সকল জাতি বাস করে তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহার ভাষা এবং অভেদ্য জাতিভেদ-যন্দ্বারা তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে-এইসমস্ত দর্শন করিলে এই ভিন্ন ভিন্ন উপজাতিকে এক একটী স্বতন্ত্র জাতি বিশেষ বলিয়া সহজেই প্রতীত হয়। বাস্তবিক এক জন ইংরাজ জার্ম্মনি বা তুর্কিস্থানে গমন করিয়া আপনাকে যে প্রকার অপরিচিতদিগের মধ্যে সংস্থাপিত মনে করেন, এক জন বঙ্গবাসী দাক্ষিণাত্য বা কোকন প্রদেশে যাইয়া সেই রূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর অপরিচিত মনে করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ভারতবাসিদিগকে এই রূপ একতা বিহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া চিরকালই থাকিতে হইত যদ্যপি ইংরাজরাজ্য এ দেশে আসিয়া ইহার শুভদিন ও একতার অভ্যুদয় না করিত। যে সমস্ত উপায়ে এই বহুমূল্য একতা সমুদিত হইয়া এ দেশকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিল রেলওয়ে, ইংরাজী জ্ঞানালোক তাহার সর্ব্ব প্রধান। এত দিন ভারতবাসীদিগের স্বদেশের দূরস্থিত স্থানে গমন করিয়া সকলের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের যে অসুবিধা ছিল রেলরোড তাহা দূর করিয়া দিতেছে। ইংরাজী ভাষা এখন সমস্ত শিক্ষিত ভারতবর্ষীয় সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিতেছে, এবং ইংরাজী জ্ঞানালোক তাহাদিগের সাধারণ সহানুভূতির মূল কারণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার সম্মুখে জাতিভেদের সংকীর্ণতা পলায়ন করিতেছে এবং ইহা সকলের হৃদয়কে উচ্চতর প্রশস্ততর স্বজাতি স্নেহে একত্রিত করিতেছে। এই সমস্ত সুবিধার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদিত হইতেছে। পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে এখন আমরা ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আপনার ভাই ভগ্নী দেখিয়া হৃদয়কে শীতল করিতে পারি। সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদিগের গৃহ হইয়া উঠিতেছে। যদিও মহীসুরে কোন ব্রাহ্মসমাজ নাই তথাচ তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এমনি শ্রদ্ধা যে, ব্রাহ্মসমাজের নাম করিয়া যাইলে কাহাকেও কোন অভাব বা কষ্টে পড়িতে হয় না। তাঁহারা অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, কোন কারণ বশতঃ তথায় কোন প্রকাশ্য বক্তৃতাদি হইয়া উঠে নাই, কিন্তু তত্রস্থ প্রায় সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত দুই দিন ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। দুই দিন মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া বাঙ্গালোরে উপস্থিত হই। বাঙ্গালোর মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ২১৬ মাইল অন্তরে, ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান, প্রায় সমস্ত বৎসরই এখানে শীত থাকে। আমাদিগের প্রচারক ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এখানে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাঙ্গালোরে যে প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল স্বাভাবিক উন্নতি বঙ্গদেশের অনেক স্থানে তাহা দেখা যায় না। এ কথা আমরা সকলেই অবগত আছি যে এখানে এত দিন আমাদিগের প্রচারকার্য্য তদ্রূপ কিছুই হয় নাই বলিলে হয়, তথাচ যে এখানে এ প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব কি রূপে হইল তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। ৮০।৯০ বয়স্ক শ্রদ্ধাবান্ বিনীত হৃদয় বৃদ্ধ হইতে বিদ্যালয়স্থ উদ্যম ও উৎসাহশীল ছাত্র পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বয়সের প্রায় ৭০।৮০ জন লোক ঈশ্বর ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে একটী দলবদ্ধ হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে আপনারা দক্ষিণ ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠা কিরূপ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। দক্ষিণ দেশের লোকেরা আমাদিগের ন্যায় ধনী নহেন, বিদ্বানও নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ঈশ্বর অন্য প্রকার ধনরত্নে ধনী করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা সরলতা ও বিনয় দেখিলে কেহই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিময় বীজ পড়িলে আশ্চর্য্য ফল

প্রস্তুত হইবে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এখানে আসিয়া দেখিলাম আমাদিগের ভ্রাতা প্রতি সপ্তাহে এক একটী ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া থাকেন, অন্যূন ছয় শত লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতিদিন এক জন অতি বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মের বাটীতে হিন্দি ভাষায় উপাসনা করিয়া থাকেন, তথায় প্রায় নিয়মিত রূপে ৩০।৪০ জন ব্রাহ্ম উপস্থিত হন। এখানে সৈনিক নিবাসে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ আছে,এটী তাঁহাদিগের রেজিমেণ্টে সংস্থাপিত প্রায় ২৫।৩০ জন সৈনিক পুরুষ নিয়মিত উপাসক তাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উপাসনা করিয়া থাকেন। কি প্রকারে এ স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য এত দূর প্রস্তুত হইল তদ্বিষয় আপনারা শুনিতে যে কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন, এবং কি ক্ষুদ্র উপায়ে যে বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক, ইহার মূল মনুষ্য অন্তরে নিহিত, সুতরাং পুস্তক পাঠ, বাহ্যিক উপদেশ প্রভৃতি উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব মনুষ্য হৃদয়ে সকল দেশ কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে যখন ইংরাজী বিদ্যার আলোকে এ দেশের কুসংস্কার ও অন্ধকার দ্রুতবেগে বিদূরিত হইতেছে এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ের একাদশ বর্ষীয় বালকও "আমি হিন্দু নহি" "পৌত্তলিকতা মানি না" "এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি" এই সমস্ত কথা কহিয়া থাকে তখন ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য ঘটনা নহে যে দক্ষিণ ভারতবর্ষে এই দুই এক জন মনুষ্য আপনাপনিই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবেন। অবগত হওয়া গেল যে প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইল ভরদ্বাজ নাইডু নামে এক ব্যক্তি এখানে বাস করিতেন। ইনি আপনাপনি পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে ব্রাহ্মসমাজের নাম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কএক খানি পুস্তক তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে আপন বিশ্বাসের প্রতিলিপি দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা জন্মিল, এবং আনন্দের সহিত আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। পরে তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিতে লাগিলেন। সত্যের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে শীঘ্রই কতক গুলিন যুবা তাঁহার চারি দিকে একত্রিত হইল এবং অল্প দিনের মধ্যে (আমি শ্রবণ করিয়াছি) বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিছু দিন পরে ভরদ্বাজ নাইডু মহাশয় সত্যের বীজ বপন করিয়া পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু যে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তিনি রাখিয়া গেলেন তাহা বিনাশ হইবার নয়, অল্পে অল্পে এবং গোপনে গোপনে তাহা আপনার কার্য্য করিতে লাগিল। এ দিকে ১৮৬২ (?) শালে আমাদের আচার্য্য মহাশয় মান্দ্রাজ গমন করেন তথায় তিনি যে অগ্নিময় বাক্য গুলিন বলিয়া আসেন তাহাতে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের পরেই বেদসমাজ নামে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল চালু নামে তত্রস্থ জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ঈশ্বরপরায়ণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন ও প্রচার জন্য বিশেষ যত্ন করেন, তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকারও হইয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যদিও তিনি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অধিক দিন পরিশ্রম করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার এ প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠা, উৎসাহ ও সরলতা ছিল যে আজিও দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাঁহার নামে হিন্দু মুসলমান সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কেহ কেহ এত দূর কহিয়া থাকেন যে বঙ্গদেশে যে প্রকার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম গৃহীত হয় ইঁহারও নাম সেই রূপ মান্দ্রাজে হইয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর সুবরাও চেটী নামে এক জন কৃতবিদ্য যুবা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ঠ কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অল্প বয়সে তাঁহাকেও পরলোক গমন করিতে হয়। পরিশেষে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং পরলোক বাসী ভ্রাতা শ্রীধরালু কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আসিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি টেঞ্জুর, ট্রিচিনাপলি, সালম, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা ও ধর্ম্মচর্চ্চা দ্বারা সত্যের আলোক বিকীর্ণ করেন। "তত্ত্ব-

বোধিনী পত্রিকা" নামক এক খানি পত্রিকা তামিল ভাষায় প্রচার করিয়া তদ্দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনিও এখন ইহলোকে আর নাই। কতকগুলিন অনাথ পরিবার পৃথিবীতে এবং ব্রাহ্মসমাজের নিকট রাখিয়া অল্প বয়সে ঈশ্বরের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মান্দ্রাজের এখন অনেক স্থানে এমন সংস্কার ও আশঙ্কা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে যিনি ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহার আর বুঝি অধিক দিন বাঁচিতে হইবে না। যাহা হউক, তাঁহারা যে আলোক জ্বালিয়া গিয়াছেন তাঁহারা এখান হইতে স্থানান্তরিত হইলেও তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে। ক্রমে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সংযুক্ত চিত্ত ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বর্গীয় বীজ পতিত হইলে যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, সমস্ত ভারতবর্ষে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

অসদ্ভাব হইতে বৈরাগ্যোদয়।

কোন গ্রামে একজন অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ প্রজা পীড়ক ভূম্যাধিকারী ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদা সকলে সশঙ্কিত থাকিত। একবার তিনি কোন একজন গৃহস্থের একটা পাঁঠা চুরি করিয়া কাটিয়া ভোজন করেন। গৃহস্থ ইহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপন করিল। জমিদার কি উপায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার এক জন সুচতুর পারিষদ এই পরামর্শ দিল যে আপনি কেন বৃথা মিথ্যা সাক্ষীর চেষ্টা দেখিতেছেন এক কর্ম্ম করুন তাহা হইলে সকল ঝোঁক কাটিয়া যাইবে। আপনি মালা তিলক নামাবলী লইয়া বৈরাগীর বেশ ধারণ করুন, মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক একটা শিখা রাখুন। এইরূপ বৈরাগীর বেশ পরিধান করিয়া মুখে "রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হউন। জমিদার তাহা করিলেন, সাধুর ছদ্মবেশ দেখাইয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতিও পাইলেন। কিন্তু ইহাতে সাধুতার মাহাত্ম্য দেখিয়া তাঁহার মন মোহিত হইয়া গেল। ভাবিলেন সাধুদিগের বাহ্য বেশ পরিধানে যদি এত গৌরব হইল তবে না জানি প্রকৃত সাধু হইতে পারিলে কি না হয়। এই ভাবিয়া তিনি সেই দিন হইতে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

মাসিক সমাজ।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যালের উপদেশ।

রবিবার, ২৬শে আশ্বিন ১৭৯৬ শক।

কোন এক অনন্তশক্তিশালী অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভর ধর্ম্মের প্রাণ। মনুষ্যের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি, তর্কের অতীত প্রদেশে যে শক্তি কার্য্য করে সেই মহান্ শক্তির সাহায্য ব্যতীত মনুষ্য উন্নতির পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে অলৌকিক ক্রিয়া নাই, যেখানে অসাধ্য সাধন হয় না সেখানে জীবনের স্রোত এক কালে বন্ধ। পৃথিবীতে যাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহা যদি ধর্ম্মেতে সম্ভাবিত না হইল, মহাপাতকী পাপের চিরক্রীত দাস যদি ব্রহ্মকৃপাগুণে পুণ্যবান্ সাধু হইতে না পারিল তবে আর ঈশ্বরের মহিমা কি? ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল দর্শন করিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় বাঁচিয়া রহিয়াছে। যদিও অনেক অসঙ্গত অযৌক্তিক কথা তাহারা বলিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিক মহত্ত্বে তাহাদের যে বিশ্বাস ইহা একটী অতি গুরুতর ব্যাপার। ইহার মধ্যে কুসংস্কার যাহা আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া মূল সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেকার লোকেরা অত্যন্ত অজ্ঞান অদূরদর্শী ছিল, ভৌতিক জড় পদার্থের গুণাগুণ বুঝিত না, সুতরাং তাহারা সর্ব্বত্র কেবল ঐশিক ক্রিয়া দেখিত; এখন আমরা জ্ঞানবান্ হইয়াছি, স্বভাবের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সকল বুঝিতে পারিয়াছি অতএব আমাদের এখন আর সে বিশ্বাসে প্রয়োজন নাই, এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের উচ্চতর অধিকার অবগত নহেন। যাহারা অল্প জ্ঞানে অন্ধ হয় তাহারাই এই প্রকার বলিয়া থাকে। যে স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল, জনসমাজের প্রচলিত জ্ঞান যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাহা যদি ঈশ্বরের দ্বারা সাধিত না হইল তবে আর লোকে ধর্ম্ম সাধন করিয়া কি করিবে? মনুষ্যের ক্ষমতার কেবল এই পর্য্যন্ত হয় যে যেখানে মুক্তির অনুকূল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে সংসারের বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সে ব্যক্তি সেই দিকে কিয়দ্দূর গমন করিতে পারে। কিন্তু জীবন্মুক্ত সাধু হইতে হইলে, প্রকৃতরূপে ধার্ম্মিক হইতে হইলে ঈশ্বরের বল আবশ্যক। তিনি তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা যদি হীন মলিন মনুষ্যকে দেবত্বে পদ প্রদান করেন তবেই তাহা সম্ভব নতুবা কেহই সে পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

বর্ত্তমান সময় এইরূপ জীবন্ত উচ্চ বিশ্বাসের বিপরীত ভাব আনয়ন করিয়াছে। এখন চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষবাদ

মতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। যাঁহারা বিবিধ জ্ঞানালোচনা করিয়া মতেতে প্রত্যক্ষবাদী হইয়াছেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই মানেন না, তাঁহাদের বিষয় আমরা আলোচনা করিতে চাহি না; কার্য্যতঃ সাধারণ লোকে এই প্রত্যক্ষবাদ মতের অনুসরণ করিয়া থাকে, ব্রাহ্মগণও করিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। কেননা এই খানে আসিয়াই চিরকাল লোকের ধর্ম্ম জীবনের গতি অবরুদ্ধ হইয়াছে। শত শত ব্রাহ্মের উন্নতির স্রোত এইস্থলে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং চিরকাল যাইবে। তাঁহারা যে মতেতে প্রত্যক্ষবাদ স্বীকার করেন তাহা আমি বলিতেছি না, বরং তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে এই প্রত্যক্ষবাদ মতের ভয়ানক আধিপত্য দৃষ্ট হইবে। এই মতের এক্ষণে এত আদর কি জন্য? এইজন্য যে ইহার সহিত সাধারণতঃ মনুষ্যের দৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলের অতিশয় সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং ব্রাহ্মেরা এ মত মান্য করুন বা করুন, জীবনে ইহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভূতকালে যে অবস্থায় এবং যে কারণে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে ভবিষ্যতেও ঠিক তাহাই হইবে। যাহার পর যেটী হইবার তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। এই রূপ কার্য্য কারণ শৃঙ্খলকে অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ নিজ জীবন সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক বিষয়ে এখন ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়াছেন। বহু দর্শন এবং জীবনের দৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল একত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এমন এক নীতিবিজ্ঞান রচনা করিয়াছে যে তাহাই অনেকের পক্ষে অভ্রান্ত নেতা হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র যদি ভূমিতে খসিয়া পড়ে তথাপি তাঁহাদের এই প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের একটী অণু বিনষ্ট হইবে না। ইহা কল্পনার কথা নহে, সার বিশ্বাসের কথা, এখানে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ সুমধুর সত্য প্রচারিত হয় তাহা যে কাহারো শুনিতে ভাল লাগে না তাহা নহে, কিন্তু ইহা শুনিতে ভাল লাগা এবং তজ্জন্য উৎসাহিত হওয়া যেমন অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক, তদ্বিপরীত কার্য্য করাও তেমনি স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনার আনন্দে কত ব্রাহ্ম ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধেতে উত্থান করেন, কিন্তু সংসারের প্রতি যাই নয়ন উন্মীলিত হইল অমনি সে তাঁহাকে আপনার সমতল ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া লইল। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এই সংস্কারটী এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে এখন ধর্ম্মের আনন্দ, কল্পনা, ধর্ম্মসাধন পণ্ডশ্রম আর সংসার কেবল সার বলিয়া বোধ হয়। সংসার চিরবাসস্থান, ধর্ম্ম কেবল সাময়িক আমোদের সামগ্রী অথবা দিনান্তে একবার সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিবার স্থল। জীবনের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ, কিন্তু নেতা উপকক্ষ নীতি শাস্ত্র। উপাসনা কালে যত উচ্চ উপদেশ কেন শ্রবণ কর না জীবন কিছুতেই তাহা দ্বারা শাসিত হইবে না। অতএব এক দিকে দেখিতে গেলে উন্নতিহীন ব্রাহ্মেরা প্রত্যক্ষবাদ মতাবলম্বী হইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। তিনি যে এই সমুদায় প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপী করিতে পারেন এ বিশ্বাস মনে আর স্থান পায় না। প্রত্যক্ষবাদী ব্রাহ্ম জানেন যে, অতীত কালের যে কার্য্য সূত্রে তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী গ্রথিত রহিয়াছে তাহা খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র সাধু করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস যে পৃথিবীতে যত দিন থাকিতে হইবে তত দিন অমিশ্রিত পুণ্য জ্যোতিঃ সহ্য করা অসম্ভব, কিয়দংশ পাপ তাহাতে মিশ্রিত করিতে হইবে; ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম সুধা সংসার গরলের সহিত মিশ্রিত না করিলে পান করা যাইবে না, তাহা এ অবস্থায় জীর্ণ হইবে না। কিন্তু সেই প্রখর বুদ্ধি ব্রাহ্ম জানেন না যে তিনি যে কএকটী প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইয়াছেন তাহা ব্যতীত আরও উচ্চতর নিয়ম দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার অগম্য প্রদেশে ঈশ্বর মনুষ্যের পরিত্রাণ বিধান করিয়া থাকেন। তিনি বহু কালের পুরাতন পাপীকে নিমেষের মধ্যে পুণ্যাত্মা করিতে পারেন এ বিশ্বাস তাঁহার নাই। নিজেও তিনি যেমন একটী জড় যন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ঈশ্বরকেও তেমনি করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার এবং তাঁহার উপাস্য দেবতার আর অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা নাই, চারি দিক সঙ্কীর্ণ নিয়মের একটী জালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ স্থলে উন্নতাত্মা ব্যক্তিদগের জীবন যে উপহাসাস্পদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্বর্গের ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এত ঘনিষ্ঠতা অল্প বিশ্বাসীর প্রাণে কি তাহা সহ্য হইতে পারে?

এ প্রকার সাংঘাতিক সংস্কার হইবার কারণও বহু দূরে নাই। আমাদের উন্নত আদর্শ যখন আকাশ কুসুমবৎ চিরদিন কেবল বক্তৃতায় বদ্ধ হইয়া রহিল, জীবন সে দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না তখন মনুষ্যস্বভাব উপকক্ষলিখিত নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়া তদনুসারে চলিতে লাগিল। আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা ছায়া ও সারবস্তুর মধ্যে যে প্রভেদ, আদর্শের সহিত আমাদের জীবনের তেমনি প্রভেদ। এই রূপ বিসদৃশ ভাব দেখিয়া অবিশ্বাসীরা তাহাদের প্রত্যক্ষবিজ্ঞানকে আরও সুদৃঢ় করিল, আমাদের ধর্ম্মকে কল্পনা ও মনোবিকার বলিয়া অগ্রাহ্য করিল। মনুষ্যের স্বভাব যখন যে প্রকোষ্ঠে বাস করে তখন সে আপনাকে সেখানকার

উপযোগী করিয়া লয়। সুতরাং আমরাও অনেকে আদর্শকে দূরে ফেলিয়া দিয়া পৃথিবীতে যাহা সম্ভব মনে করি তাহাকেই সত্য বলিয়া মান্য করিতেছি। বন্ধুগণ! এ অবস্থায় কপট অনুতাপের নিরাশ বাক্য বলিলে কি হইবে? আর কেহ বৃথা ক্রন্দন করিও না, তাহাতে কেবল অবিশ্বাসীদের শাস্ত্রই প্রমাণীকৃত হইবে। নিজের ক্ষমতায় যাহা হয় না তাহা ঈশ্বরের ক্ষমতায় হইবে এ বিশ্বাস যদি না থাকে তবে প্রার্থনা করিবে কি রূপে? দয়াময় ঈশ্বরের নামে সকলই সম্ভব হয়,ব্রাহ্মসমাজ নিজেই তাহার প্রমাণ। এখানে যে স্বর্গীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়াও কি আমাদের বিশ্বাস বাড়িবে না? অধিক কাল স্থায়ী হউক আর না হউক তিনি যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল করিয়াছেন তাহা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। সাধুদিগের প্রেমপূর্ণ জীবনে এবং পাপীদের মন পরিবর্ত্তনে তাঁহার আশ্চর্য্য লীলা সন্দর্শন কর। তাঁহার অনন্ত বল এখানে যদি কার্য্য না করে তবে কেইবা ধর্ম্মজীবনে জীবিত থাকিবে? এস আমরা তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে নির্ভর করিয়া জীবনের ব্রত পালন করিব। আত্মার গূঢ় গভীর স্থানে তাঁহার মহিমা দেখিব। তাঁহার মঙ্গল শক্তি আমাদের হৃদয়ে কেমন আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করে তাহার প্রতি সকলে অনুধাবন করিব। তাঁহার কৃপা গুণে অসাধ্য সাধন হইবে এই সুখের আশাই আমাদের সম্বল। অতএব হে ভ্রাতৃগণ! আমাদের আদর্শ যেমন উচ্চ তেমনি সংকল্পও উচ্চ হউক। পার্থিব নীতির সঙ্কীর্ণ মৃত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে পিতা অদ্ভুত কীর্ত্তি করিতেছেন চল সকলে সেখানে যাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২ রা কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক।

ব্রাহ্মগণ! তোমাদের পিতার কি কোন অভাব আছে? তোমরা না বল ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, এবং পূর্ণ সত্য, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ জ্ঞান, ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তোমরা সকলেই জান ঈশ্বর পূর্ণ; কিন্তু সেই পূর্ণ ঈশ্বরেরও একটী অভাব আছে। পূর্ণ পরব্রহ্মের অভাব আছে। ব্রাহ্মগণ! অদ্য ভাবিয়া দেখ তোমাদের পূর্ণ পরমেশ্বরের অভাব আছে কি না। আমাদের ঈশ্বরের একটী অভাব আছে। তাঁহার কতকগুলি সাক্ষীর অভাব আছে। তাঁহার মঙ্গল ভাবের, অসীম ক্ষমতার, এবং অনন্ত জ্ঞান কৌশলের পরিচয় দিবার জন্য সহস্র সহস্র সাক্ষী সৃজন করিলেন। ক্ষুদ্রতম শর্ষপ কণা হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁহারই জ্ঞান, শক্তি এবং দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে। সকলেই বলিতেছে আমাদের ঈশ্বর পূর্ণ দয়া, পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তির আধার। ঈশ্বর আপনার সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য সাক্ষী রাখিয়া দিলেন; কিন্তু মনুষ্য পাপে এমনই অন্ধ এবং অসাড় হইয়াছে, যে তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। এই জন্য চৈতন্য বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের সাক্ষীর প্রয়োজন। জড় জগত ক্রমাগত ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, কিন্তু তাহা সকলে বুঝিতে পারিল না। পৃথিবীর নর নারী তাঁহারই পুত্র কন্যা, তিনি নিজ হস্তে তাঁহাদের আত্মাতে বুদ্ধি, প্রেম এবং দেবভাব সকল দিলেন; কিন্তু সেই ব্রহ্ম পুত্র কন্যারাই পিতাকে ভুলিয়া এই জগতের ভিতর হইতেই কুটিল যুক্তি সকল বাহির করিয়া ঈশ্বর নাই ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। হায়! ঈশ্বরের সাক্ষী সকলের এই দুর্দ্দশা হইল!! ঈশ্বর সাক্ষী চান তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে। জড় জগৎ ঈশ্বরের হস্তের লেখা, এবং ভৌতিক বিজ্ঞান চিরকালই ইহার কৌশল দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, দয়া ও শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে; কিন্তু তথাপি আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন। যাহার আত্মা আছে, চৈতন্য আছে, সেই সাক্ষীর প্রয়োজন। জড় জগৎ অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর সাক্ষী তিনি চান। ঈশ্বর তাঁহার সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর ধর্ম্ম জগতে, গুরু হইয়া শিষ্য, রাজা হইয়া প্রজা, এবং পিতা হইয়া সাধু এবং সাধ্বী পুত্র কন্যা সকল প্রস্তুত কেন করিতেছেন? কেবল সেই সকল লোকদিগের কল্যাণের জন্য নহে; কিন্তু একটী শিষ্য সহস্র শিষ্য প্রস্তুত করিবে, একটী প্রজা সহস্র প্রজার আদর্শ হইবে, এবং একটী সন্তান তাঁহার আরও সহস্র সন্তানকে উদ্ধার করিবে এই জন্য। পিতা সাক্ষী চাহিতেছেন, তিনি যে এত কাল ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন, তাহা কেবল বঙ্গ দেশের জন্য নহে, কিন্তু পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য। তোমরা স্বর্গের যে আলোক পাইয়াছ, তাহা কেবল তোমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য নহে; কিন্তু তাহা দ্বারা সমুদয় জগৎ উজ্জ্বল হইবে। তোমরা কএক জনকে জগতের গুরু ঈশ্বর তাঁহার শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছেন এই জন্য যে তোমরা তাঁহার সাক্ষী হইয়া জগতের পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই জন্য বলি ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান। বঙ্গ দেশে ঈশ্বর তাঁহার কত গুলি সাক্ষী প্রস্তুত করিলেন এই জন্য যে তাহাদিগকে জগতের নিকট স্থাপন করিবেন। ব্রাহ্মগণ! বুঝিলেত তোমাদের কর্ত্তব্য কি? যেমন তোমরা শিষ্য হইবে, তেমনই তোমাদিগকে তাঁহার অলৌকিক কার্য্যের সাক্ষ্য দিতে হইবে। এখনও ব্রাহ্মদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন হয় নাই। তাঁহাদিগকে এখন সাক্ষী হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়

ঈশ্বরের কথা বলিতে হইবে। যদি পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি, বিশেষ রূপে যথার্থ সৌভাগ্য শালী হইয়া থাকেন তিনি ব্রাহ্ম। কেননা তিনি সেই স্বর্গের রত্ন পাইয়াছেন যাহা নিত্য, অবিনশ্বর, পরমধন। পৃথিবীর ধন সম্পদ পাইলে কি সৌভাগ্য হয়? যদি পরিত্রাণের পথ দেখা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলোক হয়, তাহা ব্রাহ্মেরা পাইয়াছেন, অতএব ব্রাহ্ম অপেক্ষা সৌভাগ্য শালী, আর কে আছে? জগতের নিকট এই সাক্ষ্য দিব যে ঈশ্বরের কাছে আমরা পরিত্রাণের পথ দেখিয়াছি, এবং সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, আমরা তাহার মিষ্টতা আস্বাদ করিয়াছি। পাপী হইয়াও যদি পরিত্রাণের পথ দেখিলে সৌভাগ্য হয় তাহা বঙ্গদেশে হইয়াছে। যথার্থ স্বর্গের সৌভাগ্য চন্দ্র যদি কোথায়ও উদিত হইয়া থাকে তাহা এই বঙ্গ দেশের পাপী ব্রাহ্মদিগের জীবনে দেখ। এইযে কত গুলি লোক দিন দিন, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে ঈশ্বরের উপাসনা, সাধন ভজন, এবং তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছেন, এ সকল ব্যাপারের মধ্যেই রাশি রাশি অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই সৌভাগ্য জ্যোৎস্না উঠিতেছে। সৌভাগ্য কেনা বুঝিতে পারে? অন্য বিষয়ে আমরা মূর্খ হই ক্ষতি নাই, কেননা যখনই আমরা ভাবি আমরা গরিব কএকটী ভাই, ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এখন আমরা কোথায় আসিয়াছি, তখন আমাদের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দ আর ধারণ করিতে পারি না। প্রেমময় ঈশ্বরের হস্ত হইতে তাঁহার প্রেমামৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপে পাপীদের হস্তে আসিল। সেই মহা পাতকী আমরা নিরাকার ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিতেছি ইহা কি সৌভাগ্য নহে? আমাদের কঠোর প্রাণে ঈশ্বরের প্রসাদ বারি বর্ষিত হইয়া প্রেম বীজ, ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইল ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? এই বঙ্গ দেশে আমরা কয় জন পাপী ভাই বলিতেছি, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, অবিশ্বাসিগণ! ইহাতে তোমরা আপত্তি কর কেন, আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, একবার যে প্রাণের সহিত কাঁদিতে পারে, তখনই সে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। কে ইহার সাক্ষী? ব্রাহ্ম তুমি। আক্ষেপের বিষয় এই, ব্রাহ্ম ভাবেন না তাঁহার কত সৌভাগ্য। এই যে এত বৎসর ব্রাহ্ম হইয়া বঙ্গ দেশে বাস করিতেছি হে ঈশ্বর! ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য হইতে পারে না। ধন, মান, ও পরিবার বন্ধু জনে কি হইবে? আমরা যে ব্রাহ্ম হইয়াছি। পৃথিবীর পাপ, মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া কত বার কাঁপাইল। সভ্যতা, ও জ্ঞানদর্প কত প্রলোভন দেখাইল, এ সমুদয়ের মধ্যে এখনও যে বাঁচিয়া আছি, এখনও যে কুসংস্কার দুরাচার সাগরে ডুবি নাই, ইহাতে আমাদের কত সৌভাগ্য। আমরা ৫ জন ভাই মিলিত হইয়া দয়াল প্রভুর সম্বাদ পরস্পরকে বলিতে পারি. এই আমাদের স্বর্গ। ইহাতে আমরা যে পাপী ইহা কি অস্বীকার করি? কিন্তু পাপী হইয়াও আমাদের এত সৌভাগ্য হইল, ইহাতেই আমাদের এত অধিক আনন্দ। সাধু হইলে এত সৌভাগ্য মনে হইত না। ভক্তির পবিত্র জলে ভক্ত তাঁহাকে দেখিবেই; কিন্তু পাপীর মন যখন অনুতাপ জলে আর্দ্র হইয়া তাঁহাকে দেখে, তাহা অপেক্ষা আর পাপীর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? আমরা কএক জন পাপী ব্রাহ্ম এমন সুন্দর সম্বাদ পাইয়াছি এখন জগতের নিকট ইহার সাক্ষী হইতে হইবে। আজ এই দুর্গা পূজা উপলক্ষে কত ভাই ভগ্নী হাঁসিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিতেছে। দেশের ভাই ভগ্নীদের পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করি, ভাইগণ! ভগিনীগণ! তোমাদের মুখ যখন হাঁসে, তখন কি তোমাদের প্রাণ কাঁদে না? এমন প্রিয় পরমেশ্বর দেশে আসিয়াছেন কেন তাঁহাকে দেখিলে না? ব্রাহ্ম! তোমাকেও বলি, তুমি যে সাক্ষীর নিয়োগ পত্র পাইয়াছ. তাহার কি করিলে? তোমরা কি শুনিতেছ না, পৃথিবীর নর নারী সকলে বলিতেছে, কৈ নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ইহার যথার্থ সাক্ষ্যত কেহই দিল না। আমাদের পিতার যে কত গুলি ভাল সাক্ষীর প্রয়োজন হইয়াছে। প্রেমসিন্ধু পিতা নিরাকার; কিন্তু তিনি মিষ্টতায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্ম সমাজ! তোমার ক্রোড়ে যত গুলি ব্রাহ্ম বসিয়া আছেন. সকলকে তুমি দয়াময় পিতার সাক্ষী করিয়া লও। যে সাক্ষী নহে. সে ব্রাহ্ম নহে। যদি সাক্ষ্য না দেও তবে পিতা তাঁহার পুত্র বলিয়া, যথার্থ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিরূপে? তোমাদের চরিত্র পবিত্র করিয়া দয়াময় পিতাকে এমনই ভাবে প্রচার কর, যে, জগত বলিবে, সমুদ্র যাঁহার প্রেম দেখাইতে পারিল না এই কএক জন ভক্ত সাক্ষীর ২।৪ বিন্দু চক্ষের জল সেই প্রেম সিন্ধুকে দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্ম ভাই! তোমার চরিত্রকে নির্ম্মল কর, ঈশ্বরই আপনি তোমার জীবন দ্বারা জগতে আপনার সাক্ষ্য দিবেন। অদ্যকার রজনী কেমন ভয়ানক তোমরা কি জান না? যে সকল স্ত্রী পুরুষ আজ দয়াময় নাম করিয়া স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, আজ তাঁহারা নরকের অন্ধকার এবং ব্যভিচার সাগরে ডুবিতেছেন। এই নরকের রজনী যে খানে, এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র আলোক আবার সেখানেই। এক দিকে এই নরকের ছবি, অপর দিকে এই স্বর্গের আলোক। এই দুই ছবি দেখাইয়া কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে ব্রহ্মের সাক্ষী হইয়া বাহির হইতে হইবে। তোমাদের এত সৌভাগ্যের মধ্যে দেশের এই দুর্ভাগ্য। হা ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি ইহা দেখিতেছ না? তোমরা প্রচারক হইয়া চারিদিকে ধাবিত হও এই কথা বলিতেছি না, কিন্তু ইহা বলিতেছি তোমরা

প্রকৃত রূপে উপাসনাশীল হইয়া চরিত্র নির্ম্মল কর, তাহা হইলে তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি সকলের মন প্রাণ আকৃষ্ট হইবে। জগৎ যখন দেখিবে তোমরা যথার্থই ঈশ্বরের সাক্ষী হইয়া সুখী হইয়াছ, তখন আর তাহারা পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। যাঁহার সাক্ষীর প্রয়োজন আছে সেই পূর্ণ ঈশ্বর তোমাদের কএক জনকে ডাকিতেছেন, তিনি যে এই দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম প্রস্তুত করিলেন, এই জন্য যে তাঁহারা সাক্ষী হইয়া, তাঁহার সহযোগী হইয়া (কি আশ্চর্য্য! কি উচ্চ অধিকারের কথা!!)— তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া, এ সকল সামান্য মনুষ্য, জগতে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিবে। ঈশ্বর ডাকিতেছেন, তোমরা সকলে তাঁহার পথের অনুগামী হও।

হে ঈশ্বর! এখনও তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি। কি আমি, তুমি বা কে? কত প্রভেদ। পৃথিবীর লোক বলে পাপী কি কখনও পুণ্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে পারে? জগতের লোক যাহা অসম্ভব বলিয়া জানে তাহা আমাদের জীবনে সত্য হইল। পিতা! ইহা কি সত্য নহে, নির্জনে, বৃক্ষতলে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার সঙ্গে সদালাপ করিয়াছি, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি? পিতা! এ সকলত স্বপ্ন নহে। আমরাত নিজে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আসি নাই। আজও এই ভয়ানক রজনীতে পাপ অধর্ম্মে ডুবিয়া থাকিতাম, কেন আমাদিগকে বাঁচাইয়া আনিলে? যদি ব্রাহ্ম না করিতে, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। দুষ্কর্ম্ম করিতাম, নিজের এবং অন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতাম। পিতা! এত যে দয়া করিলে কৃতজ্ঞতা কি দিয়াছি? সাক্ষী হইয়া ১০ জনের কাছে কি বলিয়াছি তুমি কেমন দয়াময়। হে দীন গতি! তুমি বাঁচাইলে তাই এত সৌভাগ্য। রত্ন পুরাতন হইলে তাহার মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না, আমাদেরও বুঝি সেই দুর্দ্দশা হইল। হে দীন নাথ! বড় উপকার করিলে, জীবন কিনিয়া রাখিলে। আশীর্ব্বাদ কর যেন চির দিন তোমাকে দেখিয়া, চরিত্র নির্ম্মল করি, এবং তোমার সাক্ষী হইয়া জগতে তোমার দয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি। ব্রহ্ম মন্দিরের রাজা! তুমি কৃপা করিয়া উপাসক দিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্লোক সংগ্রহঃ।

ধনানি যেষং বিপুলানি সন্তি
নিত্যংরমন্তে সুবি ভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শক্রবরস্থ লোকো
নাসৌ সদা দেহ সুখে রতানাম্॥
[বন পর্ব্ব, ১৮৩।৮৮

হে মহারাজ! যাহাদের বিপুল ধন আছে; যাহারা বসন ভূষণে অলঙ্কৃত থাকে এবং সর্ব্বদা আনন্দে বিহার করে; দেহ সুখে রত সেই ব্যক্তিদের ইহলোক সাধন হয় বটে; কিন্তু পরলোক সাধন হয় না।

যে যোগ যুক্তা স্তপসি প্রযুক্তাঃ
স্বাধ্যায়শীলা জরয়ন্তি দেহং
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধেনিবৃত্তা
স্তেষামসৌ নায়মরিন্দ্র লোকঃ॥
[বন পর্ব্ব, ১৮৩, ৮৯

যে সকল ব্যক্তি যোগযুক্ত তপস্যা পরায়ণ ও স্বাধ্যায়শীল হইয়া শরীরকে জীর্ণ করেন এবং জিতেন্দ্রিয় হন ও প্রাণিবধে নিবৃত্ত হন, তাহাদের পরলোক সাধন হয় বটে কিন্তু ইহলোক সাধন হয় না।

যে ধর্ম্মমেব প্রথমঞ্চরন্তি,
ধর্ম্মেণ লব্ধাচ ধনানি কালে,
দারানবাপ্য ক্রতু ভির্ভজন্তে,
তেষা ময়ঞ্চৈব পরশ্চলোকঃ॥
[বন পর্ব্ব। ১৮৩।৯০

যাঁহারা ধর্ম্মকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপে সেবা করেন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়াই ধন মান স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি উপার্জ্জন করিয়া যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন তাহাদের ইহলোক পরলোক উভয়ই সাধন হয়।

[ঐ]

ত্রি দণ্ড ধারণং মৌনং জটা ভারোথ মুণ্ডনং।
বল্কলাজিনসং বেষ্টং ব্রতচর্য্যা ভিষেচনং॥
অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীর পরিশোষণং,
সর্ব্বান্যেতানি মিথ্যাস্যুর্যদিভাবো ন নির্ম্মলঃ
[মহাভারত; বনপর্ব্বে, ১৯৯ অধ্যায় ৯০।৯১ শ্লোক।]

ত্রি দণ্ডধারণ মৌন ব্রতাবলম্বন জটাভার মস্তক মুণ্ডন বল্কলাজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক অগ্নিহোত্র ও অরণ্যবাস হৃদয়ের ভাব নির্ম্মল না হইলে এ সমুদয় বৃথা।

নায়ং লোকোস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ
উচুজ্ঞান বিদো বৃদ্ধাঃ প্রত্যয়ো মোক্ষ লক্ষণং।

সংশয়ী ব্যক্তির ইহলোক নাই পরলোকও নাই কিম্বা তাহার মনে কোন প্রকার সুখ নাই। প্রকৃত জ্ঞানী প্রাচীনেরা বিশ্বাসকেই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[বনপর্ব্ব ১৯৯।১০৬]

সংবাদ।

ব্রহ্ম মন্দিরে যাঁহারা নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন পর্য্যন্ত উপাসক সভার সভ্য শ্রেণীতে নাম স্বাক্ষর করেন নাই এবং যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন তাঁহাদেরও কোন কোন নিয়মের প্রতি অবহেলা দেখা যাইতেছে। উপাসক সভাটী যাহাতে একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী রূপে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে সকলে মনোযোগী হন এই আমাদের একান্ত বাসনা।

অনেক ব্রাহ্মকে দেখা যায় তাঁহারা সংগীত পুস্তক না দেখিলে কোন গানে যোগ দিতে পারেন না, চির দিনই এইরূপ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইহা বড় শুভ চিহ্ন নহে। পুস্তক দেখিয়া সঙ্গীত করিলে কেমন করিয়া ভাব থাকে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এত কাল সকলে গান করিতেছেন তথাপি কি তাহা মুখস্থ হবে না?

উপাসনা কালে কেহ কেহ জৃম্ভা এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা পুনঃ পুনঃ এমন এক প্রকার শব্দ করেন যাহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না অধিকন্তু তাহাতে অন্যের শান্তি ভঙ্গ হয়। নিরাশা সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ধ্বনি আমরা আর কত কাল শুনিব? "আঃ প্রাণ শীতল হল" এই আশা জনক মধুর বাক্য কি আমরা কাহারও মুখ হইতে শুনিতে পাইব না? অতএব নিরাশা বিজৃম্ভিত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ যেন আর কেহ না করেন আমরা জানি অনেকে অজ্ঞাতসারে অভ্যাস বশে এই রূপ করিয়া থাকেন। ইহা করা উচিত নহে।

উপাসক সভার প্রথম মাসিক অধিবেশনের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমরা অতীব প্রীত হইয়াছিলাম। এই রূপে মন খুলিয়া হৃদ্গত ভাব অভিব্যক্ত করিলে অচিরে অসদ্ভাব সকল তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই। সভ্যগণ এ প্রকার সভায় উপস্থিত থাকিতে যেন ত্রুটি না করেন। তাহাতে যে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে কেবল তাহা নহে আলোচনার ফল হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে। একটী দুঃখের বিষয় এই যে চক্ষের অন্তরাল হইলে পরস্পরের প্রতি আর সে রূপ উচ্চ ভাব থাকে না। এ প্রকার হওয়া কখন উচিত নহে। অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট যদি ভ্রাতৃগণকে ভাল বাসিতে না পারি তবে সে কপট ভাল বাসা কোন্ কার্য্যের? সম্মুখে যে ভাব ব্যক্ত করিব অসাক্ষাতে ও তাহা পোষণ করিব ইহাই প্রীতির লক্ষণ।

গত ৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার কুমারখালী ব্রহ্মমন্দিরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় উপাসনাদির কার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে বৈদেশিক ব্রাহ্ম কেহ নাই সকলেই এখানকার অধিবাসী। ভদ্র পরিবারের স্ত্রী লোকেরাও উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি এরূপ আস্থা ইহা একটী নূতন দৃশ্য। কুমারখালীর ব্রাহ্মগণ সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সময় সময় তথায় নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাতে অনেক হিন্দু যোগ দিয়া থাকেন।

উক্ত গ্রামে ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের একটী ধর্ম্মসভা আছে। অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মসভা যেমন ব্রাহ্মদিগের নিন্দা ঘোষণ করিতে বিশেষ অনুরাগী কুমারখালীর ধর্ম্মসভাও তদ্রূপ। ইহাঁরা একবার নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধান প্রধান অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের মুখে আমাদের আচার্য্য মহাশয়ের নিন্দা শুনিতে সমুৎসক হন। সভ্যগণ বলিলেন যে কেশব বাবুর কুৎসা না করিলে টাকা দিব না। পণ্ডিত মহাশয়েরা কি করেন অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। এ প্রকার ধর্ম্মসভা দ্বারা যে কি উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

হিন্দু পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া কোন একজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম "পৌত্তলিকতাপনেতা" নামে এক খণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে। সাকারবাদীরা যে, আপনাদের মতকে আপনাদের ব্যবহার দ্বারা প্রতিবাদ করেন গ্রন্থ কর্ত্তা তাহা সুযুক্তি সহকারে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুগণ অন্যায় রূপে যথেচ্ছাচারী বলিয়া নিন্দা করেন তদ্বিষয় ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ প্রকার পুস্তক যাহাতে পৌত্তলিকদিগের মধ্যে প্রচারিত হয় ব্রাহ্ম মাত্রেরই তাহাতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ব্রাহ্ম বন্ধুগণ অবসর কাল এই রূপে সদ্ব্যয় করিলে তাঁহাদেরও ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয় সন্দেহ নাই।

কয়েকটী বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জার্ম্মণ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একেশ্বরবাদীদিগের একটী সভা আছে। সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নানা স্থান হইতে প্রায় দেড় শত প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রতাপ বাবু একটী ইংরাজি বক্তৃতা করেন। এক জন সভ্য জর্ম্মেণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া উক্ত বক্তৃতা তৎক্ষণাৎ সকলকে বুঝাইয়া দেন। "ব্রাহ্ম সমাজ দীর্ঘজীবী হউক" এই কথা বলিয়া সকলে মনের উচ্ছ্বসিত ভাব প্রকাশ করেন।

লাহোর ব্রহ্ম মন্দিরের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্জাব দেশীয় একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম হিন্দিভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়া নগরসকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নগরসকীর্ত্তনের সময় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। এক জন গোলাপজলবিক্রেতা এক কার্পা গোলাপজল ব্রাহ্মদিগের মস্তকে ঢালিয়া দিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। গুরু-নানকের প্রসাদে পঞ্জাবের লোকদিগের মন ধর্ম্মের জন্য যে রূপ লালায়িত, ব্রাহ্মগণ জীবন দ্বারা সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে সে খানে অচিরেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সামুন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। যে সঙ্গীতটী নগরে ভ্রমণ করিয়া গান করা হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আয়ু বীতি বীতি যায় ইচ্ছা, ঈশ্বর কি শুন ভাই।
আও প্রীতি প্রীতি উপজা প্রভুনে, করুণা অধিক দেখাই।
দুঃখ কি নিশি অবশান হুয়ী কি, পুণ্য ভান নে ধায়ি।
পরিত্রাণ কে ধরম কি জ্যোতি, প্রভুনে আপ্ জাগায়ি।।
অধম জনোকা দেখ পিতা নে. অতুল দয়া বরষায়ি।
মুক্তি পানে কি সহজ ব্যবস্থা, পৃথিবী উপর আয়ি.।
দুঃখ দরিদ্র পাপ ভরম সে, মনুমে ডরো না রায়ি।
হম সবকো প্রভু আপনু হাত সে, দেবেঙ্গে বিনুশায়ি।
মনুমে বহুত আনন্দ হুয়া শুন. পতিতোঁকো আশা আয়ি।
কা এ পৃথিবী প্রেম প্রভুনে, স্বর্গ ধাম বনায়ি।
হিংসা রাগ অন্তর স্বার্থপরতা, যো হয় প্রবল আর ভাই।
স্বর্গ রাজ্য ঈশ্বরমে এ সব, রহে নই স্থির কারি।
নর নারী বনু যাবেঙ্গে জগকে, পরস্পর ভইন অন্তর ভাই।
পুত্র কন্যাকে মধ্যমে স্বামী, বাস করেঙ্গে আয়ি॥
দুঃখ সভি পরিত্যাগ কীয়া, আনন্দ কা দিন হুয়া ভাই।
শীঘ্র আও সবহি মিল ভ্রাতা. প্রেম রাজ্য মে যায়ি॥
জীস রাজ্য মে উচ নীচ কা কুছু বিচার হায় নাহি।
ভক্তি প্রীতি বিশ্বাস হায় জিন মে, মুক্তি পায় সোই পায়ি॥
কীয়া জগৎ পিতা কি প্রার্থনা, লেও দয়াল নাম সুখ দায়ী।
জীবন আপনা সার্থক কীয়া, সব জয় জগদীশ বেলাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তকের তালিক।

কলিকাতা নং ১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

	মূল্য
সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান ...	১
ঐ ঐ কাগজের মলাট ...	৸৹
ঐ ২য় ভাগ ঐ ...	৶৹
সংগীত মঞ্জরী ...	৶৹
অভিনব সঙ্গীত লহরী ..	৶৹
সংগীত মালা ...	১০
হিন্দি ব্রহ্মসঙ্গীত ...	৶৹
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কাগজের মলাট ...	৸৹
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড ...	।৶৹
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক ...	৴৹
ব্রহ্মোৎসব ...	৶৹
নির্ম্মলার উপাখ্যান ...	।৴৹
ব্রহ্মময়ী চরিত ...	৶৹
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ...	।৹
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ...	১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ) ...	।৶৹
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতনসংস্করণ)	৴৹
ঐ ঐ হিন্দি ...	৴৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ...	৴৹
ঐ ঐ (সংস্কৃত) ...	৴৹
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ...	
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত ...	
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ ...	৶৹
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ চতুর্থ সংস্করণ ..	৶৹
কতক গুলি ধর্ম্ম কথা ..	১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ..	৶৹
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ..	।৹
প্রসন্নতা প্রদায়িনী ..	৶৹
ধর্ম্ম ও নীতি ...	৴৹
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ..	৸৹
প্রবোধাবলী ..	৶৹
চরিত মালা ..	৶৹
জ্ঞান কুসুম ...	৶৹
গীত জয় জগদীশ ...	।৹
হিন্দি প্রার্থনা পুস্তক ...	৴৹
শিশু পালন ...	।৹

	Rs.	As.	P.
Baboo K. C. Sen's English visit complete in Large Thick Volume	5	0	
Channing's Work complete	1	8	
Essays, Theological and Ethical	1	0	
Historical Sketch of the Brahmo Somaj	0	6	
Regenerating Faith	0	4	
Jesus Christ Europe and Asia	0	3	
Future Church	0	3	
Lecture at the Brahmo School	0	1	
True Faith ..	0	2	0
Thiest's Prayer Book ..	0	1	0
Appeal to Young India ..	0	0	6
Brahmo Somaj Vindicated ..	0	2	0
Popular Tracts No. 1 to 4 ..	0	2	0
Destiny of Human Life ..	0	2	0
Reconstruction of Native Society ..	0	1	0
Welcome Soiree .	0	1	0
Lecture on Inspiration .	0	4	0
Essential Principles of Brahma Dharma .			
Proceedings of the Town Hall Meeting .	0	2	0
Brahmo Pocket Diary 1872 .	0	4	0
Ditto Ditto 1873 .	0	4	0
Ditto Ditto 1874 .	0	4	0
Thiestic Annual 1872 .	0	8	0
Ditto Ditto 1873 .	0	8	
Ditto Ditto 1874 .	1	0	0
Deism and Theism .	0	1	0
Lecture on Progress of Theism	0	2	0
Ditto Age of Enlightenment	0	3	0
Lecture on Brahmo Somaj of India	0	2	0
Life of Educated Native	0	2	0
Lecture on Marriage Law	0	2	0
Ditto on the Jainas	0	2	0
Man the Son of God	0	1	0
Religious and Social Reformation	0	1	6
Lecture on Alcohol	0	3	0
Epistles to the Theists in India	0	0	6
New Life	0	0	6
Lecture on Prayer	0	1	0
Order of Service	0	1	0
Prayer for Different Occasions of Life	0	3	0

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মসাধন ২য় কল্পের ১ম হইতে ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, ইহাতে কিরূপে চিরজীবন ব্রাহ্ম থাকা যায়, ব্রাহ্মদিগের মত বিশ্বাস কি, ঈশ্বর দরশন, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ধর্ম্মসাধনের আরম্ভে প্রথম কর্ত্তব্য কি? ইত্যাদি প্রস্তাব সকল অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলের পক্ষেই এই সকল বিষয় ভাল করিয়া জানা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

প্রচার কার্য্যালয়
কলিকাতা। } শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ ইস্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ই কার্ত্তিক মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।•
মফস্বল ঐ ৩।•

উপাসনা তত্ত্ব।

উপাসনা ধর্ম্মজগতের প্রাণ, মনুষ্য জাতির ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ঈশ্বরের কৃপা উৎস হইতে জীবাত্মাদিগের অন্তরে উপাসনা স্রোত বিনিঃসৃত হইয়া আসিতেছে। উপাসনাতে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, উপাসনাতেই ধর্ম্মজীবনের অনন্ত উন্নতি। উপাসনা ভিন্ন নিমেষের জন্য ধর্ম্মজীবন থাকে না। অতএব যে উপাসনা আমাদের স্বর্গীয় জীবনের জীবন, প্রত্যেক উপাসনাশীল ব্যক্তির পক্ষেই, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব সকল পরিষ্কাররূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। যাহা দ্বারা উচ্চ পবিত্র জীবন ধারণ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের অমৃত ভাণ্ডার হইতে অনন্ত জীবনের অন্ন জল সংগ্রহ করিতে হইবে, এমন গুরুতর বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা কোন মতেই আমাদের কর্ত্তব্য নহে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যিনি আপনার আত্মাকে ভক্ত, উন্নত এবং পবিত্র করিয়াছেন, উপাসনাই তাহার এক মাত্র প্রধান উপায়। উপাসনা ব্যতীত কেহই আত্মার উচ্চতম ভাব সকল বিকাসিত করিতে পারেন না। যদি ঈশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল হই, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া প্রাণকে শীতল ও বিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে উপাসনা ভিন্ন আর পথ নাই। বাস্তবিক উপাসনাই পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য জীবাত্মার এক মাত্র গতি। যে দেশে, যে কালে যিনি ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধিত, ও তৃষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে এই উপাসনার অনুসরণ করিতে হইয়াছে, এবং চির কাল প্রত্যেক ঈশ্বরার্থী ব্যক্তিকে ইহা অবলম্বন করিতেই হইবে। মনুষ্য জগতে ধর্ম্ম ভাবের উন্মেষাবধি, এ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার উপাসনা প্রণালী উদ্ভাবিত, ও অবলম্বিত হইয়াছে, বিস্তারিত রূপে কিম্বা সংক্ষেপে সে সমুদয় আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নহে; কিন্তু যে উপাসনা দ্বারা আমরা যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তাঁহার বলে বলী, তাঁহার পুণ্যে পুণ্যবাণ, তাঁহার প্রেমে প্রেমিক এবং তাঁহার সুখে সুখী হইতে পারি, সেই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা কি তাহা পরিষ্কার রূপে জানিয়া সাধন করাই আমাদের আবশ্যক।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকানুসারে সাধকেরা এই ব্রহ্মোপাসনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথাঈশ্বর প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন।

" তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য
সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আমরা অদ্য প্রথম অথবা আধ্যাত্মিক বিভাগের বিষয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব॥ ঈশ্বর প্রীতি অথবা আত্মার বিশ্বাস, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা এবং ব্যাকুলতা ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরকে ধারণ করা সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক ব্যাপার, এই জন্য প্রথম বিভাগের নাম আধ্যাত্মিক অভিহিত হইল। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন অথবা দায়িত্ব বিশিষ্ট মনুষ্য জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে হইলে বিষয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেই হয়, সংসারে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, গুরু, প্রভু, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী এবং স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক সাধন করিতে হয়, অতএব ইহার নাম উপাসনার সাংসারিক কিম্বা বৈষয়িক বিভাগ রাখা হইল। কিন্তু সচরাচর আমরা প্রথম বিভাগকেই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া থাকি। এক্ষণে সেই উপাসনা কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রহ্মোপাসনা কি? কে ইহার যথার্থ উত্তর দিবে? পৃথিবীর মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে ইহা বুঝাইয়া দিতে পারেন? প্রকৃত উপাসনা কি, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না, এবং কাহারও সাধ্য নাই যে অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারে। ঈশ্বর প্রসাদে যাঁহার জীবনে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা হইয়াছে তিনিই কেবল তাহা বুঝিয়াছেন। উপাসনা আত্মার অতি নিগূঢ় ক্রিয়া, সুতরাং ইহা কদাচ কোন বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করা যায় না। উপাসনা এই সংস্কৃত শব্দটী "আস" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আস ধাতুর অর্থ আসনে উপবেশন করা, উপ, উপসর্গের অর্থ নিকটস্থ অথবা সমীপবর্ত্তী, সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা করা অথবা ব্রহ্মের নিকটস্থ আসনে উপবিষ্ট হওয়া একই কথা। কিন্তু কিরূপে জীবাত্মা ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হয় অথবা কিরূপে মনুষ্যের অন্তরে ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভূত হয়, এ সমুদয় গূঢ় উপাসনাতত্ত্ব কে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে? ইহা সত্য যে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইতে না পারিলে কেহই উপাসনায় অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু কি প্রকারে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিব, কিম্বা কিরূপে আত্মার গূঢ়তম স্থানে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সন্নিহিত জ্বলন্ত বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিব, তাহা কে বলিয়া দিবে? বিশ্বাসী ভক্তেরা কেবল এই মাত্র সাক্ষ্য দিতেছেন, যে তাঁহারা বিশ্বাস এবং ভক্তিরূপ দিব্যচক্ষে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে নিকটে দর্শন করিতেছেন; কিন্তু যাহাদের আত্মার বিশ্বাস ভক্তি বিকসিত হয় নাই, তাহাদিগকে ঈশ্বর যে তাহাদের নিকটে আছেন তাঁহাকে কে দেখাইয়া দিবে? উপাসনায় অধিকার লাভ করা আর দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। কেননা ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে সত্য উপাসনা হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে সত্য ভাবে দেখিলেই মনুষ্য দেবতা হয়, অতএব উপাসনাশীল হওয়া এবং দেবভাব সম্পন্ন হওয়া একই বিষয় ইহা প্রতিপন্ন হইল। ঈশ্বর নর নারী প্রত্যেককেই উপাসনার অধিকারী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, এবং তিনি জীবাত্মাকে যে দেব প্রকৃতি দান করিয়াছেন, উপাসনা সাধন ভিন্ন কদাচ সেই উচ্চ স্বর্গীয় স্বভাব স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যে প্রকৃতি লাভ করিয়া আমরা ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর শ্রবণ, এবং স্বর্গরাজ্য ও অমৃতের অধিকারী হইয়াছি, উপাসনা ব্যতীত আমাদের সেই প্রকৃতি প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যে পরিমাণে আমরা জীবন্ত ও সত্য ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করি সে পরিমাণে আমাদের আত্মার এই উচ্চ অনন্ত উন্নতিশীল দেব প্রকৃতি, উজ্জ্বলতর, প্রবলতর, এবং সুমধুর হয়। অতএব উপাসনা আমাদের সামান্য

বন্ধু নহেন, ইনি ঈশ্বরের কৃপাবলে পাপ দুঃখ ভারাক্রান্ত প্রত্যেক জীবাত্মাকে ঈশ্বরের পুণ্য রাজ্যে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ইনি ঈশ্বরের কৃপা-প্রসূতা দেব কন্যা। যে সকল দুঃখী পাপী ইহাঁর অনুসরণ করিতেছেন, ইনি স্বর্গের সহচরী হইয়া সকলকেই সঙ্গে লইয়া পিতার পবিত্র প্রেমালয়ে উপস্থিত হইতেছেন। সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ইহাঁর অনুগমন করিয়া কেহই প্রতারিত হন নাই। যদি চির জীবন আমরা ঈশ্বরের আলয়ে বাস করিয়া তাঁহার নিত্য সহবাস সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে উপাসনার সৌন্দর্য্যে আমাদিগকে চির মোহিত হইয়া থাকিতেই হইবে। এই উপাসনা সাধন করিবার জন্য আমাদের মধ্যে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, যদিও ধর্ম্ম জগতে আর কোথায়ও ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু আমরা সাধনের অভাবে অদ্যাবধি ইহার সমুদয় অমৃত ফল আস্বাদ করিতে সক্ষম হয় নাই। এই জন্য প্রত্যেক নবীন সাধক যাহাতে বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীর সমুদয় অঙ্গ গুলি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনে তাহা সাধন করিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই আমরা এই "উপাসনা তত্ত্ব" বারম্বার আন্দোলন করিতেছি। ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন যে আমাদের প্রবর্ত্তিত উপাসনা প্রণালী ৪ ভাগে বিভক্ত। ১ম উদ্বোধন, ২য় আরাধনা, ৩য় ধ্যান, এবং ৪র্থ প্রার্থনা। ইহা বলা বাহুল্য যে এই ৪টী অঙ্গই আমাদের প্রতি জনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সংসারের কার্য্য করিতে করিতে যখন আত্মা নিতান্ত অবসন্ন, নির্জ্জীব এবং অসাড় হইয়া পড়ে, তাহাকে পুন র্জ্জীবিত এবং সচেতন করিবার জন্য উদ্বোধন নিতান্ত আবশ্যক ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্ম নির্জ্জন উপাসনার সময় উপাসনার এই প্রথম অঙ্গটী পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়াই একেবারে হয়ত প্রার্থনা নতুবা আরাধনা আরম্ভ করেন। যথা রীতিমত উদ্বোধন করিয়া ক্রমান্বয়ে আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনাদি কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলে যে নিশ্চয়ই উপাসনা সরস এবং সজীব হয় তাহা তাঁহারা সম্ভোগ করিতে পারেন না। বিশ্বাস, ভক্তি, ব্যাকুলতা, এবং বিবেক প্রভৃতি আত্মার উচ্চ প্রবৃত্তি সকল নিদ্রিত হইলে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে প্রবোধিত করিবার জন্য প্রতিদিন উদ্বোধন করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, আরাধনা, এই সংস্কৃত শব্দটী "রাধ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। রাধ ধাতুর অর্থ ভক্তি। ঈশ্বরের যে কএকটী স্বরূপ আমরা আরাধনা করি, ঐ সমুদয় গভীর রূপে আয়ত্ত হইলে নিশ্চয়ই উপাস্য দেবতার প্রতি উপাসকের নিগূঢ় এবং অচলা ভক্তি উদ্দীপ্ত হয়। তৃতীয়, ধ্যান, এই শব্দটী "ধ্যৈ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা। ৪র্থ, প্রার্থনা, ইহা "অর্থ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ ধতুর অর্থ প্রয়োজন। ঈশ্বর আত্মার প্রার্থনার বস্তু অথচ ঈশ্বর সহবাস আত্মার পরিত্রাণ পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন এই ভাবে প্রার্থনা বাক্যের ধাত্বর্থের দ্বারাই ইহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। সময়ান্তরে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি উপাসনা তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সকল বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা যাইবে ইচ্ছা রহিল।

প্রেমের জয়।

বিলম্বে হউক বা অবিলম্বে হউক প্রেমেরই জয় হয়, অপ্রেমের জয় কদাপি হয় না। যে স্বাভাবিক বিশ্বাসে আমরা বলিয়া থাকি সত্যের জয় হইবেই হইবে, সেই বিশ্বাসই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, প্রেমের জয় হইবেই হইবে। এ কথা শুনিয়া অল্প বিশ্বাসীরা মনে মনে হাস্য করিবেন, কেননা বুদ্ধির চাতুর্য্য এবং কৌশল তাঁহাদের অভ্রান্ত শাস্ত্র। কেহ যদি তাঁহাদের সম্মুখে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করে

তাহাকে হয়তো তাঁহারা উন্মাদ বলিয়া স্থির করিবেন। বস্তুতঃ স্বার্থপরতা এবং কুটিলতার এমনি প্রাদুর্ভাব যে, প্রেমের কথা এ সংসার মধ্যে স্থানই পায় না। যেখানে কোন প্রকার স্বার্থ আছে সেই খানে প্রেম ধাবিত হয় এইটী সাধারণ সংস্কার, সুতরাং প্রেম সাধনের কথা যে এখানে স্থান পাইবে না তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং ঈশ্বর প্রেম সাধন সম্বন্ধে বারম্বার আলোচনা করিলে তাহাতে লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু "মনুষ্যকে প্রেম কর" এ কথা লইয়া পুনঃ পনঃ আন্দোলন করিলে তাঁহাদের বিরক্তির আর সীমা থাকে না। মনুষ্য সমাজের মধ্যে প্রেম স্থাপন করা অতি সামান্য কার্য্য বলিয়া অনেকের একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার আছে, সেই জন্যই বোধ হয় এ সম্বন্ধে বাহুল্য রূপে সমালোচনা তাঁহারা শুনিতে চাহেন না। ঈশ্বর প্রেম সাধন সম্বন্ধে যত কিছু উপায় প্রদর্শিত হইবে, যে সকল মত ব্যক্ত করা হইবে তাহা শ্রবণে কিম্বা অবলম্বনে চিরকালই লোকের অনুরাগ প্রকাশ পায়, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম সাধন বিষয়ে অধিক আন্দোলন করিতে গেলে তাঁহাদের মহা ক্রোধ উপস্থিত হয়। পৃথিবীর প্রচলিত প্রেমের আদর্শ অতি হীন বলিয়াই হউক, কিম্বা পুরাতন ঋষিদিগের অবলম্বিত আংশিক এবং নির্জ্জন সাধনের প্রতি পক্ষপাত বশতই হউক, পরিবার বন্ধন, প্রেম সাধন এ সকল অপ্রচলিত কথা আমাদিগের দেশস্থ লোকদিগের নিকট তাদৃশ শ্রুতি সুখকর নহে। এ জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামা দিয়া কিঞ্চিৎ ভয়ের সহিত সময়ে সময়ে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকি। কিন্তু "প্রেমের জয় হইবে" এ কথা বলিতে কি আমরা চিরদিন ভয় করিব? তোমার আমার কল্পিত প্রেম নয়, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইবে এ কথা বলিতে ভীর লজ্জা কি, ভয়ই বা কি? ভ্রমান্ধ পৌত্তলিক জগতের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন উচ্চৈঃস্বরে বলিব "একমেবা দ্বিতীয়ং" "সত্যমেব জয়তে," তেমনি স্বার্থপর অপ্রেমিক জগতের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিব, "প্রেমের জয় হইবেই হইবে।" উপদেশ, জীবনে পরিণত করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা বা সোপানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। একবারে পূর্ণ মাত্রার প্রেম সাধন দুরূহ ব্যাপার বলিয়া কি আদর্শ প্রেমের মহত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইবে না? মনুষ্য পাপী হইলেও ঈশ্বরের পূর্ণ সত্য প্রচারিত হইবে। এবং বিশ্বাসীগণ তাহা সম্ভব মত জীবনে পরিণত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরপ্রেম সাধন যেমন কঠিন ব্রত, মনুষ্যের প্রতি প্রেম সাধনও তদ্রূপ কঠিন ব্রত, বরং শেষোক্ত সাধন অধিকতর কঠিন বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ, যে ঈশ্বর সদা সর্ব্বদা আমাদিগকে ভাল বাসিতেছেন, আমাদের কল্যাণ ভিন্ন যিনি আর কিছুই জানেন না, সহস্র অপরাধী হইলেও যিনি আমাদিগকে উদার ভাবে চির দিন ক্ষমা করিয়া থাকেন, আমাদের অত্যাচার চির দিন সহ্য করেন তাঁহাকে—কেবল একমাত্র তাঁহাকে প্রেম করা ইহা কিছু বড় অধিক আয়াস সাধ্য নহে। মনুষ্য কেমন করিয়া তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের চক্ষের সম্মুখে আমরা কত পাপ করিতেছি সকলই তিনি দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি তাঁহার ভালবাসার কিছু মাত্র ত্রুটি নাই। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে তিনি আমাদের কৃত অপরাধ সকল লইয়া প্রতি দিন এক খানি প্রকাণ্ড সংবাদ পত্র পূর্ণ করিতে পারিতেন। তিনি অতি সরল স্বভাব, দয়াবান্, অনন্ত ক্ষমাশীল বলিয়া তাহা হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মত উদার প্রেমিক পিতাকে ভাল বাসিব তাহাতে আর পরিশ্রম কি? কিন্তু যাহাদের সঙ্গে প্রতি পদে পদে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, যাহারা আমাদের ধন মান সুখ সম্ভ্রমের অংশ গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা বিরক্ত করে, একটী অপরাধ হইলে সংবাদ পত্রে তাহা মুদ্রিত করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করে, একটী কটু কথা বলিলে চির দিনের মত হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করাই অতিশয় কঠিন কার্য্য। অথবা উভয়ই এক সূত্রে গ্রথিত, একটীকে পরিত্যাগ করি। অপরটী সাধিত হইতে পারে না! মনুষ্যের সঙ্গে বিবাদ থাকিলে ঈশ্বরকে ভাল বাসা যায় না। যে হেতু প্রকৃত প্রেম কেবল প্রেমাস্পদ ব্যক্তিতে বদ্ধ থাকে না। তিনি যে যে বস্তু কিম্বা ক্রিয়াকে ভাল বাসেন তাহাদের প্রতিও সেই প্রেম ব্যাপ্ত হইবে। এরূপ মনে করা কখন উচিত নহে যে আমরা জন সমাজে অশান্তি অপ্রেম বিস্তার করিয়াও ঈশ্বরের প্রিয়

হইতে পারি। তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসেন, আমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা করি তাহাতে কি তিনি আমাদিগকে নিরপরাধী জ্ঞান করিবেন? আমাদের পক্ষে এখন মনুষ্যের প্রতি প্রেম সাধনের কার্য্য অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে। এত অল্প কালের মধ্যে ইহাতে বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? মনুষ্যকে ভাল বাসিতে না শিখিলে ধর্ম্মসাধন চির দিন অঙ্গহীন অবস্থায় অবস্থিতি করিবে। "ভ্রাতৃপ্রেম" শব্দটী যদিও অতি পুরাতন এবং বিরক্তিকর হইয়া এক্ষণে অনেকের কর্ণকে আঘাত করিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার সারবত্তা অতি অল্পই উপলব্ধি হইয়াছে। সারবত্তা আস্বাদিত হয় নাই অথচ শব্দটী বার বার শ্রুতিগোচর হইয়াছে এ অবস্থায় নিরাশ হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? প্রমুক্ত হৃদয় প্রেমিক ভক্তেরা প্রেম বিতরণ করিয়া পৃথিবীতে অনেক সময় প্রতারিত হইয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের তাহাতে উন্নতিই হইয়াছে। তাঁহারা প্রেমের উপযুক্ত পুরস্কার ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছেন। অতএব প্রেম সাধন কোন কালে ব্যর্থ হইবার নহে। যাহাতে মানব পরিবার মধ্যে প্রেম বিস্তারিত হয় তজ্জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ চিরদিন চেষ্টা করিতেই হইবে; কারণ প্রেমেরই জয় হয় অপ্রেমের জয় কদাপি হয় না।

ব্রহ্মোৎসব।

ব্রাহ্মদিগের পক্ষে ব্রহ্মোৎসব অতি পবিত্র বস্তু। এক এক উৎসবে কত কত মহাপাতকীর হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, অনেক নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, ভক্তগণ বিশ্বপতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মনের সাধে প্রেমসুধা পান করিয়াছেন। এমন পবিত্র উৎসবকে অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উৎসবের দিন যদি প্রেমময়ের শ্রীচরণ হইতে সাধকের মন অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা যদি অন্য প্রকার আনন্দ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, প্রেমানন্দ পরিত্যাগ করিয়া যদি বিষয়ানন্দে মন নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে উৎসবকে অপব্যবহার করা হয়।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রায় বিষয় কার্য্যে অতিবাহিত হয়, এক দিন বিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনা হইয়া অবিচ্ছেদে ব্রহ্ম পূজা করিব সুশীতল মধুর দয়াময় নাম গান করিব, ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রেমসুধা পান করিব, ইহা কি অসম্ভব, না, কষ্টকর? এক দিনও কি মনকে স্থির রাখা যায় না? যদি না যায় তবে উৎসবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ পবিত্র বস্তুর অপব্যবহার করিলে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

দয়াময়ের কৃপাতে দিন দিনই ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অনেক স্থানে উৎসব হইয়া থাকে। সাম্বৎসরিক দিনে যে, ব্রহ্মোৎসব করিতেই হইবে, তাহা নহে। যাঁহাদের মন প্রস্তুত হইবে তাঁহারা করিবেন, মন প্রস্তুত না হইলে উৎসব করা অকর্ত্তব্য। কেবল অনুকরণ করিবার জন্য সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উৎসব করিলে তাহাতে ফল লাভের প্রত্যাশা অতি অল্প।

উৎসবের দিন যে সকল কার্য্যে মন চঞ্চল হয়, ধ্যান ধারণা সাধন ভজনের ব্যাঘাত হয়, আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১। ব্রহ্মমন্দিরে, অথবা উপাসনা স্থানে, উপাসনার পর অন্য গল্প, হাস্য পরিহাস করা উচিত নহে, তাহাতে স্থানের গম্ভীরতা নষ্ট হয়। যাঁহারা উপাসনা স্থানে বসিয়া সাধন ভজন করিতে চান কেবল তাঁহাদিগেরই উপাসনা স্থানে থাকা কর্ত্তব্য, যাঁহারা তাহা না করিবেন, তাঁহাদিগের সেখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

২। উৎসবের দিন পবিত্র ভাবে আহার করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ উপাসনা করিয়া আহার আরম্ভ করিতে হইবে, এবং আহার কালে বৃথা আমোদ আহ্লাদ করিয়া মনকে তরল করা হইবে না। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি আহার কালে হাস্য পরিহাস করাতে অনেকের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। উপাসনা কালে যাহা লাভ করিয়াছিলেন হাস্যের হিল্লোলেই তাহা ভাসিয়া গেল। এজন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আহার করা আবশ্যক। গুরু ভোজনে আলস্য বৃদ্ধি ও নিদ্রাকর্ষণ হয়, এজন্য লঘু ভোজন প্রয়োজনীয়।

৩। উপাসনা কালে উপাসনা গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য ব্যস্ত থাকা উচিত নহে। যাঁহারা গৃহ সজ্জায় মত্ত থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে উপাসনার ভাব প্রবেশ করে না। কোন ব্যক্তি এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ উৎসবে কি কি উপদেশ লাভ করিলে? তিনি কিছুমাত্র উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, তিনি গৃহসজ্জা এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, উপাসনা ও উপদেশে মনোযোগ করিতে পারেন নাই।

৪। সঙ্গীতের সুরে মুগ্ধ না হইয়া ভাবে মুগ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অনেকে সুরের জন্য সঙ্গীত করেন, ভাবের প্রতি অল্প মাত্র দৃষ্টি থাকে। সুরকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সুর

যেন ভাবকে অতিক্রম না করে। এই চারিটী বিষয় উৎসব সম্ভোগের প্রধান শত্রু। অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।

উৎসব সম্ভোগ করিলাম কি বঞ্চিত হইলাম উৎসবের পর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। উৎসব সম্ভোগ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। উৎসবে দয়াময়ের শ্রীচরণ লাভ করিলে, মন নির্ম্মল হয়, হৃদয়ের পাপ অন্ধকার চলিয়া যায়, পুণ্যজ্যোতিতে হৃদয় সমুজ্জ্বল হয়, বিষয়াসক্তি তিরোহিত হয়, প্রেমভক্তিতে, হৃদয় বিগলিত হয়, পূর্ব্বে সহস্রবার দয়াল নাম গান করিলে শরীর মন পুলকিত হইত না, এখন এই মধুমাখা দয়াল নামটী শুনিবামাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইল, প্রাণ গলিয়া গেল। উদ্ধত মন বাস্তবিক তৃণের ন্যায় নীচ হইয়া যায়, অহঙ্কারের মস্তক চূর্ণ হয়। পূর্ব্বে শত্রুতা বশতঃ যাঁহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে নাই, আজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পদধুলি লইয়া সুশীতল হইলাম। কি আশ্চর্য্য আমার চক্ষুতে যেন কেহ কোন আশ্চর্য্য বস্তু মাখাইয়া দিয়াছে। যে দিক্ দেখি, সেই দিকেই দয়াময়ের সৌন্দর্য্যে সুশোভিত দেখিতে পাই। প্রাণ মন তাঁহার সৌন্দর্য্যে, তাঁহার প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছে। আঃ বাঁচিলাম প্রাণ শীতল হইল, উৎসব আমাকে নরক হইতে টানিয়া তুলিয়া স্বর্গে লইয়া আসিল। এ সকল কথা কাল্পনিক কথা নহে ইহা সত্য কথা, ইহা উৎসবের অব্যর্থ ফল। উৎসবের পর জীবন এরূপ পরিবর্ত্তিত না হইলে, স্বর্গ সুখ লাভ না করিলে উৎসব ভোগ করি নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব আমাদের বিনীত অনুরোধ বিশেষ সাবধান হইয়া যেন পবিত্র ব্রহ্মোৎসবে প্রবেশ করা হয়।

মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক বিশেষ হইতে অনুবাদিত।

খোদ পসন্দি।*

খোদপসন্দি একটী পাপ প্রবৃত্তি। প্রেরিত মহর্ষি মহম্ম বলিয়াছেন যে তিন বিষয় সাঙ্ঘাতিক —ব্যয়কুণ্ঠতা, বিষয় তৃষ্ণা ও খোদপসন্দি অর্থাৎ আপনার প্রতি অন্ধানুরাগ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যদ্যপি তোমরা অন্য কোন পাপানুষ্ঠান না কর তথাপি তোমাদিগের হইতে আমার একটী বিষয়ে ভয় আছে, যাহা সকল পাপাচার অপেক্ষা বিগর্হিত, তাহা খোদপসন্দি। মনুষ্য কখন্ পাপাচারী হয়? এন্‌হাকে কেহ ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যখন আপনাকে সদাচারী বলিয়া জানে। এরূপ জানাই খোদপসন্দি। মহর্ষি এম্‌হা বলিয়াছেন যে মৃত্যু এবং দুর্গতি দুইটী বিষয়ে হয়, তাহা নিরাশা ও খোদ্ পসন্দি। নিরাশা মনুষ্যকে প্রাপ্তব্য বিষয়ের লাভে নিশ্চেষ্ট ও শিথিল যত্ন করে, খোদ পসন্দি প্রার্থনা শূন্য ও নিরাকাঙ্ক্ষ করে, মহাত্মা মৎরব বলিয়াছেন যে যদি আমি সমুদায় রাত্রি নিদ্রায় যাপন করি, এবং প্রাতঃকালে, নিশা বৃথা যাপন করিয়াছি বলিয়া সশঙ্কভাবে ও ভগ্ন হৃদয়ে গাত্রোত্থান করি তথাপি আমি এ কার্য্যটী তদপেক্ষা উত্তম বলিব যে সমুদায় রাত্রি উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, এবং প্রাতঃকালে বড় ভাল কার্য্য করিয়াছি বলিয়া তদ্বিষয়ে গৌরব ও খোদপসন্দি করি।

খোদ পসন্দি হইতে বহু বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে একটী অভিমান, যদ্দ্বারা মনুষ্য অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে। ২য় বিঘ্ন এই যে খোদ পসন্দ ব্যক্তি নিজের পাপ স্মরণ করে না ও পাপানুসন্ধানে রত হয় না। সে মনে করে যে আমি বিশুদ্ধ আছি। অপিচ উপাসনাতে কৃতজ্ঞ হয় না, কৃতজ্ঞতা অনাবশ্যক মনে করে। উপাসনার বিঘ্ন সংগ্রাম সকল জানে না, অনুসন্ধান করে না বরং মনে করে তাহা নির্বিঘ্ন। তাহার মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া যায়। ঈশ্বরে ভয় থাকে না এবং উপাসনার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আপনার অধিকার স্থাপন করে। সে আপনার প্রশংসা করে ও আপনাকে বিশুদ্ধ জানে। যখন আপনার জ্ঞানেতে খোদ পসন্দি হয়, তখন কাহার নিকট কিছুই জানিতে ইচ্ছা করে না। যদি তাহার নিকটে কোন ব্যক্তি তাহার কথার বিপরীত কথা বলে সে তাহা শ্রবণ করে না। কাহারও উপদেশ শুনে না। সুতরাং অনভিজ্ঞ থাকে।

খোদ পসন্দি একটী রোগ। অতি মুর্খতা এই রোগের নিদান। আত্ম জ্ঞান ইহার ঔষধ। যে ব্যক্তি জ্ঞান চর্চ্চা এবং উপাসনা সাধনাতে নিরত আছেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ভাল তোমার খোদ পসন্দি কি এই কারণে হইয়াছে যে এই সমস্ত সাধুকার্য্য তোমার শক্তি ও প্রভাব ব্যতীত

* আপনার যাহা কিছু তাহা পসন্দ-মনোনীত করাকে পার্সিতে খোদ পসন্দি বলে।

তোমা হইতে প্রকাশ পাইতেছে এবং তুমি কেবল তৎপ্রকাশের পথ অর্থাৎ দ্বার স্বরূপ। অথবা এই কারণে খোদ পসন্দি হইয়াছে যে এই সকল সৎক্রিয়া তোমার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং তোমারই শক্তিতে লাভ হইতেছে। যদি প্রথমোক্ত কারণে হয়, তবে যে প্রকাশের পথ মাত্র, তাহার খোদ পসন্দি হইতে পারে না। যেহেতু সে যে যন্ত্র স্বরূপ, তাহার নিজের শক্তিতে কোন কার্য্য হয় না। কিন্তু যদি বল যে এই সৎকার্য্য আমি করিতেছি, তাহা আমার শক্তি ও প্রভাবে হইতেছে, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিব তুমি জান, যেই শক্তি ও প্রভাব ইন্দ্রিয় ও ইচ্ছা হইতে এই সকল সৎ ক্রিয়া হইতেছে সে সকল তুমি কোথা হইতে পাইলে? যদি বল যে আমার ইচ্ছা হইতেই তাহা হইতেছে, তবে আমি প্রশ্ন করিব ভাল এই ইচ্ছার সৃষ্টি কে করিয়াছেন যাহা তোমার কণ্ঠকে বাধ্যতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিক সমুদায় ঈশ্বরের, তোমার খোদ পসন্দির কারণ কেবল মুর্খতা। যে হেতু তোমা দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। তুমি ঈশ্বরের দয়া এবং প্রভাব দেখিয়া মোহিত হও। অসংখ্য লোক উপাসনা, পুণ্য ব্রতেতে উদাসীন রহিয়াছে এবং আপন ইচ্ছাকে পাপ পথে নিযুক্ত রাখিয়াছে; পবিত্র পরমেশ্বর তোমার প্রতি দয়ার ভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছেন; তোমাকে তাঁহার মন্দিরে আহ্বান করিয়াছেন, কত সৌভাগ্য!! যদি কোন রাজ্যেশ্বর দাসবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের এক জনকে বিনা কারণে—পূর্ব্বকৃত সেবা পরিচর্য্যাদি কারণ ব্যতীত রাজপ্রসাদ স্বরূপ মহামুল্য পরিচ্ছদ দান করেন। রাজার সেই বদান্যতায় দাসকে চমৎকৃত হইতে হইবে। যে হেতু ভূপতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অনধিকারীকে মহা পরিচ্ছদে উন্নত করিয়াছেন। পরন্তু যদি সেই দাস বলে যে রাজা বুদ্ধিমান লোক, যে পর্য্যন্ত তিনি আমাতে অধিকার—পাইবার যোগ্যতা না দেখিয়াছেন মহা পরিচ্ছদ দান করেন নাই। তবে আমি জিজ্ঞাসা করিব যদি তাহাও হয় সেই অধিকার তুমি কোথায় পাইলে। তাহা পাইবার অধিকারও যদি রাজার প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তোমাতে খোদ পসন্দির কোন কারণ বিদ্যমান নাই। ইহার অন্য দৃষ্টান্ত এই, যদি রাজা প্রথমতঃ তোমাকে অশ্ব দান করেন, তুমি যেন তাহাতে খোদ পসন্দি করিলেনা, পরে যদি তোমাকে একটী ভৃত্য দান করেন তবে বলিবে যে রাজা আমাকে ভৃত্য দিয়াছেন আমার নিকটে ঘোড়াটী ছিল বলিয়া, তাহা অন্যের নিকটে ছিল না। পরন্তু যখন অশ্বও তিনিই দিয়াছেন, তখন তোমার খোদ পসন্দির কিছুই কারণ নাই। তিনি উক্ত দুই বস্তুই এক সময়ে তোমাকে দান করিতে পারেন। যদি তুমি বল যে পরমেশ্বর উপাসনার যোগ্যতা আমাকে এ জন্য দিয়াছেন যে আমি তাঁহাকে ভাল বাসি, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিব; ভাল এই প্রেম তোমার মনে কে প্রেরণ করিলেন,। যদি বল আমি তাঁহাকে চিনি ও তাঁহার অবিনশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রেম করি, আমি বলিব ভাল ঈশ্বর পরিচয় ও দর্শন তোমাকে কে দান করিল। যখন সমুদায় তাঁহা হইতে হইতেছে, তবে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকল গুণ ও শক্তি এবং ইচ্ছা তোমাকে দান করিয়াছেন, তাঁহার দয়া ও করুণাতে মোহিত হও, তুমি কিছুই নও। কোন সাধু ব্যাপার তোমাহইতে হয় না। তুমি কেবল ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশের পথ এবং দ্বার।

ব্রাহ্ম বন্ধু সভা।

ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা।

বৃহস্পতিবার, ২৬ শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

প্রত্যেক কার্য্যেই সাধনের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে অতি পুরাতন সময় হইতে, সাধন এই শব্দটী কেবল ধর্ম্ম সম্পর্কেই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। কোন বিষয় নাই যাহা সাধন অথবা উদ্যম, চেষ্টা অভ্যাস, এবং অধ্যবসায় দ্বারা অর্জ্জন করিতে না হয়। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমতম বিষয় যে ধর্ম্ম তাহা যে, সাধন দ্বারা লাভ করিতে হইবে তাহাতে মতান্তর অসম্ভব। প্রাচীন মহর্ষিগণ ধর্ম্ম সাধন সম্পর্কে অনেক প্রকার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সাধন সম্পর্কে এই দেশে যে উচ্চ আদর্শ আছে তাহা সাধক মাত্রেরই সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্ম আন্তরিক বিষয়, তাহা অর্জ্জন করিতে বহু আয়াস আবশ্যক। সাধন ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, জীবন পবিত্র করা যায় না। আমাদের দেশীয় ধর্ম্ম পুস্তকে সাধনের অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সকল

রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত "ধ্রুব"। এই জীবন সত্যই হউক বা কাল্পনিক হউক; কিন্তু যে অন্তর হইতে ইহা নির্গত হইয়াছে তাহা কত মহৎ। ধ্রুব পঞ্চম বর্ষের বালক হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, তথাপি সাধনের প্রয়োজন হইল। নারদের নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধন করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিলেন। ধ্রুব শিশু হইলেও তাঁহাকে পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল যখন তিনি সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ধ্রুব-চরিত্র পাঠ করিলে সাধনের আবশ্যকতা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্রাহ্মদিগের কোন লিখিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র নাই অতএব তাঁহাদের আরও অধিক সাধনের প্রয়োজন। পুস্তক নাই বলিয়া অধিক সাধু সংসর্গ এবং অধিক আলোচনার আবশ্যক। সাধন না করিলে অন্তর প্রস্ফুটিত হয় না। সাধন, তপস্যা অতি গুরুতর বিষয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, আত্মার গভীর স্থানে এসকল নিগূঢ় ব্যাপার সাধন করিতে হয়। উচ্চ সাধন বাহিরের ঘটনা নহে। অতএব সাধন সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ অধিকার অনুসারে সাধন করিবে। বর্ণ পরিচয় অধ্যয়ন না করিয়া মহাভারত পাঠ করা অনধিকার চর্চ্চা। বর্ণ পরিচয় অভ্যাস করিতে গিয়া যদি বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে ব্যাকুল হই কদাচ আমাদের ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ মাত্র প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত হয়, আমিও কল্পনা দ্বারা মনে করিলাম, আমার ঈশ্বর দর্শন হইল; কিন্তু এই রূপ হয় ১ বৎসর কিম্বা ১০ বৎসর আত্ম প্রতারণা করিতে পারি অবশেষে এক দিন এই অসত্য প্রকাশিত হইবেই হইবে। তখন মনে করিব আমি যেমন প্রতারিত হইয়াছি, ঐ ব্যক্তিও সেই রূপ প্রতারিত হইতেছে। এই রূপ অনধিকার চর্চ্চা দ্বারা ব্রাহ্মগণ আপনাদের এবং অন্যের অনিষ্ট করিয়া থাকেন। কেননা যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আপনারা প্রকৃত বিষয় লাভ করিতে না পারি তত দিন যাঁহারা যথার্থ বিশ্বাসী এবং ভক্ত তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত নহে। এইরূপ ব্যবহারকেই অনধিকার চর্চ্চা বলে।

[সাধনের তিনটী অঙ্গ,]

১ম। জ্ঞান,

২য়। প্রেম,

৩য়। কার্য্য,

১ম, জ্ঞান, দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) পরা বিদ্যা এবং (খ) অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সহজ জ্ঞান ও বিবেক দান করিয়াছেন। এবং এ সকল ভিন্ন আমাদিগকে স্ব চিন্তা সাধন, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ, সাধু সংসর্গ এবং ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইবে। এ সকল সাধন দ্বারা ধর্ম্ম চিন্তা শক্তি এতদূর বলবতী করিতে হইবে যে আমি যত ক্ষণ ইচ্ছা করি ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম বিষয় চিন্তা করিতে পারিব। (খ) অপরা বিদ্যা, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করা। এ দুই অঙ্গকে যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে।

২য়। প্রেম সাধনও দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) ঈশ্বরের প্রতি (খ) মনুষ্যের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রগাঢ়তর করিবার জন্য তাঁহার প্রেমিক ভক্তদিগের উপাসনায় যোগ দিতে হইবে। সেই সকল সঙ্গীত করিতে হইবে যাহা দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রস্ফুটিত হয়। যেমন ঈশ্বরকে প্রেম দিব, তেমনই মনুষ্যদিগকে, তাঁহার সন্তানদিগকে ভাল বাসিব। জন সমাজে যথার্থ নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম জনিত প্রেম আছে কি না সন্দেহ। যে প্রেমের সঙ্গে কোন বিশেষ মত, কিম্বা সাংসারিক কোন ভাবের যোগ আছে তাহা উৎকৃষ্ট নহে। যদি কাহারও প্রতি অপ্রণয় কিম্বা অশ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার গুণ গুলি স্মরণ করিয়া একটী কাগজে লিখিয়া তাহা বারম্বার পাঠ করিব, উপাসনার সময় তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা করিতে হইবে। এবং অন্যান্য সময়োপযুক্ত উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়া সকলকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গুণ দেখিয়া ভাল বাসাও উৎকৃষ্ট নহে। কোন আত্মীয় ব্যক্তির সন্তানকে দেখিবামাত্র ভাল বাসি,—তাহার গুণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। তেমনি ঈশ্বরের সন্তান বলিয়াই ভাল বাসিব, এক পিতার পুত্র, এক দেবতার উপাসক, এক গুরুর শিষ্য এই মধুর সম্পর্কেই ভাল বাসিতে হইবে। এ সম্পর্কে সগুণ নির্গুণের প্রভেদ নাই। এই ভাল বাসার সাধন।

৩য়। কার্য্য সাধন, ধর্ম্মের আদিষ্ট কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হইবে। এ সমস্ত অবস্থাতে দৃঢ়সংকল্প চাই। যদি দ্বীপান্তরিত হইতে হয়, কিম্বা যদি প্রাণ যায় তথাপি সত্য পালন করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলে সচ্চরিত্র হইতে হইবে। লোকে জানুক আর না জানুক আমি জানি আমি কোন্ দোষে দোষী। একটী ব্রাহ্মের চরিত্রের দ্বারাও যদি ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হয় সে ব্রাহ্ম বিশ্বাসঘাতক।

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এই দুটী ব্রাহ্মজীবনের প্রধান লক্ষণ। যে ব্রাহ্ম এই লক্ষণ হইতে বিচ্যুত, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কলঙ্ক; অতএব প্রাণপণে সচ্চরিত্র থাকিবে।

যে উপাসনা দ্বারা অন্তরে মধুরতা, প্রেম শান্তি লাভ করা যায় সেই উপাসনা সাধন করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ

দর্শন দ্বারা ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিতে হইবে। জগতে জ্ঞান কৌশলের চিহ্ন দেখা যায়, অতএব ইহার এক জন জ্ঞানময় স্রষ্টা আছেন, এই রূপ অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা নিরূপণ করিলে হইবে না। লোকের উপকার করেন, অতএব ঈশ্বর দয়াময় এরূপ যুক্তির উপরে নির্ভর করিলে মরিতে হইবে। যিনি জগতের বিধাতা তিনি নিরাকার। কিন্তু তাঁহার আকার নাই বলিয়া কি তাঁহার দর্শন করা যায় না? সাধন দ্বারা তাঁহাকে উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা কল্পনা, কিম্বা অলঙ্কারের কথা নহে। জ্ঞানময় প্রেমময় পবিত্র ঈশ্বর অন্তরে বর্ত্তমান. দর্শন করিলে আর অবিশ্বাসী হইতে পারি না। বরং জগতের আর সকল বস্তু অসৎ হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে দেখিলাম এই সত্য ঘটনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। যে সকল উপায় দ্বারা ভক্ত সাধক তাঁহার নিকট গমন করিয়াছেন, সে সমুদয় সাধন করিতে হইবে। তাঁহার নামের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। দয়াময় প্রেমসিন্ধু অধমতারণ ইত্যাদি নাম সাধন, কিম্বা শ্রবণ. কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রেমে মন বিগলিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য। তিনি এবং তাঁহার নাম একই পদার্থ। দয়াময় বলিবা মাত্র অক্ষর মনে আসিবে না; কিন্তু তাঁহাকেই দেখিব। যত ক্ষণ অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে না লাভ করিতে পারিব ততক্ষণ ধ্যান পরিত্যাগ করিব না। ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেমে হৃদয় পূর্ণ থাকিবে। প্রত্যহ উপাসনা সাধন করিতে হইবে। তাঁহাকে না দেখিলে কিরূপে তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে? আমাদের ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় সাধনের একটী দৃষ্টান্ত তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্গতি থাকিত না। সাধন ভিন্ন ব্রাহ্ম জীবন অসার এবং নিষ্প্রভ। যখন সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র উজ্জ্বল রূপে দেখিবে তখন পাপ করা অসম্ভব হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৩শে কার্ত্তিক ১৭৯৬ শক।

ক্ষুদ্র বীজের ভিতর প্রকাণ্ড বৃক্ষ। পঙ্কের মধ্যে সুন্দর পদ্মের উৎপত্তি। এ সকল ব্যাপার দেখিলে মনুষ্য যত কেন ক্ষুদ্র ও জঘন্য হউক না তাহাকে ঘৃণা করা যায় না। কে বলিতে পারে এখন যাহাকে সামান্য, অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি তাহা দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণের জন্য কোন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন না হইবে? অতএব যথার্থতঃ অসার, জঘন্য অথবা সামান্য কি তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইবে। কেননা এই আমরা দেখিলাম যাহা বাহিরে দিখিতে অসার, এবং অতি সামান্য তাহা হইতেই সার এবং মহা ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা কখনও ঐ সকল সামগ্রীকে তুচ্ছ করেন না। তাঁহারা জানেন ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐ সকল বস্তুকে ঘৃণা করিলে পরলোকের পথে কণ্টক রোপন করা হয়। আমরা দেখিতে পাই যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে তৎপর হন তিনি সংসারকে অসার মনে করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মগণ! সে বস্তু কি যাহা তোমরা সংসার বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, এবং যাহা অসার ছায়া মনে করিয়া সর্ব্বদাই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ? পৃথিবীতে এমন শাস্ত্র নাই, যাহা সংসারকে অসার বলিয়া উপদেশ না দেয়, কিন্তু সে সংসার কি? যাহা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, তাহাই কি সংসার, পাপ, অধর্ম্ম, অথবা বিষ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে? এ প্রকার যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা যথার্থ জ্ঞানবান বলিয়া জগতে সমাদৃত হইতে পারেন না। যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ী জ্ঞান করিয়া তাহার উপরে যে প্রেম স্থাপন তাহাই অসার। যাহা চিরকাল থাকিবে না. তাহার উপর হৃদয়ের সমুদয় অনুরাগ স্থাপন করাই অসারতা। যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরের ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহারা কখনই জগৎকে অধর্ম্মের ব্যাপার বলেন না; কিন্তু অস্থায়ী সংসারে যেন আমাদের চিরস্থায়ী সম্পর্ক রহিয়াছে, এই ভ্রম হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাঁহারা চিরকাল ইহারই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। সংসারের সামগ্রী সকল ঘৃণা করা দূরে থাকুক, যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী তিনি সংসারকে ধর্ম্ম শিক্ষার একটী প্রধান বিদ্যালয় বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। সংসারেই আমরা জন্মিয়াছি, সংসারেই আমরা বাস করিতেছি, স্বর্গরাজ্যে আমরা জন্মি নাই, স্বর্গরাজ্যে আমরা বাস করি না। আমরা সংসার দেখি, সংসার শুনি. সংসার স্পর্শ করি, সংসার ভোগ করি। জীবনের অধিকাংশ সংসারের অনুসরণ করিয়াই গত হইতেছে। অধার্ম্মিক দিগের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি না। বিষয়িদিগের কথাও বলিতেছি না; কিন্তু বিশ্বাসীরা, ব্রাহ্মেরা কিরূপে সংসারে বিচরণ করেন তাহাই বলিতেছি। সকলেই সংসারে আছি, সংসারের মনুষ্যদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, চন্দ্র. সূর্য্য প্রভৃতি সংসারের বস্তু সকল দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। চারিদিকে সংসার আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। এই সংসারের ভিতর রহিয়াছি কিসের জন্য? পাপ করিবার জন্য নহে; কিন্তু ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য। কে বলে সংসার পাপের আলয়? সংসার আমাদের ধর্ম্ম-ক্ষেত্র। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসারে জন্ম দান করিলেন, তিনিই মাতৃগর্ভে আমা-

দিগকে সৃজন করিয়া এই সংসারে আনিলেন। আমাদের এ জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অথবা ইহার আদি বর্ণ ও শেষবর্ণ এই সংসার। সংসারের বস্তু সকল ভোগ করি, সংসারের পুষ্পের সৌরভ লইয়া হৃদয়কে আমোদিত করি। সংসারের মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করি। আমাদের প্রায় সমুদয় কার্য্যের সঙ্গেই সংসারের যোগ রহিয়াছে। কিন্তু সংসারিক কার্য্য হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা সংসারের অতীত। যখন পুষ্পের লাবণ্য দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতার অরূপ রূপ মাধুরী স্মরণ হইল, যখন পুষ্পের সৌরভ গ্রহণ করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রেমে হৃদয় বিগলিত হইল তখন পুষ্পের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? ধন হস্তগত হইল, সে অনিত্য বস্তু হৃদয়ের ভিতরে যাহা দিয়া গেল তাহা বিনাশ করে কে? অস্থায়ী বস্তু দ্বারা পরলোকের স্থায়ী সম্বল করিয়া লইলাম। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সহস্র লোকের উপকার করিলাম সে সমুদয় লোকের সঙ্গে হয়ত কোন সম্পর্ক রহিল না; কিন্তু তাহার ফলত অসার নহে। কথা কহিলাম, কথার উৎপত্তি কোথায়? জিহ্বা। জিহ্বা শব্দ উচ্চারণ করিল, বায়ুতে আঘাত লাগিল, সেই বায়ু লোকের কর্ণে প্রবেশ করিল। শ্রোতা হয়ত পাপী, কুসংস্কারাবিষ্ট; কিন্তু আচার্য্যের কথা বজ্র ধ্বনির ন্যায় তাহাকে জাগাইল। কথা কি? বায়ু বায়ু কি? অসারবস্তু। কিন্তু সেই অসার পদার্থ পাপীর জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। আরত কেহ সে কথা শুনিল না, যিনি সেই কথা বলিলেন তিনিও চলিয়া গেলেন; কিন্তু সেই কথার ফল চিরস্থায়ী হইল। এক দিন ঘোর অন্ধকার মধ্যে পাপী জাগিয়া উঠিল, চারিদিক দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, হৃৎকম্প হইল। শত সহস্র উপদেশ শুনিয়া, এত সাধুসঙ্গ করিয়া যাহার কিছুই হইল না, হঠাৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল, ঘোরান্ধকার মধ্যে তাহার অন্তরে জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইল। অন্ধকার অসার, কিছুই নহে, জ্যোতির অভাব; কিন্তু অসার হইতে সার উৎপন্ন হইল। যাহা আপাতঃ অসম্ভব তাহা সম্ভব হইল। এই সংসারের অসার ভূমি হইতে চিরকালই সার উৎপন্ন হইতেছে। উৎপত্তিস্থান হয়ত অতি সামান্য অসার, জঘন্য; কিন্তু তাহা হইতে কেমন আশ্চর্য্য, লাবণ্যময়, সৌরভযুক্ত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়। আবার ভাবিয়া দেখ শ্মশান কি ভয়ের কথা, মৃত্যু কেমন অন্ধকারের ব্যাপার। সেই স্থান কি ভয়ঙ্কর, যেখানে মনুষ্যের কতকগুলি অস্থি পড়িয়া আছে, শ্মশান ভাবিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না; কিন্তু পৃথিবীতে যদি মৃত্যু এবং শ্মশান না থাকিত, তাহা হইলে বৈরাগ্য শিখিবার বিদ্যালয় উঠিয়া যাইত। এই এক জন উৎসাহী যুবা রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সে ব্যক্তি কোথায় চলিয়া গেল। এই নিদারুণ ঘটনা কি শিক্ষা দিল? বৈরাগ্য। প্রত্যেকেরই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। সেই বৈরাগ্যের সূত্রপাৎ হইল কোথায়? মৃত্যু ঘটনায়। সুতরাং মৃত্যু আমাদের গুরু। মৃত্যু পৃথিবীর সমুদয় অসারতা এবং অনিত্যতা স্পষ্ট করে দেখাইয়া দিল। পৃথিবীর ধনে আর মত্ত হইব না, সেই ভয়ঙ্কর শ্মশান-বিদ্যালয়ে মৃত্যুরূপ গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিলাম।

বন্ধুগণ! স্বর্গরাজ্য প্রেম পরিবার, তোমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহার আদর্শ তোমরা কোথায় পাইয়াছ? এই সুন্দর পরিবারের পূর্ব্বাভাস তোমরা প্রথমে কোথায় পাইয়াছ যদ্দ্বারা তোমরা স্বর্গরাজ্যের এমন উৎকৃষ্ট ছবি চিত্র করিলে? সমুদয় সংসার হইতে। যে সংসারে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী স্বামী পরস্পরের মধ্যে মিলন নাই, যে মনুষ্য পরিবারে কত পশুবৎ ব্যবহার এবং কত ভয়ানক জঘন্যতা, সেই স্থান হইতে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবারের ছবি পাইলাম, তাহাকে যখন উৎকৃষ্ট বর্ণ দ্বারা চিত্র করিলাম তাহাই স্বর্গ হইল। ইহা অপেক্ষা আরও একটী সামান্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ঈশ্বরকে আমরা পিতা মাতা বলিয়া ডাকি, এ সকল সুমিষ্ট পবিত্র সম্বোধন আমরা কোথায় শিখিলাম? এই অসার সংসার মধ্যে। পৃথিবীর পিতাকে যদি না চিনিতাম এখানে, মাতাকে যদি মা বলিয়া না ডাকিতাম, তবে কি ঈশ্বরের সঙ্গে এ সকল সুমধুর সম্পর্কের আস্বাদ পাইতাম। আমরা সংসারেই পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী ইত্যাদি সুমিষ্ট নাম শিখিয়াছি, এখন ব্রহ্মমন্দিরে এ সকল নামের মধ্যে যাহা কিছু অসারভাব তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যে যে সকল স্বর্গীয় সম্পর্ক আছে তাহাই সাধন করিতেছি। সংসারই আমাদের শিক্ষার স্থল। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শনিবার, সমস্ত সপ্তাহ আমরা কোথায় ছিলাম? সংসার মধ্যে। আজ রবিবার আমরা ব্রহ্মমন্দিরে। সমস্ত সপ্তাহ সংসারের নানা প্রকার পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্ম পূজার আয়োজন করিয়াছি। সংসার সেই পুষ্প সকলকে জন্ম দিল। যে ঈশ্বর মধুময়, যে স্বর্গরাজ্য মধুময়, এই গরলময় সংসার আমাদিগকে সেই মধুময় ঈশ্বরকে এবং সেই মধুময় স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিতে বাধ্য করিতেছে। সংসারের অন্ধকার আমাদিগকে আলোকের দিকে ধাবিত করিয়াছে। অতএব সংসারের গরল পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধু গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি সংসারের সুখে মুগ্ধ হয় সে মূর্খ, কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়া সাধন ভজন দ্বারা পরকালের সম্বল করিয়া লন তিনিই জ্ঞানবান্। যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর এবং পরলোক ভুলিয়া যায়

তাহারই পক্ষে, পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল। যিনি সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের হস্ত দেখেন এবং তাঁহার অভয় চরণ পূজা করেন তাঁহার নিকট স্ত্রী পুত্র সকলেই পরিত্রাণ পথের সহায়। তিনি সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন হইতে ঈশ্বরের পরম শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লন, কেননা তিনি দেখিতে পান যে ঈশ্বর স্বহস্তে সংসার সৃজন করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে ইহার সমস্ত ইতিহাস লিখিতেছেন। মনুষ্যের রক্তে এই ইতিহাস লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক কথার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় ব্যাপার এবং স্বর্গরাজ্যের অমৃত নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল হস্তে সংসারের তাবৎ ঘটনা সকল সংঘটন করিতেছেন। কে বলে সংসারে অনেক বিষ আছে, সংসারের মুখে পতন হয়? যাহারা মূর্খ, এবং সংসারের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহারাই এই কথা বলে। যাহারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সংসারকে মুগ্ধ করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বরের বলে সংসারকে জয় করিতে পারে না, তাহাদেরই সংসারের মুখে মৃত্যু হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে সংসারে আনিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা সংসারের সামগ্রী সকল লইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করি। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের কথা বলিতেছে। এই চন্দ্র সূর্য্য যাহারা পাপীর নিকট, অবিশ্বাসীর নিকট অবাক হইয়া বসিয়া থাকে, বিশ্বাসীদিগের নিকট ইহারা অতি মধুর ও সুস্পষ্ট ভাবে ঈশ্বরের গুণ গান করে। সংসারের কোন স্থানে অপবিত্রতা নাই, অতএব পাছে এইটী স্পর্শ করিলে পাপ হয় কেহই এ কথা বলিও না। যাহা হইতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহা জঘন্য হইতে পারে না সংসার হইতে যখন এমন সুন্দর দ্ম সকল বিকসিত হইতেছে কিরূপে আর ইহাকে অসার জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করিবে? স্বর্গরাজ্যে যদি জন্মিতাম তাহা হইলে হয়ত সংসারকে তুচ্ছ করিলেও চলিত; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা নহে। সংসারের মধ্যে কি তবে অসার এবং অপবিত্র? সংসারের প্রতি আমাদের মায়া। বস্তু অপবিত্র হইতে পারে না, কেননা বস্তু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে, প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে, এবং তাঁহার দয়ার কথা বলিতেছে। অতএব সংসারের বস্তু যাহাকে দেখাইয়া দিতেছে তাঁহার সঙ্গে চিরস্থায়ী স্বর্গে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হও। সংসারের গভীর স্থানে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কর। নর নারীর বাহ্যিক আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের হৃদিস্থিত স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব, এবং ভগ্নীভাব দেখিয়া মোহিত হও। সংসারের সকলকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লও। সমুদয়ের প্রয়োজন আছে। সমুদয়ের মধ্যে ঈশ্বর কথা কহিতেছেন।

হে প্রেমময়! প্রেম সিংহাসনে তুমি বসিয়া আছ। আমরা জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, বলিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিতেছি। যে জন্য কাছে আসিতে বলিয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দাও। এতদিন সংসারতত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই বলিয়া সংসারে মরিতে ছিলাম। যে সংসারকে জঘন্য নীচ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম তাহা গূঢ় ভাবে আমাকে তাঁহার দিকে আরও গভীরতর রূপে আকৃষ্ট করিল। আজ বলিলাম কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিব না, ক্রমে বুঝিলাম নির্জ্জনে থাকা অন্যায়। এই রূপে নিজের দোষে পিতা মাতা ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কাহারও সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। কি করি নাথ! তুমি উপদেশ দাও। তুমি যখন বন্ধু বান্ধব আনিয়া দিলে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব না কেন? দেখ ঈশ্বর। সংসারের বৃথা আমোদে যেন মত্ত না হই; কিন্তু সংসারের ভিতরে যেন বৈরাগী হইয়া বাস করিতে পারি। তোমার কৃপাগুণে সংসারের বিষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইহার মধুই পান করিব। যখন সংসার তোমারই হস্তের ব্যাপার তখন আর আমার ভয় কি? যখন তোমাকে দেখি তখন সংসারের যে দিকে নেত্রপাৎ করি সে দিকেই ব্রহ্মবিদ্যা। চারিদিক্ হইতে তখন তোমার ধর্ম্মতত্ত্ব আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসারে আছি, তোমারই, মন্দিরে আছি তোমারই। সংসার মধ্যে যেন তোমার ধর্ম্মসাধন করিতে পারি, কৃপাময়! এই আশীর্ব্বাদ কর।

নাথ! তোমার সাধকের কাছে সংসার কি? সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়। তিনি জানেন ইহার কোন বস্তুকে স্পর্শ করিলেই পাপী হইতে হয় না। যখন তোমাকে দেখি তখন আমার কাছে বিষ নাই, অন্ধকার নাই, ভয় নাই। তখন সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়, দেখিয়া অভয় পদ পাই। যখন মন তোমাকে দেখিতে পায় না, তখনই চারি দিকে মৃত্যুর ব্যাপার দেখিয়া ভীত হই। কৃপাময়! আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভ্রাতা ভগ্নী মিলে, তোমাকে প্রীতিপুষ্প দিয়া পূজা করিতে পারি। ব্রাহ্ম বলিয়া যদি কাছে ডাকিয়া থাক সংসারী হইয়াও যেন বৈরাগী হই এই আশীর্ব্বাদ কর। হে নাথ! সংসারে তোমার আজ্ঞা বহন করিব, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি সংসারে ডুবিয়া আছে; কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে তোমাকে ডাকিব, তোমাকে দেখিব, এবং তোমার কথা শুনিব। প্রাণ মনকে তুমি অসার বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ বটে; কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহা সার তাহা লইয়া তোমার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিব। হে দীনশরণ! এই আশা করিয়া বারবার ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি।

সম্বাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় বগুরা, এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার বাঁকিপুর গমন করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিগত ২৬শে আশ্বিন রবিবার, ম্যানচেষ্টার ফ্রিট্রেড হলে প্রায় ৬০০০ ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন।

বিগত ২৪শে কার্ত্তিক সোমবার চাপাতলা চুনাপুকুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সায়ং কালে উপাসনার সময় ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গত ২২শে আশ্বিন পাথুরিয়াঘাটাতে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বিদ্যালয়ের ডেঃ ইনেস্পেক্টর আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় ১২।১৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সমাজটী উৎসাহের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আগামী রবিবার হইতে সায়ং কালে ৬॥০ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গত কল্য রবিবার প্রাতঃকালে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মাসিক সমাজের উপাসনায় এই ভাবে একটী সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছিলেনঃ— যাঁহারা বিষয় কার্য্যে পরিপক্ক নহেন, বিষয়ী লোকেরা, মহাজনেরা, বিক্রেতারা তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করে। তাঁহাদিগকে অধিক পরিমাণে অপরা বৃথা অর্থ ব্যয় করিতে হয়; এবং আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বিষয়ীদিগের কুটিল কৌশল জালে পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে প্রকৃত বস্তুর পরিবর্ত্তে কৃত্রিম বস্তু লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। ধর্ম্মজগতেও নূতন সাধকদিগের ঠিক এই প্রকার দুর্দ্দশা লক্ষিত হয়। যাহারা ধর্ম্মরাজ্যের যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত নহে তাহারা ধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়াই মুগ্ধ হয়। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর এবং পরলোকের গূঢ় তত্ত্ব সকল এতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে কিছুতেই বাহিরের চাকচক্যশালী বস্তু মোহিত করিতে পারে না, তাঁহারা যে সমুদয় উপকারী এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করিলে আত্মা সুস্থ, সবল, এবং সুন্দর হয় কেবল সে সমুদয় বস্তুই গ্রহণ করেন। অসার, ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত করিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই অনেকে উপাসনার বাহিরের চাকচক্য দেখিয়া ভুলিয়া যান। উপাসনার সময় হয়ত এক দিন আমার হৃদয়ের সমুদয় ভাব গুলি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, বিগলিত ভাবে চক্ষু হইতে আনন্দ এবং প্রেমাশ্রুপাৎ হইতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখশ্রী উজ্জ্বল এবং মনোহর হইল, কিন্তু ইহাতেই কি এই সিদ্ধান্ত করিব, যে আমার যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা হইল? না, যতক্ষণ না ঈশ্বর স্বয়ং আমার উপাসনা যথার্থ হইল বলিয়া সাক্ষ্য দিবেন, ততক্ষণ আমি কোন মতেই ইহা ঈশ্বরোপাসনা হইল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যদি ঈশ্বর ইহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে আমি আমার নিজের কল্পিত উপাসনা করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ঈশ্বর বলিলেন "তুমি উপাসনা করিয়া মুগ্ধ হইলে যথার্থ; কিন্তু তুমি তোমার আপনার সৃষ্ট রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হইলে, আমার উপাসনা তুমি করিলে না। তুমি তোমার নিজের নিকটে, এবং তোমার ভাই ভগ্নীদিগের নিকটে উপাসনা করিলে, আমার ভাব তুমি গ্রহণ করিলে না।" সঙ্গীত করিতে করিতে নিজে মুগ্ধ হইলাম এবং যাঁহারা শুনিলেন তাঁহাদের চিত্তও আর্দ্র হইল, প্রার্থনা করিলাম, ব্যাকুলতা, অনুতাপ এবং ভক্তি জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল, যাঁহারা দেখিলেন তাঁহারাও মনে করিলেন, এ ব্যক্তি কেমন ভক্ত, ইহার কি স্বর্গীয় ভাব, কিন্তু গোপনে হৃদয় গৃহ মধ্যে থাকিয়া একজন অশব্দ স্বরে বলিলেনঃ— ভ্রান্ত সাধক! আপনার ভাবে তুমি আপনি ভুলিয়া গেলে; যাঁহার নাম লইয়া উপাসনা করিলে তাঁহাকে তুমি দেখিলে না।" মনুষ্য আপনার ভাবে কি আপনি পরিত্রাণ পাইতে পারে? ঈশ্বর হইতে যে বল নিম্নে আসে তাহাই কেবল আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যায়। আপাততঃ অত্যন্ত ভাল উপাসনা দ্বারাও যে উপাসকের আত্মাতে স্বর্গের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না ইহার মূল কারণ এই যে সাধক উপাসনার সময় প্রত্যক্ষ এবং সত্যভাবে পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। অতএব ঈশ্বরের নিকট যাইয়া সকলে আপনার ধর্ম্মজীবন এবং সাধুতা পরীক্ষা করিয়া লও। তিনি যদি বলেন, ইহা আমার তাহাতেই কেবল পরিত্রাণ হইবে। সত্যের কণা মাত্র লাভ করাও পরম সৌভাগ্য। উপাসনার মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের হস্ত অঙ্কিত দেখ, ততক্ষণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পার না। ঈশ্বরের নিকটে প্রকৃত তত্ত্ব সকল লাভ করিতে যদি কঠোর সাধন, কষ্ট যন্ত্রণা এবং লোক গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, তাহা সকলেই অকাতরে সহ্য করিবে, কেননা তিনি নিজের হস্তে যে সকল সত্য রত্ন বিতরণ করিবেন, অচিরে তাহা হইতে অমৃত ফল সকল প্রসূত হইয়া, তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিবে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৫ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ ; ২২শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

দয়াময় দীন বন্ধু পিতা! অকুল দুঃখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, বাঁচিবার কোন অবলম্বন ছিল না, চতুর্দ্দিক্ নিরাশার মেঘে, অবিশ্বাস কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন ছিল, বিপদের স্রোতে, পাপ তরঙ্গের আঘাতে মুমূর্ষু হইয়াছিলাম, এমন সময়ে কৃপা করিয়া দুঃখি বিপন্নকে বাঁচাইবার জন্য উপাসনা তরি পাঠাইলে, সেই তরণী অবলম্বন করিলাম, দুস্তর সমুদ্রে বাঁচিবার আশা পাইলাম। সেই তরণী আশ্রয় করিয়া যাইতেছি, কুল নিকটে বোধ হইতেছে, চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার হইয়া আসিল। দয়াময়! তোমার শ্রীচরণে এক্ষণে এই বিনীত প্রার্থনা যাহাতে সর্ব্বদা এই উপাসনাকে দৃঢ় রূপে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি তুমি এ প্রকার শুভাশীর্ব্বাদ কর। পিতা! যেন কোন বিপদ্ ঝড়ে পড়িয়া এই অবলম্বন ছাড়িয়া না দিই. তুমি কর্ণধার হইয়া সঙ্গে থাক, তোমার প্রেম মুখ দেখিয়া, তোমার শ্রীমুখের মধুর আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া প্রাণ শীতল করি। তাহা না হইলে এই অকুল সমুদ্রে আর বাঁচিবার উপায় নাই। দীন বন্ধু! রক্ষা কর, কাতরের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

উপাসনা তত্ত্ব।

আরাধনা।

কৃপাসিন্ধু ন্যায়বান্ ঈশ্বরের আরাধনা কি? ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার ফল কি? এই তিনটী গুরুতর প্রশ্ন অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বরের আরাধনা কি? যথার্থ সাধক ভিন্ন এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দান করা অন্য কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৎসল ন্যায়বান্ রাজা. সেই মহান্ অনন্ত রাজ রাজেশ্বর ক্ষুদ্র মনুষ্যের আরাধ্য দেবতা। যিনি মনের অগোচর, এবং প্রখর জ্ঞান বুদ্ধির অতীত, যাঁহাকে শরীরের কোন ইন্দ্রিয়, এবং মনের কোন শক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, পৃথিবীর মলিন মনুষ্য তাঁহার আরাধনা করে, ইহা শুনিলে অন্তরে স্বর্গের আলোক প্রতিভাত হয়, এবং বিমল আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে আরাধনাশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। আরাধনাশীলতা জীবাত্মার একটী অতি আশ্চর্য্য এবং উচ্চতম শক্তি। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র কীট তুল্য মনুষ্য অনন্ত ঈশ্বরকে আপনার বশীভূত এবং আয়ত্ত করিয়া লয়। উপাসনা তত্ত্বের প্রথম প্রবন্ধেই উক্ত হইয়াছে, "আরাধনা" যে মূল শব্দ হইতে নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ ভক্তি। সুতরাং আরাধনাশীলতা অথবা ভক্তিশীলতা একই কথা, এবং ঈশ্বর যে আমাদিগকে আরাধনা শীল অথবা ভক্তি শীল করিয়া এই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে আর আপত্তি হইতে পারে না। ভক্তিশীলতা

আত্মার স্বভাব, ভক্তিবিহীনতা ইহার বিকৃত অবস্থা। প্রকৃত আরাধনা দ্বারা আত্মার এই ভক্তি বৃত্তি অথবা আরাধনা শীলতা সুন্দররূপে পরিচালিত এবং চরিতার্থ হয়। ভক্তবৎসল ঈশ্বর ভক্তের অধীন, ভক্ত ডাকিলেই তিনি তাহাকে দেখা দেন এবং তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ইহা ধর্ম্ম রাজ্যের মূল সত্য। ঈশ্বর স্বয়ং দেখা দিয়া, অথবা আপনাকে দান করিয়া জীবকে সুখী করিবেন, এই জন্যই তিনি তাহার অন্তরে এই আরাধনাশীলতা অথবা ভক্তি প্রকৃতি দান করিয়াছেন। তাঁহারই দয়াতে, আমরা এই ভক্তি প্রবৃত্তি দ্বারা তাঁহার সহবাস রূপ উচ্চতম এবং পবিত্রতম সুখের অধিকারী হইয়াছি। যে ক্ষমতা দ্বারা আমরা ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করি, তাহা অপেক্ষা আর মনুষ্যের উচ্চতর শক্তি কি আছে? আমাদের শারীরিক দৃষ্টি শক্তি থাকাতে যেমন এই সমস্ত বহির্জগৎ আমাদের দৃশ্য এবং আমরা ইহার দ্রষ্টা হইয়াছি, সেই রূপ এই আরাধনাশীলতা অথবা ভক্তি বৃত্তি প্রভাবে ঈশ্বর "আরাধ্য," অথবা অনন্ত "ভক্তি ভাজন" এবং সৃষ্টাত্মা তাঁহার "আরাধক" অথবা "ভক্ত" হইয়াছে। এই আরাধ্য এবং আরাধকের যে পরস্পরের সম্মিলন, অথবা আত্মার যে নিগূঢ় ক্রিয়া দ্বারা আরাধক, আরাধ্য দেবতাকে আয়ত্ত করেন, তাহার নাম "আরাধনা"। প্রকৃত আরাধনা দ্বারা অন্তরের ভক্তি ভাব প্রস্ফুটিত হয়, এবং বারম্বার আরাধনা সাধনে সেই ভাব উজ্জ্বলতর, গাঢ়তর এবং প্রবলতর হয়। অতএব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সাধনই আরাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। যদি আমরা যথার্থই ঈশ্বরের ভক্ত হইতে অভিলাষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে অতি যত্নের সহিত এই আরাধনা সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত আমাদের বর্ত্তমান আরাধনা প্রণালী দ্বারা কত দূর এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

বাস্তবিক, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে এই আরাধনা দ্বারাই ব্রাহ্ম জগতের উপাসনা রাজ্য বিধৃত ও সঞ্জীবিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতম সাধক, প্রকৃত এবং সজীব আরাধনার ভাবই তাঁহাদের সাধনশীল আত্মার প্রাণ। এই "আরাধনা তত্ত্ব" প্রকাশ করিয়া মুক্তিদাতা ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্য এবং নিগূঢ় ভাবে তাঁহার আশ্রিত ব্রাহ্ম সাধকদিগকে উপাসনা জগতের উচ্চ হইতে উচ্চতর, এবং গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে লইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিলে, তিনি যে স্বয়ং প্রত্যেক আত্মার ধর্ম্ম পথের নেতা, এবং আমাদের উপাসনা প্রণালীর সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্ম সমাজের কোন্ অবস্থায় এবং কাহার আত্মাতে সর্ব্বাগ্রে এই আরাধনা তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং কোন্ কোন্ শ্রেষ্ঠ সাধকদিগের দ্বারা ইহা সাধিত হইয়া, এক্ষণে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এ সমুদয় আধ্যাত্মিক ঘটনা আলোচনা করিলে "আরাধনা তত্ত্বের" এক খানি ক্ষুদ্র ইতিহাস প্রস্তুত হইতে পারে।

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দ রূপ মমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিব মদ্বৈতং, শুদ্ধ মপাপ বিদ্ধং।"

এ সমুদয় মহাবাক্য দ্বারা পুরাকালে আর্য্যবংশোদ্ভব ভক্ত সাধকেরা পরমাত্মার পরিচয় দান করিতেন, এবং ভক্তি ভাবে আত্মার মধ্যে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতেন। আমাদের কত সৌভাগ্য যে আমরা এই কত সহস্র বৎসর পরে, এই সকল ভক্তি বাক্য দ্বারা তাঁহাদের সেই পুরাতন আরাধিত এবং আমাদের অনন্তকালের আরাধ্য দেবতার আরাধনা করিতেছি! ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত রূপে সাধন করেন, তাঁহারা এই কএকটী আরাধনা বাক্যের মধ্যে যে কত নূতন রাজ্য সম্ভোগ এবং কত মিষ্টতা আস্বাদন করেন তাহা ভাবিলে হৃদয়

আপনাপনি কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হয়। ইহার প্রত্যেক বাক্য ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ স্বরূপের পরিচায়ক। সাধক ঈশ্বর কৃপাতে যতই এক একটী বাক্যের গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন ততই তিনি ইহার মধ্যে স্বর্গরাজ্যের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য, দেখিয়া প্রগাঢ় আনন্দ সম্ভোগ করেন। এই আরাধনা প্রণালীর মধ্য দিয়া দয়াময় ঈশ্বর প্রত্যেক সাধককে নব নব বেশে দেখা দিয়া তাহার প্রেম ভক্তি ফুল বিকাসিত করেন। বাস্তবিক এই আরাধনা মন্ত্রের প্রত্যেক বাক্যই, প্রেম এবং ভক্তি উদ্দীপক। যে সকল গুণ কিম্বা ক্ষমতা স্বভাবতঃ মনুষ্যের ভক্তি উদ্দীপন করে, সে সমুদয় গুণ এবং ক্ষমতা পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের গুণ এবং ক্ষমতা দেখিলে মনুষ্যের ভক্তি বৃত্তি পূর্ণ ভাবে চরিতার্থ হইবেই হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আরাধনা কি? এবং আরাধনার উদ্দেশ্য কি? তাহা সংক্ষেপে এক প্রকার বিবৃত হইল; এক্ষণে প্রকৃত আরাধনা দ্বারা আমরা কি সুমহৎ ফল লাভ করি কথঞ্চিৎ সেই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। আরাধনার উচ্চতম ফল এই যে আমরা যাঁহাকে আরাধনা করি, ক্রমশঃ আরাধনা সাধনা দ্বারা আমাদের প্রকৃতি তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ হয়। আরাধক আরাধ্য দেবতার স্বভাব অনুকরণ করিবে, ইহা জীবাত্মার ধর্ম্ম। যাঁহাকে ভাল বাসি এবং ভক্তি করি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যেমন সহজেই মনে ব্যাকুলতা হয়, স্বয়ং তদনুরূপ হইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইব এই জন্যেও অন্তরে স্বভাবতঃ তেমনই বলবতী স্পৃহা উদ্রিক্ত হয়। আমাদের আরাধ্য ঈশ্বর যেমন, আমাদের স্বভাব চরিত্রও ঠিক সেই রূপে গঠিত হইবে। উপাস্য যদি সত্য প্রিয় হন, উপাসক কদাচ মিথ্যাবাদী এবং ধূর্ত্ত হইতে পারে না। উপাস্য যদি জাগ্রৎ, জীবন্ত এবং নিত্য চৈতন্যময় হন, উপাসক কদাচ অলস, নির্জীব, জড়, মূর্খ, এবং, অচেতন হইয়া জীবন বহন করিতে পারে না, উপাস্য যদি উদার, এবং মহান্ হন, উপাসক কদাচ অনুদার এবং লঘুচিত্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। উপাস্য যদি পূর্ণানন্দময়, চির প্রসন্ন, এবং চির প্রশান্ত হন, উপাসক কদাচ চির বিষণ্ণ এবং অস্থিরমতি থাকিতে পারে না, উপাস্য যদি প্রেমিক এবং দয়াল হন, উপাসক কদাচ পাষণ্ড এবং কঠোর প্রকৃতি হইয়া চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না, অথবা উপাস্য যদি পূর্ণ পবিত্র এবং চির পুণ্যময় হন, উপাসক, কদাচ চিরকাল পাপে লিপ্ত থাকিতে পারে না; ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে উপাসকের স্বভাব নিশ্চয়ই উপাস্য দেবতার স্বভাবানুসারে সঙ্গঠিত হয়। এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের বর্ত্তমান আরাধনা প্রণালী দ্বারা ব্রহ্মারাধকদিগের স্বভাব কিরূপে গঠিত হইতেছে। ইহা নিশ্চয় যে, যে পরিমাণে আমরা আমাদের আরাধ্য ঈশ্বরের স্বভাব স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিব, সে পরিমাণে আমাদের উচ্চ দেবস্বভাব প্রস্ফুটিত হইবে। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া ঈশ্বরের অনেক গুলি স্বরূপ অবগত হইয়াছি, তন্মধ্যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য তাঁহার কোন্ কোন্ স্বরূপ বিশেষ রূপে অনুকরণ করা আবশ্যক তাহা প্রতি জনেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা জানি আমাদের ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময় এবং পূর্ণ পবিত্র এবং তিনি যেমন জ্ঞানময়, প্রেমময়, এবং পুণ্যময় আমাদিগকেও তিনি তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত করিবার জন্য জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য শীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। যতই আমরা তাঁহার এ সকল সুধাময় স্বরূপ আরাধনা, প্রশংসা এবং স্তব স্তুতি করিব, ততই আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞান, প্রেম, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলও প্রস্ফুটিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করিবে। তাঁহার

কোন স্বরূপই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমস্ত ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতেছি যাঁহারা তাঁহার একটী স্বরূপের অবমাননা করিয়া অন্য একটী অধিক পরিমাণে সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা এবং শাস্তি সহ্য করিতে হইয়াছে। ঈশ্বরের সমুদয় স্বরূপের মধ্যে একতা এবং সামঞ্জস্য রহিয়াছে; একটীকে অবহেলা করিলে, আর একটী কদাচ সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে না। "ঈশ্বরের ন্যায়" পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা কেবল তাঁহার "দয়া" সাধন করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরস্থ স্বর্গীয় পুণ্যবল নিস্তেজ হইবে, এবং জীবন ও চরিত্র পাপ স্পর্শে কলঙ্কিত হইবে। পক্ষান্তরে, যদি তাঁহার "দয়া" পরিত্যাগ করিয়া আমরা কেবলই তাঁহার "ন্যায়" সাধন করি তাহা হইলে আমাদের হৃদয় কঠোর এবং শুষ্ক হইয়া যাইবে, এবং যে পবিত্র প্রেম পরিবার সঙ্গঠন করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে এই সংসারে আনিলেন, তাঁহার সেই মধুময় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। অতএব যখন ঈশ্বরের পুণ্যময় সিংহাসন তলে অবনত হইয়া তাঁহাকে ন্যায়বান্ রাজা বলিয়া পূজা অর্চ্চনা করিব, তখনই তাঁহাকে এই সমস্ত মনুষ্য জাতির, এবং আমার নিজের দয়াময় পিতা বলিয়া হৃদয়ের ভক্তি পুষ্প উপহার দিব। বিশেষতঃ ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের পরিবার গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা জানেন, যে ঈশ্বরের পূর্ণ পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত না হইলে, কাহারও সাধ্য নাই যে এই পরিবার নির্ম্মাণ করে, অতএব তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের পূর্ণ পবিত্রতা এবং পূর্ণ প্রেম এই দুইই একত্র সাধন করিতে হইবে। এক দিকে যেমন ঈশ্বর দয়াময় পিতা, অন্য দিকে তিনি তেমনই ন্যায়বান্ রাজা, এক দিকে যেমন তিনি প্রেমময়ী মাতা, অপরদিকে তিনি তেমনই পুণ্যময়ী শাসন কর্ত্রী হইয়া তাঁহার এই প্রেম রাজ্যে নিত্য কার্য্য করিতেছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা যদি এই পূর্ণ আদর্শ অনুসারে আপনার চরিত্র গঠন করেন, তাহা হইলে যথার্থ ব্রহ্মারাধনার ফল লাভ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে তিনি পরলোকে যাইতে পারিবেন।

বস্তুতঃ আমরা কোন অপূর্ণ, আংশিক দেবতার আরাধনা করি না, আমাদের ভয় কি? আমাদের আরাধ্য ঈশ্বর পূর্ণ "সতং শিবং সুন্দরং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং। তিনি আরাধকের অন্তরে "সত্যং" রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি "বিশ্বাস," "শিবং" রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি "নির্ভর," "সুন্দরং" রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি নিগূঢ় এবং প্রগাঢ় "প্রেম" এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার প্রতি গভীর এবং অচলা "ভক্তি" উদ্দীপন করেন। কিন্তু বিশেষতঃ যে সকল প্রেমিক ভক্ত এই পৃথিবীতে একটী "সুখী পরিবার" সঙ্গঠন করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহাদের উপাসনা, আরাধনা এবং সমস্ত জীবনের অনুষ্ঠানে, "শুদ্ধং" এবং "সুন্দরং" এই দুইটী স্বরূপের সামঞ্জস্য এবং লাবণ্য দেখাইয়া তাঁহাদের অন্তরে "পবিত্র প্রেম জ্যোতিঃ" বিকীর্ণ করেন। "শুদ্ধং, সুন্দরং" ঈশ্বর যাঁহাদের আরাধ্য দেবতা, তাঁহাদের হৃদয় নিশ্চয়ই "পবিত্র প্রেমের" আধার হয়। অতএব যে অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমে নব জীবনের সঞ্চার, প্রেম পরিবার সঙ্গঠিত এবং পাপী জগতের পরিত্রাণ হয়, ঈশ্বরের যে সকল স্বরূপ আরাধনা করিলে আমরা সেই স্বর্গীয় অমৃত লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকাকে বিশেষ রূপে যত্নবান ও যত্নবতী হওয়া উচিত। ফলতঃ যতই আমরা এই "আরাধনাতত্ত্ব" আলোচনা ও সাধন করিব ততই ইহা হইতে নবীনতর, এবং নিগূঢ়তর সত্য সকল প্রকাশিত হইবে।

কল্পিত শান্তি।

যেখানে জীবন সেই খানেই সংগ্রাম এবং পরাজয় লক্ষিত হয়। জীবনীশক্তি ক্রিয়াহীন, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। স্বয়ং ঈশ্বর যে ধর্ম্মের লক্ষ্য, যে ধর্ম্ম উন্নতিশীল এবং জীবন্ত তাহার মধ্যে বাস করিয়া কেহ সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না। সেখানে পাপ প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম এবং সাধুতা লাভের জন্য আগ্রহাতিশয্য কখনই ক্ষান্ত হইবে না। যদি কোন ব্রাহ্মকে আমরা সর্ব্বক্ষণ আনন্দোৎসাহে উৎফুল্ল দেখিতে পাই তাহা হইলে হয় বুঝিতে হইবে যে তিনি জীবন্মুক্ত সাধু, না হয় তিনি কোন আত্ম প্রতারিত কল্পিত আনন্দে আনন্দিত সংসারাসক্ত ব্যক্তি। যত দিন আশা উদ্যম থাকে তত দিন কেহ আপনার বিবেকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এ প্রকার অসার কল্পিত শান্তি সম্ভোগ করিতে চাহে না। কিছু দিন কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যখন শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়ে অথচ রিপুদিগের বল বিক্রম কিছু মাত্র হ্রাস হয় না, এ দিকে বিশ্বাস এবং আশাও ক্রমে শিথিল এবং দুর্ব্বল হইয়া আইসে তখনই পাপে সুখ বোধ এবং সংসারকে এক মাত্র আরাম স্থান বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। ধর্ম্ম রাজ্যে প্রথম প্রবেশার্থী ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন কার্য্য যেরূপ সহজ মনে করিয়া প্রথমোদ্যমে জীবনের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করেন ইহা তদ্রূপ সহজ নহে। কত বৎসর তপস্যা করিলে পাপ হইতে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কাল ইহার পরিমাপক যন্ত্র নহে, মনুষ্যের ইচ্ছার যথেচ্ছাচারিতা বিলুপ্ত হইয়া যখন তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগামী হইবে তখন পাপের মূল উৎপাটিত হইবে। সুতরাং বহু দিনের ব্রহ্মোপাসক হইলেই যে তিনি পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন তাহার কোন অর্থ নাই। বনবাসী তপস্বীগণ যেমন প্রলোভনে পতিত হইয়া সময়ে সময়ে যোগ ভ্রষ্ট হইতেন, সংসার বাসী ব্রাহ্মগণ দশ বৎসর সাধন করিয়া যে পুনরায় সাধনচ্যুত হইবেন না ইহা আমরা কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারি। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অল্পায়াস সাধ্য বলিয়া স্থির করত প্রথমে উৎসাহের সহিত ইহাতে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা শেষরক্ষা করিতে পারেন না। একটী সীমা আছে সেই পর্য্যন্ত নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অনেকে অগ্রসর হন. তাহার পর আর তাঁহাদের আশা এবং সহিষ্ণুতা থাকে না। এক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে আর স্থির ভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান থাকাও যায় না। সংগ্রাম ধর্ম্মের প্রাণ, সংগ্রামেই শান্তি; নিদ্রা কিম্বা বিশ্রামে কিছু মাত্র আরাম নাই। কল্পনা বলেও সুখী হওয়া যায় না। বলপূর্ব্বক যাঁহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করেন, পরীক্ষা এবং বিপদের দিনে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইবে।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাভূত অনেক ব্রাহ্মের মুখ মণ্ডলে এই কল্পিত শান্তির বিকৃত ভাব আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা যদি উৎসাহ ভক্তির সহিত প্রতি দিন নব নব অনুরাগে ব্রহ্মের আরাধনা পূজা অর্চ্চনা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে আমাদের অনেক আশা হইত। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় না, ধর্ম্ম সাধনে উদাসীন থাকিয়াও তাঁহারা আহ্লাদ আমোদে কাল যাপন করিতেছেন। জ্ঞান পূর্ব্বক কোন গুরুতর পাপ কার্য্য করিয়া আবার তাহার উপর যদি কাহাকেও এ প্রকার আহ্লাদে কাল হরণ করিতে দেখা যায় তাহা হইলে এই মনে হয় যেন তিনি এত দিনে যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। পাপ অসত্যের ভয় একবার ভঙ্গ হইয়া গেলে লোক ক্রমে ক্রমে নির্লজ্জ হয়, নির্লজ্জ হইলেই আর পাপের যন্ত্রণা থাকে না। যখন পাপের যন্ত্রণা বোধ চলিয়া গেল, বিবেক অন্ধ হইল তখন আহ্লাদ আমোদ করিবার আর বাধা কি? এই রূপ প্রণালীর মধ্য দিয়া এক এক জন ব্রাহ্ম কল্পিত শান্তির অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এ অবস্থাটী যদি প্রকৃত শান্তির অবস্থা হইত তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের কোন বিঘ্নের কারণ হইতাম না। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তিনি সত্যের ব্রত ইচ্ছাপূর্ব্বক ভঙ্গ করিলেন তাহার পর প্রায়শ্চিত্ত করা দূরে থাকুক পাছে লোক সমাজে তিনি অপরাধী, প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট, কপটী চারী বলিয়া ঘৃণিত হন সেই ভয়ে আপনাকে আপনি বিবেকের দংশন

হইতে রক্ষা করিয়া অনুতাপ এবং লজ্জার চিহ্ন সকল ধৌত করিয়া ফেলিলেন, এবং কল্পিত আনন্দ শান্তির পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন তখন তাঁহার জীবনের যথার্থ প্রতিকৃতি অঙ্কিত না করিয়া আর কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। উপাসনা নাই, উন্নত চিত্ত ধার্ম্মিক হইবার জন্য যত্ন নাই, চরিত্র সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নাই অথচ তাঁহার উল্লাস কর হাস্য ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, এ কি প্রকার অবস্থা? ধৰ্ম্মহীন পার্থিব সুখের সেবক, ঈশ্বর এবং পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে এরূপ হাস্যামোদ করিতে দেখিলে আমাদের কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না। ঈশ্বর এবং মনুষ্য সমাজের নিকট যাঁহারা দায়ী, উন্নতিশীল ব্রাহ্ম বলিয়া এক সময় যাহারা জগতের সম্মুখে আপনাদের পরিচয় দান করিয়াছেন তাঁহারা ধৰ্ম্ম সাধন ছাড়িয়া পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসের বিপরীত অতি নীচতম কপটাচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ মুখে ভদ্র সমাজে হাস্য আমোদ করেন? লজ্জা ভয় ভদ্রতা কি তাঁহাদিগের নিকট চির কালের মত একেবার বিদায় লইয়াছে? অবিশ্বাসীদিগের আনন্দ শান্তি ব্রাহ্মের হৃদয়কে কেমন করিয়া তৃপ্তি বিধান করে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে পারিলাম না, কষ্ট সহ্য করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারিলাম না এই মনে করিয়া যাহারা আহার পানে ইন্দ্রিয় সেবনে সুখী হইতে যান তাঁহাদের ন্যায় কাপুরুষ অতি অল্পই আছে। সময়ে সময়ে পতন সকলেরই হয়, প্রকৃত বিশ্বাস যত দিন না জন্মে তত দিন ধৰ্ম্মানুরাগের হ্রাস বৃদ্ধি প্রত্যেকের জীবনের ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা পাপের যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য অনুতাপ করে না, ভাবুকদিগের ভক্তিভাব দেখিয়া উপহাস করে এবং ধর্ম্মের নামে জন সমাজে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া কখন উচিত নহে। তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। সরল চিত্ত সাধকের নয়ন হইতে যে অনুতাপ অশ্রু প্রবাহিত হয় তাহার সৌন্দর্য্য এবং মধুরতার সহিত অসার হৃদয় আত্ম বিস্মৃত লজ্জাহীন ব্যক্তির নিকট আনন্দের কি কখন তুলন হইতে পারে। অতএব বৃথা অসার আনন্দ এবং কল্পিত সুখে মত্ত না হইয়া বরং চিরদিন সাহস এবং আশার সহিত ধৰ্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য।

কোন মহম্মদীয় ধৰ্ম্মপুস্তক হইতে গৃহীত।

১। ধন মান সংসার নয়। যদ্দ্বারা পরলোকের সম্বল কিছুই হয় না, যাহা কেবল ঐহিক, তাহাকেই সংসার বলা যায়। বস্তুতঃ সংসার তাহা, যাহা ঈশ্বর হইতে হৃদয়কে দূরে রাখে। মওলানা রোম বলিয়াছেন "স্ত্রী পুত্র স্বর্ণ রৌপ্যাদি সংসার নয়। যাহাতে ঈশ্বর বিস্মৃতি হয় তাহাই সংসার।" প্রকৃত পক্ষে যদি ঈশ্বর বিস্মৃতি ও মোহের কারণ না হয় তবে গৃহ অট্টালিকা স্ত্রী পরিবারাদি কিছুই সংসার নয়। অন্যথা সংসার।

২। সংসার ও ধৰ্ম্ম পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকের ন্যায়, যত এক দিকের নিকটবর্ত্তী হইবে, তত অন্য দিক্ হইতে দূরে পড়িবে।

৩। যিনি ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংসার বিনষ্ট হইয়াছে। যিনি সংসার প্রেম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার ধর্ম্মের ক্ষতি হইয়াছে।

৪। সংসার সুগন্ধীকৃত সুসজ্জিত শবের ন্যায়। বুদ্ধিমান্ লোকেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে। নির্ব্বোধেরা তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রতারিত হয়।

৫। সংসার বিষ মিষ্টান্নের ন্যায় মিশ্র বুদ্ধিমান, লোকেরা তাহা ভক্ষণ করে না, নির্ব্বোধেরা তাহা খাইয়া প্রাণ হারায়।

৬। সংসার কামনা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের কৃপা আসিবে।

৭। বৈরাগ্য আত্মার এক অবস্থা। যাহার কারণে সংসারের প্রতি প্রেম থাকে না, তাহাই বৈরাগ্য। প্রকৃত বৈরাগ্য ঈশ্বরের এক পবিত্র জ্যোতিঃ, তৎ প্রভাবে আত্মা আলোকিত হয়, চক্ষে পরলোকের সম্পদ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়, সংসার অসার ধূলি কণার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

৮। কোন সাধক বলিয়াছেন যে আমি সংসারকে এজন্য পরিত্যাগ করিয়াছি যে তাহাতে কোন লাভ নাই, দুঃখ অনেক ও তাহা আশু বিনশ্য। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য এ কথাকে মূল্যবান্ বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে এ বাক্যে সংসারের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পাইতেছে। যে হেতু যখন কেহ কাহার বিচ্ছেদে নিন্দা করে

তখন নিশ্চয় বোধ হয় সে তাহার সম্মিলনকে ভাল বাসে। যদি সংসার কষ্ট দায়ক না হইত, তবে তাহাকে আলিঙ্গন করা হইত। প্রকৃত কথা এই সংসার ঈশ্বরের শত্রু, ঈশ্বর সাধকের বন্ধু। বন্ধুর শত্রুকে আপনার শত্রু মনে করিয়া অন্তর হইতে দূরে রাখিবে।

৯। শত্রু তিন প্রকার। এক নিজের শত্রু ২য় আপন শত্রুর বন্ধু সেও শত্রু। তৃতীয় আপন বন্ধুর শত্রু, সে মহা শত্রু। এরূপ বন্ধুও ত্রিবিধ। নিজের বন্ধু, শত্রুর শত্রু সেও বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু সে পরম বন্ধু।

১০। সহিষ্ণুতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকিলে তাহা গৃহীত হয়। ভৃত্যের কার্য্য প্রভুর নিকটে চাওয়া, সে আপন কার্য্য করিতে থাকিবে, কোন না কোন সময়ে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, যদি ইহলোকে প্রার্থনার ফল নাও হয় পরলোকে পাইবে। ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে যে যেই প্রার্থনার ফল এখানে অপ্রাপ্ত রহিল, তাহা পরলোকের জন্য সম্বল হইয়া আছে।

১১। সচরাচর এরূপ হইয়া থাকে, উপাসক উপাসনাতে কোন বিশেষ ফলের প্রার্থী হন, এবং তজ্জন্য সাধনা করিতে থাকেন, সেই সাধকের প্রবল ইচ্ছা অবিলম্বে অভীষ্ট ফল লাভ হয়; কিন্তু তখন তাহা পাইবার উপযুক্ত সময় হয় নাই, অনন্তর তিনি চঞ্চলতার জন্য নিরাশ হইয়া উপাসনা হইতে নিবৃত্ত হন, এবং প্রার্থিত ফল লাভে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত থাকেন।

১২। জানিও ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের জন্য সময় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে কিছুই সংসিদ্ধ হয় না। সত্বরতাতে শিথিলতা ও নিরাশা আসে, সহিষ্ণুতাতে কল্যাণ।

১৩। উপাসনা চির জীবনের কার্য্য, যে উপাসনা স্বল্প ক্ষণ ব্যাপিনী, কিন্তু চিরকালের, উহা সেই উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহা একদা দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া হয়, কিন্তু জীবনে অল্প দিন স্থিতি করে। প্রকৃত পক্ষে পাপের মূল উন্মূলিত ও হৃদয়ে পুণ্যের সঞ্চার হওয়াই উপাসনার উদ্দেশ্য।

১৪ দাসের দাসত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই কার্য্য নাই, তাহার সম্পদ বিপদ্ সমুদায় প্রভুর হস্তে।

১৫। অদ্যকার কর্ত্তব্য অদ্যই সম্পাদন কর, কল্যকার জন্য রাখিও না, প্রতি দিনের জন্য কর্ত্তব্য স্থির রহিয়াছে, কল্যকার কর্ত্তব্য কল্য করিবে।

১৬। ঈশ্বর যদি সাহায্য না করেন তাহা হইলে কি দাস হইতে জগতে নানা কল্যাণ বিস্তার হইতে পারে?

১৭। ঈশ্বর বাহ্য ছবি এবং কায দেখেন না, তিনি অন্তর ও ভাব দেখেন।

তপোবন।

ধর্ম্ম চর্চ্চা।

সোমবার, ১লা পৌষ, ১৭৯৫ শক।

১ম প্রশ্ন। পরিবার সাধন সম্পর্কে অনেক উপদেশ শ্রবণ করিলাম এবং অনেক উপদেশ দিলাম তথাপি কেন আমরা পারিবারিক পবিত্র শান্তি উপভোগ করিতে পারি না?

১ উত্তর। আমাদের প্রাণ এখনও পরিবারের পরিত্রাণের জন্য তেমন ব্যাকুল হয় নাই; সময়ে সময়ে আমরা একাকী ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিবার জন্য তৃষিত হই, নিজের দুঃখ পাপ মোচন করিবার জন্য তাঁহার নিকট ক্রন্দন করি; কিন্তু কোন দুঃখী ভাই কিম্বা কোন দুঃখিনী ভগ্নীর পরিত্রাণের জন্য আমাদের অশ্রুপাত হয় না, তাঁহাদের পাপ যন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের মন ব্যথিত হয় না! তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে আমরা ইচ্ছা করি না, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রে পিতার সুখ ধামে বাস করিতে অদ্যাবধি আমাদের উপযুক্ত ব্যাকুলতা জন্মে নাই। ভাই ভগ্নীদিগকে আমাদের হৃদয় হইতে অনেক দূরে রাখিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা আত্ম গোপন করি; কিন্তু যতই সরল ভাবে আমরা ঈশ্বরের নিকট হৃদয় খুলিয়া দিই, ততই যেমন তাঁহাকে আমরা নিকটে লাভ করি; ভাই ভগ্নীদের সম্পর্কেও ঠিক সেই রূপ। যতই আমরা তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব, ততই আমরা তাঁহাদের সঙ্গে পরিবার-জাত বিশুদ্ধ এবং গভীর স্বর্গীয় শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ যদি একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও এইরূপে পিতার সন্নিধানে লাভ করিতে পারি, আমাদের পারিবারিক সুখ ভোগের সীমা থাকিবে না।

২য় প্রশ্ন। কিন্তু যে সকল নর নারী গভীর পাপ হ্রদে ডুবিয়া আছে, তাহাদের নিকটে কি রূপে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিব? পাপী ভাই এবং পাপীয়সী ভগ্নীকে কি রূপে ভাল বাসিব?

২য় উত্তর। যথার্থ এবং বিশুদ্ধ ভাল বাসা যাহা প্রেম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত হয়, ভাই ভগ্নীর পাপ

দেখিয়া কদাচ তাহা ক্ষীণ হইতে পারে না, বরং যতই ইহা জগতের পাপ দুঃখ দেখে ততই ইহা গম্ভীরতর এবং প্রবলতর হয়। ইহা মনুষ্যের দোষ গুণ বিচার করে না; যে খানে ঈশ্বরের সন্তান, কি পাপী কি নির্দ্দোষ, সে খানেই ইহ প্রধাবিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৭৯২ শক।

ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ যেমন মিষ্টফল প্রসব করে তেমনই আবার ইহা চিরস্থায়ী হয়। যে ধর্ম্ম যথার্থই সুমিষ্ট এবং অনন্তকাল স্থায়ী তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে মিষ্টত নাই স্থায়িত্ব নাই, তাহা সত্য ধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ ঈশ্বর স্বয়ং রোপণ করেন, যাহাতে তিনি স্বহস্তে জল সেচন করেন, ঈশ্বর সংরক্ষিত সেই বৃক্ষ নিশ্চয়ই নানা প্রকার পবিত্র ফল প্রসব করে। এক দিনের জন্য নয়, এক বৎসরের জন্য নয়; কিন্তু অনন্তকাল ইহা নব নব সুন্দর কলিকা প্রসব করে। ইহার ফল সকল চিরকাল সুমিষ্ট, চির কালই সরস। সেই ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আছে কি না এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা এত কাল এই অনন্তকাল স্থায়ী বৃক্ষের ফল ভোগ করিলেন, না কোন কল্পিত ধর্ম্মে বঞ্চিত হইলেন তাহা বিশেষ রূপে দেখিতে হইবে। যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছ তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। অনেক পুস্তক হইতে তোমরা সত্য সংগ্রহ করিয়াছ। ভ্রাতাদের হইতে অনেক উচ্চ সত্য সকল লাভ করিয়াছ, সাধু সহবাসের উন্নত ভাবে হৃদয় বিভূষিত করিয়াছ, রাশি রাশি সদনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহার আদরণীয় হইয়াছ এ সকল স্বীকার করিলাম; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। কেন না, যখন প্রলোভন, পরীক্ষা, সংসারের বিষম ঝটিকা উপস্থিত হইবে তখন এই জ্ঞান, এই সাধুতা, এই পবিত্রতা কিছুই তিষ্ঠিতে পারিবে না; নিমেষের মধ্যে সেই দুর্ব্বল গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। পলকের মধ্যে চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। তাঁহারা পুলকিত হউন যাঁহাদের গৃহ সুদৃঢ় ভূমির উপর সংস্থাপিত। যাঁহারা অটল ভাবে প্রত্যহ ঈশ্বরের পূজা করিয়া অমৃত ফল ভোগ করেন এবং এক দিনের জন্যও তাঁহাকে পুরাতন বলেন নাই, তাঁহাদের ধর্ম্ম কখনও শুষ্ক হইয়া যাইবার নহে; কিন্তু তাহা বর্ষে ২ আরও সুমিষ্ট হয়, এবং তাহার সঙ্গে ২ দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। বাহিরের ধর্ম্ম কিছু কাল পর্য্যন্ত উৎসাহ পূর্ণ হইয়া শুদ্ধ স্বীয় পরিবারকে নয়, সমস্ত জগৎকে বিকম্পিত করিতে পারে; কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা সেই ধর্ম্ম রূপ বৃক্ষ চাই যাহা ঈশ্বর স্বয়ং রোপন করেন, এবং যাহা এত দৃঢ় রূপে বদ্ধ মূল হইয়াছে, যে কখনও উন্মূলিত হইবার নহে। সাধ্য নাই যে তাহা আকাশে নিক্ষেপ করিতে পার। যে ধর্ম্ম অল্প কাল থাকে এবং অচিরেই পুরাতন হইয়া যায় তাহা কখনও ঈশ্বরের ধর্ম্ম নয়। তাহা মনুষ্যের কল্পিত ধর্ম্ম। পৃথিবীর লোকেরা নূতন পুতুল ক্রয় করিয়া তাহাতে অনুরাগ স্থাপন করে এবং কিছু দিন পর তাহা বিবর্ণ হইলে, সৌন্দর্য্য বিরহিত হইলে, আর তাহা অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না। তখন তাহাদিগকে আবার নূতন পুতুল ক্রয় করিতে হয়। এই রূপে যদি অল্প ধনে সুখ না হয়, মানে, সুখ অন্বেষণ করে। যদি স্বদেশের বন্ধু বান্ধব পুরাতন হইয়া যায় নূতন নূতন লোকের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করে। যদি পুষ্পের সৌরভ মলিন হইয়া যায় তবে উদ্যানে গিয়া নব নব পুষ্পের সৌরভ দ্বারা আনন্দ লাভ করে। কিন্তু সংসারের এই আনন্দ, এই উৎসাহ, এই নূতনত্ব, এ সকলই অস্থায়ী। এ সকলেরই সীমা রহিয়াছে, কিছু দিন পর সকলই নীরস হইয়া যায়। কেবল সত্য ধর্ম্মের এই ক্ষমতা আছে যে চির কাল ইহা মনুষ্য হৃদয়কে সরস রাখিতে পারে। সেই ধর্ম্ম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। যাহারা বাহিরের উপকরণে অনুরক্ত, তাহারা কিছু কাল সুখ লাভ করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া পড়ে, হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়, তাহারা আর ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, চির কালের ধর্ম্ম, অনন্ত কালের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মদের মধ্যে যদি কেহ বলে যে আমার ধর্ম্ম পুরাতন হইয়া গেল, আর ইহাতে মিষ্টতা নাই, জগৎ বলিবে তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লাভ করিতে পার নাই। তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর নাই। এত কাল ধর্ম্মের আড়ম্বর দ্বারা লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছ ঈশ্বরের নামে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামে এই কলঙ্ক আমরা সহ্য করিতে পারি না; ঈশ্বর পুরাতন হইলেন, তাঁহার ধর্ম্মে আর মিষ্টতা নাই, এই কথা আমাদের দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে আর অস্থিরতা দেখিতে পারি না। জ্ঞানের পর, ভক্তি, ভক্তির পর অনুষ্ঠান, এ সকলই ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের স্থিরতা নাই? এ সকল স্রোতের মধ্যেও, নিরাশা আলস্য ব্রাহ্ম সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বর অলস নহেন, ঈশ্বরের ভাণ্ডার শূন্য হইতে পারে না, সেই জন্য স্রোতের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রার্থনা, আমাদের বাসনা পূর্ণ করিতেছে। যদি সেই ভাণ্ডারে অভাব থাকিত, তবে এত কাল পর ব্রাহ্মসমাজের চিহ্নও থাকিত না। ইহার বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনও সজীব থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরাতন হয় নাই। ইহা বর্ষে বর্ষে

নবীন প্রকার বেশ ধারণ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ভাণ্ডার অক্ষয়। তবে যদি কেহ বলে আমার ধর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গেল, তবে তাহাকে বন্ধু ভাবে বলিব তুমি এখনও ধর্ম্ম গৃহে প্রবেশ কর নাই। ঈশ্বরের সেই গৃহ পুরাতন হইতে পারে না। সেই গৃহে লক্ষ লক্ষ ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। যাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরের ধর্ম্ম, তাঁহার দয়াল নাম কখনও নীরস হইতে দেখিলাম না। এই কথা কেন তোমরা না বলিবে? জগতের নিকট, বন্ধুগণের নিকট কেন উচ্চৈঃস্বরে এই কথা না বলিবে, যে ঈশ্বর চির নূতন, তাঁহার ধর্ম্ম চির সরস। বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক পাঠ কর, কার্য্যালয়ে অনেক কার্য্য কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। অনেক কার্য্য করিতেছ, অনেক পুস্তক পাঠ করিতেছ এই জন্য কি বলিবে যে ধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কেমন করিয়া বলিবে যে তিনি পুরাতন হইলেন। যখন তিনি স্বয়ং জানেন যে তিনি নিত্য মধুর, নিত্য আনন্দময় তখন তাঁহাকে কেমন করিয়া বলিবে যে তিনি পুরাতন, শুষ্ক। স্বীকার করিলাম ব্রাহ্মসমাজে উন্নতির স্রোত বন্ধ হয় নাই। ব্রাহ্মদের সাধুতা, পবিত্রতা, ব্রাহ্ম সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে? কিন্তু সেই বৃক্ষ কোথায় যাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া নব নব ফল প্রসব করিবে। পরের উদ্যান হইতে ফল পুষ্প আনিয়া কত দিন ভোগ করিতে পার? এক বার প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলের প্রতি দৃষ্টি পাৎ কর। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার পৃথিবীতে, আপনার মৃত্তিকাতে এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল বপন করিয়াছেন। কাহার সাধ্য এ সকল বৃক্ষ স্থানান্তরিত করে, বিচলিত করে। তাহারা গম্ভীর স্বরে বলিতেছে, যিনি আমাদের বপন করিয়াছেন আমরা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি তাহারা এক দিগে যেমন কঠিন, অন্য দিগে তেমন কোমল পুষ্প, এবং সুমিষ্ট ফল সকল প্রসব করিতেছে। সেরূপ যে ধর্ম্ম আত্মারূপ ভূমিতে রোপিত হইয়াছে, তাহা যেমন এক দিগে সুদৃঢ়, অন্য দিগে তেমনই সুমধুর ফল প্রসব করে। ইহা স্বয়ং ঈশ্বর হস্ত সংরচিত, এবং তিনিই ইহাতে জল সেচন করেন। তিনিই ইহার প্রাণের প্রাণ। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের এ প্রকার প্রত্যক্ষ হস্ত অস্বীকার করে, তাহা সামান্য বুদ্ধি বিরচিত, এবং সামান্য বুদ্ধির ধর্ম্ম কখনই চিরকাল সরস হইয়া থাকিতে পারে না, ইহা কালে নীরস হইয়া নষ্ট হইবেই হইবে। উদারতা সম্পর্কে যেমন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তেমনই ইহা চিরকালই নূতন, এই জন্যই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জগৎকে চিরকাল আকর্ষণ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক।

ভূতকালের দেব প্রসাদ মনুষ্যকে আশ্চর্য্য করে; কিন্তু ভবিষ্যতের দেব প্রসাদ মনুষ্যকে অবাক্ করে। ঈশ্বরের দয়া যতটুক সম্ভোগ করা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়; কিন্তু ভবিষ্যতের মধ্যে তাঁহার যে অনন্ত দয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে আর বাক্য সরে না। সাধক ভিন্ন তাহা আর কেহ জানে না। কেবল সাধকেরাই বিশ্বাস এবং আশা নয়নে তাহা দেখিয়া পুলকিত হন। ভূতকালে ঈশ্বরের যতটুক দয়া আমাদের জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। ঈশ্বর আমাদের জীবনে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়াছেন, আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষের সমক্ষে সুন্দর ঘটনা সকল ঘটাইয়া দিয়াছেন। সে সকল দেখিয়া আমরা কতবার বলিয়াছি, কি আশ্চর্য্য!! পামরের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়া!! ধন্য দয়াময়ের অশেষ করুণা!! পাপীদের মুখে চিরকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা পাপী জগতের সমস্ত পরীক্ষার ফল। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় মোহিত হইয়া পাপী যখন এই কথা বলে যে ঈশ্বরের কি অশেষ করুণা তাহার অর্থ এই নহে যে পাপী তাহার দয়ায় শেষ দেখিয়াছে। ঈশ্বরের অশেষ দয়ারত শেষ নাই। যাহা দেখিয়াছি সে টুক যে অতি অল্প দয়া। যদিও সেই এক বিন্দু সিন্ধুর সমান; কিন্তু তাহাত অনন্ত নহে, সেই করুণ সিন্ধুর এক বিন্দুতেই প্রাণ শীতল হইয়াছে; ভক্তের ক্ষুদ্র হৃদয় সেই এক বিন্দুর ভারই বহন করিতে পারে না। সেই এক বিন্দু পাইয়াই ভক্ত উন্মত্ত। ব্রহ্মভক্ত! তুমি এমন কি পুষ্পের সৌরভ পাইয়াছ, যাহা আর ছাড়িতে পার না? এমন কি অমৃত পাইয়াছ যাহা তোমার ক্ষুদ্র পাত্র ভেদ করিয়া দিবা রাত্রি বাহির হইয়া পড়িতেছে? ঈশ্বরের অল্প পরিমাণ দয়া তোমার জীবনকে অধিকার করিয়াছে ইহাতেই তোমার এত আহ্লাদ, এত উন্মত্ততা। পূর্ণ প্রেমত এখনও দেখ নাই, যে করুণা দেখিয়াছ তাহা সীমা বিশিষ্ট, তবে কেন বল ঈশ্বরের অশেষ দয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়াছ। বাস্তবিক এক বিন্দু করুণা সিন্ধু প্রায় হয়, কেবল অলঙ্কার অথবা সুললিত ভাষার অনুরোধে সাধক একথা বলেন না; কিন্তু স্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম প্রসাদ, এক বিন্দু শান্তি এবং একটী সামান্য পুণ্য কিরণ আসিয়া পাপীকে এত দূর উন্মত্ত করে, যে আর সে আপনাকে ধারণ করিতে পারে না। এত যে ফল কোন্ বৃক্ষ হইতে প্রসূত হইল? এত প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ কোথায় হইতে আসিতেছে? হায়! পাপি! তুমি এই একটু সামান্য করুণা দেখিয়া এত আহ্লাদিত হ-

ইলে, না জানি ভবিষ্যতে তোমার কি হইবে? সেই কথা ভাবিলে আর কথা সরে না, ঈশ্বরের সেই অনন্ত করুণা স্মরণ করিলে কে না অবাক হয়? ঈশ্বর যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুখের পর সুখ, স্বর্গের পর স্বর্গ এবং শান্তির পর শান্তি দিবেন তখন ভক্ত এই কথা বলিবেন না, পিতা! তোমার দয়া আর বহন করিতে পারি না। বন্ধুগণ! ভবিষ্যতের দিকে যে কত আলোক, কত সুখ, তাহার কথা কি বলিব, ভবিষ্যতের দিকে যে কত বড় ব্যাপার রহিয়াছে এবং তাহা যে কত আশাপ্রদ, কত প্রফুল্লকর, এবং কত সৌন্দর্য্য লাবণ্য যুক্ত তাহা কথায় কে বলিতে পারে? যদি ভবিষ্যৎ দেখি আর ভূত দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভাল, ব্রাহ্ম! তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, ঈশ্বর তোমাকে এখন একটু সুখ দিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে পাছে তোমার একটু দুঃখ হয়, যখন এই জন্য দিবা রাত্রি তোমার কাছে বসিয়া ক্রমাগত তোমার দুঃখ দূর করিবেন, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? চিরকাল মনুষ্য নিরাশার কথা বলিয়া আসিতেছে, কেননা তাহারা ভূত কালের সন্তান; কিন্তু সাধক ভবিষ্যতে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ভূত কালের পাপ দুঃখ স্মরণ করিয়া মনুষ্য সুখের মধ্যেও দুঃখ আনয়ন করে। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এক্ষণে ভবিষ্যতে জীবনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পার তবে আর এই চক্ষু পাপ, অভদ্র দর্শন করিতে পারিবে না, পুণ্যের ক্ষমতা সহস্র গুণে প্রবর্দ্ধিত হইবে। অতএব, বন্ধুগণ! তোমরা সকলেই অমরত্ব যে দিকে সেই পথে অগ্রসর হও। আশার শাস্ত্র যদি অধ্যয়ন করিতে চাও তবে পশ্চাৎ দেখিও না; কিন্তু সম্মুখে তোমাদের জন্য ঈশ্বর কেমন সুন্দর ভবিষ্যৎ রাখিয়াছেন তাহা দেখ। নিশ্চিত স্বর্গ যেখানে, যাহা ভবিষ্যতে হইবেই হইবে তাহার দিকে দেখ। আর কেহই ভূত কালের অন্ধকার বিষাদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকিও না। ঈশ্বরের যে ঘরে চির দিনের জন্য স্থান পাইয়া সুখী হইবে তাহা দেখ। যাহারা চিরদিন গৃহহীন, বন্ধুহীন হইয়া শ্মশানে, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, সে সকল দুঃখী দরিদ্রদিগকে ডাকিয়া যে ঘরে পিতা তাহাদিগকে সুখ মর্য্যাদা দিতেছেন, সেই সুন্দর গৃহের দিকে দৃষ্টি কর। প্রত্যেক সন্তানের জন্য যাহা স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা ভাব। এই নিশ্চিত স্বর্গ ভবিষ্যতে রহিয়াছে, বিশ্বাসীরা ইহা সাধন করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, পূর্ব্ব কালে অনেক তপস্যার পর যখন সাধকেরা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় ইষ্ট দেবতার দর্শন পাইতেন, সে সকল দেবতারা তখন তাঁহাদিগকে বর দিতেন। সেই রূপ আমাদের ঈশ্বর যখন প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রাহ্মসন্তান! তুমি কি বর চাও? কি প্রার্থনা কর? যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি বলিবেন, প্রভু! যদি প্রসন্ন হইয়া বর দিবে, তবে আমাকে অমর কর। এই আশীর্ব্বাদ কর আর যেন পাপে মরিতে না হয়। আমাদের প্রতি জনের জন্য ভবিষ্যতে অমরত্ব রহিয়াছে, চিরকালের সম্ভোগের ব্যাপার পাইয়াছি এই কথা মনে করিয়া যেন চির দিন আহ্লাদিত থাকি। ক্ষণ কালের জন্য আমরা ঈশ্বরের অতি আশ্চর্য্য, সুন্দর, এবং সুমিষ্ট দর্শন পাইয়াছি, ক্ষণকালের জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ সম্ভোগ করিয়াছি। এ সকল পাইয়াছি বলিয়াই এখন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি যখন একবার ঈশ্বরের প্রেমে এত সুখ হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে যখন গভীর হইতে গভীরতর প্রেম তরঙ্গে ভাসিব, তখন না জানি কি সুখের অবস্থা হইবে। এখন ৫ বৎসর রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ব্রাহ্ম অবসন্ন হইয়া বলেন বুঝি এ জীবনে আমার পরিত্রাণ হইল না, এ পাপী আর বাঁচিল না। সেই সময় যদি সেই নিরাশ ব্যক্তি এই কথা শুনে মহা পাতকি! উঠ। তোমার জন্য স্বর্গ হইতে শুভ্র বসন আসিয়াছে এবং ঈশ্বর তোমার জন্য প্রেম পুষ্পের রথ পাঠাইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার কত আহ্লাদ হয়। অনেক দিন দুঃখ যন্ত্রণ সহ্য করিয়া যদি এক দিন প্রেম তরঙ্গে ভাসি তাহাতেই কত আনন্দ হয়। ৫ বৎসর কষ্ট যন্ত্রণার পর এক নিমেষ ঈশ্বর দর্শনে যদি এত সুখ হয় তবে ভবিষ্যতে শত নয়, সহস্র বৎসর নয়; কিন্তু যখন ক্রমাগত অনন্ত কাল ঈশ্বর দর্শনের সুখ সম্ভোগ করিব, ইহা ভাবিলে কে না আনন্দে অবাক হয়? ৫ বৎসরের পর এক বার ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়া এত সুখ কিন্তু ৫ সহস্র বৎসর যখন ক্রমাগত সেই সুন্দর সুনির্ম্মল প্রেমানন দেখিব তখন ঈশ্বরকে কি বলিব? তখন আর তাঁহার কাছে কি ভিক্ষা করিব? সর্ব্বদাই যখন তাঁহার প্রেমমুখ দেখিব, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যখন অমর হইব, যখন মৃত্যু আর হবে না, পাপ করা কি যখন একেবারে ভুলিয়া যাইব, তখন আর তাঁহার কাছে কিসের জন্য প্রার্থনা করিব? তখন মন যে কত প্রশান্ত, এবং জীবন কত উচ্চ হইবে তাহা ভাবিতে পারি না। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত জানা ভাল, যে ভবিষ্যতে ঈশ্বর আমাদের জন্য এত প্রেম, এবং এত আহ্লাদ, লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যে তাহার কোটি অংশের একাংশ এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাধকও লাভ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর অনন্ত ইহা তোমরা জান, যখন ঈশ্বর অনন্ত, তখন তাঁহার প্রেম এবং সুখের ভাণ্ডারও অনন্ত ইহাও মানিতে হইবে। আবার ভাবিয়া দেখ যদি সন্তানদের জন্য নহে, তবে সেই ভাণ্ডার কাহাদের জন্য? আমাদিগকে সুখী করিবেন এই জন্য রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। পিতা এত প্রেম, এত আনন্দ আনিয়া দিবেন যে তাহা ধারণ করিতে পারিব না। এত উচ্চ আশার কথা শুনিয়া আর কাহারও মুখে হৃদয়

বিদারক নিরাশার কথা শুনিতে চাই না। তোমার জন্য, আমার জন্য এবং সকলের জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যতে অনন্ত সুখের ভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছেন, আর কেন তবে ভূত কালের অন্ধকার বিষাদ দেখিয়া ভয় করিব ? কোটি কোটি প্রেমের সূর্য্য সম্মুখে উজ্জ্বল রূপে দেখা দিতেছে। ভবিষ্যতে অমৃতের সাগর, শান্তির অগাধ মহা সমুদ্র। বড় দুঃখ পাইয়াছ, পথিক! ইহা মানিলাম; কিন্তু যখন ঐ সম্মুখের সুন্দর ঘরে প্রবেশ করিবে, তখন কত সুখী হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। যখন সেই ঘরে ভক্তেরা আসিয়া হাত ধরিয়া তোমাকে পিতার কাছে লইয়া যাইবেন তখনকার আনন্দ একবার বিশ্বাস এবং আশা নয়নে দর্শন কর। আমাদের ভূতকাল যত কেন দুঃখময় হউক না, আমাদের ভয় নাই, কেননা আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ধন্য পিতার করুণা!! তাঁহার প্রেম চিরকাল জয়যুক্ত হউক!

সম্বাদ।

"তত্ত্ববোধিনী"। পত্রিকায় সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে যে সকল বিষয় বিবৃত হয় তাহাতে একটী বিশেষ উপকার হইতেছে আমরা স্বীকার করি। পূর্ব্ব কালের আচার ব্যবহার ইহা দ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারিতেছি। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে যে সকল কুসংস্কার পূর্ণ দুর্নীতি প্রতিপোষক দূষিত অংশ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকায় স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। যোগ সাধন বিষয়ে কিছু দিন পূর্ব্বে ঋষিদিগের যে ভ্রমাত্মক মত বাহির হইয়াছিল, আমরা জানি তাহাতে কোন কোন ব্রাহ্মের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কোন সরলহৃদয় ব্রাহ্ম উক্ত ব্যবস্থানুসারে "হট যোগ" আরম্ভ করিয়া শেষ এমনি শারীরিক কষ্ট পাইয়াছিলেন যে কোন অঙ্গ বিশেষের বেদনায় তাঁহাকে কিছু দিন কাতর থাকিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি গত বারের পত্রিকায় "অত্রি সংহিতা" নামক প্রস্তাবে যাহা বাহির হইযাছে তাহাতে দুর্ব্বল লোকদিগকে অনায়াসে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত করিতে পারে। সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা বলিয়া সমস্তই প্রচার করিতে হইবে ইহাও ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় না। অত্রি সংহিতায় এমন অসংগত অসার বাক্য এবং অশ্লীল কথা সকল বিন্যস্ত হইয়াছে যে তাহা নিতান্ত অপাঠ্য এবং অশ্রাব্য। "ম্লেচ্ছ সংগতা ভার্য্যার সহিত সম্পর্ক হইলে নদী জলে স্নান ও ঘৃত প্রাশনে শুচি হইবে"। "স্নান এবং ঘৃত ভোজনে" যদি ব্যভিচার দোষ হইতে উন্মুক্ত হওয়া যায় তবে আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কোথায় থাকিল ? পাপের এ প্রকার সহজ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা থাকিলে আর ভাবনা কি? এমন সকল কুৎসিত ভাব ব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহা আমরা পুনরুক্ত করিতে অক্ষম। রাজনারায়ণ বাবু এ বিষয়ে কি বলেন? আমরা ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা উক্ত প্রস্তাবটী একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এরূপ অন্ধানুরাগ ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহাতে কিছু সার আছে তাহাই প্রকাশের যোগ্য।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাঁহার নাম লইয়া বর্ত্তমান কালের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অহংকার করিয়া থাকেন, এতদিনে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত এক খানি পুস্তকে বাহির হইয়াছে। তিনি মরিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম এবং তাহার কার্য্যকারিতা ও স্বভাব, এই সম্বন্ধে তিনটী প্রস্তাব লিখিয়া যান এক্ষণে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এত দিন তাঁহাকে যে লোকে নাস্তিক জ্ঞানাভিমানী বলিয়া নিন্দা করিত তাহা সত্য নহে। মিল যদিও ঈশ্বরকে অনন্তশক্তি এবং অনন্ত প্রেমের আধার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু মহান্ পুরুষ সৃষ্টি কর্ত্তা এবং শক্তিমান্ ও দয়াবান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি ঈশাকেও তিনি মহৎ লোক বলিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "খৃষ্টের অনুমোদিত জীবন অপেক্ষা কোন উচ্চ আদর্শ জীবন এক্ষণে কোন অবিশ্বাসীও আবিষ্কার কিম্বা জীবনে প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহে। তিনি আপনাকে যাহা মনে করিতেন সেইরূপ বাস্তবিক ছিলেন এমন সম্ভব বোধ হয়। তিনি আপনাকে কোথায়ও ঈশ্বর বলিয়া ভান করেন নাই। কিন্তু মানব জাতিকে সত্য ধর্ম্মের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য ঈশ্বর হইতে এক অসাধারণ কার্য্য ভার পাইয়াছেন এরূপ বিশ্বাস করিতেন। অতএব আমরা ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ধর্ম্ম প্রমাণের বিরুদ্ধ জ্ঞান ও যৌক্তিক বিচারের আঘাত সহ্য করিয়াও ধর্ম্মের যে প্রভাব মানব চরিত্রে অবস্থান করে তাহা পোষণের অত্যুৎকৃষ্ট উপযোগী বিষয়। দৃঢ় বিশ্বাসীদিগের জীবনের তুলনায় কোথাও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বলের যদি কিছু অভাবও থাকে তাহা ধর্ম্মানুমোদিত নীতির সরলতা এবং উচ্চতর সত্যের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, অভাবের অতিরিক্তও পূর্ণ হয়।" অগাধ বুদ্ধি মিলের শেষ জীবনের এই কয়টী কথার যথেষ্ঠ গুরুত্ব আছে সন্দেহ নাই।

প্রফেসর টিণ্ডেল নামক বর্ত্তমান কালের জনৈক বিখ্যাত জড় তত্ত্ববিদ পণ্ডিতও নাস্তিক উপাধি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। সম্প্রতি ম্যানচেষ্টর নগরে তিনি এক বক্তৃতা দেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, "এক শ্রেণীর জ্ঞানীগন জড়ের মূল উপাদানকেই সৃষ্টির কারণ মনে করেন, পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর জ্ঞানিরা বলেন

সৃজনী শক্তি ব্যতীত এই সুন্দর শৃঙ্খলা বিশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না; উভয় দলেই অতি মহৎ মহৎ বিজ্ঞ লোক সকল আছেন। কাহাকেও নিন্দাবাদ না করিয়া যাহাতে উভয় মতের সত্যাসত্য বিচারিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে যে নানা প্রকার ভয় উপস্থিত হইয়াছে সর্ব্ব সংশয়—বাদিতাই তাহার মূল। কিন্তু সচরাচর যাহাদিগকে অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা বলিয়া ঘোষণা করা হয় বস্তুতঃ তাঁহারা তদ্রূপ নহেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে অনেক ক্ষমতা শালী, কর্ম্মক্ষম, সাহসিক ব্যক্তি বায়ু নিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং তাঁহাদের জীবনের আদর্শকে তাঁহারা বিনাশ করিতে উদ্যত হন। তাঁহাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যেন তাঁহারা অবিশ্বাসকে দূরে নিক্ষেপ করেন, কারণ ইহাই এক মাত্র ভয়ের কারণ। মনুষ্য মনে সমস্ত আদর্শের বস্তু অবস্থিতি করিতেছে। বীণা তন্ত্রী সকল মিলিত হইলে যেমন পরস্পরকে প্রতিধ্বনিত করে তেমনি একটী জীবন্ত মানবাত্মা হইতে সত্য এবং মহত্ত্ব উচ্চারিত হইয়া অপরাপর আত্মাকে প্রতিধ্বনিত করিবে। এই বিশ্বাসে আমি বাস করি এবং ইহার নিকট উল্লিখিত প্রশ্ন সংস্থাপিত করি" উপসংহার কালে তিনি এই রূপ বলিয়াছেন যে, "আমরা সর্ব্বত্র অতি আশ্চর্য্য নিগূঢ় সৃষ্টি কার্য্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। আমি বৃক্ষ পত্র তৃণ এবং পুষ্পাদিগের উন্নতির গতি অবধারণ করিয়াছি, এবং প্রকৃতির বিকসিত জীবনের সাধারণ আনন্দের প্রতিও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এ সকল দেখিয়া মনে এই রূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছে যে স্বভাবের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যিনি আমা অপেক্ষা এ সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব অধিক জানেন? আমার অজ্ঞতা কি বিশ্ব নিহিত অত্যুন্নত জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে? যাহার মনে এ প্রকার প্রশ্নোদয় হয়, নিতান্ত স্থূলদর্শী অসার চিত্ত না হইলে আর সে কখন নাস্তিকের ন্যায় ইহার উত্তর দিতে পারে না যে নাস্তিকতাপবাদ অতি সহজে আমার উপর অর্পিত হইয়াছে।" এই অংশটী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পুনঃ পুনঃ মহা আনন্দে এবং উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রফেসর টিণ্ডলের এই সরল বাক্যও সামান্য মূল্যবান্ এবং সুমিষ্ট নহে।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ ভক্তি ভাজন আচার্য্য মহাশয় মুঙ্গের, বাঁকিপুর এবং এলাহাবাদ প্রভৃতিস্থানের ব্রাহ্মসমাজ সকল পরিদর্শন করিবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কান্তি চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন।

আগামী ২২শে কিম্বা ২৩শে অগ্রহায়ণ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়, আবার আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেই দূর দেশে ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে তিনি স্বর্গীয় প্রচুর কার্য্য সাধন করিয়া আত্মাতে যে পবিত্র তেজ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে আমরা তাঁহার অন্তরের সেই ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারি, চির মঙ্গল সংকল্প ঈশ্বর এই শুভাশীর্ব্বাদ করুন!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গত ১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাত্মা চৈতন্য যে প্রসিদ্ধ শ্লোক দ্বারা তাঁহার শিষ্য দিগকে তৃণের ন্যায় নীচ এবং বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিতেন, সেই শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত রূপে দীনাত্মা, সহিষ্ণু এবং বিনয়ী না হইলে কাহারও "দীন বন্ধু" পরমেশ্বরকে লাভ করিবার অধিকার হয় না, অতি পরিষ্কার রূপে তিনি এ সকল সত্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আর ও বলিলেন পৃথিবীর লোক ধনী হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা যাহাতে দীনহীন, বৈরাগী, এবং সম্পূর্ণ রূপে নিরহঙ্কার অথবা অভিমান শূন্য হইয়া "দীন বন্ধু" ঈশ্বরের পাদতলে পড়িয়া থাকিতে পারেন, এই জন্যই দিবা রাত্রি প্রার্থনা করেন। মনুষ্যের নিজের কিছুই নাই, সকলই ঈশ্বরের, তবে কেন, 'আমার, আমার' বলিয়া মনুষ্য অহঙ্কার করিয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়? ধন, জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্ম, যাহা কিছু আমরা সম্ভোগ করিতেছি, সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের, তথাপি কেন আমরা অহঙ্কার করিয়া মরি। এই অহঙ্কার ব্রাহ্মসমাজকে ক্ষত বিক্ষত করিল। অতএব এই মহা শত্রুকে সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ করিয়া অন্তর্ভেদী ঈশ্বরের চক্ষুর নিকটে প্রকৃতরূপে বিনয়ী, দীনহীন, এবং বৈরাগী হইয়া তাঁহার "দীনবন্ধু" নাম সাধন করিতে হইবে।

বিগত ৩০শে কার্ত্তিক, আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক দিগের মাসিক সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে কোন সভ্য যথা নিয়মে সভাতে উপস্থিত না হইবেন, তাঁহাকে সভ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। আর যিনি সত্যবাদিত্ব এবং জিতেন্দ্রিয়ত্ব, এই দুইটী গুণের কোন একটী হইতে বিবর্জ্জিত হইবেন, তাঁহাকেও উক্ত উপাসক সভার সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না সর্ব্ব সম্মতিতে, ইহাও স্থির হইয়াছে।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়াছিলেন। শুনিলাম "ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে।" এই বিষয়ে তিনি প্রাতঃকালে একটী উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার ভাণ্ডয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই অগ্রহায়ণ, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৭৯৬ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে সুখ স্বরূপ অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ ঈশ্বর! আমাদের নীচ সুখাসক্ত চিত্ত মনে করে সংসারে যেমন আনন্দ, ধন মান বিদ্যা সম্ভ্রমে যেমন সুখ এমন বুঝি আর কিছুতেই নাই। তোমাকে সাধনা করিলে যে অক্ষয় শান্তি লাভ করা যায়, এবং তোমার প্রীতি সুধা পান করিলে যে আর কোন বাসনা থাকে না, সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয় তাহা আমাদের সঙ্কীর্ণ অবিশ্বাসী হৃদয় জানে না। নাথ! তুমি যদি ভয় অবিশ্বাস এবং সংশয় সকল দূর করিয়া দিয়া আমাদের মূঢ়তা বিনাশ কর তবে আমরা তোমার মহিমা বুঝিতে পারি। দয়াময়, এই অল্প বিশ্বাসী পাপী সন্তানগণকে বুঝিতে দাও যে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিলে কিছু মাত্র আরাম নাই। হে করুণাসিন্ধু গুণের সাগর পিতঃ। একবার তোমার প্রেমরাজ্যের উজ্জ্বল শোভা এবং তোমার অমৃত ভাণ্ডারের রমণীয়তা দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দাও। আর এক বিন্দু প্রেমরস পান করাইয়া আমাদিগকে চিরকালের মত প্রলোভিত কর। পাপেতে সুখ পাইব বলিয়া যে আমরা তোমার কথা শুনি না, নিজের বুদ্ধিতে সংসার কুটিল বর্ত্মে ভ্রমণ করিয়া যে আপনাদিগকে নিরাপদে রাখিতে চাই এমন দুর্ম্মতি আমাদের কেন হইল? তুমি মঙ্গলময়, চিরকল্যাণ দাতা গুরু তোমার মতে না চলিয়া আমরা নিজেদের মতে চলি অথচ আশা করি এমনি করিয়া সাধুদিগের উন্নতাধিকার প্রাপ্ত হইব, হায়! কি আমাদিগের মোহ। হে সৎপথের প্রদর্শক পরম সুহৃদ্ ঈশ্বর! আমাদের মূর্খতা ঘুচাইয়া দাও। শুনিয়াছি তোমার নামে পাষণ্ড দলন হয়, কঠোর হৃদয় গলিয়া যায় তাই হে জীবনের জীবন প্রাণ সখা, বিনীত ভাবে তোমাকে ডাকিতেছি আমাদের অবিশ্বাস বিদূরিত কর। এই অবোধ কুটিল বুদ্ধি সংশয়াত্মাদিগকে এমন করিয়া প্রেমে ডুবাইয়া দাও যে আর অবিশ্বাসের কিছু মাত্র কারণ না থাকে। আমাদের কুবুদ্ধি, কুমতি বিনাশ কর। হে দীনবন্ধো! তুমি আমাদিগকে স্বার্থপর যুক্তি এবং কুটিলতর্কের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া শুভবুদ্ধি প্রদান কর। পাপ বিষে চিত্ত বিকৃত হইয়াছে স্বর্গীয় প্রেমামৃত ঢালিয়া দিয়া অবিশ্বাস, অপ্রেম, অভক্তির পথ এক কালে বন্ধ করিয়া দাও।

উপাসনাতত্ত্ব।

ধ্যান।

ব্রহ্ম-ধ্যান কি? ব্রহ্ম ধ্যানের প্রয়োজন কি? এবং ব্রহ্ম-ধ্যান দ্বারা জীবাত্মার কি কল্যাণ হয়? এ সমুদয় উচ্চ বিষয় অদ্যকার সমালোচ্য। উপাসনাতত্ত্বের প্রথম প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, ধ্যান যে মূল শব্দ হইতে নিষ্পন্ন তাহার অর্থ চিন্তা। কিন্তু আমরা আত্মার যে

ক্রিয়াকে ব্রহ্মধ্যান বলি, তাহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম চিন্তা বলিলে সম্যক্ রূপে সত্য প্রকাশিত হয় না। চিন্তাই কেবল ধ্যানের প্রাণ, এই ভ্রম হইতেই ধর্ম্ম জগতে নানা প্রকার বাহ্যিক এবং মানসিক পৌত্তলিকতা উৎপন্ন হইয়াছে। ইষ্ট-দেবতার ধ্যান অথবা তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতেই হইবে, ইহা সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আত্মার দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত যাহারা নিরাকার পূর্ণ পর ব্রহ্মের ধ্যান করিতে পারে না, তাহাদের কি উপায় হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অভিপ্রায়ে অথবা এই দুর্ব্বল সাধকদিগকে ধ্যানশীল করিবার জন্যই, পুরা কালের সাধকগণ অরূপ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ইহা হইতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত হিত সাধিত না হইয়া, বরং নানা প্রকার ভ্রম, প্রমাদ, এবং কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়া, জগতে ভয়ানক অসত্য এবং পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের কল্পনা এবং চিন্তা শক্তির ব্যভিচারে ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ব্রহ্ম ধ্যানেচ্ছু দিগকে এই গুরুতর বিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক থাকিতে হইবে। যাহাতে আমাদিগের ব্রহ্ম ধ্যানে কোন প্রকার অমূলক চিন্তা কিম্বা অলীক কল্পনা স্থান পাইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ রূপে সাবধান হইতে হইবে। এক্ষণে যদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে চিন্তা কিম্বা কল্পনা ধ্যান নহে, তবে ধ্যান কি? বস্তুতঃ যথার্থ ধ্যান শীলতা মনের কল্পনা কিম্বা চিন্তা শক্তি নহে, ইহা মনুষ্যাত্মার একটী স্বতন্ত্র স্বর্গীয় ক্ষমতা। মনের অগোচর ঈশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত আধ্যাত্মিক রাজ্য মনুষ্যের কল্পনা এবং চিন্তা শক্তির অতীত; কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তিনি যেমন আমাদিগকে আরাধনাশীল অথবা ভক্তিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তেমনই আবার তাঁহাকে গাঢ়রূপে ধারণ করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে ধ্যানশীল করিয়া গঠন করিয়াছেন। যেমন আরাধনা শীলতা দ্বারা ঈশ্বর "আরাধ্য" এবং জীবাত্মা তাঁহার "আরাধক" তেমনই এই ধ্যানশীলতা প্রভাবে তিনি আমাদের "ধ্যেয়" এবং আমরা তাঁহার "ধ্যাতা" হইয়াছি এবং অন্তরের যে নিগূঢ় কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা এই সম্পর্ক সাধন করি তাহারই নাম "ধ্যান"। ব্রহ্ম ধ্যান শুষ্ক কিম্বা কঠোর ব্যাপার নহে। ঈশ্বর যেমন চির-সরস এবং চির-মধুর, তাঁহার ধ্যানও তেমনই চির মধুময়। আত্মার বিশ্বাস এবং ভক্তি এই ধ্যানের জীবন। "সত্যং ব্রহ্ম" অথবা "ঈশ্বর আছেন," এই আদি সত্য, এই পরম সত্য, এই মধুময়, মুক্তি প্রদ সত্য ধ্যানের মূল মন্ত্র। অনেকের মনে এই সংশয় হইতে পারে, যদি বিশ্বাসই ধ্যানের প্রাণ হইল, তবে ধ্যানশীলতাকে আত্মার একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু যাঁহারা গূঢ় রূপে আত্মার দেব-প্রকৃতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এবিষয়ে নিঃসংশয়, কেননা তাঁহারা স্পষ্টরূপে দেখিতেছেন, আত্মার বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের পূর্ণ পবিত্র এবং সুন্দর সত্তা কেবল অনুভূত হয়; কিন্তু তাহা পুনঃ পুনঃ ধারণ এবং গভীর ও প্রগাঢ় রূপে সম্ভোগ করিবার জন্য আর একটী প্রবৃত্তি কিম্বা ক্ষমতার প্রয়োজন, এবং ঈশ্বর মনুষ্যকে সেই ক্ষমতায় বঞ্চিত রাখেন নাই। এই ক্ষমতাকেই আমরা ধ্যান শীলতা নাম দান করিয়াছি। এই শক্তির কার্য্যকেই সাধকেরা 'ধ্যান' 'নিদিধ্যাসন' 'মনন' অথবা 'স্বরূপ চিন্তা' বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যতক্ষণ আত্মার এই শক্তি পরিচালিত না হয় ততক্ষণ ইহা অচেতন এবং মৃত প্রায়। এই জন্যই কোন প্রাচীন সাধক বলিয়াছেন "বৃক্ষ লতা এবং মৃগ পক্ষীগণও জীবন ধারণ করে, কিন্তু যাঁহারা 'ব্রহ্ম মনন' দ্বারা সজীব হন তাঁহারাই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।" বাস্তবিক প্রকৃতধ্যান দ্বারা যথার্থ রূপে ব্রহ্মকে আয়ত্ত এবং ধারণ করিতে সক্ষম না হইলে আত্মা

কোন মতেই প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারে না। কেবল যথার্থ ব্রহ্ম-ধ্যান দ্বারাই আত্মা সঞ্জীবিত, সুস্থ, বলিষ্ঠ, সুন্দর, এবং পবিত্র হয়। এই ধ্যানশীলতার সাহায্যেই আমরা জাগ্রৎভাবে "ব্রহ্মেতে অধিবাস, ব্রহ্মেতে সঞ্চরণ, এবং ব্রহ্মেতেই জীবন ধারণ করিতে," সক্ষম হইয়াছি। ইহারই দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে এই বহির্জগত অতিক্রম করিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত এবং মনের অগম্য অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া সেই দিব্য ধামের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করি এবং সেই স্থানের অন্নজল পান ভোজন, এবং তথাকার বায়ু সেবন করিয়া আত্মার মধ্যে জীবন্ত ভাব, উৎসাহ, জ্যোতিঃ, স্ফূর্ত্তি, স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠতা, পুণ্যতেজঃ এবং সৌন্দর্য্য লাভ করি। আত্মা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে স্বভাবতঃই ধ্যানশীল হইয়া সৃষ্ট না হইত তাহা হইলে কদাচ মনুষ্য এ সকল সঙ্গীত রচনা করিতে পারিত না। যথাঃ—

"সাধ মনে গিয়ে প্রেম ধামে, হেরিব নয়নে, পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে, সে অরূপ রূপ মাধুরী, নিরখিব প্রাণ ভরিরে, ভকত মণ্ডলীর মাঝারে, পিতার পরিবারে হে।"

"সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে, রূপ হেরি, জুড়াব নয়ন, সে অপরূপ রূপ মাধুরী হে।"

"বিনীত শান্ত ভাবে বসিয়ে নির্জ্জনে, ভুবন মোহন রূপ দেখ যোগ ধ্যানে, ভক্তি ভরে, অনুরাগে হয়ে প্রেমে মগ্ন, পান কর মকরন্দ বিভু চরণ সরোজে।"

"সত্যং শিব সুন্দরং রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে, রূপ নিরখি নিরখি, অনুদিন, আমি ডুবিব রূপ সাগরে।"

"কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয় কাননে? দেখিয়াছি অনেক রূপ এমন রূপত দেখি নাই, হবে কি স্বর্গের পিতা, মুক্তি-দাতা পরিত্রাতা, তুমি যে আসিবে হেথা তাতো আমি জানি না। দাঁড়াও পিতা আসি পুনঃ, নিয়ে ভ্রাতা ভগ্নীগণ, সবে মিলে প্রেম মনে পুজি ভক্তি চরনে।"

এই সমুদয় সঙ্গীত দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে মনুষ্যের আত্মা স্বভাবতঃই গভীর রূপে ব্রহ্ম ধ্যানের আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য লোলুপ। বস্তুতঃ অনন্তকাল সুন্দরতম প্রিয়তম ঈশ্বরকে ধ্যান ধারণা অথবা তাঁহার মধুময়, পুণ্যময় সহবাসে অধিবাস করিবার জন্যই আত্মা সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যান করাই আত্মার প্রকৃতি, এবং তাঁহাকে অথবা তাঁহার স্বরূপ ধ্যান না করা ইহার বিকৃতি। যে পরিমাণে আমরা সত্য ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করি সেই পরিমাণে আমাদের অন্তরাত্মা দেববল, দেবজ্ঞান, দেব-প্রেম, এবং দেব-তেজ লাভ করিয়া, সুস্থ, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর হয়। পক্ষান্তরে যেই পরিমাণে আমাদের আত্মা ধ্যানবিহীন, সেই পরিমাণে, ইহা রুগ্ন, দুর্ব্বল এবং কদাকার হয়। অনেকে মনে করেন ধ্যান অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং কঠোর সাধন; কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তের পক্ষে ধ্যান সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট এবং সহজ ব্যাপার। যথার্থ নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যান নিতান্ত দুরূহ সোপান মনে করাতেই নিকৃষ্ট সাধকেরা কল্পিত সাকার দেবতা এবং অবতারের প্রয়োজন স্বীকার করে; কিন্তু গূঢ় রূপে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেকেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, ঈশ্বর আত্মাকে যে ধ্যানশীল স্বভাব দান করিয়াছেন, তাহা কদাচ কোন কল্পিত কৃত্রিম কিম্বা সাকার বস্তু দ্বারা উন্নত এবং চরিতার্থ হইতে পারে না, ইহা স্বভাবতঃ আপন ধর্ম্মানুসারে নিরাকার পূর্ণ পুরুষকেই অন্বেষণ করিয়া লয়, এবং দৃঢ়রূপে তাঁহাকেই আলিঙ্গন করে। শরীর কিম্বা কোন সাকার পদার্থ ধ্যানের বিষয় নহে, পরামাত্মা, এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক স্বরূপ ও গুণ সকলই, ধ্যানের যথার্থ নিত্যবস্তু। আত্মা অনন্তউন্নতিশীল, সুতরাং ইহার নীচ, উচ্চ অবস্থানুসারে ধ্যানের গাম্ভীর্য্য, মিষ্টতা, স্থায়িত্ব, এবং উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। আমাদের এই অপূর্ণাবস্থায়, পূর্ণধ্যান অসম্ভব। পৃথিবীর মধ্যে যিনি ধ্যানের উচ্চতম অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাও আংশিক। যাঁহার আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ধ্যানের পূর্ণভাবের আভাস লাভ করিতে পারেন। ঈশ্বরের এক একটী গুণ কিম্বা এক একটী স্বরূ—

পের যে ধ্যান তাহাই আংশিক এবং যেই ধ্যানে যে পূর্ণ ব্রহ্ম সমুদয় গুণ এবং সমুদয় স্বরূপের পূর্ণাধার তিনি স্বয়ং বিধৃত হন তাহাই পূর্ণ ধ্যান। সমগ্ররূপে পূর্ণব্রহ্মকে আয়ত্ত করাই ধ্যানের শেষ লক্ষ্য। ব্রহ্মধ্যান কি? কথঞ্চিৎ পরিমাণে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল, এক্ষণে ব্রহ্মধ্যানের প্রয়োজন কি? বিশেষ রূপে ইহা নির্ধারণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আরাধনা, প্রার্থনা, স্তব, স্তুতি এবং সঙ্গীতের দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত করা যাইতে পারে, ধ্যানের এমন বিশেষ প্রয়োজন কি? বাস্তবিক আমাদের বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম জগতের আধ্যাত্মিক অবস্থা যে রূপ হীন, ইহাতে অনেকের পক্ষে ধ্যানের আবশ্যকতা অনুভব করাও সুকঠিন। তাঁহাদের নিকট ধ্যান অত্যন্ত কঠোর এবং ভয়ানক সাধন বলিয়া প্রতীত হয়। একাকী নির্জন সাধনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। বাস্তবিক ধ্যানশীলতা সম্পর্কে আমাদের দুর্গতি দেখিলে মনে অত্যন্ত গভীর দুঃখ বেদনা উপস্থিত হয়। যে দেশ ধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ, যে আর্য্য জাতি সমুদ্ভূত পূর্ব্বতম তপস্বী এবং মুনি,ঋষিগণ ধ্যানশীলতার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত এবং পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই দেশবাসী, এবং সেই জাতির উত্তর বংশ হইয়া ধ্যান সম্পর্কে এরূপ হীনাবস্থ হইয়াছি, ইহা ভাবিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তর না ব্যথিত হইবে? যতক্ষণ ব্রহ্মমন্দিরে কিম্বা অপর কোন উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্য এবং ভক্ত সাধকদিগের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিব, ততক্ষণ তাঁহাদের আরাধনা, প্রার্থনা, এবং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা উত্তেজিত, এবং উপাসনপূর্ণ, থাকিবে, কিম্বা যতক্ষণ নির্জ্জনে শব্দোচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব, ততক্ষণ মন ঈশ্বরের ভাবে পরিপূর্ণ থাকিবে, আর যাই উপাসক মণ্ডলী পরিত্যাগ করিব, কিম্বা নির্জ্জনোপাসনায় নিঃশব্দ হইব, তৎক্ষণাৎ মন ঈশ্বর বিহীন কিম্বা শূন্য হইবে, ব্রাহ্ম জীবনে আর এই শোচনীয় অবস্থা সহ্য করা যায় না। ধ্যানের সময় উপস্থিত হইলেই কি পরিতাপের বিষয়, কত কত ব্রাহ্ম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভয়ানক অন্ধকার অথবা অন্তর বাহিরে কেবলই শূন্যতা দেখেন, নতুবা ঘোর নিদ্রার অভিভূত হন। এ সমুদয় হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনা দেখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। যাহাতে শীঘ্রই এই দুর্ব্বল, উদ্যম বিহীন সাধকদিগের আত্মার অচৈতন্যদূর হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা কবে আমাদের মধ্যে অন্ততঃ কত গুলি যথার্থ ধ্যানশীল সাধক দেখিয়া সুখী হইব? যদি আমরা নিজে ঈশ্বরকে ধ্যান ধারণা না করি, কেবল অন্যের মুখে তাঁহার নাম কীর্ত্তন, আরাধনা, প্রার্থনা শুনিয়া কি হইবে? মৃত্যুর পর, সেই পরলোকেত কেহই অন্যের মুখে উপাসনা শুনিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে না। অতএব ইহলোকে থাকিতে থাকিতেই যদি আমরা অনন্ত কালের সম্বল সঞ্চয় করিয়া না লই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে আমাদিগকে অনেক দুর্গতি সহ্য করিতে হইবে। যখন মুখ বন্ধ হইবে, উপাসনা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিব না, অথবা কর্ণ বধির হইবে, সুতরাং ভক্তদিগের ভক্তিসুধাময় আরাধনা-প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইব, অথবা যখন এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমন করিব, তখন আত্মার এই অনন্ত উন্নতিশীল ধ্যানশীলতা দ্বারাই কেবল ঈশ্বরের মধুময় পুণ্যপ্রদ গম্ভীর সত্তা উপলব্ধ হইবে, অতএব ব্রহ্মধ্যান যে আত্মার জীবন ধারণ এবং উন্নতি সাধন পক্ষে কেমন প্রয়োজনীয় সাধন, ইহাতে আর কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম ধ্যান দ্বারা আত্মার কি কল্যাণ হয়? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা দ্বারা আত্মার কি পরম কল্যাণ সংসিদ্ধ হয় প্রত্যেকেই তাহা গূঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য আর বিস্তারিত রূপে

লিখিবার সুযোগ নাই ; কিন্তু এই "ধ্যান তত্ত্ব" যতই আলোচনা করা যাইবে ততই ইহা হইতে গূঢ়তর এবং নূতনতর সত্য সকল আবিষ্কৃত হইবে।

আত্মার বাস স্থান।

দেহান্তে আত্মা কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিতি করিবে, এক্ষণেই বা তাহা দেহের কোন্ স্থানে বাস করিতেছে এই রূপ প্রশ্ন সময়ে সময়ে অনেকের মনে উঠিয়া থাকে। যাঁহারা অনাত্ম বাদী, জড় ও চৈতন্য উভয়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব দেখিতে পান না, তাঁহারা দেহ বিনাশকেই জীবনের শেষ মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্রত্ব স্বীকার করেন তাঁহারাও জড়ের সঙ্গে চৈতন্যকে এমনি করিয়া জড়ীভূত করিয়া ফেলেন যে দেহের সহিত আত্মার মিলন ও বিচ্ছেদের অবস্থাটী পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারেন না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভৌতিক পদার্থের সহিত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান পদার্থের উপমা করিতে এবং জড়ের দৃষ্টান্ত লইতে গেলেই এই রূপে মহা ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অন্যের মুখে এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেও তাহা স্পষ্ট রূপে অনুভব করা যায় না। কেবল আত্মানুসন্ধান দ্বারা ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। সূক্ষ্মতম স্থির দৃষ্টিতে আত্ম পরীক্ষা করিলে জ্ঞান নয়নে ইহার প্রকৃত ভাব প্রতিভাত হয়।

প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বরই আত্মার বাস স্থান, শরীর তাহার বাহ্য জ্ঞান উপার্জ্জনের ও ক্রিয়া সাধনের যন্ত্র, কিন্তু আধার নহে। শরীরের সহিত আত্মার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে এই জন্য সহজে তাহার স্বাধীন ক্রিয়া অনুভূত হয় না ; কিন্তু ইহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ গোচর হয় যে শরীরকে ভুলিয়া আত্মা বহু দূরদেশে বিচরণ করিতেছে। শরীর মধ্যে আত্মা বাস করিতেছে সত্য, কিন্তু কোন্ স্থানে করিতেছে তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না। দেহের সুস্থতা অসুস্থতানুসারে আধ্যাত্মিক বাহ্য ক্রিয়ার অনেক তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দৈহিক যন্ত্র সকল বিকল হইলে বাহ্যেন্দ্রিয় সকল আত্মার ইচ্ছা পালন করে না। তথাপি ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে পক্ষাঘাত গ্রস্ত মৃতবৎ অসাড় দেহেও চৈতন্য শক্তি বিরাজ করিতেছে। মস্তিষ্ক রূপ প্রধান যন্ত্র বিকৃত হইয়া যখন শারীরিক জীবনী শক্তি সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষিত হয় তখন আত্মার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, এবং তখনই জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। যদিও দেহের অবসন্নতা এবং স্ফূর্ত্তিতে অনেক সময় আমরা আত্মার নির্জ্জীবতা এবং প্রফুল্লতা দেখিতে পাই, কিন্তু আত্মা যে রূপ শরীরকে বশীভূত করিতে পারে শরীর সে রূপ তাহাকে পারে না। যখন গভীর আত্ম গ্লানি উপস্থিত হয় তখন দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা কোন কার্য্যেই আসে না। এমন কি এজন্য কত লোকে দেহনাশ করিয়া থাকে। শারীরিক পীড়ার উপরে আত্মার প্রভাব যেরূপ কার্য্যকারী হয় আধ্যাত্মিক পীড়ায় শরীর দ্বারা তদ্রূপ হয় না। এই রূপে ভাবিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হইবে ; কিন্তু শরীরের উপর আত্মার আধিপত্য যে অধিক এবং তাহার যে যথেষ্ঠ স্বাধীনতা আছে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, জলপূর্ণ কিম্বা বায়ুপূর্ণ পাত্রের সহিত তুলনা করিয়া আধার আধেয় রূপে দেহ আত্মার সম্বন্ধ স্থির করিতে গেলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া কঠিন।

আমাদের এই রূপ স্বভাব যে কোন একটী ঘটনা কিম্বা বস্তু দেশ কালকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না। এই জন্য কোন একটী স্থান বিশেষে বদ্ধ না করিয়া আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান অবস্থায় আত্মা শরীরের কোন্ স্থানে বদ্ধ আছে তাহা অনুভব হউক না হউক আমরা শরীরে আছি ইহা বুঝিতে পারি। দেহ ভগ্ন হইলে অনন্ত বিস্তীর্ণ আকাশের কোথায় থাকিবে ইহা কিছুতেই বুদ্ধিতে আইসে না। এইখানে একটী কথা এই বুঝিতে হইবে যে আত্মা শরীরের মধ্যে আছে তাহার প্রমাণ কি? একমাত্র আত্মজ্ঞানই তাহার কেবল প্রমাণ। কিন্তু ইহা দেহের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া যখন বহু দূর দেশে বিচরণ করে তখন কি শরীর তাহার সঙ্গে থাকে? এমন হইতে পারে যে চিন্তা বলে মনুষ্য আপনার শরীরকে ভুলিয়া গিয়া অন্য এক রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছে, তখনকার অবস্থাকে কি বলা যাইবে? যেখানে আত্মজ্ঞান সেই-

খানেই আত্মার বাস স্থান, কোন দেশেতে উহা বদ্ধ নহে। নিরাকার চৈতন্যময় পরমেশ্বর যেমন দেশ কালের অতীত হইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন আমাদের আত্মাও তেমনি কোন স্থানে না থাকিয়া কেবল আত্মজ্ঞানে প্রকাশিত থাকে। "তিনি আছেন" ইহার অধিক যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, তেমনি "আমি আছি" ব্যতীত মানবাত্মা সম্বন্ধে আর কিছু বলা যাইতে পারে না। স্থান কালের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? ঈশ্বর স্বয়ং আত্মার প্রাণ তিনি তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আত্মা শরীরেই থাকুক আর যেখানে থাকুক ঈশ্বরেতেই জীবিত, ঈশ্বরতেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং অনন্ত কাল থাকিবে। আত্মা কোথায় থাকিবে এই কথা যে আমরা বলিতেছি "কোথায়" এই শব্দেরই বা অর্থ কি? দেশ অনন্ত সুতরাং ইহা জড় বস্তু সম্বন্ধে কেবল ব্যবহৃত হইতে পারে জ্ঞান পদার্থ সম্বন্ধে নহে। অবিভক্ত চিত্তে যিনি কখন ব্রহ্মযোগে সংযুক্ত হইয়াছেন, প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত যিনি তাঁহাকে কখন হৃদয়ে ধারণা করিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন আত্মার নিবাস স্থান কেমন সুন্দর। অতএব দেহান্তে কোথায় থাকিব বলিয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন যাঁহাতে বাস করিতেছি তখনও তাঁহাতেই বাস করিব; স্বয়ং প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বরই আত্মার চির দিনের বাস ভবন!

সার সঙ্কলন।

"হৃদয়ে প্রেমময় পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া পবিত্র হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা ও তাঁহার কার্য্য করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাহা ভুলিয়া যাই। যাঁহার জন্য আসিলাম তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আপনা আপনি বিবাদ করিয়া মরি।"

"আমার গম্য স্থান অত্যন্ত উচ্চ। সমস্ত জগৎ ও ইহার সমস্ত পরিবর্ত্তন, আমার নিজের অবস্থা, আমার ক্ষণ স্থায়ী পার্থিব জীবন, বর্ত্তমান সময়ের দ্রুতগামিতা, ফলতঃ প্রত্যেক বিষয় আমার নিকট ঘোষণা করিতেছে যে আমি অনন্ত জীবন লাভের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি"

"যখন বর্ত্তমান সময়েরই স্থিরতা নাই, যখন এই মুহূর্ত্তকেই আমি নিজের বলিতে পারি না, তখন আমি ভবিষ্যতের কথা কিরূপে বলিব? না, আমার সমস্ত জীবন যেরূপে নিযুক্ত থাকিলে ভাল হইত, এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে সেই রূপ সাবধান হইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।"

"যে উচ্চতর জীবনের জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি তাহাই আমার মনোযোগকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করুক। এবং আমার উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া, যে সময়ের ব্যবহারের উপর আমার অনন্ত কালের সুখ নির্ভর করিতেছে, আমি যেন সেই সময়কে ভাল রূপে নিযুক্ত রাখিতে পারি।"

মহম্মদীয় ধর্ম্ম পুস্তক সেরাজলসালকিন-হইতে গৃহীত।

অনুতাপ।

ধর্ম্মজ্ঞান লাভের পর সাধকের পাপের জন্য অনুতাপ হওয়া চাই। দুই কারণে অনুতাপ আবশ্যক। প্রথমতঃ তদ্দ্বারা উপাসনার নিমিত্ত আত্মা উপযুক্ত হইতে পারে। যে হেতু পাপের বিকৃত ভাব মনুষ্যকে উপাসনাতে বঞ্চিত এবং তাহার জন্য অশুভ ও অনিষ্ট ফল উৎপাদন করে। পাপ প্রবৃত্তি মনুষ্যাত্মাকে উপাসনার দিকে যাইতে দেয় না। হৃদয়ের অন্ধকার অবস্থাতেই পাপানুষ্ঠিত হয়। ইহা সত্য, যখন মন কঠোর হয়, তখন লোকে পাপ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যদি ঈশ্বরের দয়া সেই অবস্থার প্রকাশ না পায়, তবে পাপ মনুষ্যকে নাস্তিকতার সীমায় লইয়া যায়। যে ব্যক্তি অনুক্ষণ পাপ অপবিত্রতার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, সে কি প্রকারে উপাসনাতে উপযুক্ত হইতে পারে? যে হৃদয় পাপের মলিনতায় পরিপূর্ণ, সে কিরূপে আরাধনার জন্য ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে সক্ষম? প্রেরিত মহর্ষি মহম্মদ বলিয়াছেন যে যখন ঈশ্বরের ভৃত্য অসত্য কথা বলে তখন স্বর্গীয় দূত তাহা হইতে দূরে প্রস্থান করে; এ জন্য, যে তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। কলুষিত জিহ্বা কি পবিত্র ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তনের উপযুক্ত? পাপানুরাগী উপাসনা অতি অল্পই করিতে পারে। যদি ঘটনা ক্রমে কখন অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ উপাসনা করে, তাহাতে তাহার অন্তরে অনুমাত্র পুণ্য

মাধুর্য্যের সঞ্চার হয় না। হৃদয়ের পাপ—অনুতাপ শূন্যতাই এরূপ হওয়ার কারণ। ইহা ঠিক বলা হইয়াছে যে যদি কোন মনুষ্য উপাসনা সাধনা না করে, তবে প্রতীত হইবে, সে পাপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহাই তাহাকে সাধনা হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

২য়তঃ অনুতাপ করিলেই উপাসনা ঈশ্বরের দ্বারা পরিগৃহীত হয়। পাপের জন্য অনুতাপ করা ও প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব অব্যাহত রাখিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা ঈশ্বরের পবিত্র বিধি, যিনি এই বিধি প্রতিপালন না করেন, তাঁহার উপাসনা জীবন শূন্য। উহা কি প্রকারে পরমেশ্বরের গ্রাহ্য হইবেক ও হইতে পারে? যখন আজ্ঞা অপালন জন্য প্রভু দাসের প্রতি অসন্তুষ্ট, তখন দাস কোন্ মুখে প্রভুর নিকটে শুধু স্তুতি মিনতি করিবে? ও তাঁহার সন্নিধানে কোন্ বিষয়ের প্রার্থনা করিবে?

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা কর যে প্রকৃত অনুতাপ কিরূপে হয়? সাধকের কি করিতে হইবে যে যাহাতে সমুদায় পাপ হইতে সে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে। জানিও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমূহের মধ্যে অনুতাপ একটী ক্রিয়া, তদ্দ্বারা হৃদয় পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে। এ জন্যই ইহার আবশ্যকতা। ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাত্মা আবুয়েল খালা অনুতাপের ব্যাখ্যাতে এই বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের ভয়ে এরূপ পাপ সকলের অধীনতা একেবারে পরিত্যাগ করা যে প্রকার পাপ পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, তাহাকেই অনুতাপ বলে।

অনুতাপের ৪টী গূঢ় অবস্থা, প্রথমতঃ পাপের অধীনতা মনের দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়া যে কখন পাপের নিকটে যাইব না। হয়ত পুনর্ব্বার আমা হইতে এই পাপের অনুষ্ঠান হইয়া উঠিবে, এই ভাবটী জাগরূক রাখিয়া যে পাপ পরিত্যাগ করে সে অনুতাপকারী নয়। শুদ্ধ পাপ পরিত্যাগী হইল।

২য়তঃ এরূপ পাপের অনুতাপ হয় যে পাপ পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে। যদি কখন তদ্রূপ পাপের অনুষ্ঠান না হইয়া থাকে, তবে তাহার অনুতাপ হইতে পারে না। প্রেরিত মহম্মদকে পৌত্তলিকতা পাপের অনুতাপকারী বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তিনি কখন পৌত্তলিক ছিলেন না। মহাত্মা ওমরকে তদ্বিষয়ে অনুতাপকারী বলা যাইতে পারে। কারণ তিনি প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন, পরে একেশ্বর পরায়ণ হন।

তৃতীয়তঃ যিনি যে পাপ এই ক্ষণ পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহা সেই পাপের অনুরূপ হওয়া চাই যাহা তিনি করিয়াছেন, হয়তো এ বিষয়ে বাহ্য তুলনায় তাহার অবস্থা ও শক্তিগত তত সাদৃশ্য থাকিবে না। যথা কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে ব্যভিচার কি দস্যুতা করিয়াছেন, যদি স্বয়ং সেই অনুষ্ঠিত পাপের জন্য অনুতাপ করেন সেই অনুতাপ গৃহীত হইবে। যে হেতু অনুতাপের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, বন্ধ নয়। এ স্থানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে সে সময়ে তাহার ব্যভিচার ও দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করার ক্ষমতা নাই, যে হেতু সে তখন ব্যভিচার ও দস্যুতা করার শক্তি রাখে না। তখন তাহার পরিত্যাগ কিরূপে হইবে। সে পরিত্যাগকারী নয়, তাহাকে তদ্বিষয়ে অক্ষম বলা যায়। এ প্রশ্নের উত্তর এই যদিচ সেই ব্যক্তি ব্যভিচার ও দস্যুবৃত্তি করিতে শক্তি রাখে না, কিন্তু এই দুইটী পাপের অনুরূপ পাপ করিতে সমর্থ হইতে পারে। অর্থাৎ অবস্থাতে যে পাপ ব্যভিচার দস্যুতার অনুরূপ কি অধিকার হয়, তাহার পরিত্যাগী হইতে পারে। যথা ব্যভিচার অপবাদ দেওয়া, প্রতারণা করা ইত্যাদি। যদিচ এ সকল পাপ পূর্ব্বোক্ত পাপ হইতে আকৃতিতে বিভিন্ন কিন্তু অনিষ্টের পথে তাহাদের অবস্থা তুল্য। অতএব যে কেহ ব্যভিচার কি পরস্বাপহরণ আদির জন্য অথবা যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম সেই সকল পাপের জন্য অনুতাপ করে তাহার সেই অনুতাপ ঠিক হয়।

অনুতাপের ৪র্থ অবস্থা, ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ অমান্য জন্য এবং তাঁহার ন্যায় দণ্ড ভয়ে অনুতাপ হইবে। ইহাই অনুতাপের মূল প্রকৃতি ও যথার্থ অবস্থা। এই প্রকার অনুতাপই ঠিক। সংসারের জন্য মনুষ্য ভয়ে বা প্রশংসার লোভে কিম্বা দুঃখ দারিদ্র্যের আশঙ্কায় যে অনুতাপ, তাহা অনুতাপ নয়।

ব্রাহ্মিকাদের প্রার্থনা

হে গুণনিধান! কি কারণে আমি তোমায় ভুলিব? আমি বারম্বার এ সংসারে প্রমা[illegible] তোমার

তুল্য আর ইচ্ছা করে মৃত্যু মুখে যাওয়া সমান। আমি যখনি তোমায় ভুলিয়া সংসারের সুখে নিমগ্ন হই তখনি সংসার বলে, আমি ক্ষণকাল স্থায়ী, আমি তোমার চির সুখী করিতে পারিব না, আমি তখনি চমকিত হইয়া বলি, হে সর্ব্বসুখদাতা! এই অসার সংসারে তুমিই এক মাত্র সার সত্য, আমি তোমায় ছেড়ে কি লইয়া সুখী হইব? যখন আমি প্রিয় পাত্রদিগকে একমাত্র প্রেমাস্পদ জানিয়া আনন্দ সাগরে ভাসি তখনি তাহারা বলে কাহাকে প্রাণ ও প্রেম সমস্ত দিলে? আমরা চিরস্থায়ী নহি, সময় হইলে আঘাত করিব। যখন আমি ধন মদে মত্ত হই, তখনি ধন বলে আমি অতিশয় চঞ্চল, আমি তোমার হয়ে কখনও চিরদিন তোমায় সুখী করিতে পারিব না। তবে কি পাইয়া তোমায় ভুলি? এ সংসারে তোমায় ছেড়ে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না বুঝিয়াছি। পিতা! তোমায় দেখিতে পাই না বলে প্রাণ ও প্রেম সমস্ত দিতে পারি না। তুমি অতি সাধনের ও যতনের ধন। আমি সামান্য মনে কেমন করিয়া তোমার সাধন ভজন করিব? নাথ! তোমাকে আমার পাওয়া দেখা দূরে থাকুক যেন তোমার শ্রীপদে থাকে আমার মন এই আশীর্ব্বাদ কর। এখন তোমায় দেখিতে পাই না বলে যেন মন অন্য দিকে না দিই এই তোমার চরণে দিবা রাত্র বিনীত প্রার্থনা।

হে জগত জননী! অদ্য আমি তোমার প্রসাদে এই প্রার্থনাটি লিখিতে বসিলাম। তুমি এসংসারে আমার এক মাত্র তরণী, উদ্ধার কর্ত্তা। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তোমার স্বর্গ রাজ্যে লইয়া যাইতেছ। হে প্রভো! যাহাতে তোমার এই দুঃখিনী কন্যা তোমার শরণাগত দাসী হইয়া তোমার চরণ সেবা করিতে পারে তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। হে নাথ! আমার অবস্থা তুমি দেখিতেছ, যাহাতে এই অবস্থায় তোমার দুর্ব্বল কন্যা উদ্ধার পাইতে পারে তুমি তাহার জন্য সদয় হও। হে পিতা! অদ্য তোমার নিকট বিশেষ একটী ভিক্ষা চাহিতেছি, তুমি এ ভিক্ষা আমাকে প্রদান কর, নাথ! আমি যেন রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রনায় তোমাকে না ভুলি, সকল সময় যেন তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পারি হে প্রভো! তোমার চরণে এই প্রার্থনা। এই ভয়ানক দুঃখের অবস্থা হইতে শীঘ্র তুমি আমাকে রক্ষা কর, বিলম্বে তোমার এ তনয়া মরিবে, হে নাথ রক্ষা কর। সুখ দুঃখ সকল সময়ে যেন তোমাকে সমান ধ্যান করি। তুমি এ দুঃখিনীকে আশীর্ব্বাদ কর।

সুখী পরিবার।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত ও পরিবর্ত্তিত)

"সেই পরিবার সুখী, এ জগতে,
যেখানে সতত পিতা প্রেমময়
করেন বিরাজ সবার মনেতে,
প্রেমেতে পূরিত সকল হৃদয়:
যেখানে সবার সকল বাসনা
হয় প্রবাহিত চরণে তাঁর;
এক দিকে ধায় সবার প্রার্থনা,
এক শান্তি দাতা তিনি সবাকার।"

"সেই পরিবার সুখী, এ জগতে
যেখানে পিতার দয়াল নাম
বরষে অমৃত সবার কর্ণেতে,
দান করে হৃদে অতুল আরাম;
সুমধুর স্বরে বিভু গুণ গায়
যেখানে বালক বালিকা সকলে;
জনক জননী আত্মীয় যথায়
জানেন ঈশ্বরে প্রিয়ধন বলে।"

"সেই পরিবার সুখী, এ জগতে
প্রার্থনার উৎস উঠিছে যথা;
পূরিত আকাশ বিভুর স্তবেতে
কেবলই তাঁহার প্রেমের কথা;
জনক জননী আদি করি সবে
ঈশ্বরের কথা বাসেন ভাল;
তাঁহারই আদেশ পালিয়ে এ ভবে
স্বর্গের আলোতে কাটান কাল।"

"সেই পরিবার—এমন সুখের
দয়াময় প্রভু! পাইব কবে?
সে সুখ আনিতে ঘরে আমাদের
কবে প্রাণ পণ করিব সবে?
তোমার প্রেমেতে করহে বিগলিত
আমাদের এই পাষাণ মন,
তোমার প্রেমেতে করহে মিলিত
পারিব বিলাতে তবে প্রেম ধন।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯২ শক।

আমরা পরলোকের যাত্রী, আমরা জীবন পথের পথিক। সময়ে সময়ে সংসারের কোলাহল এবং অসুষ্ঠা-

দের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নির্জ্জনে বসিয়া দেখা আবশ্যক, আমরা কোথায় আসিয়াছি; এবং আমাদের গম্য স্থান আর কত দূরে রহিয়াছে। যাঁহারা সংসার স্রোতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেন কিম্বা কতক গুলি কল্পিত মতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন; জীবন পরীক্ষা করিবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। কেবল মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে সচেতনক রে। তখন দেখিতে পান পরলোকে যাইবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত নন; তখন আপনাদিগকে নিঃসম্বল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। অতএব যখন আমরা জীবন পথে চলিতেছি, তখন যথার্থ সম্বল কত পরিমাণে পাইয়াছি তাহা কি সময়ে সময়ে দেখা আবশ্যক নয়?

অনেক সময়ে আমরা যাহা লইয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি, পরে তাহাই সেই অহঙ্কার চূর্ণ করে। আমরা কত প্রকারে আত্ম প্রবঞ্চনা করি তাহার সংখ্যা নাই। যাহা যথার্থ তাহা অযথার্থ মনে করি এবং যাহা অযথার্থ তাহা যথার্থ বলিয়া সংগ্রহ করি। এই প্রকার অনিশ্চিত অবস্থায় বিশেষ রূপে জীবন পরীক্ষা না করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিপদের সম্ভাবনা। ইহা সত্য যে সময়ে সময়ে তোমরা উপাসনা করিয়া হৃদয় পবিত্র করিতেছ,যথেষ্ঠ শান্তি লাভ করিতেছ, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া জীবন সার্থক করিতেছ, এবং উত্তম পুস্তক সকল পড়িয়া সুন্দর সত্য সকল উপার্জ্জন করিতেছ অথবা তোমাদের অন্তরে প্রচুর জ্ঞান ধন সঞ্চিত হইতেছে; কিন্তু তোমরা কি জান সেই ধন কি যাহা চিরস্থায়ী এবং সেই ধন কেমন যাহা পরলোকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে? বাহিরে যাহা দেখিতেছ তাহা অস্থায়ী, বাহিরের উপাসনা, বাহিরের অনুষ্ঠান,বাহিরের জ্ঞানাড়ম্বর সকলই নিঃশেষিত হইবে। এখন উৎসাহ সহকারে যাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া উপাসনা করিতেছ,কিয়ৎকাল পরেই ইহাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে। এখন যে সকল সদনুষ্ঠান করিতেছ, যে পরোপকার করিতেছ, বিনীত হৃদয়ে ভ্রাতাদের যে পদ সেবা করিতেছ তাহারও শেষ হইবে। কিন্তু যাহা আত্মার মধ্যে দেখিবে তাহার শেষ নাই, যাহা হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিবে তাহা চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর পৃথিবীর কার্য্যাড়ম্বরের শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের ধন অনন্ত কাল থাকিবে। বাহিরের সৎকার্য্য শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের প্রণয় চিরস্থায়ী। আত্মার মধ্যে যে বিশ্বাস, বিনয় এবং ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ পাইতেছ তাহা চিরস্থায়ী। বাহিরে যাহা রাখিবে তাহার ক্ষয় হইবে; তাহা কাল ধ্বংশ করিবে এবং তস্কর অপহরণ করিতে পারে; কিন্তু কোন্ তস্করের সাধ্য যে অন্তরের ধন হরণ করে? যাহা সংসারের উপরিভাগে রাখিবে, তাহাতে তস্করের অধিকার আছে, এবং তাহা সংসার তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব তোমাদের অন্তরের ধন কি পরিমাণে সঞ্চিত হইল, তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। এই প্রবঞ্চনা পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে কত সত্য লাভ করিলে, অন্ধকারের মধ্যে কত দূর আলোক দেখিলে, মৃত্যুর মধ্যে কি পরিমাণে জীবন পাইলে, বিপদে কত ধৈর্য্য শিক্ষা করিলে, পরীক্ষাতে কত বল লাভ হইল এসকল পরীক্ষা করিয়া দেখ। চিরকাল কেহই সংসারে এ অবস্থায় থাকিবে না, এক দিন প্রত্যেককেই এ সকল ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে হইবে। অতএব যে আত্মা সংসার ভিন্ন আর কিছুই চিনে না, যাহাতে ব্রাহ্ম দর্শনের চিহ্ন মাত্র নাই, সেই দুর্ভাগ্য আত্মা কেমন করিয়া পরলোকে যাইতে প্রস্তুত হইবে? অতএব ভ্রাতৃগণ! অন্তরে প্রবেশ কর। দেখ, সেখানে সেই ধন আছে কি না যাহা লইয়া পরলোকে যাইতে হইবে। যদি হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই সম্বল দেখিতে না পাও; তবে নিশ্চয় জানিও তোমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তোমরা অবশ্যই বলিবে এ সকল নিতান্ত কষ্টকর এবং কঠিন ব্যাপার। বাহিরে বন্ধুদিগের সঙ্গে উপাসনা করিলে আনন্দ হয়, উৎসাহ থাকে; কিন্তু নির্জ্জনে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভয়ানক অন্ধকার দেখিতে হয়। যদি বাহিরের দৃষ্টান্ত অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মকে অনুকরণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করি তাহা হইলে অন্ধকার দেখিয়া হয়ত এখনই নিরাশ হইতে হইবে। বাহিরের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপে ব্রাহ্মগণ আত্ম প্রবঞ্চনা করিতেছেন। এই জন্য বলিতেছি ব্রাহ্মগণ পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা গম্য স্থানের কত দূর নিকটবর্ত্তী হইলে, অন্তরে কত সম্বল হইল। সময় থাকিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা কর।

ঈশ্বর কাছে আছেন তবুও কেন তিনি দূরে আছেন বলিয়া আমরা চিৎকার করি। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের নিকটে তথাপি কেন আমরা তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করি? ব্রাহ্মদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের ব্যাপার আর কিছুই নাই। ঈশ্বর নিকটে আছেন অথচ ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে দূরস্থ মনে করিয়া চিৎকার করেন, ইহা নিতান্ত অসহনীয়। ভ্রাতৃগণ! সাবধান হও, দয়াময় পিতাকে বাহিরে অন্বেষণ করিও না। বাহিরের বন্ধুদের লাভ করিয়াছি কি এই জন্য যে যতক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব ততক্ষণ ঈশ্বরের পূজা করিব, এবং যাই তাঁহাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে তখনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া সংসারের দাসত্বে নিযুক্ত হইব? এই জন্য তাঁহাদের লাভ করিয়াছি যে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বর দর্শনের সঙ্কেত পাইব, এবং তাঁহারা দূরে থাকিলেও নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের সহবাস উপভোগ করিতে পারিব। বাহিরের পুস্তকে ধর্ম্ম মূলক বিষয় সকল পাঠকরিতেছ কি এই জন্য যে চিরকালই পুস্তকের মধ্যে সত্য অন্বেষণ

করিবে? কখনই নহে। কিন্তু পুস্তক সকল এই জন্য তোমাদের প্রদত্ত হইতেছে যে তাহাতে তোমাদের অন্তর নিহিত ভাব সকল উজ্জ্বল হইবে।

ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট চিৎকার করিয়া উপাসনা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা এই জন্য নয় যে সেই শব্দ উচ্চারণ করিতে অক্ষম হই লে তোমাদের উপাসনা স্রোত বন্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু এই জন্য যে যে পরিমাণে উচ্চৈস্বরে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সেই পরিমাণে নিঃশব্দে তাঁহার পূজা করিতে পারিবে।

বাহিরে আমাদের দয়াবান্ ঈশ্বর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই জন্য নয় যে চিরকালই এখানে আসিয়া আমরা তাঁহার উপাসনা করিব, এবং এখানে না আসিলে আর কোথায়ও আমরা তাঁহার দর্শন পাইব না; কিন্তু এই জন্য যে ইহা দ্বারা আমাদের অন্তরে অনন্ত-কালের যে ব্রহ্মমন্দির তাহা নির্ম্মাণ করিব।

বাহিরের এ সকল কিছুই নিত্যস্থায়ী নহে; এবং বাহিরের কোন বিষয়ের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ নাই। এ সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরোহণ করিবার সোপান মাত্র। এ সমুদায়ই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সংসারের সকল বস্তুর সঙ্গেই বিচ্ছেদ হইবে। পৃথিবীর বন্ধুরা পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবেন; কিন্তু এক ব্রহ্মমন্দির থাকিবে, যেখানে যাইয়া অনন্তকাল আমরা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব, এক বন্ধু থাকিবেন, যিনি গোপনে আত্মার অভ্যন্তরে সেই রাজ্য প্রকাশ করিবেন, যেখানে নিত্য শান্তি, নিত্য পবিত্রতা। অতএব যে পরিমাণে বাহিরের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারিব, যে পরিমাণে বাহিরের পদার্থে মুগ্ধ থাকিতে কষ্ট বোধ হইবে সেই পরিমাণে আত্মার চক্ষু কর্ণ প্রস্ফুটিত হইবে, এবং সেই পরিমাণে আত্মার প্রকৃত উন্নতি।

বাহিরের উপায় সকল যদি জীবন পথের সোপান বলিয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই কথা বলিও না, বাহিরে জড়তা, এই জন্য আমিও জড় হইতেছি; বাহিরে উৎসাহ নাই, উপাসনার আড়ম্বর নাই, এই জন্য আমিও উপাসনা বিহীন হইয়া নিরুৎসাহ হইয়াছি, বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, আনন্দ নাই এই জন্য আমিও নিরাশ ও নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছি। বাহিরের উপায় সকল উন্নতির সোপান বলিয়া গ্রহণ না করিলে নিশ্চয়ই এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিবে। অতএব বলিতেছি আরও আন্তরিক হও, আরও আধ্যাত্মিক হও। আর বাহিরের উপর নির্ভর করিও না। বাহিক ব্যাপার দূর কর। ঐ দেখ, গম্য স্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই সময় অন্তরের সম্বল চিনিয়া লও। সময় থাকিতে ব্রহ্ম ধনের সঙ্গে পরিচয় না হইলে মহা বিপদ ঘটিবে। ব্রাহ্মগণ! তোমরা কত বার দেখিয়াছ যে দয়াময় ঈশ্বর অন্ধকার মধ্যেও বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই সকল দিন সকলে মনে কর।

এক সময় আমরা ঘোর অন্ধকার নিরাশার মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম; কিন্তু তাঁহার দয়ায় সেই অন্ধকার চলিয়া গেল; তাঁহার আলোক পাইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইল; কত আনন্দ, কেমন উদ্যম, কত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিলেও শরীর মন পুলকিত হয়। সেই দিনের কথা সেই দিনই জানে। স্মরণ শক্তির এমন ক্ষমতা নাই যে স্বর্গের সেই ব্যাপার ধারণ করিতে পারে। কিন্তু বিনীত হৃদয় তাহা ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কি জন্য ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মহা-পাপীদিগের নিকট এই স্বর্গের আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য যে আমরা তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া আশা করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে পড়িয়া থাকিতে পারিব। দয়াময় পিতা এই ভাবে মধ্যে মধ্যে ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হন। পৃথিবীর এমন অভেদ্য অন্ধকার মধ্যেও পিতার প্রেম প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মেরা এমন কি একটী দিনও দেখেন নাই? গত জীবনে পিতার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিয়াছি, পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্না হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে। পিতা আবার সেই ভাবে আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইয়াছেন।

জীবন পুস্তক পাঠ করিয়া দেখ যাহা পূর্ব্বে পাইয়াছ, তাহা সামান্য ধন নহে। পশ্চাতে যদিও অনেক অনুন্নতি, কিন্তু তাহার মধ্যে কতক গুলি মহোন্নতির লক্ষণও রহিয়াছে। ঈশ্বর স্বয়ং যাহা এক এক বার দেখান তাহা তোমরা নিজের বলে সহস্র বৎসর সাধন করিলেও লাভ করিতে পার না। একবার তোমাদের হস্তে স্বর্গের বস্তু দান করিয়া আবার কেন, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করেন, এই জন্য নয় যে চিরকাল তোমাদিগকে দুঃখ দিবেন; কিন্তু তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য। একবার পিতার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আনন্দিত হইলে, আবার কেন তাহা দেখিতে পাও না? তোমাদের অহঙ্কারই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব ঈশ্বর নিকটে থাকিতে তাঁহাকে দূরস্থ বলিও না। অন্তরে চিরকালের বন্ধু থাকিতে বাহিরের বন্ধুদের উপর নির্ভর করিও না। অন্তরে নিঃশব্দে তাঁহাকে মনের কথা বল তিনি শুনিবেন; অন্তরে ক্রন্দন কর, তিনি তোমার অশ্রু মোচন করিবেন। তিনি ভিন্ন আর কে অন্তরের ভাব বুঝিতে পারে? একবার যখন জীবনের পরীক্ষাতে জানিয়াছ, যে কাতর প্রাণে ডাকিলে ঈশ্বর দর্শন দেন তখন নাস্তিকের ন্যায় কেমন করিয়া বলিবে যে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি যেমন তোমাদের দর্শন দেন তেমনই আবার তোমাদিগকে সেই প্রকার ভক্তি বিনয় দেন যাহা দ্বারা তিনি স্বয়ং অধীকৃত হন। আর অবিশ্বাস অন্ধকারকে প্রশ্রয় দিও

না। আধ্যাত্মিক আনন্দ চন্দ্রকে প্রকাশিত হইতে দাও। যিনি অন্তরের অন্তরে রহিয়াছেন তাঁহাকে ধারণ করিয়া পরলোকের জন্য সম্বল কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৭ ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক।

সংসার আমাদের দুর্জ্জয় রিপু সকলের জীবনের পরীক্ষা এই কথা বলিয়া দেয়। কে না জানে যে সংসার মনুষ্যের দুর্জ্জয় রিপু? সংসার আমাদিগকে অধর্ম্মের পথে লইয়া গিয়া নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা এবং অবশেষে নিরাশ কূপে নিক্ষেপ করে ইহা কে অস্বীকার করিবে? ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক করে কে? স্বর্গবাসীকে নরকগামী করে কে? সংসার! বাস্তবিক, সর্ব্বদাই সংসারে ভয়ানক পরীক্ষা এবং যন্ত্রণানল জ্বলিতেছে। এই জন্য এই দুঃখ বিপদময় পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে বন্ধু চাই, নিশ্চয়ই বন্ধু চাই। অন্ধকার যে পথে সে পথে কি আলোক চাহি না? যেখানে উত্তপ্ত বালু রাশির মধ্যে মনুষ্য নিতান্ত কাতর এবং পরিশ্রান্ত হয়, সেই ক্লান্ত পথিক কি স্বভাবতঃই সেখানে সুশীতল জল অন্বেষণ করে না? তবে কেন আমরা এই সংসার মরুভূমিতে বন্ধুতা চাহিব না? বাস্তবিক সংসার যেরূপ অরণ্য সমান বিপদময় স্থান, ইহার মধ্যে বন্ধুতা ভিন্ন বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। অন্ততঃ এমন এক জন বন্ধুও চাই যাঁহার নীতিপূর্ণ সুমধুর উপদেশ শুনিয়া সর্ব্বদাই জীবনের ঘোর বিপদ পরীক্ষা হইতে নিস্তার পাইতে পারি। ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া কি আমাদের বন্ধুর প্রয়োজন নাই? না, ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া আমাদের আরও অধিক পরিমাণে বন্ধু চাই। বন্ধু অন্বেষণ করা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। ব্রাহ্মগণ! বন্ধু কি আমাদের নাই? যদি বন্ধু না থাকিত, সংসারে আমরা বাঁচিতাম না। বন্ধু বিহীন হইলে কেহই জীবনের ভার বহন করিতে সক্ষম হইতেন না। ইঙ্গিতে বলিলাম আমাদের বন্ধু আছেন। কে তিনি? যিনি জগতের বন্ধু—যাঁহার নাম দীনবন্ধু তিনি কোথায় আছেন? অন্তরে। সংসারের কষ্ট যন্ত্রণায় যখন ভয়ানক রূপে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, তখন সেই অন্তরের অন্তরে, এক জনকে দেখিয়াছি বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, এবং তাহাই এ প্রাণ ধারণের এক মাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বাস্তবিক এ সংসারে যে কেহই বাঁচিতে পারেন না যদি তিনি অনুরাগের সহিত ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া না থাকেন। "ঈশ্বর আমার বন্ধু" এই কথা বলাতে আমাদের অনেক সাহস প্রয়োজন; কিন্তু ঈশ্বর যখন নিজে 'দীনবন্ধু" এই নাম মনোনীত করিয়াছেন, যখন তিনি স্বয়ং আদর পূর্ব্বক পাপীকে ডাকিয়া এই কথা বলিয়া দিলেন "আমি তোমার বন্ধু হইলাম।" যখন তিনি স্বয়ং তাঁহার এই সুন্দর নাম জগতে প্রচার করিলেন, তখন পাপী তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিলে কোন্ যুক্তি তাহাকে অপরাধী করিতে পারে? কি আশ্চর্য্য!! স্বর্গের রাজা পৃথিবীর মহাপাপীকে কি না বলিলেন "আমি তোমার বন্ধু।" ঈশ্বর আর বন্ধু পাইলেন না? কার বন্ধু তিনি? জগতের লোক বলিবে তিনি সাধু পুণ্যাত্মার বন্ধু। যাহার অন্তরে সাধুতা আছে, তাহাকে বরং তিনি আপনাকে তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন; পাপীর এমন কি গুণ আছে যাহা ঈশ্বরকে তাহার নিকট টানিয়া আনিতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর যখন স্বীয় মুখে আপনাকে পাপীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন আর আমাদের সঙ্কুচিত হইবার কারণ কি? এত কাল শুনিয়াছিলাম ঈশ্বরকে গুরু জনের সমান জানিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণে একি শুনিতেছি তিনি দীনবন্ধু, পাপীর বন্ধু। তিনি যথার্থই আমার বন্ধু। যিনি বন্ধু হইলেন তাঁহার কাছে বসিতে, তাঁহার মুখের কথা শুনিতে, তাঁহাকে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে সহজেই মনের মধ্যে ব্যাকুলতা হয়। যখন তিনি নিজে দীনবন্ধু নাম জগতে প্রচার করিলেন, তখন কোন্ পাপী না তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিবে? তিনি 'পিতা" হইয়া সন্তানদিগকে স্নেহ দেখাইবার জন্য "রাজা', হইয়া জগৎকে শাসন করিবার জন্য এবং "পরিত্রাতা" হইয়া পাপী জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য নানা প্রকার নাম জগতে প্রকাশিত করিলেন, কিন্তু এসকল নাম যখন পাপীর নিকট পরাস্ত হইল, যখন পিতার প্রেম জননীর স্নেহ, রাজার শাসন, এবং পরিত্রাতার কৃপা, এ সকল কথা শুনিয়াও পাতকীর কঠোর মন ফিরিল না তখন তিনি কি সুমিষ্ট "অনাথবন্ধু" নাম লইয়া পাপীর নিকট প্রকাশিত হইলেন। ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর রাজা, ঈশ্বর পরিত্রাতা এ সকল নামে পাপীর মন ফিরিল না; কিন্তু পাপীকে পরাস্ত করিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে আরও অস্ত্র আছে, আরও মনোহর ভাব আছে। যখন ঈশ্বর কাছে আসিয়া পাপীকে ক্রমাগত সন্তান বলিয়া ডাকিয়া দেখিলেন যে তথাপি তাহার চৈতন্য হইল না; তিনি আরও মধুর স্বরে বলিলেন "বৎস! আমি তোমার বন্ধু।" পাপী বলিল এ কথা কি কল্পনা? যখন ঈশ্বর দুঃখী পাপী নরাধমের নিকট বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন পাপী এবং দুর্জ্জয় সংসার পরাস্ত হইল। যিনি ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিলেন, তিনি সংসারকে বলিলেন সংসার! তুমি নিমেষের জন্য আমাকে একটী গোপন গৃহে প্রবেশ করিতে দাও, সেখানে একবার বন্ধু দর্শন করিয়া লই। বন্ধু এমন ঔষধ দিয়াছেন, যাহাতে হে সংসার! তোমার সমস্ত যন্ত্রণা পরীক্ষা সহ্য করিব। বন্ধুর কৃপায় এমন লাবণ্য আত্মার মধ্যে দেখিয়াছি, যে সংসারের আর কোন মোহিনী শক্তি আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। এই যে নির্জ্জন দর্শন, এই যে ঈশ্বরের অত্যন্ত নিকটে বসিয়া ঈশ্বরের বন্ধুত্ব সম্ভোগ, এই যে ক্ষণ কালের জন্য প্রাণেশ্বরকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করা, ইহাতেই জীবন কৃতার্থ হয়। বাণ মারিতে চায় সংসার মারুক বন্ধু পাইয়াছি যখন, তখন আমাদের ভাবনা কি? সকল উপদেশ পাইব তাঁহার মুখে। যাই বিপদ সম্মুখে দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গেলাম সেই প্রাণ সখার নিকট। যখন সংসারের বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট আঘাত পাইলাম, অভিযোগ করিলাম পরম বন্ধুর নিকট। একবার কেবল তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারিলেই হইল, যিনি আপনাকে দীনের সখা।

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দর্শনে শ্রবণে সমুদয় দুঃখ নিরানন্দ চলিয়া যাইবে। এমন সামগ্রী বন্ধু? পৃথিবী ইহা বুঝিতে পারে না। এত অরণ্যের ব্যাপার চারিদিকে, চারিদিকে নিরাশার বাণ; কিন্তু যিনি দীনবন্ধুকে দেখিয়াছেন, এ সমুদয় প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে তাঁহার মনে আনন্দের উদ্যান। সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে রাখিয়াগেল, তথাপি তাঁহার প্রফুল্লতা যায় না কেন? এ সংসারে তাঁহার কেহই নাই; কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে কে যেন তাঁহার সঙ্গে স্নেহালাপ করিতেছেন, কে বলিতেছেন, সকলই যায় যাক্, "আমি" চিরকাল তোমারই। বাস্তবিক যথার্থ ব্রহ্ম সাধক মৃত্যুর মুখে পড়িয়াও মরে না কেন? কতবার দেখিলাম মৃত্যুগ্রাসে পড়িয়া যে মরিতেছিল প্রহ্লাদ সমান সেই ব্রাহ্ম বাঁচিল। কে বাঁচাইল? সেই দীনবন্ধু। তিনিই নিরাশ্রয়কে রক্ষা করিলেন। যাহার কোন সঙ্গতি নাই; কাল কি আহার করিবে জানেনা ঐ দেখ, সেই ব্রাহ্মসাধক তথাপি কাঁদিতেছে না। মানুষ তাহাকে ছাড়িল; কিন্তু তাহার বন্ধু যে তাহাকে ছাড়িলেন না। এই সাধকের হৃদয় ভগ্ন হইল না। অভেদ্য, দুর্ভেদ্য তাহার প্রাণ কিছুতেই তাহাকে মারিতে পারিল না। সংসারী ব্যক্তির ধন কাড়িয়া লও, সে তখনই আপনাকে নিঃসম্বল এবং নিরাশ্রয় মনে করিয়া ভূতলে পড়িয়া কাঁদিবে; কিন্তু ব্রহ্ম সাধকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও, তাহার কিছুতেই দুঃখ নাই যত দিন পরম ধন স্বরূপ বন্ধু কাছে থাকেন, তত দিন তাহার দুঃখ কি, ভাবনা কি? কিছুই যদি না থাকে, আর বন্ধুতা যদি থাকে তাহাতেই পরম সুখ। ব্রাহ্ম কেবল জগদীশ্বরের পূজা করেন না, অথবা কেবল পিতা রাজা এবং পরিত্রাতার পূজা করেন না; কিন্তু তিনি দীনবন্ধুর পূজা করেন। এই ভয়ানক রিপুময় সংসারের মধ্যে বন্ধু অন্বেষণ করা মনুষ্যের স্বভাব। আমাদের কত সৌভাগ্য যে ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া আমাদের প্রাণ শীতল হইল। স্বর্গে বন্ধু পাইলাম, পৃথিবীতে বন্ধু কোথায়? নিরাকার দেববন্ধু পাইলাম, সাকার নর বন্ধু কোথায়? সেই কথা পরে হইবে, এখন, তোমরা এই স্বর্গের বন্ধুকে, প্রাণ মন দিয়া, দয়াময় পিতাকে দীনবন্ধু বলিয়া মনের দুঃখ দূর কর।

সম্বাদ।

বিগত রবিবার প্রাতে এবং সায়ং কালে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া কিরূপ পরীক্ষায় তিনি পড়িয়াছিলেন এবং দয়াময়ের কৃপা গুণে কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় সংকল্প সাধনে কৃতকার্য্য হন প্রাতে এই বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। এবং ইউরোপের মধ্যে এখন ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের ভয়ানক সংগ্রাম চলিতেছে, তদ্দেশবাসীরা আমাদের নিকট জীবন্ত ধর্ম্ম চায় সন্ধ্যা কালের উপাসনায় এই বিষয়ে একটী সারগর্ভ গভীর ভাব পূর্ণ বক্তৃতা করেন। ভরসা করি আগামী ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা তসকলে পাঠ করিতে পাইবেন।

আমাদের হৃদয়বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নয় মাস কাল পরে গত ১১ অগ্রহায়ণ রাত্রিতে পুনরায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহার কৃপা গুণে তিনি দূর দেশে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করত স্বদেশে পরিবার মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহাকে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারম্বার ধন্যবাদ করি। তাঁহার কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা রহিল। তিনি যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে জীবনের মহৎ ব্রত সাধন করিয়াছেন তদ্বৃত্তান্ত অতি মনোহর। প্রতাপ বাবুর স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে লণ্ডন নগরে একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল তাহাতে ৭।৮ টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় সাত শত নর নারী উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে রীতিপূর্ব্বক বিদায় দান করিয়াছেন।

সম্প্রতি মানচেষ্টার নগরে ছয় সহস্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য যে সভা করেন তাহাতে টিকিট করা হইয়াছিল। প্রায় সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হয়। সভার ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকায় অনুমান দুই শত উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্মগ্রন্থ ক্রয় করা হইয়াছে উহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের একটী পুস্তকালয় হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয় প্রচারক পরিবারের সাহায্যার্থ এককালীন চারি টাকা দান করিয়াছেন।

আমাদের আচার্য্য মহাশয় অল্প কএক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া বাঁকিপুর গমন করেন, তথা হইতে এলাহাবাদ পরে ইন্দোর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তথায় ৫।৬ দিন অবস্থিতি করত বক্তৃতাদি দ্বারা তথাকার অধিবাসী এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দোরের মহারাজা যাঁহাকে হোল কারের রাজা বলিয়া থাকে, বিশেষ সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। রাজার প্রসিদ্ধ জ্ঞানবান্ সুযোগ্য মন্ত্রী সার মাধবা রাও তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা ইংরাজি বক্তৃতা শ্রবণে যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর কিছু বেশী দিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে দুইটী উচ্চ ভাবের বক্তৃতাও হইয়াছিল তাহাতে প্রজার প্রতি রাজার যথা কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদায় কালে আচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী দুইটী বন্ধুকে সম্মান সূচক পরিচ্ছদ দান করিয়া হোলকার রাজ স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রাজা সরল ভাবে বলিয়া ছিলেন যে "আপ নারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান গুলি একবারে উঠাইয়া দিবেন না, কারণ আপনি যেরূপ সার বুঝায়াছেন সাধারণে তাহা না বুঝিয়া যদি সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের দুই দিক্ যাইবে"।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা পৌষ শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭ম ভাগ। ২৪শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৭৯৬ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে অনন্ত কালের পুরাতন পরমেশ্বর! বৎসরের পর বৎসর আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের জীবনকে তাহা পূর্ণতার দিকে কত দূর অগ্রসর করিল, যত দূর যাওয়া উচিত ছিল আমরা তাহার কত দূর আসিলাম ইহা যখন ভাবিয়া দেখি তখন মনোদুঃখে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভে যে সকল অপবিত্র অসার ভাব জীবনকে অধিকার করিয়াছিল এখনও চক্ষু মিলিয়া দেখিতেছি যে সে সমস্ত কখন দুর্ব্বল কখন সবল, কখন তাহারা অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক ধর্ম্মাভিমানকে উত্তেজিত করিতেছে, কখন বা প্রবল পরাক্রমের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোর নিরাশ সমুদ্রে নিমগ্ন করিতেছে। সে সকল পুরাতন শত্রুদিগের অধিকার হইতে আমরা এখনও বহু দূরে আসিতে পারি নাই। হায়! কত সময় চলিয়া গেল তথাপি আশানুরূপ উন্নতি হইল না। এখনও পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। বিষয় মোহ জালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, হে কৃপাময় করুণাসিন্ধু পিতঃ! তুমি হস্ত ধরিয়া অগ্রসর কর। দিন ফুরাইল, সকল সময়ই চলিয়া গেল, এখন শীঘ্র শীঘ্র সৎ পথের দিকে অগ্রসর কর। যে কয় দিন পৃথিবীতে থাকি, তোমার পবিত্র ন্যায় বিধানে যত দূর সম্ভব আমাদিগকে তুমি ক্রমাগত অগ্রসর কর। সংসারের বিশাল বিক্রমে ভীত হইয়াছি, তুমি বল দিয়া সাহস দিয়া যেখানে পাপের আধিপত্য নাই সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চল। আমরা অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি কিছুই সম্বল করিতে পারি নাই; এখন অল্প দিনে যাহাতে অনেক উন্নতি হয় তাহা করিয়া দাও। কি উপায় করিলে ত্রাণ পাই ভাল করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ কর।

দিন যাপন।

কর্ত্তব্য প্রতিপালন, কিম্বা অতিকর্ত্তব্য পালন অথবা বৃথা কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে সময় অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন। অভ্যাস ও আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য সাধনান্তে যাঁহার যত টুকু অবসর থাকে তিনি তাহা হয় আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুকে, না হয় নিদ্রা আলস্য বা অতীত কার্য্যের সমালোচনায় কর্ত্তন করেন। যাঁহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা এবং বিষয় লালসা নিতান্ত বলবতী তাঁহারা সংসার সুখের উন্নতি বিধায়ক

তত্ত্ব অধ্যয়নে অথবা বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা শক্তির উৎকর্ষ সাধনে অবসর কাল যাপন করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে যাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কিঞ্চিৎ জাগ্রত তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কিছু সময় ভজন সাধনের জন্যও ব্যয় করেন। ফলতঃ যে কোন প্রকারে হউক সকলেরই দিন চলিয়া যাইতেছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রতিদিন যে পুরাতন সূর্য্য রক্তিম বর্ণে পূর্ব্ব দিক্ অনুরঞ্জিত করত নিদ্রিত পৃথিবীকে জাগ্রত করিতেছে, আমাদের সংসার পরিত্যাগের দিনেও ইহা এইরূপে উদিত হইবে। আমরা প্রত্যহ কিছু সময় কতকগুলি অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাধ্য হইয়া পালন করি, আর অবশিষ্ট কতক সময় ব্যয় করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু এই যে সকল সময় অথবা জীবন আমরা অতিবাহিত করিয়া চলিতেছি উহা আমাদের জন্য কি স্থায়ী সম্বল সঞ্চয় করিয়া দিতেছে? এ কথা সত্য যে, আমাদের উপার্জ্জিত জ্ঞান এবং অর্থ আমাদের পরলোক গমনের পর কোন না কোন রূপে তাহা পৃথিবীতে থাকিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা কেবল ইহলোকবাসী মনুষ্যমণ্ডলীর উপকারের জন্য থাকিবে, আমাদের সঙ্গের সম্বল কি রহিল? ভূতকাল সকল কি কেবল আমাদের বর্ত্তমান জীবনের শারীরিক অভাব মোচন করিয়া এবং ক্ষণিক অনিত্য সুখ দান করিয়াই চলিয়া যাইবে? না তাহা আমাদিগকে মৃত্যুর সন্নিহিত করিয়া নিঃসম্বলে একাকী ফেলিয়া যাইবে? যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় নাই এবং তাহার ভোগ্য বিষয়ও নাই, অথচ পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা আছে, সেই মৃত্যুর অবস্থার জন্য বিগত সময় আমাদিগের নিমিত্ত কি সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছে?

আমরা কার্য্যের স্রোতে পড়িয়া অনেক সময় যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করি, ভাবের স্রোতে পড়িয়া ভাবি; আমরা উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া উন্মত্ত হই, কখন বা ঘটনার স্রোতে পড়িয়া তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যাই; এই রূপে দিবসের পর দিবস চলিয়া যাইতেছে এবং যাইবে; কিন্তু এই সমস্ত দৈনিক ঘটনায় আমাদিগকে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, এবং কোথায় কোন্ অবস্থায় আমাদিগকে স্থাপন করিবে, এবং শেষের দিনের জন্য কি সম্বল রাখিয়া যাইবে ইহা একটী অতি গভীর প্রশ্ন। সংসার কোলাহলের এক প্রান্তে ক্ষণকাল স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, ঘটনা স্রোতের প্রতিকূলে একবার কিয়ৎ ক্ষণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া এই গুরুতর প্রশ্নটীর মীমাংসা করা অতীব কর্ত্তব্য। পার্থিব ব্যাপার সকল যদি অনিত্য হয়, এবং ঈশ্বরই যদি আমাদের একমাত্র নিত্য অবলম্বনীয় হন; ধর্ম্মই যদি জীবন হয় এবং তাহা জীবন্ত হয়, এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সময় যদি ধর্ম্মজীবন হয়; তাহা হইলে দিবসের পর দিবস আমাদের কিরূপ উন্নতি হইতেছে ইহা জানিবার প্রত্যাশা করিতে পারি আর না পারি, বৎসরের পর বৎসর আমাদের নিত্য সম্বল কিছু সঞ্চিত হইতেছে কি না ইহা আমরা দেখিতে চাই। প্রেম ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা অনুরাগ আধ্যাত্মিক যোগ বৃদ্ধি কি হ্রাস হইতেছে ইহা দেখা উচিত। যদি বৃদ্ধি না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে আমরা এক স্থানেই পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। পুনরায় সাম্বৎসরিক উৎসব সমাগত হইল, এই এক বৎসরের মধ্যে সঙ্গের সম্বল কি পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে। বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, সকলেরই জীবন নির্দ্দিষ্ট সীমার দিকে যাইতেছে; কিন্তু আমাদের ভূত এবং ভবিষ্যৎ কাল যদি আমাদিগকে উন্নত বিশ্বাসী ও প্রেমিক যোগী না করিয়া ক্রমাগত চলিয়া যায় তাহা হইলে বৃক্ষ লতা এবং পশু পক্ষীদিগের জীবনের সঙ্গে আমাদের কি প্রভেদ থাকিল?

অতএব কেবল সময় কাটাইলে চলিবে না, প্রতি দিনের কার্য্যের দ্বারা যাহাতে এই অসার অস্থায়ী পৃথিবীর মধ্যে আমাদের কিছু সার-সংগৃহীত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত পার্থিব জীবনের বিনিময়ে যাঁহারা স্বর্গীয় নিত্য ধন সঞ্চয় করিতেছেন তাঁহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান্। আমরা প্রতিদিন চলিতেছি কি নিশ্চল জড়ের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া আছি তাহা পরীক্ষা না করিয়া অন্ধের ন্যায় দিন কর্ত্তন করিলে কোন ফল নাই। যিনি যে ভাবেই কাল হরণ করুন, এইটী সর্ব্বদা সকলকে মনে রাখিতে হইবে যে আমরা পথিক, নিয়তির দিকে যাত্রা করিবার জন্য বাহির হইয়াছি; পথি মধ্যে কোন পান্থশালায় বদ্ধ ভাবে থাকিতে আসি নাই।

কপট সরলতা।

যত দিন অসাধু ভাব সকল অকৃত্রিম বেশে মানবসমাজে বিচরণ করে এবং প্রকাশ্যরূপে আপনাপন দুরভিসন্ধি সাধন করে ততদিন তাহাদের দ্বারা কেহ প্রতারিত হয় না। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি এমনই কুটিল যে, সে সচরাচর পরিজ্ঞাত প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেক সময় সরলচিত্ত মহানুভব দিগের জ্ঞানের অগম্য পথে ভ্রমণ করত সত্যের নামে অসত্য ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। স্বার্থ কিম্বা নীচ বাসনা চরিতার্থ করিবার যাহাদের আন্তরিক বাসনা থাকে তাহারা এই রূপে কখন ছদ্মবেশে কখন অকৃত্রিম বেশে, যখন সে উপায়টী সুবিধাজনক বোধ করে তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া লয়। কিন্তু এ প্রকার অসাধু ক্রিয়া ধীরবুদ্ধি নিরীহ ব্যক্তিদিগের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে কদাপি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদিও তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে সে সকল সহ্য করেন, কিন্তু নির্ব্বোধ কুটিল মনুষ্যের জীবনের বক্র গতি সকল তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পান।

সুসভ্য কৃতবিদ্য সমাজে একপ্রকার আশু মনোরম সরল ব্যবহার আমরা কখন কখন দেখিতে পাই যাহা কপটতা পরিশূন্য বোধ হয় না। সংক্ষেপতঃ তাহার এই লক্ষণ যে আপনার দোষ দুর্ব্বলতা কিছু কিছু ব্যক্ত করিয়া তজ্জনিত লোকানুরাগ সংগ্রহপূর্ব্বক অপরকে সেই দোষের জন্য অপদস্থ করা, কিম্বা প্রশংসা ছলে নিন্দা করা। মনে কর, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের একটী দোষ আছে, সেটী যদি কেবল সহজ কথায় ঘোষণা করা যায় তাহা হইলে অনেকে পরনিন্দুক এবং কঠোর হৃদয় অনুদার বলিয়া অবিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি নিজেরও তৎসম্বন্ধীয় দোষ কিছু ব্যক্ত করা যায় তাহা হইলে সে কথাটী অনায়াসে লোকের মনে সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য আপনারা এই দেখিতে পাইবেন যে, অপরের যে দোষের জন্য তিনি মহা তেজস্বী নৈতিক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃ বা পাঠকমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিলেন, আপনার সেই দোষ কেবল মুখে ব্যক্ত করা তাঁহার মহত্ত্ব এবং সরলতার কারণ হইল। মনের এই অবস্থাটীকে আমরা কপট সরলতা নামে অভিহিত করিতেছি। ঈদৃশ কৃত্রিম সরলতাপ্রিয় ব্যক্তি নিজকৃত অপরাধ মার্জ্জনা প্রার্থনাকে এবং আত্মদোষের স্থূল স্থূল দুই একটী কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করাকে সরলতার চিহ্ন বলিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতে বাসনা করে। কেবল বুঝাইয়া দিয়াও সন্তুষ্ট নহে, যাহাতে এই সরল ভাব জনিত কিছু প্রতিষ্ঠা লব্ধ হয় সে জন্যও সে বিশেষ লালায়িত। এখন বিচার করিয়া দেখুন, আমি স্বীয় দোষ স্বীকারপূর্ব্বক মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম কিম্বা বিনীত ভাবে আপনাকেও দোষীদিগের মধ্যে এক জন গণ্য করিয়া লইলাম এটী আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইল,

কিন্তু এমন সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না যে, " এই দেখ আমিও তোমাদের ন্যায় বিশেষ বিশেষ দোষে দূষিত ছিলাম, এখন ঈশ্বর প্রসাদে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি ; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর তাহা না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত সংগ্রাম করিতেছি," অথচ অপরের সেই দোষের জন্য আমি গগণ মেদিনী কম্পিত করিয়া থাকি, এ কেমন ব্যবহার ? " আমি নিতান্ত পাপী অহঙ্কারী, শত অপরাধে আমি অপরাধী " এই সকল কপট বিনয় বাক্য মনুষ্যকে অতিশয় নীচ করিয়া ফেলে। জ্ঞান এবং সভ্যতা প্রভাবে মনুষ্য এখন এই রূপে বুদ্ধিকে নানা পথে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছে। এ প্রকার বুদ্ধিচাতুর্য্য মন্দ নহে, দেখিলে সন্তুষ্ট হওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে নীচতা এবং কপটতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে ; সুতরাং আমরা এই কুটিল বুদ্ধি প্রসূত কপট সরলতা বা বিনয়ের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমাদের দুঃখী সরল হৃদয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ যেন কখন এবম্বিধ কৃত্রিম বিনয় এবং কপট সরলতাকে আশ্রয় না করেন।

শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচার।

সুবিখ্যাত জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জন্ টিণ্ডেল্ লুক্রেসিয়াচ্ নামক গ্রীশ্ দেশীয় কোন জড়বাদ মতাবলম্বী জ্ঞানীর শিষ্যের স্থানে আপনাকে স্থাপন করিয়া বিষপ্ বাট্‌লারের সঙ্গে এ বিষয়ে যে তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন তাহারই সারাংশ আমরা এখানে অনুবাদ করিলাম।

বাট্‌লার বলেন, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিযুক্ত হউক, সাংঘাতিক পীড়ায় দেহকে আক্রমণ করুক, তথাপি মন মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিবে। মূর্চ্ছাগত বা নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির জীবন দেখ, যদিও তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি তওৎ কালে ক্রিয়াহীন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ধ্বংশ হয় না। শরীরের মধ্যে আপন অস্তিত্ব অনুভব করা যেমন সহজ তাহার বাহিরেও তেমনি সহজ জানিবে। আমরা দেহ হইতে দেহান্তরে জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু বাহ্য পদার্থের সহিত যোগভ্রষ্ট হইলে আমাদের প্রকৃত আমিত্ব যেমন বিনষ্ট হয় না, তেমনি ঐ সমস্ত দেহ বিনষ্ট হইলেও আমাদের মানসিক বৃত্তি বা আমিত্ব ধ্বংশ হইতে পারে না। চস্‌মার সহিত আমিত্বের যেরূপ দূর সম্বন্ধ, চক্ষের সঙ্গেও তাহার তেমনি সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। চস্‌মাকে অন্তরিত করিলে যেমন চৈতন্য শক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না, চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের বিরহেও তেমনি তাহার অস্তিত্বের কোন হানি হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে টিণ্ডেল্ এই রূপে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। তুমি আত্মা শব্দের বিকল্পে 'জীবন্তশক্তি" "বোধ শক্তি" অথবা "আমি" এই যে সকল কথা বলিতেছ, কিন্তু তুমি কি ইহাদের কোন একটীকে শারীরিক যন্ত্র হইতে পৃথক্ করিয়া মানসিক প্রতিমা রূপে কখন সংগঠন করিতে পার ? সরলভাবে আত্মপরীক্ষার দ্বারা বল, এমন বোধ শক্তি তোমার আছে কি না। প্রকৃত আমিত্বের এক একটী বাসস্থান আছে, অতএব ইহা নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী, তবে অবশ্য ইহার কি কোন আকারও থাকিবে না ? যদি থাকে তাহা কি প্রকার ? কখন কি মুহূর্ত্তের জন্যও তুমি ইহার সত্তা উপলব্ধি করিয়াছ ? একটী পদ ছেদন করিয়া শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে যে ভাগটী আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাহারই প্রতি তুমি তোমার অস্তিত্ব নির্ভর করিবে, কিন্তু আত্মজ্ঞান কি আত্মার একটী অত্যাবশ্যকীয় মূল উপাদান হইবে ? যদি হয় তবে আত্মজ্ঞান হীন দেহকে কি বলিবে ? যদি না হয় তবে ছিন্ন অঙ্গে আত্মার কোন অংশ নাই তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে ? মনে কর যদি শরীরের নিম্নভাগ কর্ত্তন না করিয়া মস্তক ছেদন করা যায়, অথবা মস্তিষ্কের আবরণ অস্থিকে উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে কোন বলের দ্বারা পর্য্যায় ক্রমে প্রসারণ এবং আকুঞ্চন করত বোধ শক্তিকে জীবিত এবং চেতনহীন করা যায়, তাহা হইলে সেই আকুঞ্চনের সময় আত্মজ্ঞান কোথায় থাকে ? অশনিপাতে যখন কেহ হতচেতন হয় তখন তাহার

বোধশক্তি কোথায়? তুমি হয়তো বলিবে তখনও তাহার আত্মজ্ঞান থাকে, কেবল স্মরণশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। তাহা হইলে আমি এই বলিব যে তবে ভয়ানক শারীরিক দণ্ডে কাহার কোন ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি তড়িৎ যোগে দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণ করে তাহার তাড়িৎ যন্ত্রাদি ভগ্ন হইলে সে নিজে বাচিয়া থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলাবৃত মস্তিষ্ক ভগ্ন হইলে সে ব্যক্তির কি চেতনা থাকিতে পারে? আরও দেখ, মস্তিষ্কের পীড়ায় মহৎ লোকদিগকেও অসাধু দুশ্চরিত্র করিয়া ফেলিতেছে। আমার উন্নতমনা গুরু (লুক্রেসিয়াচ্) যখন নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইলেন তখন তিনি আপনাকে আপনি হত্যা করিলেন। ইনি কি তখন সেই পূর্ব্বেকার লুক্রেসিয়াচ্ ছিলেন? মস্তিষ্কের এই রূপ বিকৃতাবস্থায় অমরাত্মার কোন হস্ত থাকে কি থাকে না? যদি না থাকে, তবে তোমার অমরাত্মার কোন প্রয়োজনই রহিল না; সে অবস্থায় কেবল মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা হইলে এবং তাহাকে নিয়মিত করিলেই কাজ চলিতে পারে; আর যদি থাকে, তবে তোমার সেই অমরাত্মা আত্মহত্যাদি অতি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম সকল করিতেও কুণ্ঠিত নহে।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বাট্লার কিছুদিন গভীর আলোচনা এবং আত্মজিজ্ঞাসার পর সরল ভাবে এই রূপ বলিয়াছেন যে, তুমি স্মরণ করিয়া দেখিবে আমার পুস্তকে এ বিষয় আমি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিলাম এমন কথা বলি নাই, বরং আমি বিশ্বের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আমার অল্পজ্ঞতা এবং গভীর অজ্ঞানতাই প্রকাশ করিয়াছি। খৃষ্টধর্ম্ম বিদ্বেশী বৌদ্ধদিগের অবস্থা যে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে তাহাই ব্যক্ত করিবার আমার অভিপ্রায় ছিল। সে যাহা হউক, তুমি লুক্রেসিযান্, তোমরা পরমাণুর সংযোগ বিয়োগকেই সমস্ত সৃষ্টির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত কর। আমি স্বীকার করিলাম তোমরা পরমাণুর সংযোগ শক্তিতে পরমোজ্জ্বল হীরক কিম্বা অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্য সমন্বিত তুষার খণ্ড নির্ম্মাণ করিতে পার; ইহাও মানিলাম যে বৃক্ষ এবং পুষ্পাদিও এই রূপে সংরচিত হইতে পারে। যদি কোন অচেতন মৃত জন্তু আমাকে দেখাও, আমি ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, পরমাণু পুঞ্জের উপযুক্ত সংযোগ বিধানে তাহা বাঁচিয়া উঠিতে পারে। ইহার অধিক আর আমি যাইতে পারি না।

এখন প্রকৃত স্থানে আইস দেখা যাউক। ব্যক্তিতে তোমার পরমাণুগণের কাহার বোধশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি নাই। এখন তোমার হাইড্রজেন্, কারবন্, নাইট্রজেন্, ফস্ফরাস্ এবং অন্যান্য যত কিছু মৃত পরমাণ সকল আছে তাহা লও, লইয়া মস্তিষ্ক সংগঠন কর। মনে রাখিও যে ঐ সকল পরমাণু পৃথক্ রূপে অচেতন; তারপর ঐ সমস্ত পরমাণু একত্রিত হউক, এবং যত প্রকার সংযোগ সাধন করিতে পারে তাহা করুক। এখন বিচার করিয়া দেখ, পৃথক্ পৃথক্ মৃত পরমাণু যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া কি রূপে চিন্তা এবং ভাব উৎপন্ন করিবে? ইহাকি তুমি কখন কল্পনাতেও মনে করিতে পার? মৃগনাভির ক্ষুদ্র অনুকণা নাশিকাভ্যন্তরস্থ সুক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলকে স্পর্শ করিল তাহা আমি বুঝিলাম, শব্দ তরঙ্গ কর্ণের সুচিক্কণ আবরণের স্নায়ুকে কম্পিত করিল তাহাও বুঝিলাম, অতি সুক্ষ্মতম মহাবায়ুর লহরী সকল দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টিনিবাসে প্রবিষ্ট হয় তাহাও বুঝিতে পারি; এমন কি মূল যন্ত্র এবং স্নায়ুমণ্ডলের গতি ক্রিয়া পর্য্যন্তও আমি যাইতে পারি, এবং মস্তিষ্ক যে সেই গতির বেগে পতিত হইল মনশ্চক্ষুতে তাহাও অনুভব করিতে পারি। কিন্তু এই সকল জড়ীয় ক্রিয়া দ্বারা কেমন করিয়া জ্ঞান চিন্তা ভাব প্রভৃতি চেতন ক্রিয়া উৎপন্ন হইল ইহা বুঝিতে গিয়া আমি হতবুদ্ধি এবং নির্ব্বাক্ হই। অতএব এ সম্বন্ধে আমরা উভয়েই এক অবস্থাপন্ন। অচেতন পরমাণু হইতে আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইল একথা ন্যায় যুক্তির সম্পূর্ণ বিসম্বাদী, সুতরাং ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধি সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই কঠিন শৈলের উপরেই জড়বাদমত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিষপ্ বাট্লারের উপরুক্ত প্রশ্ন সমূহকে প্রফেসর টিণ্ডেল্ শেষ অকাট্য বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মধুর উপাসনা।

যে বস্তু যত প্রয়োজনীয়, সে বস্তু অতি পুরাতন হইলেও লোকের সমান আদরের বস্তু। চন্দ্র সূর্য্য পুরাতন হইয়াও চিরদিন মানব হৃদয়ে আনন্দ বিধান করিতেছে। অন্ন পুরাতন আহার বলিয়া কেহই তাহা পরিত্যাগ করিতে

ইচ্ছা করে না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম অতি পুরাতন হইলেও জগৎ হইতে ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং পুরাতন বস্তু প্রয়োজনীয় হইলে চিরদিনই সমান আদরণীয় থাকিবে।

ব্রহ্মোপাসনা অতি পুরাতন, প্রাচীণ মহর্ষিগণ, পর্ব্বত শিখরে বসিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, আজও সেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত। ব্রহ্মোপাসনা পুরাতন বলিয়া কি নীরস হইতে পারে? শর্করা যখনই সেবন করিবে তখনই মিষ্টাস্বাদ অনুভব করিবে, সুশীতল গঙ্গাশলিল পান মাত্রই শরীর স্নিগ্ধ হইয়া আরাম লাভ করিবে। ব্রহ্মোপাসনা অমৃতরস, যখন সেবন করিবে তখনই শীতল হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনাকে নীরস মনে করেন তাঁহারা উপাসনার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। উপাসনা কতকগুলি বিশুদ্ধ বাক্য নহে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগই উপাসনা। প্রেমময় ঈশ্বর রসস্বরূপ, তাঁহাতে যত ক্ষণ নিমগ্ন থাকিবে ততক্ষণ অমৃতরস পান করিয়া শান্তি লাভ করিবে। রসস্বরূপে মগ্ন না হইলে রস কোথায় পাইবে? রসস্বরূপে মগ্ন না হইয়া যদি মনে কর আমি উপাসনা করিলাম, তাহা হইলে তুমি উপাসনাকে নীরস মনে করিবে। কেবল যে তুমি আপনার উপাসনাকে নীরস মনে করিবে তাহা নহে, উপাসনা এই শব্দটী তোমার মনে প্রবেশ মাত্র তুমি ইহাকে নীরস কল্পিত বস্তু বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। পরমভক্ত সাধু পুরুষেরা যদি প্রেমময়ী শান্তিময়ী উপাসনায় মগ্ন হইয়া প্রেমসুধা পান করিতে থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে কপট বলিয়া ঘৃণা করিবে। ইহাতেও শেষ হইবে না, তাহার পর উপাসনাকে সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার আকর মনে করিয়া তোমার হৃদয়গঠিত সত্যহীন উদারতা রক্ষার জন্য উপাসনার বিরুদ্ধে তুমি ভেরী ঘোষণা করিবে। অতএব সাবধান, যদি এক দিনও উপাসনা নীরস বোধ হয় তাহা হইলে নিশ্চিন্ত থাকিবে না। উপাসনা নীরস হয় কেন তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রসস্বরূপ ঈশ্বরে মন প্রাণ নিমগ্ন না হইলেই উপাসনা নীরস হইবে।

উপাসনাকে সেবন করিতে হইলে প্রতিদিন উপাসনা সাধন করা প্রয়োজন। উপাসনা সাধনের প্রণালী আছে, সোপান আছে। এক জন ভক্ত বহুকাল পরিশ্রম করিয়া উপাসনার যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তুমি এক দিনে সেই স্থান লাভ করিবে তাহা মনে করিও না। এরূপ মনে করিলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। ভক্ত প্রেম সুধা পান করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, তুমি প্রেম সুধা পান করিলে না অথচ ভক্তের অনুকরণ করিবার জন্য বাহ্যিক ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলে। কিছু দিন এই রূপ অনুকরণ করিয়া তুমি দেখিলে যে, সকলই মিথ্যা, কিছু দেখা যায় না, পাওয়া যায় না, অথচ মুখে পাইয়াছি পাইয়াছি বলিয়া তুমি আনন্দ প্রকাশ কর, ইহা অপেক্ষা ধূর্ত্ততা ও কপটতা আর কি আছে? সুতরাং তুমি যেমন কপট ঐ ভক্তও সেইরূপ কপট, তিনি কেবল লোক দেখাবার জন্য ধুমধাম করিয়া থাকেন। সুতরাং উপাসনাতে যে যত আড়ম্বর করে, সে তত কপট নীচ ও সঙ্কীর্ণ।

সাধন ভজন না করিয়া যাঁহারা অনুকরণ দ্বারা উপাসনার ফল লাভ করিতে চান তাঁহাদিগের জীবনের পরিণাম উপরে বর্ণিত হইল। আমরা কল্পনা করিয়া লিখিলাম না, কতিপয় ব্রাহ্ম এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। এই জন্য বলি যে, বিশেষ সাবধান হইয়া উপাসনা সাধন করিতে হইবে। প্রেমময়ের প্রেম সুধা পান করিয়া শান্তি লাভ না করিলে উপাসনা হয় না। সে শান্তি কল্পিত নহে প্রত্যক্ষ। তাহা কি প্রকার, কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাও কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। মনে সুখ হইলে কি দুঃখ হইলে যেমন স্বভাবতই বুঝিতে পারা যায় সেই রূপ উপাসনার শান্তি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রকৃত উপাসনা হইলে অবশ্যই শান্তি লাভ করিবে, নতুবা শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। যদি শান্তি না পাও তবে লোককে দেখাইবার জন্য শান্তি পাইয়াছ এমন ভাব প্রকাশ করিও না। আমি ভাল উপাসনা করিতে পারি না, অতএব লোকে আমাকে ভাল ব্রাহ্ম বলিবে না, এই ভয়ে কৃত্রিম উপাসনার ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া অনেক ব্রাহ্মের পতন হইয়াছে।

কি উপায়ে উপাসনা সাধন করিতে হইবে, তাহা মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে এ জন্য আর লিখিত হইল না।

উপাসনা মধুর, মধুর অপেক্ষাও সুমধুর। মধুর উপাসনা সাধকের অন্ন পান, এক দিন কেন, এক বেলা না হইলে চলে না। উপাসনাতে যত মগ্ন হইবে ততই উপাসনার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইবে। পূর্ব্বে নিত্য নূতন সঙ্গীত না হইলে ভাল লাগিত না, এখন একটী সঙ্গীত প্রতিদিন গান করিলেও প্রাণ বিগলিত হয়। প্রাণমন্দিরে প্রাণস্বরূপ ইষ্ট দেবতাকে অনিমেষ লোচনে দেখিব এই সাধ, এই দর্শনই উপাসনার প্রাণ।

উপাসনা যত দৃঢ় হইবে, গাঢ় হইবে ততই উপাসকদিগের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইবে। জীবন বিশুদ্ধ হইবে, হৃদয়ের প্রেম বর্দ্ধিত হইয়া জগৎকে বান্ধিয়া ফেলিবে। যে জীবনে পবিত্রতা নাই, প্রীতি নাই, সে জীবনে উপাসনাও নাই, জীবনই উপাসনার পরিচায়ক।

উপবীত ত্যাগ করা, জাতিভেদ প্রথা অগ্রাহ্য করা, অসবর্ণ বিবাহ করা, এ সকল অতি সহজ কার্য্য। এক জন ঈশ্বরবিরোধী লোকও এ সকল কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু উপাসক হওয়া সহজ নহে। উপাসক হইবার জন্য সাধন-

করিতে হয়, পরিশ্রম করিতে হয়। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত উপাসকের সংখ্যা অতি অল্প। ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই ব্রাহ্মসমাজ সারবান্ হইবে। উপাসনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইলে কেহই ব্রাহ্মসমাজে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজে বাহিরের কোন আকর্ষণ নাই এক আকর্ষণ উপাসনার, সেই উপাসনাকেও যদি সঙ্কীর্ণতার আকর বল তাহা হইলেই জানিলাম তুমি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধন ছেদন করিয়াছ। যদি ব্রাহ্মসমাজে চিরদিন বাস করিতে চাও তাহা হইলে মধুর উপাসনাতে মধুরতা লাভ কর। উপাসনায় নীচতাও হয় না সঙ্কীর্ণতাও হয় না, উপাসনায় জীবন বিশুদ্ধ, মন প্রশস্ত হয়। কিন্তু সত্য স্বরূপ পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, দাস, সত্যহীন, পবিত্রতাহীন উদারতাকে ঘৃণা করেন, তাহাকে যদি নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা বল, তবে চিরকাল বল। একবার মধুর উপাসনায় মগ্ন হও, মধুরতা আস্বাদন কর তাহা হইলেই তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিবে।

যে দিন ব্রাহ্মগণ প্রাণমন্দিরে প্রাণেশ্বরকে পূজা করিয়া প্রেমসুধা পান করিবেন, মধুর উপাসনাকে মধুময় বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন, ইষ্ট দেবতার সহবাসে জীবন বিশুদ্ধ করিবেন, প্রীতিকে প্রশস্ত করিবেন, প্রেমময়ের চরণ প্রান্তে বসিয়া জগৎবাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবেন, সকল ব্রাহ্ম সকল ব্রাহ্মিকার মস্তক পিতার চরণে অবনত দেখিবেন সেই দিন ব্রাহ্মসমাজের জয়।

দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজে শুভদিন আনিয়া দিন্ মধুর উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মদিগের হৃদয় মধুময় করুন।

তুলসীদাসের বচন।

দয়া ধরম্‌কি মূল্ হৈঁয়্,
নরক্ মূল্ অভিমান্।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া,
যও কণ্ঠাগত জান্॥

ভাবার্থ। ধর্ম্মের মূল দয়া, এবং নরকের মূল অভিমান, অতএব হে তুলসী! তুমি কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিতেও দয়া প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিও না॥

রাজা করে রাজ্য বশ্,
যোদ্ধা করে রণ জই।
আপ্‌না মন্‌কো বশ্ করে যো,
সব্‌কো সেরা ওই॥

ভাবার্থ। রাজ্য বশ করিলে রাজা, রণজয় করিলে যোদ্ধা বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যিনি আপন দুর্দ্দান্ত মনকে বশীভূত করিয়াছেন তিনি, কি রাজা, কি বীরপুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন॥

সঙ্গত্ করিয়ে সাধু কি,
অন্ত করে নিবাহ।
শাকট্ সঙ্গ ন কিজিয়ে,
অন্ত হোয়্ বিনাহ॥

ভাবার্থ। সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ করিবে, যে হেতু সেই সঙ্গ গুণ মনকে প্রবাহ শূন্য করে, অর্থাৎ সাধু সঙ্গে চিত্ত সংযমিত হয়। আর পাষণ্ড সঙ্গ কখন করিও না, কারণ তাহাতে ক্রমশঃ মন প্রবল তরঙ্গবিশিষ্ট হইয়া চরমে পরম সুখকে নষ্ট করে॥

সন্ত বড়ে পরমারথী,
শীতল্ উন্‌কি অং।
তপন্ বুঝাওত আউর্ কে,
ধরাওত আপ্‌না রঙ্॥

ভাবার্থ। প্রশান্তচিত্ত সাধু পুরুষই পরমার্থজ্ঞ হয়েন, তাঁহার অঙ্গ কান্তি সুন্দর সুশীতল, তাহাতে উত্তাপ মাত্র নাই, তিনি তপ জপাদির ফল অন্যকে বুঝাইয়া তাহাকে নিজ স্বভাব ও কান্তি ধারণ করান অর্থাৎ আত্ম সদৃশ করেন॥

হস্তী চলে বাজার্ মে,
কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধন্‌কে দুর্ভাব নহি,
যঁও নিন্দে সংসার॥

ভাবার্থ। যেমন নগর মধ্যে হস্তী গমন করিলে সহস্র সহস্র কুকুর তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শব্দ করে, কিন্তু হস্তী ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিত চিত্তে চলিয়া যায়, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হয় না। তদ্রূপ অসংখ্য সাংসারিক লোক সমবেত হইয়া যদি কোন সাধুকে নিন্দা করে, তথাচ তাঁহার শরীরের বা চিত্তের ভাবান্তর হয় না॥

গুরু লোভী শিখ লালচি,
দোনো খেলে যাঁও।
দোনো বপুরা ডূব মরে,
চড় হে পাথর কে নাও॥

ভাবার্থ। অর্থ লোভী গুরু, আর সংসার সুখলালসা বিশিষ্ট শিষ্য, ইহারা উভয়ে যুক্তি করিয়া ভবসমুদ্র মধ্যে যদি প্রস্তর সদৃশ সুদৃঢ় জ্ঞান তরিতেও আরোহণপূর্ব্বক খেয়া লইয়া যায়, তথাপি উভয়েই ডুবিয়া মরে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আর পার প্রাপ্ত হয় না॥

পণ্ডিত ও মশাল্‌চি,
ইন্‌কি গতি কহা না যায়।
পর্‌কে দিয়া দেখায়কে,
আপু আঁধারে ধায়্॥

ভাবার্থ। তত্ত্বজ্ঞানহীন ধনার্থী পণ্ডিত ও দীপ ধারক ইহাদের উভয়ের দুর্গতির কথা কি বলিব, ইহারা কেবল উদর উপরোধে শাস্ত্রীয় শ্লোক ও দীপালোক দ্বারা বিষয়িজনগণকে পথ দেখাইয়া আপনারা অন্ধকারে গমন করে॥

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

মাসিক সমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা।

রবিবার, ৭ ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক।

নয় মাস কাল পরে ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে সকল ব্রাহ্মভ্রাতা ও উপাসক মণ্ডলীকে সম্ভ্রম ও আদরের সহিত নমস্কার করি। তোমাদের আত্মীয় ও সেবক হইয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম, এক্ষণে যাঁহার হস্ত ধরিয়া দূর দেশে গিয়াছিলাম, তাঁহারই অঙ্গুলি ধরিয়া আবার স্বদেশে আসিলাম। সকল ভক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চরণে, পরে স্নেহ সহানুভূতি তোমাদের জন্য। বহু কাল পর আবার তোমাদের সেবা করিতে আসিলাম, দাসকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যখন আমরা কেবল স্বদেশের প্রতি দৃষ্টি করি তখন মনে হয়, এই আমরা কএক জন ভিন্ন বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্মের আর গতি নাই, এই বিশ্বাসে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া, কত সময়ে আপনাদের সর্ব্বনাশ করি। এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্বের জন্য যখন আপনাদের উপর নির্ভর করি, ইহাকে বলের ও মহত্ত্বের আকর মনে না হইয়া দুর্ব্বল মনে হয়। এই দুর্ব্বলতা এক দিন আমার হৃদয় অনুভব করিয়াছিল। যখন সাগরের বক্ষে একাকী এই দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম তখন ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, গভীর দুঃখ আসিয়া প্রাণকে মলিন করিল। তৎপর সাগর অতিক্রম করিয়া যখন বিদেশে উপস্থিত হইলাম, সেখানে আবার বিদেশীয় দিগের সহানুভূতি না পাইয়া এই ভয় দুঃখ আরও বৃদ্ধি হইল। কিন্তু সেই বিদেশে যখন অসহায়ের সহায় সেই দীননাথ পরমেশ্বর হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আশা এবং উৎসাহ দিলেন, তখন অন্তরের অন্তরে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। চারি দিকে শীতল বায়ু এবং অন্ধকার, বাহিরে সহায়তা, প্রেম এবং বন্ধুতার অভাব; কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরের হস্ত লিখিত পবিত্র সত্য শাস্ত্র প্রকাশিত। প্রথমতঃ নিজের ক্লেশ, তার পর জগতের ক্লেশ ও অভাব দেখিয়া যখন ঈশ্বরের ভৃত্য জগতের সেবা করিতে যায়, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আপনার প্রত্যাদেশ রূপ মহা অগ্নি দ্বারা ভৃত্যের নিরাশা এবং সন্দেহ অন্ধকার দূর করেন। দাসের অন্তরের অত্যন্ত ক্ষীণ যে প্রদেশ, ঈশ্বর প্রথমে সেই স্থানে প্রবেশ করেন। যেখানে ভৃত্য আপনার অসহায়তা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ পায় ঈশ্বর প্রথমতঃ সেই স্থানে উপবিষ্ট হন। দুর্ব্বলতা তাঁহার বলের আধার, অসহায়তা তাঁহার প্রেম প্রকাশের স্থান হয়। যখন অসহায়, বন্ধুবিহীন হইয়া আমি সেই দূর দেশে উপস্থিত হইলাম, তখন আত্মীয়েরা স্বদেশে সুখে নিদ্রা যাইতেন, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী প্রাণেশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেন, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইত। আমি বিদেশে, দরিদ্রতার মধ্যে, লোকের প্রেম এবং সহানুভূতির অভাবে, দীননাথকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতাম। কেবল তাহাও নহে। তোমাদিগকেও ভাবিতাম, তোমরা উপাসনার আনন্দ সম্ভোগ করিতেছ মনে করিয়া সুখী হইতাম। সেই দূরদেশে অনেক ধর্ম্মালয়ের অপরূপ গাম্ভীর্য্য ও মধুরতা আস্বাদ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু এখান কার উপাসক মণ্ডলী, এখানকার আচার্য্যের মুখ কি হৃদয় হইতে কখন অপনীত হইতে পারে? সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে প্রাণ মধ্যে বদ্ধ করিলাম, তারপর এখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলীকে হৃদয়ে ধারণ করিলাম। ক্রমে ক্রমে মনের ভয়, অন্তরের ক্লেশ দূর হইল। এক দিন যখন চারি দিকে সকলেই নিদ্রিত, আমার নিদ্রাবিহীন রাত্রিতে ঈশ্বর আসিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার নিজের প্রেম ও গুণের কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ বাহিরেও তাঁহার গুণ ও মহিমা প্রকাশ হইতে লাগিল। এখান হইতে, ওখান হইতে, এই পল্লী হইতে ঐ পল্লী হইতে শত শত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহারা বলে আমাদের দেশের ধর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম যাজকেরা অত্যাচার করে। হে ব্রাহ্ম! ব্রাহ্ম সমাজের কথা আমাদিগকে বল। আমরা ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি না, আমরা এত বৎসর বাহিরে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছি। তোমরা কি প্রণালী দ্বারা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়া মনোহর প্রার্থনা কর, কোন্ কথা বলিলে ঈশ্বরের দ্বার খুলিয়া যায়, আমাদিগকে এ সকল কথা বল। তোমরা যাহা আমাকে শিখাইয়াছিলে, তাহাই আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম। আমাদের প্রাণনাথের কত দয়া, আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা প্রণালী কিরূপ, আত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, এ সমুদয় উচ্চ বিষয়ে তোমরা আমাকে যে সকল শিক্ষা দিয়াছিলে, আমি তাঁহাদিগকে আমার ক্ষমতানুসারে তাহাই বলিতাম। আজ যদি এক শত জন শুনিতে আসিত, কাল ৪ শত, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শত সহস্র লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতে আসিত। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সেই বিদেশীয় লোক দিগের গভীর সহানুভূতি দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি কিরূপে কার্য্য করিতে লাগিলাম বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের ভৃত্য, ঈশ্বরের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইল। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিম্ন পদস্থ ব্যক্তি দিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইল। ধনের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। আমার কথায় তাঁহাদের কত উপকার হইল আমি তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। যখন তাহারা ব্রাহ্মসমাজের দেবতার

গুণের পরিচয় পাইল তাহারা বলিল এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ হইবে। ফলতঃ যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি পশ্চিম দেশায় লোকের গাঢ় সহানুভূতি দেখিলাম, তখন অন্তরের আশা এবং সাহস শত গুণ প্রবল হইল। বাস্তবিক এই ব্রাহ্মধর্ম্মকেত আমরা স্জন করি নাই, ইহাকেত আমরা গঠন করি নাই। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত মনুস্য জাতি এই ধর্ম্মের গৃহ। প্রতিদিন যখন এই সত্যের প্রমাণ পাইলাম, প্রতিদিন যখন লোকের উৎসাহপূর্ণ চক্ষু বলিতে লাগিল তাহাদের নিকট এই ধর্ম্ম আদৃত, তখন বলিলাম তবেত আমাদের ধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম, আমাদের ঈশ্বর সমুদয় সংসারের ঈশ্বর, তবেত আমাদের মন্দির সমুদয় পৃথিবীর মন্দির হইবে। দূর হউক বন্ধু বান্ধবদের সন্দেহ অবিশ্বাস। ঈশ্বরের ধর্ম্ম ঈশ্বরের বলে জয়যুক্ত হইবে। সেই বিদেশীয় দিগের নিকটে তোমাদের ঈশ্বরের গুণ বলিলাম, আর তোমাদের সঙ্গে সকলের সহানুভূতি হইল। তোমাদের সুন্দর সরল সত্য শৃঙ্খলেতে অনেক দেব মন্দির একত্র হইল। তোমাদের সেবক সেই দূর দেশে যে ঈশ্বরের সেবা করিয়াছে, স্বদেশে তাঁহারই সেবা করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া আসিল। ইংলণ্ড এবং ইউরোপে সহস্র নর নারী তোমাদের সত্য গ্রহণ করিয়াছেন, তোমাদের মতকে অতি যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় প্রস্তুত, তোমরা তাঁহাদিগকে তোমাদের অন্তরের প্রেম দিয়া আপনার করিয়া লও। তাহা হইলে পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ সকলের প্রদীপের আলোক একত্র হইবে। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধন্য তাহারা যাহারা দুর্ব্বল হইয়াও ঈশ্বরের বলে নির্ভর করে! ধন্য তাহারা যাহারা পাপাত্মা হইয়াও ঈশ্বরের মধুর উপাসনার অধিকারী হয়! কিন্তু আরও ধন্য তাহারা যাহারা এই উপাসনার মধুরতা জগৎকে দিবার জন্য প্রাণ মন ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে! তাহারা জানে ঈশ্বরের ইচ্ছা জয় লাভ করিবেই করিবে। নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জয়, সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি এক পরিবার হইবে।

দীন নাথ! আমরা কি দেখিব না পূর্ব্বকালের অপেক্ষা তুমি কত উচ্চতর বিধান আমাদিগকে আনিয়া দিলে। যে দেশে ভক্তি প্রেম শুকাইয়া গিয়াছিল, সেখানে প্রেমের বন্যা আনিয়া দিলে, লও তবে আমাদের প্রাণ মন। যাদের সব দিয়াছ, তাদের সামান্য শরীর মন প্রাণ, যাহা কিছু তোমার ইচ্ছা সাধনে নিযুক্ত কর। তোমার প্রেম বিধানে সকলের হৃদয়কে এক কর। নর নারীর মধ্যে এক পরিবার কাহাকে বলে, তোমাতে জীবন ধারণ করা কি, ইহ জীবনেই অনন্ত জীবন লাভ করা কি, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। ধন্য তোমার মহিমা, যে তুমি আমাদিগকে প্রেমের অধিকারী করিলে। নিজে গুণে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

প্রচার বৃত্তান্ত।

মনুস্যের প্রচলিত জীবনের সম্মুখে সহসা কোন উচ্চ আদর্শ যদি ধরা যায় তাহা হইলে অন্ততঃ তত্তৎকালের জন্যও তাহার মনে মনুষ্যত্বের উচ্চাভিলাষ প্রদীপ্ত হইবে। তার পর যখন সে আপনার বুদ্ধি শক্তির উপর নির্ভর করত সাংসারিক ভাবে স্বার্থসাধক যুক্তি তর্কের দ্বারা নিজের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ধর্ম্মের তুলনা করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার সেই ক্ষণিক উচ্চাভিলাষের উত্তেজনা প্রশমিত হইতে থাকে। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকৃতির লোকদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিলে এই ভাবটী স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অস্থির ভাবের মধ্য দিয়াই ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পথ অবধারিত হইয়াছে। কিন্তু নিম্ন দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিলে আশা সঙ্কীর্ণ এবং উৎসাহ শিথিল হইয়া যায়। এই জন্য উর্দ্ধে আশার জ্যোতি অবলোকন করিয়া বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম প্রচারার্থ আমি কতিপয় পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া আমি গত ১৩ই কার্ত্তিক প্রথমে চন্দননগরের কোন বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার পরিবার মধ্যে দুই দিন ধর্ম্মালোচনা এবং উপাসনাদি হইয়াছিল। তথায় ব্রাহ্মদিগের স্থাপিত একটী বিদ্যালয় আছে তাহার অবস্থা আশাজনক বটে, কিন্তু সেখানে ধর্ম্ম কিম্বা নীতি শিক্ষা রীতিমত দেওয়া হয় না। ব্রাহ্ম অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ মনে করিলে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজ স্কুল নাম থাকিবে অথচ ধর্ম্মশিক্ষা হইবে না ইহা দেখিতে ভাল হয় না। ১৪ ই তারিখে উক্ত স্কুলগৃহে একটী বিশেষ সভা হয় তাহাতে "ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের আবশ্যকতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল এবং প্রার্থনা ও সঙ্গীতও তাহার সঙ্গে হইয়াছিল। পরে তথাকার এক জন পুরাতন ব্রাহ্মের সহিত প্রেততত্ত্ব বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। এ বিষয়ে তাঁহার নবানুরাগ বোধ হইল আমাকেও তিনি সে বিষয়ে অনুরাগী হইতে বলিলেন।

পর দিন আহারান্তে চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া আকনা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। পথে যাইতে রাত্রি হইল, সঙ্গে আর লোক পাওয়া গেল না, এমন সময়ে একটী যাত্রার দল যাইতেছিল তাহাদের সঙ্গের একটী লোক আমার ব্যাগ লইয়া গ্রামে পৌঁছিয়া দিল। আকনা গ্রামে এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু বাস করেন, তাঁহার প্রচার বিষয়েও বিশেষ অনুরাগ আছে, কিন্তু গ্রামে মদ্যপান এবং দলাদলির প্রাদুর্ভাব হেতু সমাজে কেহ আসিতে চাহে না। আকনা গ্রামে এক সপ্তাহ কাল থাকিয়া আমি তৎ পার্শ্বস্থ কোন কোন পল্লীতে গিয়াছিলাম। ১৫।১৬ই তথায় উপাসনা এবং ব্রহ্মসাধন সম্বন্ধে বিশেষ কথা বার্ত্তা হয়। ১৭ তারিখে ত্রিবেণীর নিকট গরপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী

গ্রামে যাই। সেখানে একটী বিনীত ব্রাহ্মযুবা বাস করেন তাঁহার গৃহে সে দিন থাকিলাম, আমার সঙ্গে আর একটী ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন। গ্রামে লোক অধিক নাই, আমরা ৫।৬ জনে মিলিত হইয়া উপাসনা করিলাম তাহার মধ্যে বৃন্দাবনবাসী একটী বৈষ্ণব আকারের বাঙ্গালী ছিলেন। উপাসনান্তে "স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি, গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে", এই অংশটী যখন আমরা গান করিতেছিলাম ঘটনাক্রমে সেই সময় অদূরে একটী স্ত্রীলোকের আত্মীয়বিয়োগ জনিত গম্ভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ঐ দিবস অপরাহ্নে হঠাৎ তথাকার একটী লোক ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করে। একে অন্ধকার রজনী, তাহাতে গঙ্গাতীর এবং গ্রাম্য নিস্তব্ধতা, তাহার মধ্যে বামাকণ্ঠ নিঃসারিত বিলাপ ধ্বনি আমাদের গীত সেই বৈরাগ্য সঙ্গীতকে যেন পরিদৃশ্যমান্ জীবন্ত আকারে সংগঠিত করিল। পর দিন উক্ত বন্ধুর পরিবার মধ্যে উপাসনা করিলাম, পরিবারস্থ মহিলাগণ কেহ বা কোশা কুশি পুষ্প চন্দন লইয়া পূজা করিতে লাগিলেন কেহ বা আমাদের উপাসনাতেও যোগ দিলেন। পরে আহারান্তে শিবপুর গ্রামে বাবু ললিত মোহন সিংহ নামক এক জন ভদ্র যুবার আলয়ে উপনীত হই। ললিতবাবু তথাকার জমিদার, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে এবং তিনি অতি সজ্জন। রজনীতে তাঁহার প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধব এবং কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া একটী সভা করা গেল। প্রথমে উপাসনা এবং চরিত্র সংশোধন বিষয়ে একটী বক্তৃতা হইয়া মৃদঙ্গের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইল। সঙ্কীর্ত্তন উৎসাহের সহিত হইয়াছিল। পর দিন ১৯ তারিখ তথা হইতে পুনরায় আকুনায় আসিলাম। রজনীতে তথায় উপাসনা এবং যোগ সাধনের আবশ্যকতা বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। ২০ শে প্রাতে কাপাশটিকুরী গ্রামে এক ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা, এবং রজনীতে স্থলতানগাছায় প্রার্থনা এবং আলোচনা হয়। এই আলোচনা অদৃষ্টবাদ মতের পক্ষপাতী কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে হইয়াছিল। তিনি ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই কিন্তু মনের মধ্যে গণ্ডগোল হইয়াছিল। পরে তিনি প্রার্থনা করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। ২১ শে এক জন বন্ধুর সহিত টেলাগু নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে যাই। সেখানে কএকটী কৃষক মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা দুঃখী কৃষক কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আছে। একটী বৃদ্ধ কৃষক বলিলেন আমাদের অনেক ভয় এবং ভ্রম দূর হইয়াছে। অগ্রে ভূতের ভয়ে রাত্রিতে কোথায় যাইতে হইলে কত ভয় হইত, এখন সে ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছি। দশ বার জন চাসব্যবসায়ী এখানে ব্রহ্মোপাসনা করেন তন্মিন্ন লেখা পড়া জানেন এমন লোকও আছেন। আমরা তথায় এক রাত্রি ছিলাম। নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। পরদিন তথা হইতে আকুনায় আসিয়া আহারান্তে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সঙ্গে তান্তাড়ায় উপস্থিত হইলাম। তত্রত্য জমিদার বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ এক জন ব্রাহ্মধর্ম্মোৎসাহী, তাঁহারই গৃহে কয় দিন ছিলাম। প্রথম দিন পথশ্রান্তি বশতঃ আর কিছুই হয় নাই, পর দিন রজনীযোগে পারিবারিক সভা হয় তাহাতে ঈশ্বরকে এবং মনুষ্যকে প্রেম করা বিষয়ে একটী বক্তৃতা এবং তপদুযোগী সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হয়। তার পর দিন তথাকার স্কুলগৃহে সভা হইয়াছিল। গত ঝড়ে এবং জ্বর প্লীহায় লোক সকল কিছু অসুখী ছিল তথাপি গ্রামের অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার পর দিন আর এক জন ব্রাহ্মের পরিবার মধ্যে প্রাচীনা স্ত্রীদিগের জন্য উপাসনা হয় তাহাতে "নামসাধন" বিষয়ে উপদেশ এবং সঙ্গীত হইয়াছিল। শেষ দিনে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীর সাধারণ পূজার দালানে এক প্রকাশ্য সভা হয় সেখানে কর্ম্মচারী ভৃত্য এবং গ্রামস্থ ভদ্র লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে উপাসনা করিতে বসিলাম তাহার সম্মুখ ভাগে দুই দিকে দুই খানি প্রকাণ্ড সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তখন দুই যেটে হইতে ছিল। সে দিন প্রতিমা পূজার অনাবশ্যকতা এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার সম্ভবনীয়তা বিষয়ে কিছু বলা গেল পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। তৎপর দিবস সেখান হইতে বিদায় হইয়া ছোট ছোট গ্রামের এবং ধান্যের মাঠের মধ্য দিয়া দামোদর নদীর তীরে জামালপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে মারীভয় নিবারণের জন্য একটী ঔষধালয় আছে। তথাকার ডাক্তার বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ এক জন ব্রাহ্ম। এখানে প্রতিদিন প্রাতে শত শত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর মলিন বসনধারী রোগাক্রান্ত লোকদিগকে দেখিতে পাইতাম। এখানকার অনতিদূরে দামোদরের পরপারে রাজারামপুরের জমিদারের বাটীতে ২৮ শে তারিখে এক সভা হয়। তাঁহাদের বাটীতে কয়টী শিক্ষিত যুবাও আছেন, তথায় বিশুদ্ধবিশ্বাসের উপর বক্তৃতা এবং সঙ্গীত হইয়াছিল। পর দিন নিজ জামালপুরে আর একটী সভা হইয়াছিল। "অনুতাপ কর দিন শেষ হইল" এই বিষয়ে সে দিন বক্তৃতা এবং বৈরাগ্য বিষয়ে সঙ্গীত হয়। ৩০ শে শ্রীকৃষ্ণপুর নামক গ্রামে তথাকার জমিদারের বৈঠকখানায় সভা হইয়াছিল, "সংসারে থাকিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা যায়" এই বিষয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা হইয়া সঙ্কীর্ত্তন হইল। জমিদার মহাশয়দিগের গুরু ঠাকুরও তথায় ছিলেন, তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনিও সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। সভা স্থলে স্থানীয় এবং প্রতিবাসী ভদ্র লোক সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। পর দিন এক নৌকা আরোহণ করিয়া আমরা কতিপয় বন্ধু একত্রে নিকটস্থ বেড়গ্রামে নামক স্থানে যাই, তথাকার জমিদারের বাটীতে সভা হইয়াছিল। সেখানে "সংসারসুখের অনিত্যতা এবং ঈশ্বরের নিত্যতা" বিষয়ে

বক্তৃতা করা যায়। তৎপরে খোল করতালের গম্ভীর নিনাদের সহিত ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করা যায়। সভায় ভদ্র ও অপর লোক প্রায় এক শত উপস্থিত ছিলেন। পর দিন সন্ধ্যাকালে নৌকায় উপাসনা করিতে করিতে পুনরায় জামালপুর আশা গেল। ৩ অগ্রহায়ণ জামালপুর পরিত্যাগ করিয়া মশাগ্রামে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটী ভদ্র গ্রাম, গোলক বাবু নামক বর্দ্ধমানের রাজার নায়েব এখানকার অধিবাসী আমাকে বিশেষ স্নেহের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে দিন জগদ্ধাত্রী পূজা, তথাপি তাঁহার বাটীতে গ্রামের ভদ্র লোক সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এক ঈশ্বরের পূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা করা গেল, গোলক বাবু বেশ সঙ্গীত করিতে পারেন তিনি ব্রহ্ম সঙ্গীত করিলেন আমিও করিলাম। পর দিনও ছোট গোছের একটী সভা তথায় হইয়াছিল। ৫ অগ্রহায়ণ তথা হইতে বর্দ্ধমানে আসিলাম, সেই দিন তথাকার সমাজের দিন ছিল। সন্ধ্যাকালে তথায় উপাসনা হইল, ঈশ্বরের সহিত আত্মার মিলন বিষয়ে কিছু বলা গেল। প্রায় দশ দিন আমি সেখানে ছিলাম, পর্য্যায়ক্রমে তথাকার ব্রাহ্মবন্ধুগণের বাটীতে প্রতি দিন প্রায় উপাসনাদি হইত। এক দিন ব্রাহ্মসমাজ স্কুলে একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে বক্তৃতা করা যায়। তথাকার ব্রাহ্মগণ সমাজের দুরবস্থা সম্বন্ধে অনেক আপেক্ষ করিলেন। প্রচারকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহ সেখানে না যাওয়ায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহাও বলিলেন। হিন্দুমূল ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে এক জনের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, দুর্ব্বলতা বশতঃ কিম্বা অন্য কারণে আমার এই মত হইয়াছে তাহা জানিনা। দুর্ব্বলতা ইহার কারণ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। "ঈশ্বর এবং সত্য অবিভক্ত ইহার অংশ হইতে পারে না," "উন্নতিশীলতা," "ঈশ্বর জাগ্রত দেবতা," "প্রার্থনার লক্ষণ,' "আধ্যাত্মিকতা" "আদর্শের অনুগামী জীবন, জীবনের অনুগামী আদর্শ নহে," "দৈনিক প্রার্থনা," প্রভৃতি বিষয়ে তথায় বক্তৃতা হয়।

১৫ অগ্রহায়ণ বুদবুদ নামক সবডিবিসনে উপস্থিত হইলাম। দুই জন ব্রাহ্ম এখানে থাকেন। স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহ একজন পুরাতন ব্রাহ্ম। ১৭ই তারিখে এখানকার স্কুলে সভা হয় তাহাতে স্থানীয় বিচারপতিগণ এবং আমলাগণ সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। "ধর্ম্মতেই প্রকৃত সুখ" এই বিষয়ে বক্তৃতা এবং দুইটী সঙ্গীতও হইয়াছিল। পর দিন প্রতাপ বাবুর বাসায় "ঈশ্বর প্রেম" বিষয়ে বক্তৃতা এবং উপাসনা হয়, স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে কয় দিনই সন্ধ্যা এবংউষা কালে উপাসনা সঙ্গীত হইত। ১৯ শে পুনরায় স্কুল গৃহে উপাসনা হয় তাহাতে ব্রাহ্মোপাসনা কি প্রকার এই বিষয় বলা হইয়াছিল। তার পর খাণ্ডারী নামক গ্রামে বর্দ্ধমানের রাজগুরুর বাটীতে "ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের যথার্থ লক্ষণ কি"? তদ্বিষয়ে বক্তৃতা এবং সঙ্গীত হয়। পর দিন প্রাতে বুদবুদে সভা হয় এবং বৈকালে মানকর গ্রামে স্কুলডেপুটী ইনেস্পেক্টর মহেশ বাবুর বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে তত্রত্য অধিবাসী ভদ্রাভদ্র অনেক লোক উপস্থিত হইয়া এক সভা করেন। সেখানে সংস্কৃত গান ও শ্লোকের সহিত ভক্তির সাধন বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। মানকর একটী প্রকাণ্ড গ্রাম, এখানে বহুবিবাহকারী অনেক কুলীন আছেন। শুনিলাম আমার শ্রোতাগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিষ্টির অন্তর্গত ৫টী স্ত্রীর একটী স্বামী ছিলেন। তথায় তিনি আট বৎসরের একটী বালিকার পানিগ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর পর শ্বশুর বাড়ীতে এইবার আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল, লোকটী বড় পাকা এবং সপ্রতিভ। ২১।২২শে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলোচনা এবং শেষ দিনের রাত্রে প্রার্থনা সভায় "আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও পীড়া নিবারণের" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া পরদিন বুদবুদ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিলাম। সেখানে দুই দিন পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত উপাসনা আলোচনা হইয়াছিল।

এই সমস্ত পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া আমি দেখিলাম অসচ্চরিত্র জ্ঞানাভিমানীদিগের নিকট ব্যতীত ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবন্ধক কোথাও নাই। প্রতিবন্ধকের মধ্যে শ্রোতাগণের চঞ্চল ভাবে কথা বার্ত্তা কহা আর তামাক খাওয়ার গোলমাল, কিন্তু আমি প্রত্যেক সভায় অগ্রে ঐ দুই গোলযোগ নিবারণের জন্য পূর্ব্বে অনুরোধ করিয়া রাখিতাম। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তামাক না খাইয়া, গল্প না করিয়া চুপ করিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা যে কত কঠিন এবার তাহা আমি বুঝিয়াছি। বিশেষ অহিফেন সেবী বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা আরও কঠিন। আমি কে, কোন্ জাতি তাহা কেহ জিজ্ঞাসা না করিয়া ধর্ম্মের নামে আমাকে এত সমাদর করিল যে তাহা দেখিয়া ভয় অবিশ্বাসকে আর আমি মনে স্থান দিতে পারি না। "জাত বরণ কো পুছে নেহি" ভক্ত নানকের এই কথা আমার সর্ব্বদা মনে পড়ে। অনেক স্থানে সভা হইয়া পরে একটী ক্ষুদ্র আকারের জলপান হইত তাহা হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতেন না। আগে অপরিচিতদিগের মধ্যে দয়াময় প্রভুর মহিমা ঘোষণা করা কত ভাবনার বিষয় ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা কেবল নিজের দুর্ব্বলতার ফল। বঙ্গদেশের প্রতি পল্লীতে ব্রহ্মের মধুর নাম প্রচার করিবার আর কোন বাধা দেখা যায় না। শরীর মন সুস্থ থাকিলে সকল স্থানে তাঁহার নাম গাইয়া জীবনকে সফল করা যায়। আমি দিব্য চক্ষে এখন দেখিতেছি প্রচারের ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। অন্ততঃ একবার করিয়া এ দেশের প্রত্যেক গ্রামে ঈশ্বরের নাম ঘোষণা হইতে দেখিয়া যদি আমরা মরিতে পারি তাহা হইলে

আমাদের প্রচারব্রত অনেক পরিমাণে প্রতিপালিত হয় সন্দেহ নাই।

পরিব্রাজক।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ম্যাঙ্গালোর পরিত্যাগ করিয়াছেন শীঘ্র সপরিবারে কলিকাতা পঁহুছিবেন। শুনা গেল তাঁহার সঙ্গে তদ্দেশীয় এক জন উপবীত ত্যাগী স্বারস্বত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে কিছুদিন ছিলেন তথা হইতে বেলানগরের রাজা রামপাল সিংহের ভবনে এবং কোন প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মালোচনা করেন এবং উপদেশ দেন। এক্ষণে তিনি গাজিপুরে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিগত ১১ পৌষ রবিবার মুদীয়ালী ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রেমোন্মত্ততা এবং দিব্যজ্ঞান এক সময় সাধু হৃদয়ে বাস করিতে পারে তদ্বিষয়ে একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করেন। সঙ্কীর্ত্তনও যথেষ্ট হইয়াছিল। সমাজ মণ্ডপটীর চারি দিক্ বৃক্ষাদিতে আচ্ছন্ন এবং সম্মুখ ভাগ প্রস্ফুটিত পুষ্প কানন এবং লতাবল্লীতে পরিপূর্ণ; স্থানটী অতি রমনীয় তপোবন সদৃশ হইয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের অনেক গুলি ব্রাহ্ম সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বহু দিনান্তে আমাদের ভক্তিভাজন প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আশা করি আগামী ব্রহ্মোৎসব পর্য্যন্ত তিনি এখানে থাকিয়া ব্রাহ্মদিগকে উৎসাহিত করিবেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই যে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় তাহা বলা বাহুল্য। গত বুধবারে তিনি এবং তাঁহার প্রথম ও পঞ্চম পুত্র, রাজনারায়ণ বাবু এবং জামাতা কুটুম্বগণ অনেকে সমাজে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা নিয়মিত রূপে সমাজে যান না তাঁহারা এ সময় তথায় যাইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিলে তাহা কত দূর ফলদায়ক হইবে জানি না, কিন্তু ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে দেবেন্দ্র বাবুর পুত্রগণ এবং রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মেরা তাঁহার অনুপস্থিত কালে কদাচিৎ সমাজে গিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে রাজনারায়ণ বাবুর এরূপ নিরুৎসাহের দৃষ্টান্ত যুবা ব্রাহ্মগণের পক্ষে যে বিশেষ অনিষ্টকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে যা হউক, এক্ষণে দেবেন্দ্র বাবু যত দিন এখানে আছেন, ব্রাহ্মেরা তাঁহার নিকট উপাসনা ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া যাহাতে প্রীতির সহিত শান্তমনে দৈনিক সাধন করিতে পারেন এমন কিছু উপায় করিবেন। অব্রাহ্ম ভাবে বা সাংসারিক ভাবে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া কেহ যেন শীঘ্র এখান হইতে তাঁহাকে বিদায় করিয়া না দেন এই আমাদের অনুরোধ।

গত ৬ই রবিবার এলাহাবাদ সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত প্রাতঃকালে এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু সন্ধ্যাকালের উপাসনা কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সাধারণ লোকদিগের জন্য কোন মাঠে হিন্দি ভজন এবং বক্তৃতা হইয়াছিল। সন্ধ্যার উপাসনান্তে "ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার কি," এই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ বাবু একটী ইংরাজি উপদেশ দেন। এবং প্রাতে পিতার গৃহে ভ্রাতা ভগ্নীদের সম্মিলন এই বিষয়ে অঘোরনাথ বাবু বাঙ্গালায় উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংলণ্ড ও জার্ম্মণির অন্তর্গত চল্লিশটী স্থানে শতাধিক সভায় অনুমান পঞ্চাশ সহস্র নর নারীর নিকট ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিগত ৬ই পৌষ রবিবার মুঙ্গের এবং তাহার পূর্ব্ব রবিবার জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে "জন সাধারণের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ" এই বিষয়ে তিনি একটী বক্তৃতা দেন তাহাতে তথাকার অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুস্থানীদিগের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার রায় কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষায় উপাসনা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে উভয় স্থানে সাত শতের অধিক দুঃখীকে চাউল ও পয়সা এবং এক শত অন্ধকে বস্ত্র দান করা হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইল এ সময়ে যাঁহাদের যাহা দেয় আছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করিলে আমরা বাধিত হইব। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত মূল্য বা ডাক মাস্তুল কিছুই দেন নাই, তাঁহাদিগকে কিছু বেশী অনুগ্রহ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী মাঘোৎসব উপলক্ষে বিদেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্ম সপরিবারে এখানে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে আমাকে সংবাদ দিলে আমি একটী স্বতন্ত্র বাটী এবং অন্যান্য আয়োজন স্থির করিয়া রাখিতে পারি। প্রতি দিন কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে যিনি যিনি জানিতে চাহেন আমাকে পত্র লিখিবেন।

শ্রীউমানাথ গুপ্ত।

...ক্ষক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ই পৌষ, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্বের অতিরিক্ত পত্র।

১৭৯৫ শকের মাঘ হইতে ১৭৯৬ শকের পৌষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্বের সূচীপত্র।

মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত অল্প মূল্যে

পুস্তক সকল বিক্রয় হইবে।

	বর্ত্তমান মূল্য	উৎসবের মূল্য
সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান	১	৸০
ঐ ঐ কাগজের মলাট	৸০	৷৷০
ঐ ২য় ভাগ ঐ ...	৶০	৵০
সংগীত মঞ্জরী	৶০	৶০
সংগীত মালা	(১০	(১০
হিন্দি ব্রহ্মসঙ্গীত	৵০	৵০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কাগজের মলাট	৸০	৷৷০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড ...	৷৵০	৷০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক	৴০	(১০
ব্রহ্মোৎসব	৵১০	৵০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	৷৴০	৷০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৵০	৴০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	৷০	৶০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ...	(১০	(১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ) ...	৷৵০	৷০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতনসংস্করণ	৵০	৴০
ঐ ঐ হিন্দি	৴০	(১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার	৴০	(১০
ঐ ঐ (সংস্কৃত)	৴০	১০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	(১০	(৫
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪ র্থ পর্য্যন্ত	৷০	৵০
শ্লোকসংগ্রহ প্রথম ভাগ	৶০	৵০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ চতুর্থ সংস্করণ ...	৶০	৵০
কতক গুলি ধর্ম্ম কথা ...	(১০	(৫
ঐ ঐ ধর্ম্মপদেশ ...	(১০	(৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ...	৶০	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	৷০	৷০
প্রসন্নতা প্রদায়িনী	৶০	৴০
ধর্ম্ম ও নীতি	৴০	৴০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৸০	৸০
হিন্দি প্রার্থনা পুস্তক ...	৴০	(১০
শিশু পালন (১ম ও ২য় ভাগ) ...	৷০	৷০
সুখী পরিবার	৵০	৴০

	As.	As.
Brahmo Somaj Vindicated ...	2	1
Popular Tracts No. 1 to 4 ...	2	1
Destiny of Human Life ...	2	1
Reconstruction of Native Society ...	1	1
Welcome Soiree ...	1	1
Lecture on Inspiration ...	4	3
Essential Principles of Brahmo Dharma ...	1	½
Proceedings of the Town Hall Meeting ...	2	1
Theistic Annual 1872 ...	8	4
Ditto Ditto 1873 ..	8	4
Ditto Ditto 1874 Rs.	1	12
Deism and Theism ...	1	1
Lecture on Progress of Theism ...	2	1
Ditto Age of Enlightenment ...	3	2
Lecture on Brahmo Somaj of India ...	2	2
Life of Educated Native ...	2	2
Lecture on Marriage Law ...	2	1
Ditto on the Jainas ...	4	1
Man the Son of God ...	1	1
Religious and Social Reformation ...	2	2
Lecture on Alcohol ...	3	2
Lecture on Prayer ...	½	½
Order of Service ...	1½	1
Prayers for Different Occasions of Life ...	3	2
Channings Work Complete Rs.	1½	1½
Essays Theological and Ethical Rs.	1	12

Register No. 66

	As.	As.
Historical Sketch of the Brahma Somaj.	6	6
Regerating Faith ...	4	8
Jesus Christ Europe and Asia ...	3	2
Future Churah ...	3	2
Lecture at the Brahmo School ...	2	1
True Faith ...	2	2
Appeal to Young India ...	½	½

প্রস্তাবিত নূতন পুস্তক।

Almanac with Diary 1875 ... As. 6

Theistic Annual 1875

সংগীত সংকীর্ত্তন ৩য় ভাগ

ধর্ম্ম সাধন ২য় কল্প ১ম হইতে ১০ সখ্যা পর্য্যন্ত

একত্রে বাঁদান

---

* কোন ব্যক্তি এককালে ২৫, টাকার কিম্বা তদধিক মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিলে তাঁহাকে শত করা ৫, টাকার হিসাবে কোমিসন দেওয়া যাইবে।